রাজপথ

...আসিয়াছিল, কিন্তু ... সুবৃহৎ গোলাকার চন্দ্র উঠিতেছে ... কিরণসম্পাত ... বোটানিকাল গার্ডেন সংলগ্ন পরীরাজ্যে ... হইল।

নবিহারী মুগ্ধনেত্রে ক্ষণকাল উদয়োন্মুখ চন্দ্রের প্রতি ... আজ যে পূর্ণিমা তা' ত মনে ছিল না! ... জ্যোৎস্নাটা একটু উপভোগ করলে হয়।"

... উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "হ্যাঁ বিমানদা, তাই করুন। ... খানিকটা বাগানে বেড়িয়ে, তবে যাওয়া যাবে।"

... অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে সকলেই মুগ্ধ হইয়া গিয়াছিল ... কিন্তু গেট যদি বন্ধ করে দ্যায়?"

... কহিল, "তা কখনো দেবে না। গেটে আমাদের ... বেরুলে কখন গেট বন্ধ করে' দিতে পারে ...

... সহাস্যে কহিল, "যদিই দেয়, গেট খুলিয়ে নি... রাত বাগানে কাটাবো না, তা নিশ্চয়।"

এইটুকু বিচার-বিতর্কে সন্তুষ্ট হইয়া সকলে সামনাসামনি দুইখানি বেঞ্চে বসিয়া পড়িল। সন্ধ্যা হইয়া আসিতে বাগানটি সর্ব্বত্র জনশূন্য হইয়া আসিতেছিল, বিশেষতঃ গেট হইতে সুদূর এ অঞ্চলে ও তাহার সঙ্গিনীত্রয় ভিন্ন অন্য কোনও প্রাণীর চিহ্ন পর্য্যন্ত ছিল না।

এই তিনটি তরুণী পরস্পর সম্পর্কে সহোদরা। ইহাদের পিতা প্রমদারঞ্জন ঘোষ অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, পেন্সন লওয়ার পর হইতে কলিকাতার গৃহে বাস করিতেছেন। জ্যেষ্ঠা কন্যা সুরমার বিনয়ের সহিত বিবাহ হইয়াছে; বিমানবিহারী তাহার দেবর। বিমানবিহারী নবনিযুক্ত ডেপুটি-ম্যাজিষ্ট্রেট এবং অবিবাহিত। বিমানের সহিত প্রমদারঞ্জনের মধ্যমা কন্যা সুমিত্রার বিবাহের কথা কিছুদিন হইতে চলিতেছে। এই সঙ্কল্পিত বিবাহে উভয় পক্ষে প্রায় সকলেরই ইচ্ছা আছে, তবে পাত্রপক্ষে স্বয়ং পাত্রের এবং কন্যাপক্ষে কন্যার মাতা জয়ন্তী দেবীর ইচ্ছা সর্ব্বাপেক্ষা অধিক।

সেদিনকার বোট্যানিকাল-গার্ডেন ভ্রমণ ব্যাপারে বিমানবিহারীর ও সুমিত্রার পক্ষে আনন্দের উপাদান কম ছিল না; কিন্তু বিমানবিহারীর প্রেমব্যাকুল হৃদয়, ধনিগৃহে ভোজে আহূত দরিদ্রের মত, ভদ্রতার সীমার মধ্যে সংরুদ্ধ থাকিতে পারিতেছিল না। তাই বেঞ্চে বসিয়া সে হঠাৎ চক্ষে কহিল, "বিমলা, সেই গানটি গাও ত—সন্ধ্যা এল ঘনায়ে কালো আঁধার করি'—"

কিন্তু পীড়াপীড়ি করিলে বিমলা কি করিত বলা যায় না, তাহার আর অবসর পাওয়া গেল না। সুরের পথে সন্ধ্যা ঘনাইয়া আসিবার পূর্ব্বেই কিন্তু পথে অসুরের মূর্ত্তি সহসা কোথা হইতে তাহাদের সম্মুখে দাঁড়াইল এবং আনত হইয়া সকলকে দীর্ঘ সেলাম করিয়া কহিল, "কুছ চন্দা দিজিয়ে।"

গ্রীবা স বলে চাপিয়া ধরিয়া কহিল "সাবধান! জোর করলেই গলা টিপে মেরে ফেলব!" তৎপরে গুণ্ডার গাত্রাবরণের কিয়দংশ তাহার মুখগহ্বরে পুরিয়া দিয়া ক্ষিপ্রবেগে মুখখানা বাঁধিয়া ফেলিয়া অবশিষ্ট অংশ দিয়া বেঞ্চের সহিত তাহার হাত-পা দৃঢ়ভাবে বাঁধিয়া দিল।

চিত্রাপিতের মত দাঁড়াইয়া বিমান এই অদ্ভুত ব্যাপার আদি হইতে অন্ত পর্য্যন্ত শুধু নিরীক্ষণই করিতেছিল; বিস্ময়ে ও ত্রাসে সে এমনই অভিভূত হইয়া গিয়াছিল যে তাহাদের পরিত্রাতাকে তাহার গুরুতর বিপদে সাহায্য করিবার শক্তি, এমন কি চেতনা পর্য্যন্ত, তাহার ছিল না। এতক্ষণে আশ্বস্ত হইয়া সে অপরিচিত যুবককে দৃঢ় আলিঙ্গনে বেষ্টন করিয়া ধরিল এবং অধীর উচ্ছ্বাসিত কণ্ঠে বলিতে লাগিল, "ঈশ্বর আপনার মঙ্গল করুন, আপনিই আজ আমাদের রক্ষা করেছেন!"

যুবককে কোনো কথা কহিবার অবসর না দিয়া সুরমা ভীতি-বিহ্বল কণ্ঠে কহিল, "ঠাকুরপো, চল চল, আমরা বাগান থেকে বেরিয়ে পড়ি! এখনি যদি ওর সঙ্গীরা এসে পড়ে তখন আর রক্ষা থাকবে না।

আতঙ্কে সুমিত্রার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইতেছিল না এবং বিমলা অশ্বত্থের মত ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল।

অপরিচিত যুবক বিমানের প্রতি চাহিয়া কহিল, "সে কথা ঠিক। গুণ্ডারা প্রায়ই দলবদ্ধ হয়ে থাকে। চলুন আমি গেট পর্য্যন্ত আপনাদের পৌঁছে দিই" বলিয়া গুণ্ডার ছুরিখানা তুলিয়া লইয়া হাসিয়া কহিল, "এটা অন্ততঃ গেট পর্য্যন্ত হাতে থাক, কি জানি যদি কাজেই লাগে।

তখন আর সময় নষ্ট না করিয়া সকলে উদ্বিগ্ন-দ্রুতপদে গেটের দিকে অগ্রসর হইল। বলা বাহুল্য বিমান গুণ্ডার পকেট হইতে তাহার অপহৃত নিব্যাগটি উদ্ধার করিতে ভুলে নাই।

গেটে পৌঁছিয়া গেটরক্ষককে সংক্ষেপে গুণ্ডার কাহিনী জানাইয়া অপরিচিত যুবক ছুরিখানা তাহার জিম্মা করিয়া দিল।

গেটম্যান পকেট হইতে কাগজ ও পেন্সিল বাহির করিয়া কহিল, "হুজুর, আপকা নাম ঔর পতা লিখা দিজিয়ে, ক্যা জানে পুলিসকা দরকার হোগা।"

অপরিচিত যুবক একটু চিন্তা করিয়া কহিল, পুলিসের দরকারের জন্য আমি ব্যস্ত নই। তবে তোমার দরকার হ'তে পারে। লিখে নাও— নাম সুরেশ্বর মিত্র; ঠিকানা—নং সুকীয়া ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সুরেশ্বরের নাম ও ঠিকানা গ্যাসালোকের সাহায্যে লিখিয়া লইয়া বিমানবিহারীকে সম্বোধন করিয়া গেটম্যান কহিল, "হুজুর, আপকা ভী লিখ দিজিয়ে।"

বিমানবিহারী কহিল, "নাম বিমানবিহারী বোস; পতা—নং বেচু চ্যাটার্জ্জী ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

নাম ও ঠিকানা লেখা হইলে সুরেশ্বর বিমানের নিকট বিদায় প্রার্থনা করিল।

বিমান কোন কথা কহিবার পূর্ব্বে সুরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "না, না, ঠাকুরপো, ওঁকে একলা এখানে ছেড়ে দেওয়া হবে না, উনি আমাদের সঙ্গে চলুন, আমরা বাড়ী পর্য্যন্ত ওঁকে পৌঁছে দেবো।"

বিমান সজোরে কহিল, "নিশ্চয়ই নিশ্চয়ই! ওঁকে ফেলে আমরা কখনই যেতে পারিনে!"

সুরমার প্রতি চাহিয়া সুরেশ্বর নম্রকণ্ঠে কহিল, "আমার জন্যে আপনারা ব্যস্ত হবেন না। আমি শিবপুরে একজন বন্ধুর সঙ্গে দেখা করে' তার পর বাড়ী ফিরব।"

ত্রাসের বিহ্বলতা হইতে এতক্ষণে অনেকটা মুক্ত হইয়া সুমিত্রার

তাহার উদ্ধারকর্তার প্রতি শ্রদ্ধায় ও কৃতজ্ঞতায় এমনই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছিল যে অপরিচয়ের কোনো সঙ্কোচ না করিয়া সে সনির্বন্ধ কহিল, "বন্ধুর সঙ্গে আর-একদিন দেখা করবেন, আজ বাড়ী ফিরে চলুন।"

সুমিত্রার প্রস্তাবে আপত্তি করিতে গিয়া, সুরেশ্বর বিনয়-স্মিতমুখে সুমিত্রার প্রতি শুধু একবার সসঙ্কোচে দৃষ্টিপাত করিয়াই নিরুত্তর হইয়া গেল। যেটুকু উপকার সে করিয়াছে তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার বশবর্তী হইয়াই যে উপকৃতের দল ব্যগ্র হইয়া উঠিয়াছে তাহা উপলব্ধি করিয়া বাদানুবাদের সাহায্যে তাহার কৃতিত্ব ও অপর পক্ষের কৃতজ্ঞতা এই উভয়কে সুপ্রকাশ করিয়া তুলিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না।

বিমান কহিল, "আপনি আপনার বন্ধুর জন্য যতই ব্যস্ত হোন না কেন, আজ আমরাও আমাদের বন্ধুকে ছাড়্‌চি নে। যে অপরিমেয় উপকার আপনি করেছেন তার জন্যে এই একবিন্দু কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুযোগ আমাদের না দিলে নিষ্ঠুরতা হবে।"

এই উপকার স্বীকার ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশের সুস্পষ্ট উল্লেখের বিরুদ্ধেও সুরেশ্বর একটি কথা বলিল না। স্তুতি ও প্রশংসা, নিঃশব্দে সেবন করিতে সে যেমন অপটু, সশব্দে উদ্গিরণ করিতেও তাহার তেম্‌নি বাধে, তাই কোনোপ্রকার অপ্রয়োজনীয় বিনয় প্রকাশ না করিয়া সে মৃদু হাসিয়া কহিল, "তাই যদি হয়, তা হ'লে না হয় ফেরাই যাক্।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান হৃষ্টচিত্তে শোফারকে গাড়ীতে ষ্টার্ট্ দিতে আদেশ করিল।

এতক্ষণ যাহা কাহারও দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই, গ্যাসালোকে সহসা তাহা দেখিতে পাইয়া সুমিত্রা সভয়ে বলিয়া উঠিল, "ঈশ্, আপনার হাত যে ভয়ানক কেটে গেছে!"

সুরেশ্বর তাহার দক্ষিণ হস্ত চক্ষের নিকট তুলিয়া দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "না, তত বেশী কাটে নি। ছুরিখানা কেড়ে নেবার সময় একটু লেগে গিয়েছিল।"

বিমান ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বরের হস্ত নিজ হস্তে লইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "এ একেবারেই একটু নয়! এখনও রক্ত বন্ধ হয় নি; যতক্ষণ ভাল ব্যবস্থা না করা যাচ্ছে ততক্ষণ অন্ততঃ একটা জলপটি দেওয়া যাক্।"

ক্ষতটা যে নিতান্ত উপেক্ষা করিবার মত সামান্য নহে, তাহা সুরেশ্বরও বেদনা ও রক্তপাতের দ্বারা বুঝিতে পারিতেছিল। তাই জলপটি দিবার প্রস্তাবে সে আপত্তি করিল না।

জল নিকটেই ছিল, শুধু একটা পটি পাইলেই হয়। বিমান নিজ পকেট হইতে রুমাল বাহির করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া বলিল, "না চল্‌বে না, এ একটু অপরিষ্কার হ'য়ে গেছে, ক্ষতি হ'তে পারে।"

বিমানের কথা শুনিয়া সুমিত্রা তৎক্ষণাৎ নিজ রুমাল বিমানের হস্তে দিয়া কহিল, "আমার রুমাল নিন্, একেবারে ধোপার বাড়ীর পাটভাঙা।"

সুমিত্রার রুমাল হস্তে লইয়া দেখিয়া বিমান বলিল, "হ্যাঁ, এ বেশ চল্‌বে; আসুন সুরেশ্বর-বাবু ভাল ক'রে বেঁধে দিই।"

সুরেশ্বর বিমানের হস্ত হইতে সুমিত্রার রুমালখানা লইয়া দুই অঙ্গুলীর স্পর্শে নিবিষ্টচিত্তে তাহা পরীক্ষা করিয়া বিমানকে প্রত্যর্পণ করিল। তারপর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া সবিনয়ে কহিল, "আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জান্‌বেন, কিন্তু আপনার মূল্যবান্ আইরীশ লিনেনের কোন দর্‌কার নেই, দেখুন আমি সহজেই ব্যবস্থা করে' নিচ্ছি।" বলিয়া তাহার পরিহিত উত্তরীয়ের একপ্রান্ত হইতে খানিকটা বস্ত্র ছিঁড়িয়া বিমানের হস্তে দিয়া বলিল, "এই দিয়ে বেঁধে দিন্।"

সকালে জয়ন্তীর সহিত কথোপকথনের পর সুমিত্রা নিজ কক্ষে প্রবেশ করিয়া একবার চতুর্দ্দিকে চাহিয়া দেখিল। কয়েক দিন হইল প্রমদাচরণ তাহাকে দুইথান উৎকৃষ্ট খদ্দর আনাইয়া দিয়াছিলেন, তাহা দিয়া সে মনের মত করিয়া ঘরটির সংস্কার করিয়া লইয়াছিল। যেখানে যাহা কিছু অপরিচ্ছন্নতা ছিল, সে খদ্দর দিয়া সমস্ত ধুইয়া মুছিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বারে মূল্যবান ক্রেটনের পর্দ্দার স্থলে খদ্দরের পর্দ্দা গবাক্ষে বর্ডার ও কুঁচি দেওয়া সূক্ষ্ম বিলাতী স্ক্রীনের পরিবর্ত্তে খদ্দরের স্ক্রীন্, শয্যায় বিলাতী শীটিংএর পরিবর্ত্তে খদ্দরের চাদর, টেবিলে খদ্দরের টেবিল ক্লথ্; আল্‌নায় খদ্দরের শাড়ী, সেমিজ ও জামা; সংক্ষেপে, কক্ষের এমন কোনও স্থল দৃষ্টি-গোচর ছিল না যেখানে বিদেশী বস্ত্র খদ্দরের দ্বারা অপসারিত হয় নাই।

কক্ষের মধ্যস্থলে দাঁড়াইয়া মেঘ-মেদুর প্রভাতের স্তিমিত-আলোকে স্নিগ্ধ এই শুভ্র শুচিতার দিকে চাহিয়া সুমিত্রার চক্ষে জল আসিল। বোট্যানিকাল গার্ডেনের ঘটনা হইতে বর্ত্তমান মুহূর্ত্ত পর্য্যন্ত সমস্ত ঘটনাবলী পরম্পরাক্রমে তাহার মনে একটা স্বপ্নের মত উদিত হইতে লাগিল। যাহা আজ ভাঙ্গিবার উপক্রম করিয়াছে। কয়েক মাস ধরিয়া নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া যে অলৌকিক অবস্থান্তরে সে উপনীত হইয়াছে তাহার নিষ্ঠা-পূত বক্ষ-তপোবনে আজ সহসা সেই রূপান্তরিত অবস্থার স্বরূপ দর্শন করিয়া এক দিকে যেমন একটা অনির্ব্বচনীয় সুখে তাহার হৃদয় ভরিয়া উঠিল, তেমনি অপর দিকে মাতৃঋণরূপে যে উৎপীড়ন আজ হইতে এই সদ্য রচিত তপোবন বিধ্বস্ত করিতে উদ্যত হইল তাহার কথা স্মরণ করিয়া তাহার সমস্ত মন বিতন্ত্রিত হইয়া গেল।

কক্ষের এক কোণে আবলুস কাঠের একটা ত্রিপদের উপর সুরেশ্বরের দেওয়া চর্কাটা ছিল। সুমিত্রা ধীরে ধীরে তথায় উপস্থিত হইল এবং ক্ষণকাল প্রগাঢ় নতনেত্রে তৎপ্রতি চাহিয়া থাকিয়া হাতলটা ধরিয়া একবার ঘুরাইল। তৈল-নিষিক্ত স্নিগ্ধ যন্ত্র ভ্রমর-গুঞ্জনের মত মৃদু-গভীর ধ্বনি করিয়া উঠিল, কিন্তু সুমিত্রার কর্ণে তাহা করুণ ক্রন্দন-ধ্বনির মত শুনাইল! মনে হইল, চর্কার মধ্যে কাহার কণ্ঠস্বর প্রবেশ করিয়া যেন বিলাপ করিতেছে। বলিতেছে—"বন্ধ কর, বন্ধ কর! যাহা চলিবে না তাহাকে চালাইয়া লাঞ্ছিত করিয়ো না!" সুমিত্রা তাড়াতাড়ি চরকার হাতলটা ছাড়িয়া দিল। তাহার পর চর্কার দক্ষিণ কোণে খোদিত 'সু' অক্ষরের প্রতি দৃষ্টি পড়ায় নির্নিমেষ নেত্রে তৎপ্রতি সে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল। কিছুদিন পূর্ব্বে এই অক্ষরটি লইয়া মাধবীর সহিত তাহার যে রহস্যালাপ হইয়াছিল তাহা মনে পড়িল, এবং তৎপরে এই অক্ষরটিকে বীজ-মন্ত্রর মত গ্রহণ করিয়া বাধাবিঘ্নের বিরুদ্ধে কি প্রকারে সে তাঁহার জীবন গতিকে নিয়ন্ত্রিত করিয়াছে তাহা স্মরণ করিয়া তাহার দুঃখদীর্ণ-নেত্র হইতে টপ্‌টপ্ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল। বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিয়া নত হইয়া চর্কায় মাথা ঠেকাইয়া প্রণাম করিতে গিয়া সুমিত্রা মুদিত নেত্রে বারংবার যাহাকে প্রণাম করিল সে তখন আলিপুরের জেলখানায় একান্ত মনে বন্দী-জীবনের কঠোর কর্ত্তব্য পালন করিতেছিল।

দ্বীপান্তরের আসামী যেমন জাহাজে উঠিয়া সমস্ত মনপ্রাণ দিয়া শেষবারের মত স্বদেশের আকাশ, বাতাস, গাছপালাকে আঁকড়িয়া ধরে, তেমনি করিয়া সুমিত্রা নিজের প্রিয়বস্তু ও বিষয়গুলিকে বাহরিন্দ্রিয় ও অন্তরিন্দ্রিয় দিয়া অধিকার করিয়া সমস্ত দিন অতিবাহিত করিল। কিন্তু জাহাজ সাগর বক্ষে উপস্থিত হইলে দিগন্ত-বিস্তৃত জলরাশির মধ্যে

জন্মভূমির আকর্ষণ ও প্রবাস-ভূমির বিপ্রকর্ষণ উভয়ই যেমন লুপ্ত হইয়া যায়, তেমনি সন্ধ্যার নিঃশব্দ তিমির-সঞ্চারের মধ্যে চিন্তা করিতে করিতে সমস্ত দিনের ভোগ করা সুখ এবং দুঃখ সুমিত্রার নিকট বস্তুহীন মায়ার মত ঠেকিল। মনে হইল স্বদেশ এবং বিদেশের পার্থক্য একেবারে অর্থহীন; দেশী খদ্দর এবং বিলাতী 'বস্ত্র' সর্ব্বতোভাবে প্রভেদ রহিত। এমন কি বিমানবিহারীর ডেপুটিত্ব এবং সুরেশ্বরের দেশপ্রেম একই মাত্রায় অবাস্তব!

অনবচ্ছিন্ন মহাকালের গর্ভে ক্ষণস্থায়ী মানবজীবন অস্তিত্ববিহীন বলিয়া মনে হইল, এবং তদন্তর্গত সুখ দুঃখ, হর্ষবেদনা, আশা-নৈরাশ্যের কোনও স্বাতন্ত্র্য অথবা মূল্য আছে বলিয়া মনে হইল না।

এইরূপে বৈরাগ্যের মহাশূন্যতার মধ্যে বিচরণ করিতে করিতে সুমিত্রার নিকট জীবনটা বস্তুহীন বুদ্বুদের মত হইয়া উঠিয়াছে এমন সময়ে কক্ষে বিমলা প্রবেশ করিয়া বলিল, "মেজদি, তোমাকে মা বৈঠকখানায় ডাকছেন।" তাহার পর সুইচ টিপিয়া আলো জ্বালিয়া বলিল, "অন্ধকারে শুয়ে রয়েছ যে, মেজদি? মাথা ধরে নি ত?"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "বৈঠকখানায় কে কে আছেন, বিমলা?"

"বাবা, মা আর বিমান দাদা।" বলিয়া বিমলা প্রস্থান করিল।

দুশ্ছেদ্য বৈরাগ্যজাল এক মুহূর্ত্তেই ছিন্ন হইয়া ঔদাস্য-শিথিল মন সাধারণ জীবনের আসক্তি-আকাঙ্ক্ষার মধ্যে প্রবলভাবে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। একটা তীব্র আঘাতে আহত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে পড়িয়া রহিল।

উপর্যুপরি কয়েকদিন না আসার পর যে-দিন সুরেশ্বরের কারাদণ্ডের সংবাদ প্রকাশিত হইল, সে দিন বিমানবিহারীর আসা, এবং তৎপরে

পূর্ব্বের মত ড্রইং রুমে তাহাকে জয়ন্তীর আহ্বান, পরস্পর-সম্পর্কিত ব্যাপার মনে হইয়া অপরিমেয় ঘৃণায় ও বিরক্তিতে সুমিত্রার মন কণ্টকিত হইয়া উঠিল। মনে হইল, সুরেশ্বরের কারাবাসের সুযোগ পাইয়া স্বার্থোদ্ধারের জন্য এই দুইজনের লোভাতুরতা একদিনও অপেক্ষা করিতে পারিতেছে না। সবিদ্বেষ অবজ্ঞার সহিত বিমানবিহারীর কথা সুমিত্রা মন হইতে একেবারে বাহির করিয়া দিল, কিন্তু জয়ন্তীর প্রতি একটা দুর্নিবার ও দুর্জ্জয় অভিমান জাগ্রৎ হইয়া উঠিল।

সকালে জয়ন্তী যে-সকল কথা বলিয়াছিলেন, তাহা সুমিত্রার একে একে মনে পড়িতে লাগিল। তিনি বলিয়াছিলেন, "আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস্ নে! আমি তোর হাতে ধর্‌ছি, আমার কথা রাখ্! আমিও তোর মা!" দুঃখে সুমিত্রার চক্ষে জল ভরিয়া আসিল। সে মনে মনে বলিতে লাগিল, 'সংসারটা কি শুধু তোমার একলারই, মা? আর কারো নয়? তোমার ইচ্ছাতেই আর-সকলের ইচ্ছা বিসর্জ্জন দিতে হবে? তুমি আমার মা তা' জানি; কিন্তু তাই বলে'ই কি আমার উপর তোমার জুলুমের সীমা থাকতে নেই?' নির্দ্দোষ খদ্দরের সজ্জা জয়ন্তীর পক্ষে সাজা হইল, অথচ অস্পৃশ্য বিলাতী বস্ত্র সুমিত্রার পক্ষে শাস্তি হইতে পারিল না! আত্মপ্রতিষ্ঠার চেষ্টায় সমগ্র দেশ যখন জীবন পণ করিয়াছে তখন প্রমদাচরণের সহিত স্বদেশ-চর্চ্চা হইল প্রমদাচরণকে জয়ন্তীর হস্ত হইতে বাহির করিয়া লওয়া! মাতৃত্বের উৎপীড়নে সুমিত্রার শ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

জননী এবং জন্মভূমি উভয়েই গরীয়সী; কিন্তু আজ জন্মভূমির সহিত জননীর বিরোধ বাধিয়াছে। এই কঠিন অবস্থাসঙ্কটে কর্ত্তব্য নিরূপণ করিতে সুমিত্রা ক্ষণকালের জন্য বুদ্ধিভ্রষ্ট হইল। একবার চর্‌কার প্রতি সাগ্রহ দৃষ্টিপাত করিল, একবার সুরেশ্বরের মূর্ত্তি স্মরণ করিল, তাহার পর

জননীর ব্যাকুল আবেদনের কথা মনে পড়িল। তখন সুমিত্রা একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিল। আত্মহত্যা করিবার কল্পনায় মানুষ যেমন করিয়া চিন্তা করে, ঠিক সেইরূপ উদ্ভ্রান্ত নিবিড় চিন্তা! আত্মবিনাশের উৎকট উন্মাদনা তাহার আকৃতিকে প্রকট করিয়া তুলিল।

যে-ঘরে তাহার পূর্ব্বের বস্ত্রাদি ছিল, তথায় উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিল, তৎপরে একটা ওয়ার্ডরোব খুলিয়া নর্টনের বাড়ীর মভ্‌ক্রেপের সুট্‌টা বাহির করিয়া পরিল। একদিন এই সজ্জাটি পরিধান করিবার জন্য জয়ন্তী তাহাকে অনুরোধ করিয়াছিলেন। সে দিন সুমিত্রা জয়ন্তীর অনুরোধ রক্ষা করে নাই; সেই কথা স্মরণ করিয়াই আজ সে ইহা পরিধান করিয়া ড্রইংরুমে উপস্থিত হইল।

প্রবল অভিমানের বশবর্ত্তী হইয়া সুমিত্রা এত বড় আত্ম-পীড়ন করিয়া বসিল! ক্রুদ্ধা সর্পিণী যেমন কখন কখন আপনার দেহে আপনি দংশন করে, ঠিক সেইরূপ সে নিজেকে দংশন করিল। মনস্তত্ত্বের হিসাবে ইহা পুরাদস্তুর আত্মহত্যা, শুধু দেহের পরিবর্ত্তে মনের। সে যখন দেশী বস্ত্র পরিত্যাগ করিয়া বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিতেছিল তখন অভিমানের উন্মাদনায় তাহার বুদ্ধি-বিবেচনা ভালমন্দর বিচার-শক্তি সমস্তই ঠিক সেইরূপে অপহৃত হইয়াছিল আত্মহত্যার পূর্ব্বে যেরূপে হয়!

তাই যখন মুখে গভীর দুঃখের ছাপ লইয়া সুমিত্রা ড্রইংরুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহাকে নবসজ্জায় সজ্জিত দেখিয়াও জয়ন্তী হৃষ্ট হওয়ার পরিবর্ত্তে সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন। পুষ্প-চন্দনে ভূষিত হইয়া মৃতব্যক্তির মুখের নিষ্প্রভতা যেরূপ অধিকতর পরিস্ফুট হইয়া উঠে, সুদৃশ্য বিলাতী বস্ত্রে সজ্জিত হইয়া সুমিত্রার আকৃতির অবস্থাও তদ্রূপ হইয়াছিল।

খদ্দরের সজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সহসা সুমিত্রার বিলাতী বস্ত্র পরিধান করার মূলে একটা বিশেষ কোনও গোলযোগ আছে অনুমান করিয়া

প্রমদাচরণ শঙ্কিত হইয়া উঠিলেন। ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে তিনি বলিলেন, "এ বেশ কেন, মা স্থমিত্রা ?"

স্থমিত্রা কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা, এ'ত বেশ ভালই !"

প্রমদাচরণ স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল স্থমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিয়া উঠিলেন, "না, না স্থমিত্রা, আমার কাছে কোন কথা লুকিয়ো না ! একাজ তুমি যে সহজে করনি তা' আমি বুঝ্তে পার্ছি। আমাকে বল, কি হয়েছে ?"

সহসা কি বলিবে, বিশেষতঃ একজন বাহিরের লোক বিমানবিহারীর সমক্ষে, তাহা স্থির করিতে না পারিয়া স্থমিত্রা ইতস্ততঃ করিতে লাগিল।

জয়ন্তী উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন। প্রমদাচরণের প্রশ্নের উত্তরে স্থমিত্রা কি বলিতে কি বলিয়া ফেলিবে এই আশঙ্কায় তিনি মৃদু হাস্যের সহিত বলিলেন, "হবে আবার কি ? কিছু দিন একটা সখের মত যে কাজ কর্লে তাই নিয়েই কি চিরকাল থাক্বে ? মাঝে মাঝে সাধ ক'রে খদ্দর পর্তে ত মানা নেই ; কিন্তু তাই ব'লে এ-সব কাপড় ত্যাগ কর্বে কেন ?"

স্থমিত্রা এ-কথার কোনও মৌখিক প্রতিবাদ না করিয়া যেমন দাঁড়াইয়াছিল তেম্নি নীরবে দাঁড়াইয়া রহিল।

প্রমদাচরণ কিন্তু জয়ন্তীকে কোনও উত্তর না দিয়া স্থমিত্রাকেই সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "এ যদি তুমি সম্পূর্ণ নিজের বিবেচনায় ক'রে থাক মা, তা' হ'লে আমার বল্বার কিছুই নেই ; কিন্তু আমার ভয় হচ্ছে যে, এ তা' নয়, এর মধ্যে কোনো দিক্ থেকে জুলুম-জবরদস্তী নিশ্চয়ই আছে।"

এবারও স্থমিত্রা কথা কহিবার পূর্ব্বে জয়ন্তীই কথা কহিলেন। তিনি আশা করিয়াছিলেন যে, তাঁহার নিকট হইতে উত্তর পাইবার পর

প্রমদাচরণ এ প্রসঙ্গ পরিত্যাগ করিবেন। তাহা না করিয়া কথাটাকে এরূপ মন্তব্যের দ্বারা গুরুতর অবস্থায় লইয়া যাওয়ায় জয়ন্তী মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু বিমানবিহারীর সম্মুখে কথাটা লইয়া বেশী বাড়াবাড়ি করা অনুচিত হইবে তজ্জন্য, এবং সুমিত্রার পরিবর্তনের তরুণ অবস্থায় কথাটা লইয়া অনর্থক আলোচনা করিলে আসল বিষয়ে ক্ষতি হইতে পারে এই আশঙ্কায়, তিনি তাঁহার মানসিক অবস্থা কিছুমাত্র জানিতে না দিয়া স্বাভাবিক কণ্ঠে কহিলেন, "জুলুম-জবরদস্তী কোন দিক থেকেই নেই, যদি কিছু থাকে ত' তার বিপরীতই আছে।"

এবার প্রমদাচরণ প্রত্যক্ষভাবে জয়ন্তীর কথার উত্তর দিলেন, বলিলেন, "জুলুম-জবরদস্তীর বিপরীতটা আবার সময়ে সময়ে জুলুম-জবরদস্তীকেও ছাড়িয়ে যায়। এমন অনেক ব্যাপার আছে, যা' জোর ক'রে করান যায় না, কিন্তু অন্য রকমে করান যায়।"

ক্রোধে জয়ন্তীর চক্ষু জ্বলিয়া উঠিল; এবার আর নিজেকে সংযত রাখিতে না পারিয়া বলিলেন, "কি রকমে করান যায় বলই না? হাতে পায়ে ধ'রে, তাই বল্‌তে চাচ্ছ ত? কিন্তু তুমি ভুলে যেয়ো না যে, আমি সুমিত্রার মা! আমার আদেশেও সে অনেক কাজ করতে পারে!"

একমুহূর্ত্ত চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ তাঁহার চেয়ার হইতে ধীরে ধীরে উঠিয়া দাঁড়াইলেন; তাহার পর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া শান্ত কণ্ঠে বলিলেন, "আজ আমাদের আর আলোচনাটা শেষ হ'ল না বিমান; থাক্, অন্য দিন হবে। বাইরে যেমন দুর্যোগ চলেছে, তেম্‌নি আজ সকাল থেকে আমাদের ভেতরেও গোলযোগ চলেছে! তুমি যেয়ো না; বোস, গল্প-টল্প কর।" তাহার পর সুমিত্রার নিকট উপস্থিত হইয়া তাহার মস্তকের উপর দক্ষিণ হস্ত স্থাপন করিয়া স্নিগ্ধকণ্ঠে কহিলেন, "মাতৃ-আদেশ লঙ্ঘন করতে তোমাকে আমি উপদেশ দিচ্ছি নে মা, তবে তোমার

মঙ্গলের জন্যে যদি একান্তই আবশ্যক হয়, তা' হ'লে পিতৃ-আদেশেরও তোমার অভাব হবে না, একথা তোমাকে আমি শুনিয়ে রাখ্‌লাম।" বলিয়া প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে বাহির হইয়া গেলেন।

সে-সময়ে সুমিত্রার চক্ষু হইতে টপ্‌ টপ্‌ করিয়া অশ্রু ঝরিয়া পড়িতেছিল, তাহা আর কেহও লক্ষ্য করিল না, শুধু প্রমদাচরণই যাইবার সময়ে দেখিয়া গেলেন।

২৯

প্রমদাচরণ যে ব্যাপারটা করিয়া গেলেন, তাহা বিবাদ নহে, কলহ নহে, তর্কও নহে; তাহার মধ্যে কটূক্তি ছিল না, ক্রোধ ছিল না, এমন কি উত্তেজনাও ছিল না; তথাপি প্রমদাচরণ প্রস্থান করিবার পর ক্ষণকালের জন্য জয়ন্তী গভীর বিস্ময়ে অভিভূত হইয়া রহিলেন। সুমিত্রার প্রতি উৎপীড়ন হইয়াছে কল্পনা করিয়া তাহার প্রতিবাদ, এবং প্রয়োজন হইলে তাহার প্রতিকার করিবার ইচ্ছা জ্ঞাপন, প্রমদাচরণ যে এমন করিয়া করিতে পারেন তাহার সম্ভাবনা প্রমদাচরণের একটানা অবিসংবাদী জীবন ও প্রকৃতির মধ্যে কোথায় যে ছিল তাহা জয়ন্তী ভাবিয়া পাইলেন না। যে-জিনিষ কখনও বিচলিত হয় নাই, তাহা চলিতে আরম্ভ করিলে কোথায় গিয়া দাঁড়াইবে তাহার কোন আন্দাজ করিতে না পারিয়া তিনি মনে মনে উদ্বিগ্ন হইয়া উঠিলেন; কিন্তু উপস্থিত ক্ষেত্রে ব্যাপারটাকে হাল্‌কা করিয়া দেওয়াই সমীচীন মনে করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "নিজে চিরকাল জোর খাটিয়ে এসে এখন এমন হয়েছে যে, কোন-বিষয়ে জোর-জবরদস্তী করা হচ্ছে ব'লে সন্দেহ হলেই ব্যস্ত হয়ে ওঠেন। কিন্তু এটা বোঝেন না যে, তাঁর এ মেয়েটির ওপর আর-সব খাটান যায়, শুধু জোর খাটানই যায় না।"

তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "না বাপু সুমিত্রা, তুমি ওঁকে অমন করে, ভয় পাইয়ে দিও না; তুমি দেশী বিলাতি মিলিয়ে কাপড় পোরো। আর আমি নিজে ভালবাসিও তাই। যেখানকার যে-জিনিষটি ভাল হবে সেখানকার সে জিনিষটির আদর করব। পাঞ্জাব যদি বাঙ্গালীদের পক্ষে আপনার হতে পারে তা' হ'লে আফগানিস্থানই বা কেন হবে না, আর পৃথিবীর অন্য যে কোন স্থানই বা কেন হবে না? পাঞ্জাব আর বাংলাকে এক করেছে একমাত্র ইংরেজের রাজ্যশাসনই ত? তুমি কি বল, বিমান?"

ইহার বিরুদ্ধে বিমানবিহারীর কিছুই বলিবার ছিল না, কারণ ইহা তাহারই যুক্তি যাহা তাহারই মুখে জয়ন্তী একদিন শুনিয়াছিলেন। তথাপি সে আজ সম্পূর্ণভাবে সে-কথা সমর্থন না করিয়া বলিল, "তা এক হিসাবে সত্যি বটে মা, তবে এক-সুখের অথবা এক-দুঃখের অধীন হওয়াও একত্র হওয়ার একটা মস্ত কারণ। একই শাসন-প্রণালীর অন্তর্গত হয়ে পাঞ্জাব আর বাংলা যখন একই রকম সুবিধা-অসুবিধা ভোগ করছে তখন সে-দিক দিয়ে তারা যে এক, সে-বিষয়ে সন্দেহ নেই। তেম্‌নি সকল জাতের মানুষকে যখন একই পৃথিবীতে বাস করতে হচ্ছে, তখন একটা খুব বড় দিক দিয়ে তারা সকলে যে এক তাও মান্‌তেই হবে। সে-হিসাবে আপনি যা বল্‌ছেন তা ঠিক। আমার মনে হয় যে, শিল্প, সাহিত্য, বাণিজ্য, এসব ব্যাপার নিয়ে গণ্ডী তৈরী ক'রে দল বেঁধে ঝগড়া করা, এক সংসারে ঘরে ঘরে ঝগড়া করার মতই অন্যায়। সুদূর ভবিষ্যতে কোনো এক সময়ে পৃথিবীর সমস্ত মানুষ একধর্ম্ম একজাত হ'য়ে যাবে এই যদি আদর্শ হয়, তা হ'লে দেশী বিলাতী প্রভেদ ক'রে জাতির সঙ্গে জাতির বিবাদ করা সেই মহৎ আদর্শের বিরুদ্ধাচরণ, তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বিমানবিহারীর কথায় বিশেষভাবে প্রসন্ন হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "সেই জন্যেই ত, আমি বলি যে, বিলাতী জিনিষ ঘৃণা করার মধ্যে মহত্ত্ব কিছুই নেই, বরং তাতে নিজের মনকে ছোট করা হয়।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, বিলাতী-বর্জ্জন প্রতিজ্ঞার মূলে ঘৃণার কথা ঠিক্ নেই। এটা হচ্ছে উদ্দেশ্য-সিদ্ধির একটা উপায়। কিন্তু আমার মনে হয়, সাধু উদ্দেশ্য সিদ্ধি করবার জন্যে অসাধু উপায়ের সাহায্য নেওয়া উচিত নয়। দরিদ্র-ভোজন করাবার জন্যে চুরি করলে, পুণ্য বেশী হয়, কি পাপ বেশী হয় বলা কঠিন।"

সুমিত্রা একটা চেয়ারে বসিয়া অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া জয়ন্তী ও বিমানবিহারীর কথাবার্ত্তা শুনিতেছিল; কিন্তু তাহাদের আলোচনায় প্রবেশ করিয়া উত্তর-প্রত্যুত্তর অথবা তর্ক-বিতর্ক করিবার কিছু মাত্র প্রবৃত্তি তাহার ছিল না। ক্ষণকাল পরে বিমানবিহারীর নিকট তাহাকে ও বিমলাকে রাখিয়া জয়ন্তী যখন স্থানান্তরে প্রস্থান করিলেন, তখন অগত্যা তাহাকে বিমানবিহারীর কথার উত্তরে কথা কহিতেই হইল।

দুই চারিটা অন্যান্য কথার পর বিমানবিহারী বলিল, "হঠাৎ তোমার এ বেশ পরিবর্ত্তন দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিলেম! আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, তেমন আমার ভালও লাগেনি। এখন ত' এতক্ষণ হ'য়ে গিয়েছে এখনও কেমন যেন বেমানান লাগ্‌ছে।"

বিমানবিহারীর একথায় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা মুখ তুলিয়া চাহিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "কেন, বেমানান লাগ্‌ছে কেন? এই বেশেই ত' আমাকে চিরকাল আপনারা দেখে এসেছেন?"

বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "কেন বেমানান লাগ্‌ছে তা বল্‌তে পারিনে; কিন্তু লাগ্‌ছে। মনে হচ্ছে এ যেন তোমার বেশ নয়, ছদ্মবেশ!"

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু খদ্দরও ত' আপনারা পছন্দ করেন না ?"

একথায় মনে ঈষৎ আহত হইয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি হয় ত' আমার বিষয়ে পছন্দ করিনে, কিন্তু তা বলে, তোমার বিষয়ে অপছন্দ করবার ত' কোনো কারণ নেই! ডাকাতের ছেলে ডাকাত হবে এ হয় ত' অনেক ডাকাতই পছন্দ করে না।"

উপমাটা বিমানবিহারী হয় ত সহজভাবেই দিয়াছিল, কিন্তু তাহার মধ্যে একটা নিগূঢ় অর্থ ও ইঙ্গিত উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে কোনও কথা না বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

কিন্তু বিমলা উত্তর দিতে গিয়া কথাটাকে একেবারে অনাবৃত করিয়া দিল। সে সহসা বলিয়া বসিল, "ডাকাতেরা হয়ত পছন্দ করে না, কিন্তু ডেপুটিরা পছন্দ করে!"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "কি পছন্দ করে ?"

"পছন্দ করে যে তারা যেমন সাহেব তেম্‌নি তাদের স্ত্রীদেরও মেম-সাহেব হওয়া উচিত।" বলিয়া বিমলা সুমিত্রার দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল।

এরূপ পরিহাস বিমলা কখনও করে না, এক্ষেত্রেও সে পরিহাস করিবার জন্যই কথাটা বলে নাই, যেমন করিয়াই হউক, কথাটায় বিমান লজ্জিত এবং সুমিত্রা বিরক্ত হইয়া উঠিল।

ক্ষণকাল নীরবে থাকিয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল, "যে ডেপুটির স্ত্রী নেই, সে একথার উত্তর কেমন ক'রে দেবে ? যাদের আছে, তাদের জিজ্ঞাসা ক'রে দেখো, তারা হয়ত' বল্‌তে পারবে।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, ডেপুটিদের উপর বিমলা একটু বেশী রকম অবিচার করছে। সব

ডেপুটিই যে ডাকাতদের চেয়ে নিকৃষ্ট তা না হ'তেও পারে! তোমার কি মনে হয়?"

বিমানবিহারীর কথায় বিমলা হাসিতে লাগিল, এবং সুমিত্রা অধিকতর আরক্ত হইয়া উঠিল।

সুমিত্রার মতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমানবিহারী নিজের মতই ব্যক্ত করিল, বলিল, আমার মনে হয় আমরা আমাদের জীবনে এত রকম অসঙ্গতি বহন ক'রে বেড়াই যে একজন ডেপুটির পক্ষে স্বদেশী স্ত্রী একেবারে অসঙ্গত না হ'তেও পারে। বাইরে মুরগীর ঝোল আর অন্দরে সত্যনারায়ণের সিন্নীর মত অনেক ব্যাপার আমাদের মধ্যে অনেক দিন ধ'রে নির্বিরোধে চল্‌ছে।

একথায় বিমলা পুনরায় হাসিতে লাগিল!

ইহার পর আরও কিছুকাল কথাবার্ত্তা চলিল বটে, কিন্তু নিতান্তই কোনও প্রকারে; দুই চারিটা প্রশ্নোত্তরের পর এক একটা প্রসঙ্গ থামিয়া যাইতে লাগিল।

অগত্যা বিমানবিহারী উঠিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা আজ তাহ'লে চল্‌লাম।"

সুমিত্রা উঠিয়া বিমানবিহারীর সহিত দ্বার পর্য্যন্ত গিয়া বলিল, "আপনার সঙ্গে একটা কথা ছিল।"

বিমানবিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "কি কথা?"

"সুরেশ্বর বাবুর এক বৎসর জেল হয়েছে সে কথা আপনি জানেন?"

অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, জানি। আজ সকালে কাগজে দেখ্‌ছিলাম।" তাহার পর সে কথার কোনও উল্লেখ না করিয়াই চলিয়া যাইতেছিল, তাহার কৈফিয়ৎ স্বরূপ বলিল, "কিন্তু কথাটা একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম।"

কৈফিয়ৎটা মোটেই কৈফিয়তের মত শুনাইল না, সুমিত্রার কর্ণে ত নহেই, বিমানবিহারীর নিজের কর্ণেও নয়। কৈফিয়তে অপরাধের মূর্ত্তি অনেক সময়ে পরিস্ফুট হইয়া উঠে ; এক্ষেত্রেও তাহাই হইল।

সুমিত্রা কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও অনুযোগ না করিয়া বলিল, "তাঁদের ত' আর কেউ পুরুষ অভিভাবক নেই, কে তাঁদের দেখ্‌বে? আপনি তাঁদের একটু খোঁজ-খবর নেবেন?"

বিমানবিহারী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "তা নিতে পারি ; নেওয়াও উচিত। কিন্তু ভাব্‌ছি অনধিকার চর্চ্চা হবে কি না।"

সুমিত্রা শান্ত-ভাবে বলিল, "তা যদি মনে হয় ত' থাক, কাজ নেই। আচ্ছা, আমি আর বাবা যদি তাঁদের খোঁজ-খবর নিই তা হ'লেও কি অনধিকার-চর্চ্চা হবে বলে আপনার মনে হয়?"

বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে কহিল, "অন্ততঃ এবিষয়ে কোন কথা বলা আমার পক্ষে নিশ্চয়ই অনধিকার চর্চ্চা হবে ; এ কথা তুমি আর তোমার বাবা দুজনে স্থির করো। তুমি আমার ওপর রাগ কর্‌ছ সুমিত্রা, কিন্তু সম্প্রতি সুরেশ্বর আর মাধবীর সঙ্গে আমার যে সব ঘটনা হয়ে গিয়েছে, তা যদি তুমি জান্‌তে তা' হ'লে আমার কথায় তুমি এমন করে কখনই রাগ কর্‌তে না। আর কিছু তোমার বল্‌বার আছে?"

"আর-একটা কথা। সুরেশ্বর বাবু কোন্ জেলে আছেন তা আপনি জানেন?"

"জানি, আলিপুর জেলে।"

"সেটা ত এই দিকে?" বলিয়া সুমিত্রা কর-প্রসারিত করিয়া দিক্ নির্দ্দেশ করিল।

"হ্যাঁ, কিন্তু একথা তুমি কেন জিজ্ঞাসা কর্‌ছ?"

"এমনি ; বিশেষ কোন কারণে নয়।"

স্তিমিত আলোকেও সুমিত্রার মুখে রক্তোচ্ছ্বাস বিমানবিহারীর দৃষ্টি অতিক্রম করিল না।

"আর কোনও কথা আছে কি?"

সুমিত্রা মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "না আর-কিছু নেই।"

তখন বিমানবিহারী প্রস্থান করিল, কিন্তু অতিশয় অপ্রসন্ন চিত্তে।

৩০

পরদিন প্রত্যূষে নিদ্রাভঙ্গ হইতেই পূর্ব্বদিনের কথা স্মরণ করিয়া বিমানবিহারীর মন তিক্ত হইয়া উঠিল। দূরাপহত হইয়াও সুরেশ্বর, দুরপনেয় শক্তির মত, সুমিত্রার উপর এমন প্রবল ভাবে প্রভাব বিস্তার করিয়া রহিয়াছে দেখিয়া যে তাহার বিরক্তি-বিরূপ চিত্তে আর কোনও সান্ত্বনা অথবা আশা খুঁজিয়া পাইল না। মনে হইল, যে যাদু-বিদ্যা সুরেশ্বর সুমিত্রার উপর প্রয়োগ করিয়া গিয়াছে, তাহা হইতে সুমিত্রাকে উদ্ধার করিবার মত কোনও বিদ্যাই তাহার জানা নাই। কিন্তু পরক্ষণেই যখন মনে পড়িল যে, সুরেশ্বরের গৃহের সংবাদ সে না রাখিলে সে-গৃহের সহিত সুমিত্রার ঘনিষ্ঠতা বর্দ্ধিত হইবার আশঙ্কা আছে, তখন কোন্ সম্ভাবিত বিপদ্ নিবারণের উদ্দেশ্যে সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য সে সহসা প্রস্তুত হইল, তাহা মনস্তত্ত্বের একটি জটিল সমস্যা!

বিমানবিহারী যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইল, তখন তারাসুন্দরী তাঁহার পূজার-ঘরে বসিয়া ইষ্টমন্ত্র জপ করিতেছিলেন এবং মাধবী তাঁহার চর্‌কা-ঘরে চর্‌কা কাটিতেছিল। বাহিরের দ্বার উন্মুক্ত ছিল এবং গৃহাঙ্গনে বাসন-মাজা এ জল-পড়ার শব্দ শোনা যাইতেছিল। ভিতরের দ্বারের নিকট

ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া 'বেয়ারা' 'বেয়ারা' করিয়া বিমান ডাকিতে লাগিল, ভৃত্যের নাম মনে পড়িল না।

কানাই বাহিরে আসিয়া বিমানকে দেখিয়া তাড়াতাড়ি বাহিরের ঘর খুলিয়া দিল; সে বিমানকে চিনিত। বিমান উপবেশন করিলে সে বিষণ্ণ মুখে বলিল, "দাদাবাবু ত বাড়ী নেই বাবু, তাঁর এক বছরের জন্যে—আপনি জানেন না বাবু? খবরের কাগজে পড়েন নি?" জেল হইয়াছে সে কথা কানাইয়ের মুখ দিয়া নির্গত হইল না।

বিমানবিহারী বলিল, "হ্যাঁ, সে কথা আমি জানি। মা কি বড় বেশী কাতর হয়েছেন?"

কানাইয়ের চক্ষু সজল হইয়া আসিল; আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, "তা আর হবেন না বাবু? কত আদরের ছেলে! তবে মুখ দেখে কিছুই বোঝ্‌বার জো নেই, মুখে সদা সর্ব্বদা সেই রকম হাসি লেগে রয়েছে।"

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমান বলিল, "আর তোমার দিদিমণি? তিনি কেমন আছেন?

"তাঁর কথা আর বল্‌বেন না বাবু! যেমন ভাই, তেমনি বোন্! দাদাবাবুর আটক হয়ে' পর্য্যন্ত মাধু-দিদি নিজের ভাগ সুতো কেটে দাদাবাবুর ভাগ পর্য্যন্ত কাটছেন! আমি একদিন বল্‌তে গেছ্‌লাম যে, মাধু-দিদি তুমি একলা অত পরিশ্রম করো না, আমিও না হয় দাদাবাবুর ভাগ খানিকটা করে' কেটে দেবো, তাতে হাস্‌তে হাস্‌তে তিনি বল্‌লেন যে, যা যা কানাই, তুই নিজের চর্‌কায় তেল দিগে যা!" বলিয়া কানাই হাসিতে লাগিল।

কৌতূহলী হইয়া বিমান-বিহারী জিজ্ঞাসা করিল, "তুমিও চর্‌কা কাট না কি?"

কানাই স্মিতমুখে বলিল, "কাটি বই কি বাবু, না কাটলে কাপড়

পাব কি করে'? এ বাড়ীতে সকলকেই সুতো কেটে' কাপড় পর্‌তে হয়। মা-ঠাকরুণ পর্য্যন্ত নিজের সুতো নিজে কাটেন; খদ্দর ভিন্ন এ-বাড়ীতে অন্য কাপড় চলে না।" বলিয়া কানাইলাল বিমানবিহারীর বস্ত্র ঘন ঘন পর্য্যবেক্ষণ করিতে লাগিল, কিন্তু তদ্বিষয়ে কোনও প্রশ্ন করিল না।

প্রশ্ন না করিলেও তাহার মনের ভাব যথানুরূপ উপলব্ধি করিয়া বিমানবিহারী মনে-মনে ঈষৎ অপ্রতিভ হইল এবং তদ্বিষয়ে আর কোনও প্রশ্ন না করিয়া, বলিল,—"মাকে গিয়ে বল যে, বিমানবিহারী দেখা করতে এসেছে।"

অবিলম্বে আহূত হইয়া বিমানবিহারী অন্তঃপুরে উপস্থিত হইল। তারাসুন্দরী তাহার অপেক্ষায় সহাস্যমুখে দাঁড়াইয়া ছিলেন, বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি নিকটে গিয়া নত হইয়া প্রণাম করিল।

আশীর্ব্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি মনে করেছিলাম যে, আমার এ-ছেলেটি একেবারে আমার গঙ্গা-যাত্রার দিন গামছা কাঁধে করে' এসে' দাঁড়াবে; তার আগে যে তুমি আস্‌বে সে আশা ক্রমশঃ ছেড়ে দিয়েছিলাম।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিমানবিহারী অপ্রতিভ হইয়া বলিল, "আমি কিন্তু মা, তার পর অনেকবার এ-বাড়ীতে এসেছি; তবে আপনার সঙ্গে দেখা হয়-নি।"

তারাসুন্দরী স্মিতমুখে বলিলেন, "তা আমি জানি। সুরেশের কাছে তোমার খবর আমি সর্ব্বদাই পেতাম।

তাহার পর বিমানবিহারীকে বসাইয়া তারাসুন্দরী একে একে তাহার গৃহের সংবাদ লইতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের জেলের প্রসঙ্গ উত্থাপিত করিবার জন্য বিমানবিহারী ব্যগ্র হইয়াছিল, কিন্তু কি-ভাবে কথাটা আরম্ভ করিবে, তাহা ঠিক করিতে

পারিতেছিল না। সংক্ষেপে তারাসুন্দরীর প্রশ্নসমূহের উত্তর দিয়া সে সে-কথা তুলিল। একটু ইতস্ততঃ সহকারে বলিল, "কাল খবরের কাগজে সুরেশ্বরের খবর পেয়ে আমরা অত্যন্ত দুঃখিত হয়েছি।" কথাটা একটু বেথাপ্পা-মত শুনাইল, উপস্থিত আর কিছু না বলিয়া বিমানবিহারী থামিয়া গেল।

একটু চিন্তা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আসলে কিন্তু এতে দুঃখিত হবার বিশেষ কিছু নেই। যে যে বিষয়ের কারবার করবে তার কষ্ট তাকে ভোগ করতেই হবে। তা' ছাড়া, জেলের কষ্টর চেয়ে জেলের বাইরের কষ্ট যে কম মনে করে না তার তুমি কি করবে বল? আমি বেশ করে' ভেবে দেখেছি বিমান, দুঃখিত হবার কারণ কোনো দিক্ থেকেই কিছু নেই। আমার ছেলে জেলে না গিয়ে শ্বশুরবাড়ী গেলে আমার পক্ষে খুবই ভাল হয়। কিন্তু সেই রকমে সকলেরই ছেলে যদি শ্বশুরবাড়ী যায়, তা হ'লে দেশ কোথায় যায় বল? দেশের ত আর শ্বশুরবাড়ী নেই!" বলিয়া তারা-সুন্দরী হাসিয়া উঠিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া বিস্ময়ে ও পুলকে বিমানবিহারী ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া চাহিয়া রহিল। বঙ্গদেশের একজন বিধবা স্ত্রীলোক, যাহার একমাত্র পুত্র কারাগারে অবরুদ্ধ, এমন করিয়া যে ভাবিতে এবং বলিতে পারেন, তাহা এ পর্য্যন্ত তাহার অভিজ্ঞতার বহির্ভূত ছিল। সে হর্ষোৎফুল্ল নেত্রে বলিল, "আপনি যা' বলছেন তা হাজার বার সত্য, কিন্তু আপনার মত ক'জন মা ভাবতে পারেন?"

শিরশ্চালনা করিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "না, না, তা বোলো না বাবা! আমি আর কি এমন ভাবছি? আমি ত ভাবছি, যে, এক বৎসর পরে আমার ঘরের ছেলে ঘরে ফিরে আসবে। কিন্তু কিছুকাল আগে আমাদের দেশে যারা নিজের হাতে স্বামী-পুত্রকে যুদ্ধের সাজে

সাজিয়ে দিত, তারা কতখানি ভাব্‌ত ভেবে দেখ দেখি! সেই দেশেই আমরা বাস করছি, কিন্তু সে-সব যেন মনে হয় কোন্ আরব্য উপন্যাসের কথা!"

বিমুগ্ধ চিত্তে বিমানবিহারী বলিল, "সত্যি!"

অদূরে মাধবীকে দেখা গেল। তারাসুন্দরী ডাক দিয়া বলিলেন, "মাধবী, বিমান এসেছেন।"

মাধবী নিকটে আসিয়া বিমানবিহারীকে নমস্কার করিল।

প্রতি-নমস্কার করিয়া বিমান সহাস্যমুখে বলিল, "মার মুখ থেকে দেশ-সেবার মন্ত্র শুন্‌ছি। দেখুন, আবার দ্বিতীয় রত্নাকর দ্বিতীয় বাল্মীকি না হয়ে ওঠে!"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু সে যে ষাট হাজার বৎসর লাগ্‌বে! তার চেয়ে এমন কোনো উদাহরণ নেই যাতে এক দণ্ডেই সে কাজ হয়?" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সে একমাত্র যাদু-দণ্ডের স্পর্শেই হ'তে পারে। যদি তেমন কোনো যাদু-দণ্ড জানা থাকে ত স্পর্শ করিয়ে দিন, আমার কোনো আপত্তি নেই!"

তারাসুন্দরীও রহস্যে যোগ দিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আমি আশীর্ব্বাদ করছি বিমান, সে যাদু-দণ্ডের স্পর্শ তুমি তোমার শ্বশুরবাড়ীতেই পাবে। আমি সুরেশের মুখে যতটুকু শুনেছি তাতে বুঝ্‌তে পেরেছি যে, তুমি শ্বশুরবাড়ী গেলে দেশের ক্ষতি হবে না, লাভই হবে।" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া মাধবীও মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল, কিন্তু মেঘের মধ্যে বজ্রের মত, সে হাস্যের মধ্যে একটা বেদনাও দপ্‌দপ্ করিতে লাগিল। পুলিশ কর্ত্তৃক ধৃত হওয়ার পর গৃহত্যাগ করিয়া যাইবার পূর্ব্বে সুরেশ্বর মাধবীকে প্রতিশ্রুত করাইয়া লইয়াছিল যে এমন কোন কার্য সে

করিবে না যাহা বিমানের সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে বিঘ্নকর হইতে পারে। সেই প্রতিশ্রুতি-হেতু নিজের অক্ষমতা স্মরণ করিয়া মাধবীর মনে বিমানবিহারীর প্রতি একটা সূক্ষ্ম বিদ্বেষ উৎপন্ন হইল।

কথায় কথায় সুরেশ্বরের দণ্ডের কথা উঠিল। বিমান বলিল, "অপরাধের তুলনায় শাস্তিটা অত্যন্ত বেশী হয়েছে!"

একটু নীরব থাকিয়া তারাসুন্দরী বলিলেন, "আমি কিন্তু তা মনে করিনে বাবা। যে কাজ সুরেশ কর্‌ছিল তা' যদি অপরাধ বলে' মনে কর তা হলে শাস্তি একটুও বেশী হয় নি, বরং কম হয়েছে। যে তোমার শাসন আর বিধি-ব্যবস্থা ওলট্‌পালট্‌ করে' দেবার চেষ্টা কর্‌ছে তাকে যদি তুমি এক বৎসর জেলে আট্‌কে রাখবার ব্যবস্থা কর তা হলে আর তোমাকে এমন কি দোষ দেওয়া যায়? আবার বিনা অপরাধে সুরেশ্বরের শাস্তি হয়েছে বলে'ই যদি মনে কর, তা হলেও কিছু বল্‌বার নেই। যারা অবিচার কর্‌ছে বলে' তোমাদের ধারণা তাদের কাছে সুবিচার প্রত্যাশা কর কেমন করে'? গালে চড় মার্‌ছে—পিঠে সে হাত বুলিয়ে দেবে সে আশা করা বৃথা!"

তারাসুন্দরীর কথার উত্তরে বলিবার মত কোনও কথা খুঁজিয়া না পাইয়া বিমানবিহারী চুপ করিয়া রহিল।

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "মা যে কোন্ পক্ষের হয়ে' কথা বল্‌ছ তা বোঝা শক্ত।" কোনো পক্ষই তোমার কথা শুন্‌লে সন্তুষ্টও হবে না, অসন্তুষ্টও হবে না।"

সে কথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বলিল, "উচিত কথার একটা বিশেষত্ব হচ্ছে এই যে, তার দ্বারা কোনো পক্ষকে বেশী রকম সন্তুষ্টও করা যায় না, অসন্তুষ্টও করা যায় না। মানুষকে বেশী রকম সন্তুষ্ট অথবা অসন্তুষ্ট কর্‌বার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে তার বিষয়ে অন্যথা কথা বলা।"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু কাণাকে কাণা বল্‌লে ত সে চটে' যায়?"

বিমান কহিল, "তা যায়, কিন্তু তাকে পদ্মপলাশলোচন বল্‌লে বোধ হয় আরও বেশী চটে' যায়।"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "হ্যাঁ, তা যায় বটে।"

বিমানবিহারী বলিতে লাগিল, "মানুষকে খুসী কর্‌তে হ'লে তার ত্রুটিগুলোকে একটু কৌশল করে' গুণে পরিবর্ত্তিত কর্‌তে হয়; মিথ্যাবাদীকে চতুর বল্‌তে হয়, গুণ্ডাকে বীর বল্‌তে হয়, আর ডেপুটিকে বোধ হয় ধর্ম্মাবতার বল্‌তে হয়।"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী ও তারাসুন্দরী উভয়েই হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বরের এক বৎসর কারাদণ্ডের সংবাদ পাইয়া অবধি মাধবী ও তারাসুন্দরীর অন্তরে যে অনুচ্চারিত বিষণ্ণতা গুরুভারের মত চাপিয়া ছিল, বিমানবিহারীর আগমনে ও তাহার সহিত কথাবার্ত্তায় তাহা অনেকটা লঘু হইয়া গেল। মেঘ কাটিয়া আকাশ নির্ম্মল হইয়া গিয়াছিল এবং প্রথম বসন্তের নাতিশীতল প্রভাতবায়ুতে এবং অম্লান সূর্য্য-কিরণে একটা প্রশান্ত প্রসন্নতা বিরাজ করিতেছিল। তাহার উপশম ক্রিয়ার প্রভাবে বিবিধ বেদনায় বিদ্ধ তিনটি প্রাণীর এই সম্মিলন চিত্তাকর্ষক হইয়া উঠিল।

বিমান বলিল, "গল্প করে' করে' আপনাদের সকাল বেলার কাজ-কর্ম্মের ব্যাঘাত কর্‌ছি।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "সকাল-বেলার কাজ কর্ম্ম মানে ত' তিনটি প্রাণীর আহারের ব্যবস্থা? তাতে কতই বা সময় লাগে, আর দুই-এক ঘণ্টা দেরী হ'লেই বা কি আসে যায়? তোমারই বরং কাছারীর কাজের ক্ষতি হচ্ছে।"

তারাসুন্দরীর কথা শুনিয়া আরক্তমুখে বিমানবিহারী বলিল, "একদিকে ক্ষতি-স্বীকার না করলে অন্যদিকে লাভ করা যায় না!"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "কিন্তু এক্ষেত্রে আপনার বেশী ক্ষতি করে' অল্প লাভ হবে।"

"লাভ-লোক্‌সানের হিসাব স্কুলে যে-রকম করেছিলাম, জীবনে যদি সে-রকম কর্‌তাম তা' হ'লে জীবনটা এ-রকম বে-হিসেবী হ'ত না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী সহাস্যমুখে বলিলেন, "হিসেবটা জমা-খরচের খাতাতেই ভাল, জীবনে বেশী রকম হিসেবী হ'লে জীবনের পথে এগোনোই যায় না; পদে পদে দাঁড়িয়ে পড়্‌তে হয়। তাই বলে' যেন মনে কোরো না যে, আমি তোমাদের বিবেচনাহীন হয়ে' চল্‌তে বল্‌ছি!" বলিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

বিমানবিহারীও হাসিতে হাসিতে উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে মা, বিবেচনাহীন হ'য়ে আর আপনাদের সময় নষ্ট করব না; এখন আমি চল্‌লাম আমি আজ আপনাকে বল্‌তে এসেছিলাম যে সুরেশ্বর যত দিন না ফিরে আস্‌ছে, ততদিন তার কর্ত্তব্যের কতকটা অংশ আমাকে বহন কর্‌তে দেবেন। মাঝে মাঝে আমি এসে খবর নিয়ে ত যাবই; তা ছাড়া যখন দর্‌কার হবে, দিনে হোক, রাতে হোক, সকালে হোক, সন্ধ্যায় হোক, আমাকে খবর দিলেই আমি এসে হাজির হব।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু ভরিয়া আসিল। তিনি বলিলেন, "তুমি যে আমাদের পর নও তা বুঝ্‌তে পেরেছি। দর্‌কার হলে কোনো কথাই তোমাকে বল্‌তে আমি দ্বিধা করব না। যখনই তোমার সময় আর সুবিধা হ'বে আমাদের খবর নিয়ে যেয়ো।" তাহার পর মাধবীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিলেন, "মাধবী, কানাইকে দিয়ে বিমানের জন্যে কিছু মিষ্টি আনাও।"

বিমানবিহারী কিন্তু কিছুতেই তাহা করিতে দিল না; বলিল, "মা, আর ছেলের মধ্যে আমি কোনো রকম সামাজিকতার স্থান রাখ্‌তে দেবো না। যে-দিন ক্ষিধে পাবে, নিজে চেয়ে খেয়ে যাব।"

মাধবী তারাসুন্দরীর দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মা, দাদা জেলে কি খাচ্ছেন, বিমান-বাবু বোধ হয় সে খবর আনিয়ে দিতে পারেন।"

তারাসুন্দরীর অনুরোধের জন্য অপেক্ষা না করিয়া বিমান কহিল, "আমি নিশ্চয়ই সে খবর আনিয়ে দেবো; আর খুব সম্ভবতঃ তার খাওয়ার বিষয়ে একটু সুব্যবস্থা করিয়ে দিতে পারব।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমি জানি তা' তুমি পার্‌বে, কিন্তু তার দর্‌কার নেই বাবা। এ-রকম আব্দার-অনুরোধ কর্‌লে নিজেকেই একটু খাট কর্‌তে হয়; তা' ছাড়া ব্যবস্থা করে'ই বা তুমি কি কর্‌বে? আমি ত' সুরেশকে জানি, জেলে যা মামুলী বরাদ্দ তার বেশী একটি কণাও সে স্পর্শ কর্‌বে না। স্পর্শ করা উচিতও নয়। নিজের অবস্থার অতিরিক্ত ব্যবস্থায় কখনই কারো মঙ্গল হয় না।"

এরূপ স্বাধীন ও সবল যুক্তির দ্বারা স্বীয় প্রস্তাব খণ্ডিত হওয়ায় মনে মনে অপ্রতিভ হইয়া বিমানবিহারী বলিল, "তবে সুরেশ্বর জেলে কি খাচ্ছে জেনে কি হবে মা?"

মাধবীর দিকে একবার চকিত দৃষ্টিপাত করিয়া তারাসুন্দরী স্মিতমুখে কহিলেন, "মাধবীর মতলব, যে-রকম খাওয়া সুরেশ জেলে খাচ্ছে, যতটা সম্ভব সেই-রকম খাওয়া আমাদের বাড়ীতেও জারী করে। দেশের আর দশের সু-সন্তান যে খাওয়া খেয়ে জীবন ধারণ কর্‌ছে, সে মনে করে বাড়ীর অন্য লোকের তার চেয়ে ভাল খাওয়া উচিত নয়।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "তাই কি সে অপেক্ষা করে' আছে? আন্দাজি যতটা

।ারে এরি মধ্যে জেলের খাওয়া জারী করে' দিয়েছে !" বলিয়া হাসিতে লাগিলেন।

বিস্মিত বিমুগ্ধনেত্রে মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী দেখিল, নিষ্কি-কলমুখে মাধবী মৃদু মৃদু হাস্য করিতেছে। তাহার মুখে লজ্জা অথবা সঙ্কোচের এমন একটি রেখা পর্য্যন্ত ছিল না যদ্দ্বারা ব্যক্ত হয় যে, এই আহার-সংক্রান্ত ব্যাপারে সে যাহা ভাবিয়াছে অথবা করিয়াছে তাহার মধ্যে অসাধারণ কিছু আছে বলিয়া সে একবারও মনে করে !

"জেলখানার কয়েদীদের কি বিছানা দেয় জান বিমান ?"

"না, ঠিক জানি-নে।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "আমিও ঠিক জানিনে ; কিন্তু একখানা কম্বল আর একটা ইঁট দিয়ে মাধবী যে নিজের বিছানা করেছে, জেলখানায় তার চেয়ে ভাল বিছানা দেয় বলে' আমার মনে হয়।"

মাধবী বলিল, "আমার ত তবু একটা ইঁট আছে, তোমার যে তাও নেই মা !"

তারাসুন্দরীর শান্ত শুভ্র মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল ; বলিলেন, "সে ত আর আজকের কথা নয়, সে এখন বুঝতেও পারিনে, এত অভ্যাস হয়ে' গেছে। কিন্তু ইট মাথায় দিয়ে শোওয়ার চেয়ে শুধু-মাথায় শোওয়া ভাল।"

[illegible] তারাসুন্দরী বহুবিধ দ্রব্যের সহিত উপাধানও পরিত্যাগ করিয়াছিলেন। সে কথা বুঝিতে পারিয়া বিমানের মনে তারাসুন্দরীর প্রতি শ্রদ্ধার সঞ্চার হইল, কিন্তু মাধবীর কঠিন শয্যার কথা শুনিয়া সে ব্যথিত হইল ; দুঃখিতস্বরে বলিল, "এ কষ্টটা না করলেই হ'ত ! এ যে কঠোর তপস্যার মত কঠিন !"

বিমানের কথা শুনিয়া মাধবী হাসিয়া ফেলিল ; বলিল, "না, না। এ'তে

তপস্যার কিছু নেই। ইঁট যত শক্ত, ইঁটে মাথা দিয়ে শোওয়া তত শক্ত নয়, বিশেষতঃ কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে।"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "কম্বল দিয়ে ঢেকে নিলে, কি কথা দিয়ে ঢেকে নিলে তা' ঠিক বুঝ্তে পার্ছি নে!"

বিমানের পরিহাসে তারাসুন্দরী এবং মাধবী উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন।

প্রস্থানোদ্যত হইয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান আরক্ত মুখে বলিল, "সেদিনকার সেই সূতো পোড়ানর অপরাধের জন্যে আজ সর্বান্তঃকরণে ক্ষমা চাচ্ছি। আজ ঠিক বুঝতে পারছি যে, সেদিন দেবালয়ে পশুহত্যা করে' গিয়েছিলাম!"

ব্যস্ত হইয়া কুণ্ঠিতস্বরে মাধবী বলিল, "না, না, ও সব কথা আবার কেন বল্ছেন? ও-সব কথা ত সেই দিনই শেষ হয়ে' গিয়েছে!"

তারাসুন্দরী কিছু বুঝিতে না পারিয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি কথা?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "সে একটা অত্যন্ত অন্যায় কথা মা! সে বল্তে গেলে অনেক সময় লাগ্বে।" মাধবীর প্রতি চাহিয়া বলিল, "আপনি সময়-মত মাকে কথাটা শুনিয়ে দেবেন।" তাহার পর মুখ তুলিয়া স্মিতমুখে বলিল, "আপনারা ত প্রায়শ্চিত্ত করেইছিলেন, আমিও করেছিলাম; ইচ্ছায় নয়, বাধ্য হয়ে। পরদিন যখন মনে পড়্ল যে আমার অপরাধের জন্য আপনি আর সুরেশ্বর প্রায়শ্চিত্ত কর্ছেন, তখন আমার গলাটা একেবারে যেন চেপে গেল! সমস্ত দিন আর জল পর্য্যন্ত খাবার শক্তি ছিল না।"

কাতর মুখে মাধবী বলিল, "দেখুন দেখি কি অন্যায়!"

"কার অন্যায় তা মা'র দ্বারা বিচার করিয়ে নেবেন।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমান প্রস্থান করিল।

পথে বাহির হইয়া তাহার মনে হইল যেন কোনও দেবালয় হইতে সে

নিষ্ক্রান্ত হইয়াছে। লঘু পদক্ষেপে এবং লঘুতর চিত্তে সে গৃহাভিমুখে চলিতে লাগিল। আসিবার সময়ে সে মনে করিয়া আসিয়াছিল, প্রত্যাবর্ত্তনের সময়ে সুমিত্রাকে জানাইয়া যাইবে যে, সুরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে মাধবীদের সংবাদ লইয়াছে। কিন্তু এখন আর তাহার কোনও প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হইল না। মনে হইল, সে কথা সুমিত্রা জানিলেই বা কি আর না জানিলেই বা কি? মাধবীদের গৃহে আসিয়া সুমিত্রা ঘনিষ্ঠ হইলেই বা কি আর না হইলেই বা কি?

কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট দিয়া যাইতে যাইতে বিমান দেখিল, একটা দোকানে বড় বড় অক্ষরে খদ্দরের বিজ্ঞাপন রহিয়াছে। হঠাৎ কি খেয়াল হইল, সে দোকানে ঢুকিয়া পড়িল এবং সর্ব্বোৎকৃষ্ট একটি শাড়ী ও ব্লাউস্ ক্রয় করিয়া বাহির হইয়া আসিল।

গৃহে পৌছিয়া সুরমার নিকট উপস্থিত হইয়া বাণ্ডিলটা তাহার হাতে দিয়া বিমান বলিল, "বউদি, তোমার জন্যে একটা নতুন জিনিষ এনেছি, মাঝে মাঝে ব্যবহার কোরো।"

ঔৎসুক্যের সহিত বাণ্ডিলটা খুলিয়া দেখিয়া সুরমা সাশ্চর্য্যে বলিল, "এ যে দেখ্ছি খদ্দর!"

"কেন, তোমার পছন্দ হচ্ছে না?"

"পছন্দ হবে না কেন? খুব পছন্দ হচ্ছে। তুমি ডেপুটি মানুষ হয়ে' খদ্দর কি বলে' কিনলে তাই ভেবে আশ্চর্য্য হচ্ছি!"

"কেন বউদি, ডেপুটি মানুষ কি এতই অমানুষ যে, এক খানা খদ্দর কিনতে পারে না?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "তোমাকে ত আর সে কথা বল্লে চলে না ঠাকুর-পো! বিশেষতঃ যে ডেপুটির ভাবী স্ত্রী শুধু খদ্দর পরে না চরকাও কাটে তার অমানুষ হবার উপায় কোথায়?"

সুরমার কথার কোনও উত্তর না দিয়া বিমান মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

বৈকালে কোর্ট হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া বিমান দেখিল সুরমা খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউস্ পরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতেছে।

নিকটে আসিয়া সে হাসিমুখে কহিল, "বড় চমৎকার দেখাচ্ছে বউদি! মনে হচ্ছে, আজ যেন আমাদের বাড়ীতে একটা নতুন আলো এসে পড়েছে!"

সুমিষ্ট হাস্য হাসিয়া সুরমা বলিল, "তা মনে হোক। এখন তাড়াতাড়ি জল খেয়ে নিয়ে আমাকে ও-বাড়ী নিয়ে চল। মা বলে' পাঠিয়েছেন, বড় জরুরী কি কথা আছে। রাত্রে তুমি ওখানেই খাবে।"

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "এই বেশে সেখানে যাবে?"

"কেন, তুমি ভয় পাচ্ছ না কি?"

চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া বিমান বলিল, "আমি ভয় পাই আর না পাই, তুমি পাচ্ছ না?"

সুরমা হাসিতে হাসিতে বলিল, "কার জন্যে ভয় পাব? মার জন্যে? মা যখন একটি মেয়েকে সহ্য করছেন, তখন আর-একটি মেয়েকেও সহ্য করবেন!"

মৃদু হাস্যের সহিত বিমান বলিল, "সে মেয়েটিকে এখন আবার ভিন্ন মূর্ত্তিতে সহ্য করতে হচ্ছে।"

বিস্মিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি রকম?"

"গেলেই দেখতে পাবে। খদ্দর ছেড়ে সুমিত্রা এখন আবার ষোল-আনা বিলিতী কাপড় ধরেছে। অসাধুকে সাধুর বেশে দেখলে লোকে যেমন সন্ত্রস্ত হয়ে' ওঠে, সুমিত্রাকে বিলাতী কাপড়ে দেখে মা তেমনি সন্ত্রস্ত হয়ে' উঠেছেন। লক্ষণটা ভাল, না মন্দ সেটা ঠিক বুঝে

উঠতে পারছেন না। বোধহয় সেই বিষয়ে সমালোচনা চলছে তোমার অভাব পড়েছে।" বলিয়া হাসিতে হাসিতে বিমানবিহারী নিজ কক্ষে প্রবেশ করিল।

৩১

কয়েকদিন পরে একদিন রাত্রে জয়ন্তীর নিদ্রাভঙ্গ হইয়া মনে হইল পাশের ঘরে কেহ জাগ্রত রহিয়াছে; সুমিত্রা এবং বিমলা তথায় একত্রে শয়ন করিত। কিছু পূর্ব্বে ঘড়িতে দুইটা বাজিয়াছে, জয়ন্তী তাহা শুনিয়াছিলেন। শয্যাত্যাগ করিয়া মাঝের খোলা দ্বার দিয়া অপর কক্ষে শয্যাপ্রান্তে উপস্থিত হইয়া জয়ন্তী দেখিলেন সুমিত্রা জাগিয়া রহিয়াছে।

"এত রাত্রে জেগে রয়েছিস্ সুমিত্রা? কোনো অসুখ করেনি ত?

সুমিত্রা বলিল, "না অসুখ কিছু করেনি।"

"তবে জেগে রয়েছিস্ যে?"

"কেমন যেন গরম হচ্ছে; ঘুম হচ্ছে না।"

"এ পর্য্যন্ত একবারও ঘুমোস্ নি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "না।"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "সে কি রে! রাত দুটো বেজে গেল, আর এপর্য্যন্ত একটুও ঘুমোস্‌নি! এই মাঘ মাসে এত গরম হচ্ছে কেন?"

সুমিত্রা তেমনি মৃদু হাসিয়া বলিল, "ও কিছু নয় মা। আর একটু পরেই ঘুম হবে এখন। তুমি ব্যস্ত হোয়োনা, শোও গে।"

এ প্রবোধ-বাক্যে নিশ্চিন্ত না হইয়া জয়ন্তী সুমিত্রার ললাট স্পর্শ করিয়া

দেখিলেন বিন্দু-বিন্দু ঘর্মে কপালটি ভরিয়া গিয়াছে। মাঘ মাসের শেষ; শীত তখনও কিছু আছে বলিয়া বিজলী পাখাগুলা বস্ত্রাবৃত রহিয়াছে। নিজের ঘর হইতে একটা হাতপাখা খুঁজিয়া আনিয়া সুমিত্রার নিকটে বসিয়া জয়ন্তী ধীরে ধীরে হাওয়া করিতে লাগিলেন।

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া মাথা তুলিয়া বলিল, "না মা, ও করলে আরো আমার ঘুম হবে না! তুমি শোওগে; পাঁচ মিনিটের মধ্যে আমি ঘুমিয়ে পড়ব।"

সুমিত্রার মাথা হাত দিয়া ধীরে ধীরে নামাইয়া দিয়া জয়ন্তী স্নেহার্দ্রকণ্ঠে বলিলেন, "ঘুমো সুমিত্রা, ঘুমো! পাঁচ মিনিট জেগে বসে' হাওয়া করলে আমি মারা যাব না। আট বচ্ছর বয়সে তোমার যখন টাইফয়েড হয়েছিল তখন যে হাওয়া করতে করতে সমস্ত রাত শেষ হ'য়ে যেত। তখন ত' আর তুমি আমাকে শুতে পাঠাতে না!"

মৃদু হাসিয়া সুমিত্রা বলিল, "আচ্ছা, তবে একটু হাওয়া কর, কিন্তু বেশীক্ষণ বসে থেকো না মা, আমি ঘুমিয়ে পড়্‌লেই উঠে' যেয়ো।" তাহার পর সে পাশ ফিরিয়া নিবিষ্টমনে শয়ন করিল।

হাওয়া করিতে-করিতে জয়ন্তী সুমিত্রার মুখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া রহিলেন। সমস্ত মুখটা দেখা যাইতেছিল না, যে-টুকু দেখা যাইতেছিল তাহাও স্তিমিত আলোকে স্পষ্ট দেখা যাইতেছিল না, কিন্তু জয়ন্তী তাহারই মধ্যে সুগভীর বেদনার সুস্পষ্ট চিহ্ন দেখিতে পাইলেন! কৃশ-করুণ মুখের নিঃশব্দ আর্ত্তভাব দিকে চাহিয়া চাহিয়া জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল! মনে হইল যেন সরস ক্ষেত্রের লতা, উৎপাটিত হইয়া শুষ্ক ভূমিতে রোপিত হইবার পর, অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। এখন নিঃশেষ করিয়া স্নেহরস সিঞ্চন করিলেও যদি সঞ্জীবিত না হয় এই আশঙ্কা সহসা মনে উদয় হইবামাত্র জয়ন্তী। নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া আসিল।

সুমিত্রা নিদ্রিত হইবার পরও জয়ন্তী বহুক্ষণ চিন্তাবিষ্ট হইয়া তাহার পার্শ্বে বসিয়া রহিলেন। তিনটা বাজিবার পর শয্যায় গিয়া শয়ন করিলেন কিন্তু বাকি রাতটুকু আর ভাল নিদ্রা হইল না, চিন্তায়-চিন্তায় কাটিয়া গেল।

পরদিন প্রাতে জয়ন্তী সুমিত্রার বিষয়ে বিমলার নিকট নানাপ্রকার অনুসন্ধান করিলেন।

বিমলা বলিল, "ঘুম ভাঙিলে আমি প্রায়ই দেখি—মেজদিদি জেগে আছেন। জিজ্ঞাসা কর্‌লে বলেন, গরম হচ্ছে। তা ছাড়া,—" কথাটা বলিতে গিয়া বিমলা থামিয়া গেল। প্রশ্নের বহির্ভূত কোনও কথা না বলাই উচিত বলিয়া তাহার মনে হইল।

জয়ন্তী কিন্তু সাগ্রহে প্রশ্ন করিলেন, "তা ছাড়া কি ?"

তখন অগত্যা বিমলা বলিল, "তা ছাড়া, প্রত্যহ শোবার আগে আর ঘুম ভাঙার পর দক্ষিণমুখো হ'য়ে হাত জোড় করে' মেজদিদি অনেকক্ষণ প্রণাম করেন।"

সবিস্ময়ে জয়ন্তী বলিলেন, "প্রণাম করে ? কাকে প্রণাম করে ?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু জয়ন্তীর মনে সহসা একটা কথা বিদ্যুতের মত স্ফুরিত হইল। তাহার পর সঙ্গে-সঙ্গেই তৎসংলগ্ন আর-একটা কথা মনে হওয়ায় নিজ অনুমানের সত্যাসত্য নিরূপণের জন্য প্রশ্ন করিলেন, "তুমি ত আগে উত্তর দিকে মাথা করে' শুতে, দক্ষিণদিকে মাথা করে' কবে থেকে শুচ্ছ ?"

বিমলা বলিল, "মেজদিদি এঘরে শুতে আরম্ভ করে' পর্য্যন্ত। প্রথম দিনেই মেজদিদি বালিশ উত্তরদিক্ থেকে দক্ষিণদিকে করে' দিয়েছিলেন।"

জয়ন্তী আর কোনও কথা জিজ্ঞাসা করিলেন না। দক্ষিণ-মুখ হইয়া সুমিত্রা যে আলিপুর জেলে অবস্থিত সুরেশ্বরকে প্রণাম করে এবং উত্তর

দিকে মাথা করিয়া শয়ন না করিবার উদ্দেশ্য সুরেশ্বরের দিকে পদ প্রসারিত করিয়া শয়ন না করা, তদ্বিষয়ে তাঁহার আর কোনও সংশয় রহিল না। ভারাক্রান্ত-চিত্তে জয়ন্তী গৃহকর্ম্মে লিপ্ত হইলেন।

সমস্তদিন ঘুরিতে-ফিরিতে জয়ন্তী সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিলেন। যতবার যতভাবে তাহাকে দেখিলেন, ততবারই মনে হইল তাহার হাস্যদীপ্ত মুখ-মণ্ডলে বিষাদের সূক্ষ্ম ছায়া পড়িয়াছে। চক্ষের উজ্জ্বল ঘনকৃষ্ণ তারকা ম্লান হইয়া আসিয়াছে এবং তট হইতে জলস্রোতের মত, সমস্ত দেহ হইতে স্বাস্থ্য এবং সৌষ্ঠব দূরে সরিয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছে! সুমিত্রার স্তব্ধ গভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইলেন, সুমিত্রার হাস্য-করুণ মূর্ত্তি দেখিয়া জয়ন্তীর চক্ষে জল আসিল!

তাহার পর কিছুক্ষণ ধরিয়া জয়ন্তীর হৃদয়ে ক্রোধ, অভিমান, সঙ্কোচ, দার্ঢ্য প্রভৃতি বিভিন্ন মনোবৃত্তির সহিত মাতৃ-স্নেহের দ্বন্দ্ব চলিল। অবশেষে সমস্ত বাধা এবং দ্বিধা অতিক্রম করিয়া মাতৃ-স্নেহই জয় লাভ করিল।

বৈকালে গা ধুইয়া সুমিত্রা স্নান-ঘর হইতে বাহির হইতেই জয়ন্তী তাহাকে নিজ কক্ষে ডাকিয়া লইয়া গেলেন।

কক্ষে প্রবেশ করিয়া ঔৎসুক্যের সহিত সুমিত্রা বলিল, "কি মা।"

জয়ন্তী স্নেহভরে সুমিত্রার পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাইতে বলিলেন, "এমন রোগা হ'য়ে যাচ্ছিস্ কেন সুমিত্রা।"

মাতার কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, "এই কথা মা! আমি মনে করছিলাম কত বড় কথাই না শুনব!" তাহার পর নিজের দেহের উপর একবার দৃষ্টি বুলাইয়া বলিল, "রোগা হ'য়ে যাচ্ছি? কই আমি ত কিছু বুঝতে পারিনে।"

"আমি যে বুঝতে পারছি! রাত্রে ঘুম হয় না কেন বল্ দেখি?"

সুমিত্রা হাসিয়া বলিল, "ঘুম হবে না কেন? ঘুম হ'তে দেরি হয়।"

সানকণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "কেন দেরী হয় সেই কথাই ত জিজ্ঞাসা করছি। শোন্ সুমিত্রা! আমি তোর মা, আমার কাছে কোন কথা লুকোস্‌নে! বাপের সঙ্গে দেশোদ্ধারের পরামর্শ করতে হয় করিস্, কিন্তু সুখ দুঃখের কথাটা তোর মার জন্যেই রাখিস্! তুই সত্যি করে বল্ কেন তুই এমন শুকিয়ে যাচ্ছিস্। এই শীতের রাত্রে গরমই বা তোর কেন হয়, আর ঘুমই বা কেন হয় না আমাকে খুলে' বল্! মিথ্যে কথা বলিস্‌নে।"

সুমিত্রা বলিল, "মিথ্যা কেন বল্‌ব মা? মিথ্যা কথা কখন ত তোমার কাছে বলিনি।"

"তবে বল্।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর মুখ তুলিয়া চাহিয়া স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "দিনের বেলা কাজে-কর্ম্মে তত বুঝ্‌তে পারিনে; কিন্তু রাত্রে বিছানায় শুয়েই কিরকম গা জ্বালা কর্‌তে আরম্ভ করে। আমার বিশ্বাস মা, এ বিলিতী কাপড় পরে' শোবার জন্যে হয়। বিলিতী কাপড়ের চেয়ে খদ্দর অনেক মোটা, কিন্তু খদ্দর পরে কখন ওরকম গরম হয় না। এ আমি তৈরী করে' বল্‌ছিনে, মা, যা হয় তাই বল্‌ছি।" বলিতে বলিতে সুমিত্রার চক্ষু ছলছল করিয়া আসিল।

ঈষৎ ব্যথিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তবে খদ্দর পরে'ই শুস্‌নে কেন? আমি ত খদ্দর পর্‌তে মানা করিনি।"

"তা করনি; কিন্তু আজ-কালকার খদ্দর পরা ত' শুধু কাপড় পরা নয় মা, এ একটা ব্রত। এর মধ্যে ছোঁয়াছুত চলে না।"

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "তোরাও ছোঁয়াছুত মানিস নাকি?"

সুমিত্রা বলিল, "মানি বই কি, মান্‌বার কারণ যেখানে থাকে সেখানে মানি। তুমি যেমন মা, পুজো কর্‌বার সময়ে দিশী গন্ধ-পুষ্প দিয়ে পুজো

কর, নিষিদ্ধ ফুল দিয়ে কর না, তেমনি দেশ পূজার পুষ্প পাত্রে শুধু খদ্দরই চলে, বিলিতী কাপড় চলে না।” বলিয়া সুমিত্রা নিজের বাক্‌পটুতায় পুলকিত হইয়া হাসিয়া উঠিল।

জয়ন্তীর মনে তর্কের স্পৃহা জাগিয়া উঠিল। বিমান-বিহারীর সেই বহু-ব্যবহৃত যুক্তি অবলম্বন করিয়া বলিলেন, “তোমাদের একথাটা আমি একেবারেই বুঝ্‌তে পারিনে। ব্রাহ্মণ-চণ্ডাল যখন এক পঙ্‌ক্তিতে চালাতে চাচ্ছ, তখন দিশী-বিলিতীর ছোঁয়াছুঁত চল্‌বে না কেন? মানুষের জাত যদি উঠিয়ে দিতে পার, তখন দেশের জাত কেন উঠিয়ে দেবে না? জাতের সঙ্গে জাত মিশ্‌তে পারলে দেশের সঙ্গে বিদেশও মিশ্‌তে পারে।”

এযুক্তির বিরুদ্ধে সুরেশ্বর যে যুক্তি প্রয়োগ করিয়াছিল তাহা সুমিত্রার মনে পড়িয়া গেল। সে বলিল, “দেশের সঙ্গে বিদেশ নিশ্চয়ই মিশ্‌তে পারে, কিন্তু তার জন্যে সত্যিকার দেশ থাকা দর্‌কার! তোমার দেশের সব জিনিসই যদি বিদেশী হয়, তা হলে’ তোমার দেশও বিদেশ হ’য়ে যায়। সেইজন্যে প্রথমে দেশ গড়ে’ তুল্‌তে হবে, আর তার জন্যে বিদেশী মশলা ব্যবহার কর্‌লে চল্‌বে না। দেশে যখন দর্‌কারের মত দিশী কাপড় তৈরী হবে তখন সখের মত বিলিতী কাপড় ব্যবহার কর্‌লে কোনও দোষ হবে না।”

তর্ক করিবার সমস্ত আগ্রহ সহসা পরিহার করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, “আচ্ছা দেশের পুজো যেমন করে’ তোমার কর্‌তে ইচ্ছে হয়, তেম্‌নি করে’ই কর, আমি আর কিছু বল্‌ব না। যাও এ-সব কাপড় ছেড়ে তোমার খদ্দরের কাপড় পরে’ এস। আর বিপিনকে দিয়ে খদ্দরের শাড়ী সেমিজ আরি জামা যদি কিছু দর্‌কার থাকে আনিয়ে নাও।”

জয়ন্তীর কথায় নিরতিশয় বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে

চাহিয়া রহিল, তাহার পর বলিল, "কেন মা? আমার ওপর রাগ করে' একথা বল্‌ছ?"

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "যখন মা হবে, তখন বুঝবে যে সন্তানের ওপর রাগ করে' মা কত কথা বলে!"

"তবে বিরক্ত হ'য়ে বল্‌ছ বুঝি।"

জয়ন্তী ভ্রূ-কুঞ্চিত করিয়া বলিলেন, "কি বিপদ্! বিরক্ত হব কেন?"

"তবে অভিমান করে' বল্‌ছ!"

এবার জয়ন্তী সহসা উত্তর দিতে পারিলেন না, কারণ এ কথাটার মধ্যে কিছু সত্য ছিল। প্রবল ঝটিকায় যেমন বড়-বড় গাছ-পালা ভাঙ্গিয়া পড়ে কিন্তু ক্ষুদ্র দূর্ব্বাদল বাঁচিয়া থাকে, তেম্‌নি মাতৃ-স্নেহে কঠোর এবং প্রবল যাহা কিছু সবই ক্ষয় পাইয়াছিল, শুধু অভিমানেরই সামান্য অবশেষ ছিল।

জয়ন্তীর দ্বিধাভাব লক্ষ্য করিয়া সুমিত্রা বলিল, "তোমাকে অসন্তুষ্ট করে' আমি এ-সব কিছুই কর্‌ব না বলে স্থির করেছি। মনে কষ্ট পেয়ে তুমি আমাকে কিছু কর্‌তে বোলো না মা! কিসের জন্যে তোমার এ অভিমান হ'ল আমাকে বলো?"

কন্যার নিকট হইতে এ অনুরক্তির কথায় অভিমানটা বৃদ্ধি পাইলেও জয়ন্তী হাসিতে হাসিতে বলিলেন, "আমি ত আর তোমার মত মেয়ে নই যে মার ওপর অভিমান করে মার মনে কষ্ট দেবো।"

বিস্মিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন মা, আমি তোমার ওপর কি অভিমান করেছি?"

জয়ন্তী স্মিতমুখে কহিলেন, "না কিছু করনি, এম্‌নিই বল্‌ছি।" মনে-মনে বলিলেন, 'আর্‌সীর সাম্‌নে দাঁড়িয়ে একবার চেহারাটা ভাল করে' দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে কি করেছ।'

সুমিত্রা যখন স্থির বুঝিল যে জয়ন্তী পরিহাস করিতেছেন না, সত্য-

সত্যই তাহাকে তাহার অভিপ্রেত জীবন অবলম্বন করিতে বলিতেছেন, তখন আর তাহার আনন্দের পরিসীমা রহিল না। বহুমূল্য অপহৃত সামগ্রী ফিরিয়া পাইলে যেরূপ আনন্দ হয় সেই আনন্দ সুমিত্রা মনের মধ্যে উপলব্ধি করিতে লাগিল।

সে প্রফুল্লমুখে বলিল, "আজ থাক্ মা, কাল একেবারে স্নান করে' আমার ঘরে ঢুক্‌ব। সেইখানেই আমার সমস্ত কাপড়-টাপড় আছে।"

এ কয়েক দিন সুমিত্রা তাহার কক্ষে একবারও প্রবেশ করে নাই।

জয়ন্তী সহাস্য-মুখে কহিলেন, "না বাপু, তুমি আজই তোমার খদ্দরটদ্দর পরো। মিহি কাপড় পরে' আবার আর-এক রাত গরমে ছটফট্ করবে, তার চেয়ে তোমার ঠাণ্ডা মোটা কাপড়ই ভাল।"

সুমিত্রা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আজ মিহি কাপড়েও গরম হ'ত না মা।"

জয়ন্তী স্মিতমুখে বলিলেন, "তা জানি। বাপের বাড়ী যাবার দিন স্থির হ'য়ে গেলে তখন আর মেয়েদের শ্বশুরবাড়ী খারাপ লাগে না।"

কিছু উত্তর না দিয়া সুমিত্রা উপমার উপযোগিতায় হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার পরিধানে একটা শান্তিপুরী শাড়ী ছিল, তৎপ্রতি ইঙ্গিত করিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ছেলে-বেলা থেকে এসব কাপড় দিশী কাপড় বলে'ই আমরা শুনে' আস্‌ছি, তোমাদের হাতে পড়ে' আজ এসব বিলিতী হ'য়ে গেল!"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "হাতে পড়ে' না মা, বিবেচনায় পড়ে'। দিশী সুতো না হ'লে দিশী কাপড় হ'তেই পারে না। বিলিতী সুতো বুনে' যদি দিশী কাপড় হয় তা হ'লে কাঁঠালের রস দিয়ে আমসত্ব হবারও কোন বাধা নেই, আর টেমসের জলকেও গঙ্গাজল বলা যেতে পারে।"

ক্ষণকাল পরে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিয়া হাসিতে-হাসিতে সুমিত্রা আসিয়া দুই হস্তে জয়ন্তীর পদধূলি লইয়া মাথায় দিল।

জয়ন্তী চাহিয়া দেখিলেন রৌদ্রদগ্ধ অবসন্ন শস্য-ক্ষেত্রের উপর বর্ষণোন্মুখ শ্যামল মেঘ আসিয়া দাঁড়াইলেই শস্যশীর্ষ যেমন ঈষৎ সতেজ হইয়া উঠে, সুমিত্রার শীর্ণ-শ্লথ দেহের উপর তেমনই একটা সতেজতা উপস্থিত হইয়াছে। যেন একরাত্রির বর্ষণেই সন্তপ্ত রজনীগন্ধা জীবনীশক্তি পাইয়াছে।

জয়ন্তীর প্রতি সানন্দ দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রা বলিল, "মা, তোমার অনুমতি পেয়ে খদ্দর পরে' আজ যেমন আনন্দ হচ্ছে এমন একদিনও হয়নি! ইচ্ছা হচ্ছে যে এবারকার চরকার প্রথম সূতো দিয়ে তোমার জন্যে একখানা শাড়ী করিয়ে দিই!"

জয়ন্তী হাসিতে-হাসিতে বলিলেন, "আমাকে এত নাকাল করে'ও যদি সাধ না মিটে থাকে তা হ'লে তাও দিয়ো! এখন চলো, বাপের মেয়ে বাপের হাতে দিয়ে আসি!"

ছেলেমানুষের মত দুই বাহু দ্বারা জয়ন্তীর কণ্ঠবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সুমিত্রা বলিল, "কেন মা?—আমি কি মা'রও মেয়ে নই?"

মুখে জয়ন্তী কিছু বলিলেন না, মনে-মনে বলিলেন, "মা'র মেয়ে কি না তা জানিনে, কিন্তু তুমি মা'র মাষ্টার!"

ভিতরের দিকে দ্বিতলের বারাণ্ডায় প্রমদাচরণ পাদচারণা করিতেছিলেন। জয়ন্তী সুমিত্রাকে লইয়া তথায় উপস্থিত হইয়া বলিলেন, "এই নাও তোমার মেয়ে তোমাকে ফিরিয়ে দিতে এসেছি!"

সুমিত্রা হাসিতে-হাসিতে পিতার সম্মুখে উপস্থিত হইয়া প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রার পরিবর্তিত বেশে কিছুমাত্র লক্ষ্য না করিয়া প্রমদাচরণ বিস্মিত ভাবে বলিলেন, "তার অর্থ ?" তৎপরে অর্থভেদ করিবার কিছুমাত্রও চেষ্টা না করিয়া যেখানে অর্থভেদের কোনও সম্ভাবনা ছিল না তথায়, অর্থাৎ জয়ন্তীর মুখের উপর, পরম বিস্ময়ের সহিত নিঃশব্দে চাহিয়া রহিলেন।

অগত্যা কথাটা জয়ন্তীকে বুঝাইয়া দিতে হইল।

তখন সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া প্রমদাচরণের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। সুমিত্রার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া স্মিতমুখে কহিলেন, "প্রথম দিন আমি একটু বিচলিত হ'য়ে পড়েছিলাম, কিন্তু তার পরই মনে হয়েছিল যে এইরকমই একটা কিছু অবশেষে ঘট্‌বে, আর তার জন্য আমি বাস্তবিকই অপেক্ষা করছিলাম। সুমিত্রা যেপথ অবলম্বন করেছিল আমার মনে হয় সে একটা উৎকৃষ্ট পথ। বিরুদ্ধ শক্তিকে আয়ত্ত করবার একটা প্রধান উপায় হচ্ছে বিরুদ্ধাচরণ না করা। বিরুদ্ধাচরণে শক্তি নিজেকে প্রবল করবার সুবিধা পায়।" বলিয়া জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিলেন।

আরক্তস্মিতমুখে জয়ন্তী বলিলেন, "এখন তোমরা সুবিধা পেয়েছ, এখন যা বল্‌বে সবই সহ্য করতে হবে। তোমার মেয়ে ত বলেছে যে আমাকে খদ্দর পরিয়ে ছাড়বে!"

পুলকিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তাই ত! দণ্ড বিধানও যে হ'য়ে গিয়েছে দেখ্‌ছি! তুমি কি বল্‌লে ?"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া হাসিতে-হাসিতে জয়ন্তী বলিলেন, "কি আর বল্‌ব! বল্‌লাম, যখন তোমার দিনকাল পড়েছে তখন যা বল্‌বে তাই করতে হবে।"

প্রসন্নমুখে প্রমদাচরণ বলিলেন, "তুমি আমাকে আমার মেয়ে ফিরিয়ে

এসেছ জয়ন্তী, কিন্তু বাস্তবিক তা সত্যি নয়, তুমিই তোমার মেয়েকে ফিরে' পেয়েছ! পাওয়া মানে শুধু হাতের মধ্যে পাওয়া নয়, মনের পাওয়াই আসল পাওয়া!" তৎপরে, সুমিত্রার দিকে ফিরিয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষে আজ একটা শুভদিন সুমিত্রা! আমি আশীর্ব্বাদ করি তোমার জীবন সার্থক আর সফল হোক! এখন থেকে জননী আর জন্মভূমি উভয়কেই তুমি সুস্থমনে সেবা কর্‌তে পার্‌বে। তোমার জীবনে আর কোনও গোলযোগ রইল না!"

জয়ন্তী মুখে কিছু বলিলেন না, মনে-মনে' বলিলেন, "তুমি বাপ, তুমি আর কত বুঝ্‌বে! এখনও একটা বিষম গোলযোগ বাকি রইল!"

ইহার কয়েকদিন পরে সুরমা বেড়াইতে আসিয়াছিল। সমস্ত কথা শুনিয়া সে জয়ন্তীকে কহিল, "ঠাকুর-পোও ত অনেকটা স্বদেশী হ'য়ে এসেছে, এইবার তা হ'লে সুমিত্রার বিয়ে দাও না মা! এখন সম্ভবতঃ সুমিত্রা বিয়ে করতে রাজি হবে। বলো ত এই ফাল্গুন মাসেই বিয়ের ব্যবস্থা করি।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তা-ও কখন হয়? ছেলে-জামাই দেশে না ফির্‌লে হ'তেই পারে না। তা ছাড়া, খদ্দর ছাড়াতে গিয়ে যে শিক্ষা আমার হয়েছে, এখন আমি আর কোনও কথা তুল্‌ছিনে! আগে ওর শরীরটা ধাতে ফিরে' আসুক তার পর অন্য কথা।"

অনেক কথা আন্দাজি আন্দাজি মনে ভাবিয়া লইয়া সুরমা বলিল, "সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে দেওয়ার কথাও কখন কখন ভাবো কি মা?"

সুরমার কথা শুনিয়া চমকিত হইয়া জয়ন্তী বলিলেন, "ক্ষেপেছিস্ নাকি! তা-ও কখন হয়!" তাহার পর অন্যমনস্ক হইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিলেন, "তা কখনই হবে না, তবে সুরেশ্বর জেল থেকে খালাস

হবার পর সুমির বিয়ে হওয়া ভাল। এ যেন সে মনে না করে যে সুরেশ্বর জেলে রয়েছে বলে' আমরা তাড়াতাড়ি তার বিয়ে দিয়ে দিতে চাচ্ছি।

সুরমা একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "সে কথা ঠিক বলেছ মা।"

৩৩

ভাদ্র মাসের শেষ। সকালে এক-পশলা বৃষ্টি হওয়ার পর অব্যাহত-সূর্য্য-কিরণে কলিকাতার পথ-ঘাট, অট্টালিকা নিমজ্জিত হইয়া গিয়াছে। মনে হইতেছে, কেহ যেন পূর্ব্ব-গগন হইতে এই সৌধ-সঙ্কুল বিরাট্ নগরীর গাত্রে পিচ্‌কারী ছাড়িয়া তাহার রন্ধ্রে-রন্ধ্রে আলোক-প্রবাহ সঞ্চালিত করিতেছে। আকাশ ধূলিশূন্য, ঘন-নীল। সেই নির্ম্মল নীলিমার তলদেশে শুভ্র, জল-হারা, লঘু মেঘ-খণ্ডের শ্রেণী নির্বাধ দ্রুত গতিতে পরস্পরকে অনুধাবন করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে। আকাশে, বাতাসে, বৃক্ষ-লতায়—সর্ব্বত্র—শরতের স্নিগ্ধতা পরিস্ফুট।

মাসাধিক-কাল অবিরাম জ্বর-ভোগ করিয়া কয়েক-দিন হইল তারাসুন্দরী সারিয়া উঠিয়াছেন। শরীর এখনও অতিশয় দুর্ব্বল, মাধবী কোনরূপে ধরিয়া আনিয়া তাঁহাকে বারাণ্ডায় রৌদ্রের কাছে বসাইয়া দিয়াছে।

বসিয়া-বসিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের কথা ভাবিতেছিলেন। মাঘ মাসে সে জেলে গিয়াছে, আর এখন ভাদ্রমাস। এই দীর্ঘ সাত মাস তিনি পুত্র মুখ-দর্শনে বঞ্চিত, তাহার পর এখনও পাঁচ মাস বাকি! সুরেশ্বরের কথা ভাবিতে-ভাবিতে তারাসুন্দরীর চক্ষে অশ্রু দেখা দিল; পুত্রের অমঙ্গল-আশঙ্কায় তাড়াতাড়ি তাহা বস্ত্রাঞ্চলে মুছিয়া ফেলিলেন।

দেহ যখন সুস্থ ছিল, মনও তখন সবল ছিল; তাই তখন অদর্শন-

জনিত ব্যথা সহ্য করিবার ক্ষমতার অভাব ছিল না। এখন সুরেশ্বরের কথা মনে পড়েও সর্ব্বদাই এবং মনে পড়িলেই হৃদয়ের মধ্যে একটা অস্থিরতা উপস্থিত হয়! অসুখের সময়ে শয্যা-প্রান্তে মাধবীর পার্শ্বে বিমানকে দেখিলেই সুরেশ্বরের কথা তারাসুন্দরীর মনে পড়িত, আর মনে হইত সুরেশ্বর যদি সে-সময়ে তথায় থাকিত! বিমানবিহারীর পরিবর্ত্তে সুরেশ্বর থাকিলে সেবা-চিকিৎসায় ব্যবস্থা যে বেশী-কিছু হইত তাহা নহে, কার্য্যতঃ সুরেশ্বরের অনুপস্থিতির জন্য কোন ক্ষতিই হয় নাই; তথাচ বিমানবিহারীর নিরন্তর সেবা এবং ঐকান্তিক যত্নের অতিরিক্ত যে জিনিসটুকুর জন্য তারাসুন্দরী ব্যাকুল হইয়া থাকিতেন তাহার জোগান দিবার সাধ্য বিমানবিহারীর ছিল না।

বিমানবিহারীর মধ্যে এই অভাব অনুভব করিয়া তারাসুন্দরী মনে মনে নিজের কাছে নিজেকে অপরাধী বিবেচিত করিতেন। পুত্রের সমান আচরণ যে করিতেছে সে তথাপি পুত্র নয়, এই চেতনার মধ্যে অকৃতজ্ঞতার মতই একটা-কিছু অন্যায় আছে বলিয়া তাঁহার মনে হইত।

"মা!"

তারাসুন্দরী চমকিত হইয়া চাহিয়া দেখিলেন বিমানবিহারী হাসিতে-হাসিতে তাঁহার দিকে আসিতেছে।

"এস বাবা, এস! আমার কাছে এই গালচেতেই বোসো।"

গালিচার এক-প্রান্তে উপবেশন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আজ তুমি অন্ন-পথ্য করবে, তাই দেখতে এলাম কি-রকম পথ্যের ব্যবস্থা হচ্ছে।"

ঘনিষ্ঠতার পর কিছুদিন হইতে বিমানবিহারী তারাসুন্দরীকে এবং মাধবীকে তুমি বলিয়া সম্বোধন করিতেছে।

তারাসুন্দরী স্মিতমুখে কহিলেন, "এমন একটা অকেজো প্রাণীর ওপর এত যত্ন কেন, বাবা? 'আহার-নিদ্রা ত্যাগ করে' তু সারিয়ে

ফেলুলে, আবার খাইয়ে-দাইয়ে দু-দিনেই তা'কে তাজা করে' তুল্তে হবে ?"

বিমানবিহারী বলিল, "যত্ন শুধু তোমারই জন্যে করিনে মা, নিজের স্বার্থেও করি। জান ত, ঘর-পোড়া গরু সিঁদুরে-মেঘও দেখলে চমকায়! ছেলেবেলায় অজ্ঞানে যে জিনিস হারিয়েছি, এত বয়সে সে-জিনিস আবার পেয়ে একটু বেশী-রকম সাবধান হওয়াই ভাল।" বলিয়া বিমান মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

বিমান হাসিতে লাগিল, কিন্তু তারাসুন্দরীর চক্ষু সজল হইয়া আসিল! বলিলেন, "তাই মনে হয় বিমান, তোমাকে যদি পেটেও ধর্তাম তা হ'লে আমার আর কোনো আক্ষেপ থাকৃত না! তুমি যে সুরেশ্বরের সহোদর নও, এই-টুকুই আমার দুঃখ, তা ছাড়া আর কোনো দুঃখ নেই!"

এ-কথাতেও বিমান হাসিতে লাগিল; বলিল, "আমার কিন্তু কোনো দুঃখই নেই মা! মার কথা মনে হ'লেই আমার তোমাকে মনে পড়ে। তোমার মধ্যে কোন অভাবই দেখ্তে পাইনে।"

এ-কথার উত্তরে কোন কথা না বলিয়া তারাসুন্দরী বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মুছিলেন।

"আমি একা আসিনি মা; আমার সঙ্গে সুমিত্রা আর বউদিদিও এসেছেন।"

সুরমা ও সুমিত্রার আগমনের কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন।

"কই ?—কোথায় তা'রা ?"

বিমানবিহারী বলিল, "তোমার ব্যস্ত হবার দর্কার নেই। তাঁরা নীচে দাদার কাছে আছেন, এখনি ওপরে আস্বেন।"

তারাসুন্দরীর অসুখের সময়ে সুমিত্রা প্রমদাচরণের সহিত তিন-চার

বার এবং জয়ন্তীর সহিত একবার, এবং সুরমা বিমানবিহারীর সহিত কয়েকবার, তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছিল। আজ রবিবার, কাছারীর তাড়া নাই, তাই বিমানবিহারী সুরমা'র সহিত মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটে সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে লইয়া সকালেই তারাসুন্দরীকে দেখিতে আসিয়াছে। আসিবার সময়ে পথে বাজারের সম্মুখে গাড়ী দাঁড় করাইয়া তাহারা তারাসুন্দরীর পথ্যের উপযোগী কয়েক-প্রকার তরকারী কিনিয়া লইয়াছিল।

ক্ষণকাল পরে মাধবীর সহিত সুরমা ও সুমিত্রা উপরে আসিয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল। আশীর্ব্বাদ করিয়া তারাসুন্দরী উভয়কে হাত ধরিয়া নিজের কাছে বসাইলেন এবং উভয়ের চিবুক স্পর্শ করিয়া সুমিষ্ট-স্বরে বলিলেন, "সকালে উঠে'ই এ চাঁদমুখগুলি দেখ্‌তে পাওয়া কম পুণ্যের কথা নয়!"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "তা-ই যদি পুণ্যের কথা হয় মা, তা হ'লে সকালে উঠে' তোমার পায়ের ধূলো পেয়ে এঁদের কিসের কথা হ'ল তা বল? যে-জিনিস এঁরা অর্জ্জন কর্‌লেন, সে-জিনিস তুমি অর্জ্জন করেছ বলে' এঁদের মুস্কিলে ফেলো না!"

সুরমা বলিল, "সত্যি কথা!" সুমিত্রা মৃদুমৃদু হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া বলিলেন, "তা নয় বিমান, তা নয়! স্নেহ-ভালবাসা, ভক্তি-শ্রদ্ধা, এ-সব জিনিস সংসারে এমনই দুর্লভ, যে সত্যি-সত্যিই পুণ্যের জোর না থাক্‌লে তা পাওয়া যায় না! এই যে তুমি আমাকে তোমার মা করে' নিয়েছ তা তোমার পুণ্যে, না আমার পুণ্যে?"

বিমানবিহারী কিছুমাত্র দ্বিধা না করিয়া তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল, "আমার পুণ্যে, আর তোমার দয়ায়!"

বিমানবিহারীর উত্তরে ও ভঙ্গীতে সকলে হাসিয়া উঠিল।

মাধবী বলিল, "মা তোমার পথ্যের জন্য বিমান-বাবু এক-ডালা তরকারী এনেছেন। যা এনেছেন তা'তে, দশ দিন তরকারী না কিন্‌লেও আমাদের অক্লেশে চ'লে যায়! কাঁচকলা, ঢ্যাঁড়স, পলতা, পটোল, ওল, আরও কত কি!"

বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল, "আর ডালা! 'প্রভৃতি' 'ইত্যাদি' কথাগুলো ব্যবহার কর্‌বার ইচ্ছে থাক্‌লে লোকে অন্ততঃ একটা জিনিস বাকি রেখে ব্যবহার করে। শুধু ডালাটি বাকি রেখে, 'কত কি' ব্যবহার করা উচিত হয়নি মাধবী!"

বিমানবিহারীর কথায় পুনরায় সকলে হাস্য করিয়া উঠিল।

মাধবী হাসিমুখে বলিল, "আচ্ছা, ডালাটা আনিয়ে তোমাকে আমি দেখাচ্ছি মা, শুধু ডালা বাকি রেখেছি, না আরও কিছু বাকি রেখেছি!" বলিয়া রেলিং-এর ধারে গিয়া কানাইকে আহ্বান করিয়া বলিল, "কানাই, বিমানবাবু যে তরকারী এনেছেন ডালা-সুদ্ধ ওপরে নিয়ে এস ত।"

ডালা অন্বেষণ করিয়া মাধবীর তালিকার অতিরিক্ত দুইটি জিনিস পাওয়া গেল,—ডুমুর এবং পাতিলেবু।

বিজয়োৎফুল্ল-মুখে মাধবী বলিল, "দেখুন আমারই জিত হয়েছে; আপনি বল্‌ছিলেন একটা কিছু বাকি রেখে 'ইত্যাদি' ব্যবহার করা চলে; তা হ'লে দুটো জিনিস বাকি রেখে 'কত কি' ব্যবহার করায় আমার কোন অন্যায়ই হয়নি!"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "হিসেব-মত তোমার জিত হ'লেও, সে জিত হারের এত কাছাকাছি যে প্রকৃত পক্ষে তা হারই!"

কপট-রোষে মাধবী বলিল, "আর আপনার হার, জিতের এত কাছাকাছি যে প্রকৃত পক্ষে তা বোধ হয় জিতই?"

মাধবীর এই সবিদ্রূপ অথচ সযুক্তি প্রতিবাদে বিমানবিহারী এবং তাহার সহিত অপর সকলেই হাসিতে লাগিল।

তারাসুন্দরী দুর্ব্বল-হস্তে উঠাইয়া-উঠাইয়া তরকারীগুলি দেখিতে লাগিলেন এবং কষ্ট করিয়া বিমানবিহারী সেগুলি সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছে বলিয়া বারংবার অনুযোগ করিতে লাগিলেন।

সুরমা বলিল, "আমার হাতের রান্না খেতে যদি আপত্তি না থাকে, তা হ'লে মা, আমি আপনার পথ্যটা রেঁধে দিয়ে যাই।"

তারাসুন্দরী বলিলেন, "তোমার হাতের রান্না খেতে আমার বাধ্‌বে, সে-পাপ আমি বোধ হয় করিনি! তোমার হাতের রান্না খেতে আমার কোন আপত্তি নেই মা। কিন্তু কেন তুমি অনর্থক অত কষ্ট করবে? মাধবী দেবে অখন রেঁধে!"

মাধবী কিন্তু একটা নূতন প্রস্তাব আনিল। সে সাগ্রহে বলিল, "বেশ ত মা, সুরমা দিদি রাঁধুন আর আমি ওঁকে সাহায্য করি। তারপর এখানেই খাওয়া-দাওয়া করে' ও-বেলা ওঁরা বাড়ী যাবেন!"

মাধবীর এ-প্রস্তাব তারাসুন্দরী সানন্দে অনুমোদন করিলেন এবং নিজে তিনি এই আনন্দের রন্ধন-ব্যাপারে কোনও সাহায্য করিতে পারিবেন না বলিয়া দুঃখপ্রকাশ করিতে লাগিলেন।

সুরমা একটু বিমূঢ় হইয়া বলিল, "না না, মাধবী, আজ আর অত হাঙ্গামা করে' কাজ নেই। মা'র রান্না রেঁধে দিয়ে আমরা চলে' যাব অখন। তা'তে তুমি মনে কোরো না যে কোনো বিষয়ে আমাদের কিছু অসুবিধে হবে।"

সুমিত্রা বলিল, "তা-ছাড়া, বাড়ীতে কোন কথা বলে' আসাও হয়নি।"

মাধবী বলিল, "তার জন্যে কিছু আট্‌কাবে না; আমি কানাইকে দিয়ে এখনি দু-বাড়ীতেই খবর দিয়ে পাঠাচ্ছি।" তাহার পর বিমানবিহারীর

দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "আপনি কিছু বল্‌ছেন না কেন, বিমানবাবু? আপনি মত দিন!"

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার মতের জন্যে যদি আট্‌কায়, তা হ'লে এখনি আমি মত দিচ্ছি। আমি নিজেই তোমাদের মতামতের অপেক্ষায় ছিলাম। তা-ছাড়া দু-বাড়ীতে খবর দেওয়ার ভারও আমি নিচ্ছি। দু-বাড়ীতে পাঁচ-ছটাক চাল অপচয় হ'তে দেওয়া হবে না, সে-কথা আমি তোমাদের কথা আরম্ভ হওয়া থেকেই মনে-মনে ভাব্‌ছি!"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "পাঁচ-ছটাক ত নয়, সাড়ে-সাত ছটাক। আপনাকেও এখানে খেতে হবে।"

বিমানবিহারী বলিল, "আমাকে মাপ কোরো মাধবী, আমার আজ একটু কাজ আছে। তা-ছাড়া, আমার মত দুর্বৃত্ত লোককে ওদের সুক্তো আর পল্‌তার চচ্চড়ি খাইয়ে তোমাদের কোনও পুণ্য হবে না!"

"তোমার ভয় সেই ঠাকুরপো ও-দুটি অদ্ভুত তরকারী আমাদের মধ্যে কেউ রাঁধতে জানে না!" বলিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারীও হাসিতে-হাসিতে বলিল, "যাই হোক্‌, ঐ সব শাকসবজী দিয়েই রাধবে ত? ও দিয়ে কোনো-রকমেই ভদ্রলোকের ভোগ তৈরী করা যায় না!"

মাধবী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সে-জন্য ভদ্রলোকের কোনও ভাবনা নেই, জীব-জন্তুর ব্যবস্থাও থাকবে!"

কিন্তু জীব-জন্তুর প্রলোভনেও বিমানবিহারী বশীভূত হইল না; বলিল, "আমার খাওয়া আর-এক শুভদিনের অপেক্ষায় থাক্‌। সুরেশ্বর যেদিন বাড়ী আসবে, সেদিন আমরা দু-জনে পাশাপাশি বসে' মার হাতের রান্না খাব।"

বিমানবিহারীর কথায় তারাসুন্দরীর চক্ষু অশ্রু-ভারাক্রান্ত হইয়া আসিল;

বস্ত্রাঞ্চলে চক্ষু মার্জ্জিত করিতে গিয়াই তাঁহার দৃষ্টি পড়িল সুমিত্রার চক্ষুর উপর, দেখিলেন সুমিত্রার দুটি চক্ষু বাষ্পাচ্ছন্ন হইয়া চক্‌চক্‌ করিতেছে। নতনেত্র হইয়া বিপন্না সুমিত্রা অশ্রুনিরোধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু মাধবীরও দৃষ্টি সে অতিক্রম করিতে পারিল না। পরক্ষণে তারাসুন্দরীর দিকে চাহিতেই মাধবী দেখিল যে তারাসুন্দরী তাহার প্রতি একাগ্র ঔৎসুক্যে চাহিয়া রহিয়াছে।

এক-একটা শব্দে যেমন এক-একটা ভাবের রাজ্য খুলিয়া যায়, তেমনি সুমিত্রার চক্ষে অশ্রু এবং মাধবীর চক্ষের দৃষ্টি দেখিয়া তারাসুন্দরী অকস্মাৎ অনেক কথা, যাহার আভাস পূর্ব্বে কখন-কখন সন্দেহ করিতেন, বুঝিতে পারিলেন। সহানুভূতির নিবিড়তায় সুমিত্রার প্রতি একটা অনির্ব্বচনীয় স্নেহ-রসে তারাসুন্দরীর চিত্ত পূর্ণ হইয়া উঠিল। ইচ্ছা হইল এই আহত আর্ত্ত তরুণীটির মুখখানা নিজ বক্ষের মধ্যে একবার চাপিয়া ধরেন।

৩৪

দ্বিপ্রহরে সুরমা তারাসুন্দরীর সহিত গল্প করিতেছিল, মাধবী সুমিত্রাকে লইয়া তাহার চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিল।

যে কয়েকদিন সুমিত্রা এ-গৃহে আসিয়াছে, তাহার মধ্যে একদিনও এঘরে প্রবেশ করিবার তাহার সুযোগ হয় নাই। আজ প্রবেশ করিয়া গৃহের ভিতরকার ব্যবস্থা এবং সজ্জা-সম্ভার দেখিয়া সে বিস্মিত হইল। প্রবেশ-পথে চৌকাঠের মাথায় 'পড়ে' থাকা পিছে মরে' থাকা মিছে' লাল সূতা দিয়া লেখা, পূর্ব্বে কয়েকবারই বাহির হইতে সে দেখিয়াছিল, আজ ঘরের ভিতর প্রবেশ করিয়া বুঝিতে পারিল কক্ষের অধিকারী এবং অধিকারিণী উভয়েই, সেই সূক্তটি অনুসরণ করিয়া পিছন হইতে কতটা আগে চলিয়া গিয়াছে! ঘরের ভিতর সেইরূপ আর-একটি সূক্তের উপর দৃষ্টিপাত করিয়া সুমিত্রার দেহ রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিল:—'আবার তোরা মানুষ হ!'

গতিহারা হইয়া স্তব্ধভাবে দাঁড়াইয়া সুমিত্রা মনে-মনে বলিতে লাগিল, "সত্যি! ওগো, সত্যি! আবার আমাদের মানুষ কর! তোমার আদর্শ দিয়ে, তোমার দৃষ্টান্ত দিয়ে, অমানুষের গণ্ডী থেকে আমাদের উদ্ধার করে' মনুষ্যত্বের মধ্যে নিয়ে যাও! দেশের অন্নে আর দেশের বস্ত্রে প্রতিপালিত হবার শক্তি আর সাহস আমাদের দাও।"

সুমিত্রার স্তব্ধ-নিবিড় ভাব নিরীক্ষণ করিয়া মাধবী মৃদু হাসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি ভাব্‌ছ, সুমিত্রা?"

মাধবীর প্রশ্নে যোগভঙ্গ হইয়া লজ্জিতভাবে সুমিত্রা বলিল, "ভাব্‌ছি কতদিনে আবার আমরা মানুষ হব!"

মাধবী শান্ত-স্মিতমুখে বলিল, "এ সমস্যার সমাধান দাদা ত করে' রেখেছেন। তোমার পিছনে ফিরে' দেখ!"

সকৌতূহলে পশ্চাতে ফিরিয়া সুমিত্রা দেখিল, দেওয়ালের মধ্যস্থলে বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'রাজপথ' এবং তাহার নিম্নে জাতি-ধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে দশজন দেশনায়কের চিত্র বিলম্বিত। তাহার নীচে পুনরায় বড়-বড় অক্ষরে লেখা 'শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ'।

বিমুগ্ধ-নির্ণিমেষ-নেত্রে সুমিত্রা ক্ষণকাল সেই মহাজন-সঙ্ঘের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর যুক্তকরে নত-মস্তকে ধীরে ধীরে প্রণাম করিয়া পুনরায় গভীর মনোযোগের সহিত দেখিতে লাগিল।

"আবার কি ভাবছ, সুমিত্রা?"

সুমিত্রা তদবস্থ থাকিয়াই বলিল, "ভাবছি, এঁদের অনেকেরই ত অনেক-রকম মত, তুমি অনুসরণ করবে কা'কে?"

"মত অনেক নয় ভাই, মত একই; পথ ভিন্ন। সে ভিন্ন ভিন্ন পথ আবার কি-রকম ভিন্ন জান?"

"কি-রকম?" বলিয়া সুমিত্রা মাধবীর দিকে ফিরিয়া দাঁড়াইল।

"কোনও রাজপথ দেখেছ?"

"দেখেছি।"

"রাজপথের মাঝখানটা পাথর-বাঁধানো হয়, তার দু'ধারে কাঁচা পথ থাকে; তার পরে দু'ধারে গাছের সারির তলায় ঘাসের উপর দিয়ে হাঁটা পথ থাকে; তার পর নালা-নর্দ্দামাও থাকে। এই এতগুলো ভিন্ন ভিন্ন পথের যেটা ধরে'ই তুমি চল না কেন, সেই একই দিকে তুমি এগোবে। এঁদের বিষয়েও ঠিক সেই কথা খাটে। এঁদের মধ্যে যাকেই অনুসরণ কর না কেন, গতি তোমার একই দিকে অর্থাৎ নীচু থেকে ওপর দিকে হবে। দেশ ত এক-রকমে বড় হয় না ভাই, দশ-রকমে দেশ বড় হয়।

তুমি কাছে গিয়ে দেখ প্রত্যেক ছবির নীচে কি লেখা আছে, তা হ'লে বুঝ্‌তে পারবে।”

দেওয়ালের নিকটে গিয়া সুমিত্রা দেখিল মধ্যবর্ত্তী মহাপুরুষের চিত্রের নীচে ক্ষুদ্র অক্ষরে লেখা রহিয়াছে ‘ধর্ম্ম’ এবং সেই চিত্রকে ঘেরিয়া অন্যান্য চিত্রের কোনটির তলায় ‘কর্ম্ম’, কোনটির তলায় ‘মর্ম্ম’, কোনটির তলায় ‘মিলন’, কোনটির তলায় ‘জ্ঞান’, কোনটির তলায় ‘ত্যাগ’ ; এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কথা লেখা রহিয়াছে।

মাধবী বলিল, “এক-একটি কথা দিয়ে দাদা প্রত্যেকের বিশেষ রূপ প্রকাশ করতে চেষ্টা করেছেন। সকলের আগে ইঁনি হচ্ছেন ধর্ম্ম! এঁর মূলমন্ত্র হচ্ছে অহিংসা ; এঁর মতে অহিংসা যেদিন পৃথিবীর সমস্ত মানুষকে ধারণ করবে সেদিন থেকে আর মানুষের মধ্যে বিবাদ থাকবে না।”

তাহার পর অপর একটি চিত্র উদ্দেশ করিয়া মাধবী বলিল, “ইনি হচ্ছেন কর্ম্ম ; আজীবন কর্ম্মের সাধনা করে' ইনি অদ্বিতীয় কর্ম্মবীর। ত্যাগের মধ্য দিয়ে ইনি কর্ম্ম করেন বলে' এঁর কর্ম্মের শেষ হয় সফলতায়।”

“ইনি হচ্ছেন কবি, তাই মর্ম্ম। কল্পনা এঁর সহচরী, তার সাহায্যে ইনি বিশ্বের মর্ম্ম প্রকাশ করে' দেখান। মাধুর্য্যের মধ্য দিয়ে ইনি নিখিল মানবের মিলন-প্রয়াসী।”

তৎপরে একজন মুসলমান মহাপুরুষের চিত্র নির্দ্দেশ করিয়া মাধবী বলিল, “ইনি হচ্ছেন মিলন, কারণ এঁকে আশ্রয় করে' গঙ্গা-যমুনার মত হিন্দু-মুসলমান মিলিত হবার উপক্রম করেছে।”

“ইনি হচ্ছেন জ্ঞান। বিদ্যা বুদ্ধি আর প্রতিভার বলে ইনি সিংহের মত শক্তিশালী, তাই লোকে সিংহের সঙ্গে এঁর তুলনা করে।”

"ইনি হচ্ছেন ত্যাগ। আজীবন ত্যাগের সঙ্গে চিরব্রহ্মচর্য্যের যোগ থাকায় ইনি ঋষির স্থান অধিকার করেছেন।"

শুনিতে শুনিতে সুমিত্রার মুখ প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল! হর্ষোৎফুল্ল-মুখে সে বলিল, "কি সুন্দর ভাই! আর, কি সুন্দর করে' তুমি বল্‌ছ! কত তুমি জান, তাই এমন সুন্দর করে' বল্‌তে পার!"

হাসিমুখে মাধবী বলিল, "আমার স্মরণ-শক্তি যদি আরও ভাল হ'ত, তা হ'লে আরও ভাল করে' বল্‌তে পারতাম। দাদার মুখে শুনে-শুনে' এ-সব আমার প্রায় মুখস্থ হ'য়ে গিয়েছে। দাদার বল্‌বার ধরণ এমন স্পষ্ট যে তাঁর মুখ থেকে কোন কথা একবার শুন্‌লে মনের মধ্যে তা একেবারে গেঁথে যায়। কেন, তুমিও ত—"

কথাটা শেষ না করিয়াই মাধবী থামিয়া গেল। যদিও সে যাহা বলিতে যাইতেছিল তাহার মধ্যে বিমানবিহারীর সহিত সুমিত্রার মিলনের পক্ষে প্রতিকূলতা কিছুই ছিল না, তথাপি, সুরেশ্বরের নিকট প্রতিশ্রুতির কথা স্মরণ করিয়াই, সে-কথাটুকু বলাও সে সমীচীন মনে করিল না।

সুমিত্রা কিন্তু মাধবীর অসমাপ্ত কথার সূত্রটুকু অবলম্বন করিয়া বলিল, "আমিও তাঁর কাছে অনেক কথা শুনেছি; কিন্তু আমার বোধ হয় তেমন আগ্রহ নেই বলে' সব কথা মনে থাকে না। আচ্ছা মাধবী, শ্রদ্ধা, ভক্তি, প্রীতি, অনুসরণ—এ-সব কি ঠিক পরে-পরে? ভক্তির চেয়েও কি প্রীতি বড়?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই! প্রীতির চেয়ে প্রবল জিনিষ আর নেই। দাদা বলেন, কারুর উপর শ্রদ্ধা হ'লে লোকে দেখা হলে তার কাছে নত হয়, তার পর ভক্তি হ'লে দেখা করে' নত হয়, আর প্রীতি হ'লে তখন আর তাকে ছাড়্‌তে পারে না, পিছনে-পিছনে অনুসরণ করে' বেড়ায়।"

অন্যমনস্ক হইয়া ভাবিতে-ভাবিতে সুমিত্রা কতকটা নিজ-মনেই বলিল,

"তা-ই ঠিক, তাই আমরা এত পেছিয়ে পড়ে' রয়েছি!" বলিয়াই মাধবীর দিকে চাহিয়া আরক্ত-মুখে বলিল, "আমি তোমার কথা বল্‌ছিনে ভাই, আমি আমার কথাই বল্‌ছি!"

আরক্ত হইবার গুরুতর কারণ যে এই কথাটারই মধ্যে ছিল তাহা কথাটা বলিবার পূর্ব্বে সুমিত্রা বুঝিতে পারে নাই। বলিবার পর সমগ্র কথাটার ধ্বনি কর্ণে প্রবেশ করিবা-মাত্র তাহার কর্ণদ্বয় লজ্জায় লাল হইয়া উঠিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া এবং অবস্থা বুঝিয়া একটা কথা মাধবীর ওষ্ঠাগ্রে আসিয়া উপস্থিত হইল; কিন্তু এবারও তাহার নিজেকে নিরোধ করিতে হইল। হায় প্রতিশ্রুতি! প্রতিশ্রুতির জন্য সুমিত্রার সহিত কথা কওয়া বিপদ্ হইল!

"মাধবী?"

"বল ভাই?"

"আমার মনে হচ্ছে মাধবী, আমি যেন কোনও তীর্থে এসেছি। তোমাদের বাড়ীটি যেন তীর্থ, আর তোমাদের এই ঘরটি যেন দেবমন্দির। আর তুমি যেন পূজারী!"

দুই বাহু দিয়া সযত্নে সুমিত্রার কণ্ঠ বেষ্টন করিয়া ধরিয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "তা ছাড়া আরও কিছু মনে হচ্ছে কি?"

প্রশ্ন করিয়াই কিন্তু মাধবী চমকিত হইয়া সুমিত্রার মুখখানা নিজ বক্ষের মধ্যে চাপিয়া ধরিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিয়া উঠিল, "না ভাই! না ভাই! তোমার কোনও কথা বল্‌তে হবে না; আমি তোমাকে যা জিজ্ঞাসা করেছি তার জন্য আমাকে ক্ষমা কোরো!" মনে মনে বলিল, 'দাদা, তুমিও আমাকে ক্ষমা কোরো! কিন্তু এভাবে আমাকে বিপন্ন করে' যাওয়া তোমার উচিত হয়নি!'

মাধবীর বাহু-বন্ধন হইতে নিজেকে মুক্ত করিয়া লইয়া সুমিত্রা বলিল, "তুমি যা জিজ্ঞাসা ক'রেছ তার জন্যে ক্ষমা চাইবার ত কোনও কারণ নেই, মাধবী। সত্যি-সত্যিই ত আমার অনেক কথাই মনে হচ্ছে!"

মাধবী ব্যগ্রকণ্ঠে বলিল, "তা ত হ'তেই পারে; কিন্তু এ-সব কথা আর থাক ভাই। এস তোমাকে আমার সুতোগুলো দেখাই।"

"আচ্ছা দেখাও, কিন্তু তার আগে তোমার কাছে আমার একটা অনুরোধ জানিয়ে রাখি।"

"কি অনুরোধ, বল?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা বলিল, "আজ যাবার আগে তোমাদের এই ঘরটি আমাকে পরিষ্কার করে' দিতে দিয়ো, ভাই! শুধু ঘরের মেঝেটি, আর কিছু নয়।"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ আবার তোমার কি খেয়াল সুমিত্রা?"

সুমিত্রা তেমনি আরক্তমুখে বলিল, "খেয়াল নয় ভাই, সাধ! দেবে?"

এ প্রশ্নের উত্তর দিবার পূর্ব্বেই বারান্দায় দ্বারের সম্মুখে বিমানবিহারী আসিয়া দাঁড়াইল।

সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "আরও কিছুক্ষণ যদি তোমাদের থাকবার ইচ্ছা থাকে তা' হ'লে এই পাড়াতেই একটা কাজ সেরে আমি আসি। তা'তে কিন্তু ঘণ্টা দুয়েক দেরী হবে।"

প্রশ্নের উত্তর মাধবী দিল; বলিল, "ঘণ্টা তিনেক দেরী হ'লে আরও ভাল হয়। আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে কাজ সেরে আসুন!"

বিমানবিহারী হাস্যমুখে বলিল, "বুঝতে পেরেছি, দুই সখীর বিশ্রম্ভালাপের মধ্যে অনাবশ্যক বস্তু হ'য়ে দাঁড়িয়েছি! আচ্ছা আপাততঃ আমি চল্‌লাম; কিন্তু যাবার আগে একবার এই ঘরের ভিতরটা গিয়ে দেখতে ইচ্ছে হচ্ছে। বাইরে থেকে খানিকটা দেখে-দেখে' বাকিটা

দেখ্‌বার জন্যে আগ্রহ ক্রমশঃ বেড়ে উঠেছে!" বলিয়া বিমান জুতা খুলিতে উদ্যত হইল। কিন্তু মাধবীর তরফ হইতে বিশেষ-কিছু আহ্বান বা আগ্রহ না পাইয়া জুতা খোলা বন্ধ রাখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কোনও আপত্তি আছে নাকি?"

শান্ত স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "একটু আছে। খদ্দর ছাড়া অন্য কাপড় পরে এ-ঘরে ঢোক্‌বার বিধি নেই। কিন্তু তার উপায় ত রয়েছে। দাদার একখানা ধোয়া কাপড় আপনাকে দেব?"

জুতা পরিতে-পরিতে হাস্যমুখে বিমান বলিল, "না, তা কাজ নেই; তা'তেও প্রকৃত পক্ষে তোমাদের বিধি লঙ্ঘিত হবে। রাজার পোষাক পর্‌লেই লোকে রাজা হয় না! আচ্ছা, আমি খানিকক্ষণ প'রে আস্‌ব।" বলিয়া বিমানবিহারী প্রস্থান করিল।

তারাসুন্দরী ক্রমশঃ দেহে পূর্ব্বশক্তি এবং সামর্থ্য লাভ করিয়াছেন এবং যথাপূর্ব্ব গৃহকার্য্য করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। দ্বিপ্রহরে বারাণ্ডায় বসিয়া তিনি কবিকঙ্কণ চণ্ডী পাঠ করিতেছিলেন এবং অদূরে মাধবী বসিয়া চর্‌কা কাটিতে-কাটিতে একমনে তাহা শুনিতেছিল, এমন-সময়ে বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল।

বিমানবিহারীর নূতন বেশ লক্ষ্য করিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "রাজবেশ ত্যাগ করে' এ তাপস-বেশ কেন, বাবা?"

বিমানবিহারী খদ্দরের ধুতি, জামা ও চাদর পরিয়া আসিয়াছিল। সে স্মিতমুখে উত্তর দিল, "তাপস-বেশ ভিন্ন মাধবীর আশ্রমে প্রবেশ করা যায় না, তাই। আজ মাধবীর চর্‌কা-ঘরে ঢুকে' দেখ্‌তে হবে কি তার মধ্যে আছে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু সেখানে আপনাদের দেখ্‌বার মত তেমন কিছুই ত নেই। তার জন্যে এত উষ্‌খুস করে' এসে শেষকালে নিরাশ হবেন!"

বিমানবিহারী হাসিতে-হাসিতে বলিল, "একটা কৌতূহল অতৃপ্ত রাখা অপেক্ষা নিরাশ হওয়া ভালো। নিরাশ হওয়ার দুঃখের চেয়ে না-জানার যন্ত্রণা বেশী কষ্টকর!"

এ-কথাটা মাধবীর ভালো লাগিল না। তাহাদের চর্‌কা-ঘরকে বিমানবিহারী কি জাদুঘর অথবা চিড়িয়াখানার মতই একটা-কিছু মনে করে যে, তদ্বিষয়ে কৌতূহল এবং নৈরাশ্যের কথা এমন করিয়া উঠিতেছে? সে তাহার মুখে-চোখে হাস্য-কৌতুকের কোনও চিহ্ন বর্ত্তমান না রাখিয়া বলিল,

"চলুন, দেখ্‌বেন চলুন। কিন্তু তার মধ্যে এমন কিছু নেই যাতে আপনার সে কৌতূহল তৃপ্ত হবে।"

কথাটা বলিয়াই কিন্তু মাধবী হাসিয়া উঠিল। তাহার বাক্যের দ্বারা বিমানবিহারীর প্রতি কতকটা রূঢ়তা প্রকাশ পাইয়াছে মনে করিয়া হাস্যের দ্বারা সে তাহা যথাসম্ভব হ্রাস করিবার চেষ্টা করিল।

বিমানবিহারী কিন্তু মাধবীর রূঢ়তা প্রকাশ অথবা রূঢ়তা অপনয়ন করিবার চেষ্টার কোনও হিসাব না লইয়া পূর্ব্ববৎ হাসিতে-হাসিতে বলিল, "সেটা ভবিষ্যতের কথা; তোমার ঘর না দেখে' তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু ঘর না দেখে' ফির্‌লে যে কৌতূহল তৃপ্ত হবে না তা ত নিশ্চয়ই! অতএব প্রথমে তোমার ঘরটা দেখাই যাক্‌।"

চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিয়া সমস্ত দেখিতে-দেখিতে এবং শুনিতে-শুনিতে বিমানবিহারীর মুখ আনন্দে, বিস্ময়ে, পুলকে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল। সে প্রফুল্লমুখে বলিল, "তুমি ঠিক বলেছিলে মাধবী! তোমার এ ঘরে প্রবেশ করে আমার কৌতূহল তৃপ্ত হ'ল না, বেড়েই গেল! সৃষ্টি কর্‌বার গৌরবে তোমার এ-ঘর গৌরবান্বিত!"

মনে-মনে আনন্দিত হইয়া মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "এত সামান্য ব্যাপার আপনার ভালো লাগ্‌ছে?"

অসংশয়িত দৃঢ়স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "লাগ্‌ছে। একটি অতি ক্ষুদ্র বীজকণার মধ্যে একটা বিরাট্‌ বটগাছের সমস্ত সম্ভাবনা যেমন নিহিত থাকে, তেম্‌নি তোমার এই সামান্য চর্‌কা-ঘরটির মধ্যে সমস্ত ভারতবর্ষের একটা বিপুল সম্ভাবনা নিহিত রয়েছে!"

ক্ষণকাল নিঃশব্দ থাকিয়া মুগ্ধস্বরে মাধবী বলিল, "এ-আপনি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস করেন, বিমানবাবু?"

বিমান সনির্ব্বন্ধে বলিতে লাগিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয় করি! কেন বিশ্বাস

করি তা বল্লাম ত ; এর মধ্যে সৃষ্টির একটা উপায় রয়েছে। অপরকে মারা এর উদ্দেশ্য নয়, এর উদ্দেশ্য নিজেকে বাঁচানো! সংহারে আমার বিশ্বাস নেই, আমার বিশ্বাস সৃষ্টিতে, এ-কথা আমি তোমার দাদার কাছে অনেক-বার বলেছি।"

বিমানবিহারীর মুখের উপর পরিপূর্ণ দৃষ্টিপাত করিয়া মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদার বিশ্বাসও ত আপনার এ-বিশ্বাসের বিরুদ্ধ নয়?"

ঈষৎ ব্যগ্রভাবে বিমান বলিয়া উঠিল, "না, না, তা ত নয়ই! তা যে নয়, তোমাদের এই ঘরখানিই ত তার প্রমাণ!"

মৃদু হাস্য করিয়া মাধবী বলিল, "তবে সর্ব্বদাই আপনাদের দু'জনের ও-করম বিরোধ বাধ্‌ত কেন?"

মনে-মনে একটু চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মুখের বিরোধ কি সব সময়েই মতের বিরোধের জন্য হয় বলে' তুমি মনে কর? কত সময়ে কত কারণে যে আমরা আমাদের নিজের প্রতিই অবিশ্বাসী হই, তা হয় ত তুমি জানো না!"

বিমানবিহারীর কথায় আহত হইয়া ঈষৎ উত্তেজিতস্বরে মাধবী বলিল, "কিন্তু সে ত ভারি অন্যায়!"

মাধবীর বিস্ময় এবং বিরক্তি দেখিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "অন্যায় ত বটেই; কিন্তু মানুষের প্রকৃতির মধ্যে এমন যে কত ত্রুটি আছে—তা ধারণা করাই যায় না, মানুষ এখনও অর্দ্ধ-পরিণত জীব।"

বিমানবিহারীর তত্ত্বনিরূপণের প্রতি কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া মাধবী ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, "কিন্তু নিজের মতের বিরুদ্ধেও দাদার সঙ্গে বিরোধ করবার কি কারণ আপনার ছিল?"

"কি কারণ ছিল তা প্রথম-প্রথম আমিও ঠিক বুঝতে পারতাম না,

তবে বুঝ্‌তে বড় বেশী দেরীও হয়নি। কিন্তু সে-সব কথা বল্‌তে হ'লে অনেক কথাই বল্‌তে হয়।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারীর এ-কথায় নিজের সমস্ত কৌতূহল সংবরিত করিয়া লইয়া শান্তভাবে মাধবী বলিল, "না, থাক সে-সব কথা আপনাকে বল্‌তে হবে না। আমার মনে-মনে সন্দেহ হচ্ছিল যে আপনি গবর্মেণ্টের চাকরী করেন তাই হয়ত কারণ। কিন্তু এখন আপনার কথা শুনে বুঝ্‌তে পার্‌ছি সে-রকম সন্দেহ করা আমার ভুল হয়েছিল।"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখমণ্ডল আরক্ত হইয়া উঠিল একটু বেগের সহিত সে বলিল, "হ্যাঁ, নিশ্চয়ই ভুল হয়েছিল! যে-কারণে আমি তোমার দাদার বিরুদ্ধাচরণ কর্‌তাম তা অন্যায় হ'লেও অত নীচ নয়! বিদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে আমি তোমার দাদার সঙ্গে বিরোধ কর্তাম চাকরি বজায় রাখ্‌বার উদ্বেগে নয়!"

সমস্ত সংযম এক মুহূর্ত্তে হারাইয়া মাধবী সবিস্ময়ে বলিয়া উঠিল "বিদ্বেষের বশীভূত হ'য়ে? কেন,—কিসের বিদ্বেষ?" কিন্তু পরমুহূর্ত্তে তাড়াতাড়ি বলিল, "এখন না হয় সে-সব কথা থাক। আসুন আপনাকে আমাদের প্রথম সূতোর আর এখনকার সূতোর নমুনা দেখাই।"

বিমানবিহারী কিন্তু মাধবীর আমন্ত্রণের প্রতি কোন-প্রকার মনোযোগ না দিয়া বলিল, "দেখ মাধবী, এ-সব কথা এমন করে' তোমার সঙ্গে আলোচনা করা আমার পক্ষে যদি কোন রকমে ধৃষ্টতা হয় তা হ'লে তুমি আমাকে ক্ষমা কোরো, কিন্তু কথায়-কথায় কথাটা যখন এতটাই এগিয়েছে তখন আমার কথার অন্ততঃ একটা দিক্ আজ শেষ করে' দিই। অবশ্য তোমার যদি আপত্তি না থাকে।"

বিমানবিহারীর এ কথার উত্তরে কি বলিবে তাহা মাধবী প্রথমে ভাবিয়া পাইল না, তাহার পর নত নেত্রে ধীরে ধীরে বলিল, "না. আমার

আর কি এমন আপত্তি থাকতে পারে, যদি আপনার আপত্তি না থাকে।”

তখন বিমানবিহারী সংক্ষেপে সকল কথা মাধবীকে খুলিয়া বলিল। কিছুদিন হইতে সুমিত্রার সহিত তাহার বিবাহের কথা চলিতেছিল; উভয়-পক্ষের মধ্যে কথাটা যখন একরকম পাকা হইয়া আসিয়াছে, তখন সহসা একদিন কেমন করিয়া সুরেশ্বর বন্ধুরূপে তাহাদের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর একদিন যখন সে বুঝিতে পারিল যে, সুরেশ্বর তাহার প্রবল মত এবং প্রবলতর যুক্তির দ্বারা সুমিত্রাকে তাহার নিজের দিকে টানিয়া লইতে আরম্ভ করিয়াছে, তখন কেমন করিয়া ক্রমশঃ সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষে তাহার মন ভরিয়া উঠিল, ন্যায়-অন্যায়ের প্রভেদবিচার লুপ্ত হইল, নিজের মত এবং যুক্তি দ্বারা নির্ব্বিচারে সুমিত্রার সম্মুখে সুরেশ্বরের যুক্তি-খণ্ডন করাই তাহার একমাত্র লক্ষ্য হইয়া উঠিল। অবশেষে তাহাতে অকৃতকার্য্য হইয়া কেমন করিয়া ঈর্ষানল ক্রমশঃ এমন প্রবল হইয়া উঠিল যে একদিন নিজ গৃহে সুরেশ্বরকে অপমানিত করিতেও তাহার ভদ্রতায় বাধিল না, সকল কথাই বিমানবিহারী অকপটে মাধবীকে জ্ঞাপন করিল। মাধবীর এ-সকল কথা কতক জানা ছিল এবং কতক জানা ছিল না। সে শুনিতে-শুনিতে নির্ব্বাক্‌-বিস্ময়ে বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া রহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, “এখন কিন্তু মাধবী, সুরেশ্বরের প্রতি আমার কিছুমাত্র বিদ্বেষ নেই, সুমিত্রার বিষয়ে আমি আমার মন একেবারে হাল্‌কা করে’ নিয়েছি!”

বিমানবিহারীর কথার অর্থ ঠিক বুঝিতে না পারিয়া মাধবী ঔৎসুক্যের সহিত জিজ্ঞাসা করিল, “সুমিত্রার বিষয়ে মন হাল্‌কা করে’ নিয়েছেন তার মানে কি?”

এতক্ষণ বিমানবিহারী সহজভাবেই সমস্ত কথা বলিতেছিল, কিন্তু

মাধবীর এ-প্রশ্নে সহসা কোথা হইতে তাহার মনের মধ্যে এক অনতিবর্ত্তনীয় বিহ্বলতা আসিয়া উপস্থিত হইল ; বিচারকের নিকট স্বীকারোক্তির দ্বারা নিজের অধিকার-স্বত্ব হইতে নিজেকে চিরদিনের জন্য রিক্ত করিবার সময়ে যেমন হয়, কতকটা সেইরূপ। মনে হইল মনে-মনে সে যে নিজেকে বঞ্চিত করিয়াছে তাহা প্রকাশ্যে মাধবীর নিকট স্বীকার করার পর আর তাহার কোনরূপ দাবিই জীবিত থাকিবে না ; সাক্ষীর সমক্ষে দান-পত্র সহি করিবার পর দান-সামগ্রী হইতে চিরদিনের জন্য অপসৃত হইতে হইবে !

অনধিকার স্বীকার করিবার সময়ে কিন্তু বিমানবিহারী অধিকারের কোন কাঁদুনিই কাঁদিল না ; বলিল, "সুমিত্রার উপর কোনোরকম অধিকারের কল্পনায় আমার মন আর ভারাক্রান্ত নয়, তাই হাল্‌কা। সুমিত্রার উপর আমার কোন-রকম অধিকার আছে বলে' আমি মনে করিনে।

নিরতিশয় বিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?"

"কেন ? কারণ সুমিত্রা অপরের অধিকৃত। তার সমস্ত মন আর আত্মা তোমার দাদার অধিকারে রয়েছে।"

একথা মাধবীর নিকট নূতন তথ্য নহে, সুতরাং ইহার মধ্যে বিস্মিত হইবারও কিছু ছিল না। তাই সে শুধু সুরেশ্বরের দিক্‌টা উল্লেখ করিয়া বলিল, "কিন্তু দাদা ত সুমিত্রার উপর কোন অধিকারই রাখেন না ; সুমিত্রাদের বাড়ী যাওয়াই ছেড়ে দিয়েছিলেন, আর এখন ত জেলেই রয়েছেন।"

হাসিতে-হাসিতে বিমান বলিল, "জেলে গিয়েই আরও বিপদ্ করেছেন, বাইরে থাক্‌লে আমার বোধ হয়, কিছু আশা থাকৃত !" তাহার পর সহসা গম্ভীর হইয়া বলিল, "তুমি চুম্বক দেখেছ, মাধবী ?"

"দেখেছি।"

"তোমার দাদা সুমিত্রার চুম্বক ; দূরে গেলেও সুমিত্রাকে আকর্ষণ করে' থাকেন। আমি জানি সুমিত্রা আজকাল আলিপুর জেলের দিকেই সর্ব্বদা উন্মুখ হ'য়ে থাকে।"

সাগ্রহে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আপনি কি করে' জান্‌লেন? কারো কাছে কিছু শুনেছেন?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

"আজকাল রেডিয়োর দিনে সাম্‌না-সাম্‌নি সব কথাই শোন্‌বার দর্‌কার হয় কি? এখন ত আকাশে কান পেতে লোকে দূরের গান শুন্‌ছে। কিন্তু আমি তা'ও শুনেছি। সুমিত্রা নিজে আমার কাছ থেকে আলিপুর জেলের দিক্ ঠিক করে' নিয়েছে।"

মাধবী শিহরিয়া উঠিল,—"সুমিত্রা নিজে!"

"হাঁ, নিজে। কিন্তু তা হোক, আর তার জন্যে আমার মনে কোনও গ্লানি নেই।"

ক্ষণস্থায়ী নীরবতার পর মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রা সে-কথা জিজ্ঞাসা করার পর আপনার মন্ থেকে দাদার প্রতি বিদ্বেষ চলে' গেল বুঝি?"

মাধবীর কথা শুনিয়া বিমানবিহারী পুনরায় মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল। বলিল, "তুমি নিতান্তই ছেলেমানুষ, মাধবী! তা'ও কখন যায়? তার পরই সুরেশ্বরের ওপর বিদ্বেষটা সবচেয়ে বেড়ে উঠেছিল! এক-একবার মনে হচ্ছিল যে, জেলের মধ্যে ছুটে' গিয়ে সুরেশ্বরের দেহের উপর আক্রমণ করে' পড়ি! একটা নিষ্ঠুর, নিষ্ফল আক্রোশে নিজের হৃৎপিণ্ডটা ছিঁড়ে' ফেলে দিতে ইচ্ছে হচ্ছিল! কিন্তু—"

বিমানবিহারী আর কথা কহিতে পারিল না, সহসা তাহার কণ্ঠ রুদ্ধ হইয়া গেল।

সভয়ে নিরুদ্ধশ্বাসে মাধবী বলিল, "কিন্তু কি ?" বিমান-বিহারীর মুখমণ্ডলে সঞ্চীয়মান রক্তোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করিয়া মাধবী মনে-মনে কাঁপিতে লাগিল!

ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু বন্দুকের ভেতর থেকে সমস্ত বারুদ যেমন একমুহূর্ত্তে বেরিয়ে যায় ঠিক তেম্‌নি তার পরদিন আমার মন থেকে সমস্ত বিদ্বেষ নিঃশেষে বেরিয়ে গেল! সে যেন এক জাদুবাজী! সুরেশ্বরের জেলের পর প্রথম যে-দিন তোমাদের বাড়ী এলাম সে-দিনকার কথাই বল্‌ছি! তোমাদের বাড়ীতে যখন ঢুক্‌লাম তখনো মন বিদ্বেষে পরিপূর্ণ; কিন্তু তোমাদের বাড়ী থেকে যখন বেরুলাম তখন বন্দুক থেকে সমস্ত বারুদ বেরিয়ে গিয়েছে।"

শুনিয়া মাধবীর হৃৎপিণ্ডের ক্রিয়া বর্দ্ধিত হইয়া উঠিল; তাহার ভয় হইল বিমানবিহারী হয়ত তাহার ধ্বক্-ধ্বক্ শব্দ শুনিতে পাইতেছে! ইচ্ছার অবর্ত্তমানেও তাহার অনায়ত্ত কণ্ঠ হইতে স্খলিতভাবে বাহির হইল, "কি করে' তা হ'ল ?" নিজ-কর্ণে নিজের বিকৃত কণ্ঠস্বর শুনিয়া মাধবী চমকিয়া উঠিল।

বিমানবিহারী ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "কি ক'রে' তা হ'ল তা আর বল্‌ব না! সে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়! আমি সকলের কাছেই তা অগোচর রাখ্‌তে চাই। প্রথম অধ্যায়ে যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছি, দ্বিতীয় অধ্যায়ে সেটা স্মরণ রাখ্‌লে বোধ হয় অনেক দুঃখ অতিক্রম করতে পার্‌ব।

আর কোনও কথা না বলিয়া বিমান দেওয়ালে অবস্থিত 'রাজপথ' চিত্রাবলীর দিকে একদৃষ্টে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল। বোধ হয় সে সেই সুযোগে তাহার উদ্যত উদ্বেল হৃদয়কে শান্ত করিয়া লইবার চেষ্টা করিতে লাগিল।

"মাধবী!"

"কি বলুন।"

মাধবীর কম্পিত-আর্ত্তস্বরে চমকিত হইয়া বিমান চাহিয়া দেখিল, মাধবীর নেত্রপ্রান্ত অশ্রুসিক্ত! সে কিন্তু তাহার কোনও উল্লেখ না করিয়া বলিল, "মাধবী, আমাকে তোমাদের এই রাজপথের পথিক করে' নেবে? আমি তোমাদের পথের আবর্জ্জনা পরিষ্কার কর্‌ব!"

বিমানবিহারীর কথায় মাধবীর মুখে মৃদু হাস্য দেখা দিল। সে বলিল, "বেশ ত! দাদা বলেন সেইটেই ভারি কঠিন কাজ।"

অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "তা বটে! নিজের ক্ষমতার মানটা আমি পদে-পদে ভুল করি বলে আমার এত পদস্খলন হয়।"

বিমানবিহারীর দুঃখ প্রকাশে ব্যথিত হইয়া মাধবী বলিল, "না না, আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন বিমানবাবু, আমার কথাটা বলা অন্যায় হয়েছে। কারণ আমার মনে হয় যে রাজপথের অনেক কাজই আপনি কর্‌তে পারেন।"

ক্ষণকাল মাধবীর দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী বলিল, "এ তোমার মনের বিশ্বাস?"

"হ্যাঁ, আমার মনের বিশ্বাস!"

প্রসন্নমুখে বিমান বলিল, "তোমার কথা শুনে' আমার মনে আশা হচ্ছে, মাধবী! মনে হচ্ছে, আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়টা প্রথম অধ্যায়ের মতন নিষ্ফল না হ'তেও পারে!"

তাঁত ঘরের সমস্ত দ্রব্যাদি দেখিয়া প্রস্থান করিবার সময়ে বিমান মাধবীকে বলিল, "সুমিত্রার বিষয়ে অনেক কথাই তোমাকে আজ বল্‌লাম মাধবী, কিন্তু আসল কথাটাই এখনও বলা হয়নি। সুরেশ্বর জেল থেকে বা'র হবার আগেই সুমিত্রার সঙ্গে সুরেশ্বরের বিয়ের সমস্ত ব্যবস্থা করে'

রাখ্‌তে হবে। অবশ্য এ বিষয়ে আমি এক দিকের সমস্ত ভার নেব—কিন্তু তোমার সহায়তাও একান্তভাবে চাই।"

মাধবীর মুখ সন্ধ্যা আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃঢ় অথচ শান্তভাবে বলিল, "আমাকে ক্ষমা করবেন বিমানবাবু, আমি এ-বিষয়ে কিছুমাত্র সহায়তা করতে পারব না।"

"কেন?"

"কেন, তাও এখন আপনাকে আমি জানাতে পারব না।"

"তুমি কি চাও না যে, সুরেশ্বরের সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হয়?"

"আমি কি চাই অথবা চাইনে—আমাকে ক্ষমা করবেন—আমি সে-কথা আপনাকে জানাতে পারব না! আমি কি করতে পারব না, সে কথা আপনাকে জানিয়েছি।"

একটা নিবিড় অন্ধকারে বিমানবিহারীর মুখমণ্ডল আচ্ছন্ন হইয়া গেল। ক্ষণকাল সে নীরবে কি চিন্তা করিল, তাহার পর "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্। এখন আমি চল্‌লাম।" বলিয়া ধীরে-ধীরে প্রস্থান করিল।

একবার মাধবীর মনে হইল যে, একটা কথা বিমানকে ডাকিয়া বলে, কিন্তু পাছে সেই একটা কথা উপলক্ষ্য করিয়া একাধিক কথা আসিয়া পড়ে, সেই আশঙ্কায় চুপ করিয়া রহিল।

মুখে চুপ করিলেও মাধবী কিন্তু মনের মধ্যে চুপ করিতে পারিল না, বিমানবিহারী প্রস্থান করিবার পর নানাবিধ প্রশ্নোত্তরে তাহার মন আলোড়িত হইয়া উঠিল। যে সকল কথা বিমানবিহারী তাহাকে বলিয়া গিয়াছিল তাহা মনে করিয়া সে মনে-মনে বিশ্লেষণ করিতে লাগিল; এবং নদীর বাঁকে জলস্রোত যেখানে প্রতিহত হয় সেখানে আবর্জ্জনা যে-রূপে জমিতে থাকে ঠিক সেইরূপে, কথোপকথনের যে-যে স্থলে বিমানবিহারী নিজেকে সংরুদ্ধ করিয়াছিল সেই সকল স্থলে মাধবীর চিন্তা একটির পর একটি করিয়া জমাট বাঁধিতে লাগিল।

কথোপকথনের মধ্যে বিমানবিহারী বলিয়াছিল যে সুরেশ্বরের জেলের পর প্রথম যেদিন সে মাধবীদের গৃহে প্রবেশ করে তখন তাহার মন সুরেশ্বরের প্রতি বিদ্বেষে পরিপূর্ণ ছিল, কিন্তু গৃহ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইবার সময়ে তাহার মনে সে-বিদ্বেষের আর কিছুমাত্র অবশেষ ছিল না। সহসা সমস্ত বিদ্বেষ এরূপে অন্তর্হিত হইবার কি কারণ হইয়াছিল তাহা মাধবী জানিতে চাহিলে বিমানবিহারী শুধু বলিয়াছিল যে সে-কথা তাহার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়, যাহা সকলেরই নিকট সে অগোচর রাখিতে চাহে। তাহার পর কথোপকথনের আর-এক স্থলে এই দ্বিতীয় অধ্যায় সংক্রান্তে বিমান-বিহারী বলিয়াছিল, 'তোমার কথা শুনে' আমার মনে আশা হচ্ছে মাধবী!

মনে হচ্ছে আমার জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায় প্রথম অধ্যায়ের মত নিষ্ফল না হ'তেও পারে !'

এই অবর্ণিত দ্বিতীয় অধ্যায় যে কি, এবং কিরূপে তাহার সূত্রপাত হইল তাহা নির্ণয় করিবার জন্য মাধবীর সমস্ত চিন্তা তৎপর হইয়া উঠিল। সংশয় এবং সম্ভাবনার মাল-মশলায় যতরকমেই সে সম্ভাবিত দ্বিতীয় অধ্যায় রচিত করিল, কোনোটিই তাহার নিজ ছায়াপাত হইতে মুক্তি পাইল না। প্রথম অধ্যায় সুমিত্রাকে লইয়া শেষ হইয়াছে তাহা নিঃসন্দেহ; তাহার পর দ্বিতীয় অধ্যায় যে তাহাকে লইয়া আরম্ভ হয় নাই তাহা কে বলিতে পারে? বন্দুক হইতে এক মুহূর্ত্তে সমস্ত বারুদ নির্গত হইয়া যাওয়ার মত মন হইতে বিদ্বেষ নির্গত হইয়া যাওয়ার প্রসঙ্গে যে জাদু-বাজির কথা বিমান বলিয়াছিল তাহার জাদুকরী সে ভিন্ন অপর কে হইতে পারে তাহা মাধবী ভাবিয়া পাইল না। স্পষ্ট করিয়া বিমানবিহারী এপর্য্যন্ত কিছু বলে নাই তথাপি তাহার পুনঃপুনঃ মনে হইতে লাগিল যে বিমানবিহারীর জীবনের দ্বিতীয় অধ্যায়ে অধিষ্ঠাত্রীর পদে সে-ই অধিষ্ঠিত হইয়াছে !

কিন্তু এরূপ মীমাংসা মাধবীর নিকট মনোরম বলিয়া বোধ হইল না। বিমানবিহারীর অনুরাগ সুমিত্রার উপর হইতে অপসৃত হইয়া তাহার প্রতি প্রসারিত হইয়াছে—মনে হইবামাত্র সর্ব্বপ্রথমে সে মনের মধ্যে একটা সকুণ্ঠ হীনতা বোধ করিল। যে-জিনিষের মধ্যে একনিষ্ঠ হইবার শক্তি নাই, অপর কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইবার মত যাহা দুর্ব্বল, এবং বস্তুতঃ যাহা অপর-কর্ত্তৃক প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে, তাহা লাভ করিবার কল্পনায় অগৌরবেরই মত একটা কিছু, মাধবীর নিষ্ঠা-প্রিয় মনে পীড়া দিতে লাগিল।

কিন্তু দুর্ব্বলতার একটা গুণ আছে; একদিকে অশ্রদ্ধা সঞ্চার করিলেও

করুণা এবং সহানুভূতি উদ্রিক্ত করিবার তাঁহার একটা প্রকৃতিজাত পটুত্ব আছে। তাই, বিমানবিহারী যে দুর্ব্বল, অনন্যব্রত হইয়া অধিকার করিবার দৃঢ়তা তাহার প্রকৃতির মধ্যে যে নাই, সেই চিন্তাই মাধবীর সবলচিত্তে ক্রমশঃ একটা করুণা সঞ্চার করিতে লাগিল, এবং এই করুণা বলসঞ্চয় করিয়া-করিয়া ক্রমশঃ এমন পুষ্ট হইল যে সুমিত্রা বিমানবিহারীকে প্রত্যাখ্যান করিয়াছে বলিয়াই নিরবলম্ব বিমানবিহারীর একটা অবলম্বনের আবশ্যকতা আছে বলিয়া মাধবীর মনে বিশ্বাস উৎপাদন করিল।

কিন্তু এই করুণা যে করুণার অতিরিক্ত আর কিছু হইতেও পারে তাহা মাধবীর মনে হইল না। বৃন্তকে সে শুধু বৃন্ত পর্য্যন্তই দেখিল; বৃন্তের অব্যবহিত পরেই বৃন্তের উপজাত ফলও যে সংলগ্ন হইয়া থাকিতে পারে সে কথা সে ভুলিয়া থাকিল।

ভুলিয়া থাকা ভিন্ন উপায় ছিল না বলিয়া মাধবী কতকটা ইচ্ছা করিয়াই সেকথা ভুলিয়া থাকিল, অন্যথা সুরেশ্বরের নিকট যে প্রতিশ্রুতি করিয়াছিল তাহাই ভুলিতে হইত। তাই কাজে-কর্ম্মে কথা-বার্ত্তায় বিস্মৃতির বাঁধ বাঁধিয়া-বাঁধিয়া মাধবী তাহার চিন্তাপ্রবাহকে সঙ্কীর্ণ করিতে লাগিল। কিন্তু প্রবাহ সঙ্কীর্ণ হইলে গভীর হইবার সম্ভাবনা যে বাড়িয়া যায় সেকথা সে ভাবিয়া দেখিল না।

কথাটা সপ্রমাণ হইল কয়েক দিন পরে একদিন সুমিত্রাদের গৃহে, সুমিত্রার জন্মদিনে। এবার সুমিত্রা তাহার জন্মদিন উপলক্ষে কোনো-প্রকার সমারোহ করিতে দেয় নাই। কেবলমাত্র মাধবীকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিল। দ্বিপ্রহরে আহারের পর সুমিত্রার ঘরে বসিয়া দুই সখীতে বিশ্রম্ভালাপ চলিতেছিল।

সুমিত্রা বলিল, "শুনেছ মাধবী, বিমান-বাবু চাকরি ছেড়ে দিয়েছেন?"

মাধবী চমকিয়া উঠিল।

"চাক্‌রি ছেড়ে দিয়েছেন! কই, শুনিনি ত! কবে ছাড়্‌লেন?"

"কাল তাঁর ইস্তফা মঞ্জুর হয়েছে। কাল সন্ধ্যে-বেলা আমাদের বাড়ী বেড়াতে এসেছিলেন। আজ চার্জ্জ বুঝিয়ে দিয়ে আস্‌বেন।"

মাধবীর প্রসন্ন মুখমণ্ডলে একটা ছায়া পড়িল। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া সে বলিল, "এবার কিন্তু তা হ'লে তোমার আর কোনো আপত্তি থাক্‌ল না সুমিত্রা?"

"কিসের আপত্তি?"

"বিমান-বাবুকে বিয়ে কর্‌বার?"

"ও!" বলিয়া সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া তাহার পর বলিল, "কিন্তু এতেই যে আমার সব আপত্তি যাবে তা তাঁকে কে বললে? আমি ত তাঁকে কোনো অনুরোধ করিনি।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী মৃদু হাস্য করিল, বলিল, "তুমি অনুরোধ করনি সেটা ত আর তাঁর অপরাধ নয়! তোমাকে পেতে হ'লে তোমার অনুরোধের অপেক্ষায় থাক্‌লে তাঁর চল্‌বে কেন?"

"আচ্ছা, তা যেন তাঁর চল্‌বে না; কিন্তু তোমার সুর আজ হঠাৎ এ-রকম বদ্‌লে' গেল কেন মাধবী? বিমানবাবু শুধু নিজের চাকরিই ছেড়েছেন, না তোমাকে ঘটকালিতে বাহালও করেছেন?" বলিয়া সুমিত্রা মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল, কিছু বলিল না।

"মাধবী!"

"কি ভাই?"

"আমারও কিন্তু এক-একবার মনে হয়, হয়ত আমার জন্যেই বিমান বাবু চাকরি ছেড়েছেন!"

কক মাধবীর মুখমণ্ডল পুনরায় ম্লান হইয়া গেল। অন্যমনস্কভাবে সে বলিল, "তা হবে!"

"কিন্তু আমার দোষ নাই মাধবী, এর জন্যে আমি কোনো রকমেই দায়ী নই!"

মাধবী মনে-মনে কি ভাবিতেছিল, কোনো কথা কহিল না।

সুমিত্রা বলিল, "সুতরাং এর জন্যে বিমান বাবু আমার কাছে কিছু দাবী কর্‌তে পারেন না। কিন্তু যদিই করেন, তা হ'লে আমি কি বল্‌ব বল ত ভাই?"

এবার সুমিত্রার কথায় মনঃসংযোগ করিয়া মাধবী বলিল, "তুমি কি বল্‌বে, তা আমি আর কি বল্‌ব সুমিত্রা, যা তোমার ভাল মনে হয় ভাই বোলো।"

সুমিত্রা ঈষৎ অধীরভাবে বলিল, "যা আমার ভাল মনে হয়, তা ত বল্‌বই, তোমার কি ভাল মনে হয়, তাই জিজ্ঞাসা কর্‌ছি।"

"তা আমি কিছু বল্‌তে পার্‌ব না সুমিত্রা; আমাকে তুমি ক্ষমা কোরো ভাই।"

মাধবীর এই দুর্ব্বোধ বিসদৃশ আচণে বিস্মিত এবং ব্যথিত হইয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু এ-বিষয়ে তোমার পরামর্শ চাই বলে'ই আজ জন্মদিনের ছুতো করে তোমাকে নিমন্ত্রণ করেছি, তা নইলে কোনো হাঙ্গামাই আজ আমি কর্‌তাম না!"

মাধবী আরক্ত-মুখে মৃদুস্বরে বলিল "তা হ'লে আর কখনো এ-পরামর্শের জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ কোরো না, কারণ এ-বিষয়ে আমি কোনো পরামর্শই তোমাকে দিতে পার্‌ব না।"

এবার সুমিত্রার মনে-মনে রাগ হইল; ঈষৎ কঠোর স্বরে সে বলিল, "কিন্তু কেন দিতে পার্‌বে না? একদিন ত বিনা নিমন্ত্রণে বাড়ী বয়ে' আমাকে

কত পরামর্শ দিয়ে গিয়েছিলে; আর আজ হঠাৎ সমস্ত উৎসাহ চলে' গেল ?"

মাধবীর মুখে-চোখে বেদনা ও বিমূঢ়তার একটা সুস্পষ্ট চিহ্ন ফুটিয়া উঠিল। দুইহস্তে সুমিত্রার হস্ত ধারণ করিয়া সে আর্ত্তকণ্ঠে বলিল, "রাগ কোরো না ভাই সুমিত্রা, আমাকে ক্ষমা করো। আমার দুঃখ তুমি যদি জান্‌তে তা হ'লে কখনই এমন করে' রাগ কর্‌তে না !"

মাধবীর এই সকাতর অভিযোগে সুমিত্রার মনে সমস্ত ক্রোধ নিমেষের মধ্যে নিভিয়া গেল। অনুতপ্ত ব্যথিত-কণ্ঠে সে বলিল, "তোমার দুঃখ ? কি তোমার দুঃখ, মাধবী ? না তা ও বল্‌তে তোমার আপত্তি আছে ?"

বিষণ্ণ স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "তা আছে।"

শুনিয়া সুমিত্রা এক-মুহূর্ত্ত চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর দুঃখিতস্বরে বলিল "তা হ'লে কি আর বল্‌ব বল !"

সে কথার কোনও উত্তর না দিয়া মাধবী নীরবে চিন্তা করিতে লাগিল। বিপন্ন মনে করিয়া সুমিত্রা তাহার নিকট পরামর্শ ভিক্ষা করিতেছে, কিন্তু এমনই অবস্থা-সঙ্কটে সে পড়িয়াছে যে পরামর্শ দিবার কোনও উপায় নাই ! অথচ বাস্তবিক পক্ষে পরামর্শ দিবার আছেই বা কি ? পূর্ব্বে যে ছিল বিঘ্ন, এখন সে হইয়াছে বন্ধু ! কিন্তু তথাপি নিরুপায় ! হায় প্রতিশ্রুতি !

"মাধবী !"

মাধবী সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। "একটা কথা বল্‌বে মাধবী ?"

"কি কথা বল ?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্খলিতভাবে সুমিত্রা বলিল "আচ্ছা, তুমি কি বিমান-বাবুকে—"কিন্তু এই পর্য্যন্ত বলিয়াই সে আর বলিতে পারিল না। অসমাপ্ত বাক্যের মধ্যেই চুপ করিয়া গেল।

কথাটা শেষ পর্য্যন্ত শুনিবার ইচ্ছায় মাধবী বলিল, "বিমান-বাবুকে আমি কি বল ?"

স্মিতমুখে সুমিত্রা বলিল, "ভালবাস ?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া শান্তস্বরে সে বলিল, "তোমাকে পরামর্শ দিচ্ছিনে, বলেই কি তোমার সে কথা মনে হচ্ছে? তা হ'লে ত আরো পরামর্শ দিতাম।"

"হ্যাঁ তা দিতে তাও বুঝ্‌তে পার্‌ছি।"

"তবে ?"

"তবুও মনে হচ্ছে! আচ্ছা, বল, আমার অনুমান সত্যি, না মিথ্যে। এবারও যদি বল যে সেকথা বল্‌তে আপত্তি আছে তা হ'লে কিন্তু নিজের ফাঁদেই নিজে ধরা পড়ে' যাবে!" বলিয়া সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

মাধবী কিন্তু অন্যকথার সূত্রপাত করিয়া ফাঁদ অতিক্রম করিল; বলিল, "তুমি যাঁকে ভালবাস্‌তে পার না সুমিত্রা, আমি তাঁকে ভালবাসি কি-না জিজ্ঞাসা কর্‌তে তোমার বাধ্‌ছে না ?"

মাধবীর কথায় অপ্রতিভ হইয়া সুমিত্রা বলিল, "আমি যাঁকে ভালবাসতে পারিনে তিনি যে কারো ভালবাসার অযোগ্য এ কথা বলছ কেন ভাই ?"

"তা বলব না ত' কি, তোমার ফাঁদে ধরা পড়ব ?" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

অপরাহ্ণে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া তাঁহাদের নিকট বিদায় লইয়া মাধবী গাড়ীতে গিয়া উঠিল। সুমিত্রা তাহাকে তুলিয়া দিতে গাড়ী পর্য্যন্ত আসিয়াছিল।

গাড়ীতে উঠিয়া গাড়ীর ভিতর একটা কাগজে মোড়া বাণ্ডিল দেখিয়া মাধবী বলিল, "এটা কি সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "সুতো ; তোমাদের তাঁতে এই সুতো দিয়ে আমাকে এক জোড়া ধুতি বুনিয়ে দিয়ো মাধবী, আর যা খরচা হয় আমাকে জানিয়ো, পাঠিয়ে দেব।"

মাধবী সবিস্ময়ে বলিল, "এ কি তোমার-কাটা সুতো ?"

"হ্যাঁ।

"সবটা ?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, সব্‌টাই। কিন্তু এতে আর আশ্চর্য্য কি আছে ? এছাড়া আমার আরও সুতো জমা করা

এ-বিষয়ে আর কোনো কথা না বলিয়া মাধবী বলিল "আচ্ছা দেব। তাড়াতাড়ি দরকার আছে কি ?"

"না, এমন কিছু তাড়া নেই, তোমাদের সুবিধে-মত করিয়ে নিয়ো তৈরি হ'লে তোমার কাছেই রেখে দিয়ো, আমাকে পাঠাবার দরকার নেই।"

সবিস্ময়ে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কেন ?

সুমিত্রার মুখে গোলাপী রংএর ক্ষীণ আভা খেলিয়া গেল। এক ইতস্তত: করিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমার দাদা এলে ধুতি জোড়া তাঁকে দিয়ে বোলো যে, আমি যে তাঁর কাছে একজোড়া শাড়ী নিয়েছিলাম তারই দামের হিসাবে ধুতি-জোড়া যেন জমা করে' নেন। বাকি যা থাকবে তা এম্‌নি করে' শোধ করে' দেব।"

একটা কথা জিহ্বাগ্রে আসিতেই কোনরূপে তাহা সাম্‌লাইয়া লইয়া মাধবী সংক্ষেপে বলিল, "আচ্ছা বল্‌ব।"

মুখের ভাবে মাধবীর মনের কথা অনুমান করিয়া অভিমানে সুমিত্রা চক্ষু ছল্‌ছল্‌ করিয়া উঠিল; গাঢ়-স্বরে মাধবীরই একদিনকার ভাষায় বলিল "কলের ক্ষওয়া প্যাঁচ আজ হঠাৎ এম্‌নি চেপে বসেছে মাধবী, এক-ফোটা জলও পেলাম না!"

মাধবী, একমুহূর্ত্ত স্থিরভাবে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া থাকিয়া, আবেগ ভরে বলিল "গলায় ঘা হয়েছে ভাই! বড় কষ্ট! যদি কোনো দিন সারে কথায়-কথায় তোমাকে পাগল করে' দেব। আজ আমাকে ক্ষমা কারো সুমিত্রা।"

"আচ্ছা।" বলিয়া গাড়ীর হাতল ছাড়িয়া দিয়া সুমিত্রা সরি দাড়াইল।

গাড়ী চলিতেই মাধবীর একটা দীর্ঘশ্বাস পড়িল। হায় প্রতিশ্রুতি!

গৃহে ফিরিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর সহিত দুই-চারিটা কথা কহিয়া গৃহ-কর্ম্মে ব্যাপৃত হইল। সুমিত্রার সহিত কথোপকথন-কালে যে-সকল চিন্তা তাহার মনের মধ্যে উদিত হইয়াছিল, অনর্থক সে সকলের সহিত জড়িত থাকিয়া নিজেকে বিড়ম্বিত করিবে না, এ-সংকল্প সে গাড়ীতে আসিতে আসিতেই করিয়াছিল। কাজ-কর্ম্মে যতক্ষণ সে ব্যস্ত রহিল ততক্ষণ একরকম কাটিল; কিন্তু সে অল্পক্ষণই। সুনিয়ন্ত্রিত সামান্য গৃহকর্ম্ম দেখিতে-দেখিতে শেষ হইয়া গেল, তখন পুনরায় নানাপ্রকার চিন্তা লঘু মেঘখণ্ডের মত তাহার মনের মধ্যে বিচরণ করিতে লাগিল।

বিরক্ত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল তারাসুন্দরীর সহিত গল্প করিল, কিছুক্ষণ একটা পুস্তকের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার চেষ্টা করিল, অবশেষে কতকটা অসময়ে চর্‌কা লইয়া সূতা কাটিতে বসিল। কিন্তু কিছু পরে সহসা যখন সে উপলব্ধি করিল যে, চর্‌কার সূতা অপেক্ষা চিন্তার সূত্রই দীর্ঘতর এবং সূক্ষ্মতর হইয়া চলিয়াছে তখন অগত্যা নিরুপায় হইয়া চর্‌কা ছাড়িয়া চিন্তাই অবলম্বন করিল।

যে-প্রশ্নের উত্তর যথাকালে সুমিত্রাকে সে দিতে পারে নাই, এখন সেই প্রশ্ন নিজ হইতে তুলিয়া, নানাবিধ যুক্তি-হেতু বিচার বিতর্কের দ্বারা,

সে তাহার উত্তর নির্ণয় করিতে বসিল। কিন্তু চিন্তায় সূত্র যে মীমাংসায় তাহাকে না লইয়া গিয়া যখন চতুর্দ্দিকে কেবল দুশ্ছেদ্য বুনিতেই লাগিল তখন মাধবী সমস্ত বিচার-বিবেচনা সহসা পরি করিয়া মনে-মনে দৃঢ়ভাবে কাল্পনিক সুমিত্রাকে লক্ষ্য করিয়া ব লাগিল, 'না, আমি বিমান-বাবুকে ভালোবাসিনে, বিমান-বাবুকে ভ বাসিনে; আমি দাদার কাছে সে-রকম প্রতিশ্রুতির দ্বারা আবদ্ধ ত বিমান-বাবুকে ভালোবাস্‌তে পারিনে!'

কিন্তু চোরা বালিতে পড়িয়া লোকে যতই উঠিবার চেষ্টা করে, ত যেমন নামিয়া যায়, তেম্‌নি মাধবী যতই জোরের সহিত মনে-মনে ব লাগিল—'আমি বিমান-বাবুকে ভালোবাসিনে,' সংশয় ততই যেন ত গলা চাপিয়া ধরিয়া বলিতে লাগিল – বোধ হয় বাসো! নহিলে সুমি সহিত কথোপকথনের সময়ে মধ্যে-মধ্যে তোমার বুকই বা কাঁপিয়া কেন, আর মুখই বা শুকাইয়াছিল কেন?

মাধবী মনে-মনে উত্তর দিল, 'সে কিছুই নয়, ক্ষণিক দুর্ব্বলতা। আমি কাটিয়ে উঠেছি।' কিন্তু সন্ধ্যার কিছু-পূর্ব্বে বিমানবিহারী তাহার সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল তখন সে নিঃসংশয়ে বুঝিল দুর্ব্বলতাই হউক অথবা অন্য যাহা-কিছুই হউক, তাহা ক্ষণিক নহে, ব তখনও তাহা তাহার মনের মধ্যে সম্পূর্ণ বর্ত্তমান রহিয়াছে!

তারাসুন্দরী তখন জপে বসিয়াছিলেন, কাজেই বিমানবিহারীর নি তাহাকেই থাকিতে হইল।

কয়েকটা সাধারণ কথাবার্ত্তার পর বিমান বলিল, "আমি চাকরি ে দিচ্ছি, মাধবী।"

অন্যদিকে চাহিয়া অবিস্ময়ের সহিত মাধবী বলিল, "হ্যাঁ, সে- শুনেছি।"

"শুনেছ ? কার কাছে শুনলে ?"

কাহার কাছে কেমন করিয়া শুনিয়াছে, মাধবী তাহা সংক্ষেপে জ্ঞাপন করিল।

বিমান বলিল, "কাল চার্জ দিয়ে এসে তোমার কাছে হাজির হবো, তোমাদের রাজপথের পথিকদের দলে আমাকে ভর্ত্তি ক'রে নিয়ো।"

বিস্মিত-নেত্রে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া মাধবী বলিল, "কাল চার্জ দেবেন ? আজই দেবার কথা ছিল ত ?"

"তা ছিল ; কিন্তু কপালে আর একদিন ভোগ আছে, তাই আজ কিছুতেই হ'য়ে উঠল না।"

আর কোনো প্রশ্ন না করিয়া মাধবী চুপ করিয়া রহিল।

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী বলিল, "রাজপথে প্রবেশের জন্যে আরো যদি কিছু করবার থাকে ত আমাকে বলে দাও, মাধবী !"

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া স্পন্দিত-বক্ষে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা, চাকরী আপনি কেন ছাড়ছেন ?"

এ-প্রশ্নের কি উত্তর দিবে, প্রথমে বিমানবিহারী তাহা ভাবিয়া পাইল না, তাহার পর মৃদু হাসিয়া বলিল, "তোমাদের রাজপথের নিষ্ঠা রাখবার জন্যে। রাজপথে চলতে হ'লে ত আর রাজার পথে চলা চলে না, তাই।"

এ-উত্তরে সন্তুষ্ট না হইয়া ব্যগ্রভাবে মাধবী বলিল, "কিন্তু রাজপথে চলবার ইচ্ছে আপনার কেন হ'ল, তাই জিজ্ঞাসা করছি !"

শুনিয়া বিমানবিহারী মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল ; বলিল, "তোমার প্রশ্নের উত্তর দেবার যদি দরকার হয় ত পরে দেবো, উপস্থিত একটা গল্প মনে পড়ছে তাই বলি শোনো। একদিন আকাশের চাঁদ আমাদের এই মাটির পৃথিবীকে জিজ্ঞাসা করেছিল, 'আচ্ছা পৃথিবী, তোমার

র উপর ও-রকম জ্যোৎস্না পড়েছে কেন?' পৃথিবী মুখে কোন উত্তর দিতে পারেনি, মনে-মনে বলেছিল, মন্দ কথা নয়! তার কৈফিয়ৎও আমাকে দিতে হবে!" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

গল্প শুনিয়া মাধবীর কর্ণমূল লাল হইয়া উঠিল এবং বুকের স্পন্দন এত বাড়িয়া গেল যে, মনে হইল বিমানবিহারী হয়ত তাহার শব্দ শুনিতে পাইতেছে!

ক্ষণকাল অপেক্ষা করিয়া বিমানবিহারী ঈষৎ গাঢ়স্বরে বলিল, "রাজপথে চল্‌বার ইচ্ছে কেন আমার হ'ল, আরো বেশি স্পষ্ট করে' তার কৈফিয়ৎ দেবার কোনো দর্‌কার আছে কি মাধবী?"

কম্পিতকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

মৃদুস্বরে বিমান বলিল, "আচ্ছা, তা হ'লে থাক্‌।"

তাহার পর কিছুক্ষণ নিঃশব্দে কাটিল। যে-কথা অভিব্যক্তির প্রবেশ-দ্বারে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল, সহসা সংরুদ্ধ হইয়া তাহা উভয়ের চিত্তে আবর্ত্তিত হইতে লাগিল; বাক্যের মধ্যে অনির্ব্বচনীয়তা না হারাইয়া ভাবের বিচিত্র বর্ণে তাহা উভয়ের হৃদয়কে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিল! স্থূল হইয়া যাহা শ্রবণেন্দ্রিয় অধিকার করিতে গিয়াছিল, সূক্ষ্ম হইয়া তাহা অতীন্দ্রিয় অনুভূতিকে স্পর্শ করিল।

"মাধবী!"

নিঃশব্দে মাধবী তাহার কুণ্ঠিত করুণ নেত্র বিমানবিহারীর প্রতি উত্তোলিত করিল।

বিমানবিহারীর মুখে চাঞ্চল্যের কোনো লক্ষণ ছিল না, সে শান্তস্বরে বলিল, "না পেয়ে-পেয়ে আমি অন্য একটা জিনিস একটু লাভ করেছি! কি জানো, মাধবী?"

মৃদুকণ্ঠে মাধবী বলিল, "না।"

"স্পর্শ দিয়ে পাওয়াই যে একমাত্র পাওয়া নয়, সে-ই জ্ঞানের একটু আভাস পেয়েছি। পৃথিবী আর চাঁদের উদাহরণটা নিয়েই দেখ। মহাশূন্যের এতটা ব্যবধান থাকা সত্ত্বেও পৃথিবী জ্যোৎস্নার মধ্য দিয়ে চাঁদকে পাচ্ছে। ব্যবধান সব-সময়ে বাধা নয়, আর অন্তরালও সব-সময়ে অন্তরায় নয়। চাঁদ থেকে জ্যোৎস্নার আলো পৃথিবীর বুকে এসে পড়্ছে, এটা কি প্রমাণ নয় মাধবী, যে, চাঁদ পৃথিবীর প্রতি বিমুখ নয়?"

মাধবী কিছু বলিল না, শুধু নিমেষের জন্য একবার বিমানবিহারীর প্রতি চাহিয়া দৃষ্টি নত করিল।

নিঃশব্দ পদ-সঞ্চারে উপস্থিত হইয়া সন্ধ্যা তাহার ধূপছায়ার ধূসর অঞ্চল মেলিয়া দাঁড়াইয়াছে। নীচে বিকল জলের কল হইতে টপ্-টপ্ করিয়া ফোঁটা ফোঁটা জল পড়িতেছে এবং বাহিরে পথে গাড়ী-ঘোড়া, লোক-জন চলাফেরার বদ্ধ চাপা আওয়াজ শুনা যাইতেছে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া বসিয়া থাকিয়া বিমানবিহারী উঠিয়া দাঁড়াইল, তাহার পর ধীরে-ধীরে বলিল, "এখন চল্লাম মাধবী, কাল হয়ত একবার আস্ব।"

মাধবী উঠিয়া দাঁড়াইয়া মৃদু-কণ্ঠে বলিল, "আস্বেন।"

তাহার পর বিমানবিহারীর পিছনে-পিছনে দুই চারি পা গিয়া আজড়িত-স্বরে বলিল, "যদি কিছু মনে না করেন ত একটা কথা বলি।"

"কি কথা, বলো।" বিমানবিহারী ফিরিয়া দাঁড়াইয়া মাধবীর দিকে ঔৎসুক্য-ভরে চাহিল।

একটু অপেক্ষা করিয়া নতনেত্রে মাধবী বলিল, "সুমিত্রা মনে করে, আপনি হয়ত তারই জন্যে চাকরি ছাড়্চেন।"

এক-মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "মনে করে না, ভয় করে। কিন্তু ধরো যদি মনেই করে, তা হ'লে কি বল্তে চাও তুমি?"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া কম্পিত-কণ্ঠে মাধবী বলিল, "তা হ'লে—তা হ'লে হয়ত এখন তার আপনাকে বিয়ে করতে আপত্তি না থাকতে পারে।"

"সেই কথাটা তা'কে স্পষ্ট করে' জিজ্ঞাসা করতে তুমি কি আমাকে বল্‌ছ?"

"যদি বলেন, আমি তা'কে জিজ্ঞাসা করতে পারি।"

একটু চিন্তা করিয়া বিমান বলিল, "তোমার ইচ্ছা হয় জিজ্ঞাসা কোরো; কিন্তু তোমার সহৃদয়তার জন্য তোমাকে অশেষ ধন্যবাদ দিচ্ছি! তুমি যে আমার জন্যে এতটা ভাবো তা জান্‌তাম না!"

তাহার পর চলিয়া যাইতে-যাইতে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বৈজ্ঞানিকেরা কি বলে জানো, মাধবী? তারা বলে এক জ্যোৎস্না-ভিন্ন চাঁদ থেকে আর অন্য কোনো সাড়া পাবার উপায় নেই। কারণ চাঁদ অসাড়, জমাট, প্রাণহীন!"

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে মাধবী স্তব্ধ হইয়া ক্ষণকাল তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার দুই চক্ষু দিয়া টপ্‌-টপ্‌ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল ঝরিয়া পড়িল, সে যে সুখে, না দুঃখে, ব্যথায়, না বিহ্বলতায় তাহা সে বুঝিতে পারিল না; শুধু মনে হইল একটা অননুভূতপূর্ব্ব অনুভূতি বর্ষণস্ফীত গিরিনদীর মতন তাহার চিত্তে প্রবেশ করিয়াছে! সুখের সহিত কোনো শাখা-উপশাখা দিয়া তাহার যে কোথাও যোগ আছে, তাহা প্রথমে বুঝিতে পারিল না, কিন্তু ক্ষণকাল পরে যখন সে উপলব্ধি করিল যে, সেই প্রবাহের মূল ধারাটাই সুখের গহ্বর হইতে নিঃসৃত, তখন সবিস্ময় পুলকে তাহার চিত্ত উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। দুঃখ দিয়া এবং দুঃখ পাইয়া যে এত সুখ পাওয়া যায়, জীবনে সে তাহা এই প্রথম অনুভব করিল।

তাহার পর মাধবী ধীরে-ধীরে তাহার কক্ষে প্রবেশ করিয়া উত্তর-দিকের একটা জানালায় আশ্রয় গ্রহণ করিল। কলিকাতার ঘন-সম্বদ্ধ সৌধমালার

অবকাশ দিয়াও তথা হইতে আকাশের কিয়দংশ দেখা যাইতেছিল ; সেইরতে অস্পষ্ট বিলীয়মান নভাংশের দিকে চাহিয়া-চাহিয়া হঠাৎ তাহার মনে হইল যেন সে যেন কোন্ আকাশের চাঁদ—আত্ম নিহিত প্রভায় ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছে! মনে হইল কিরণ-রেখার মত দুই বাহু দ্বারা এক পৃথিবীকে রমা বেষ্টন করিয়া ধরিয়া বলিতেছে, ‘ওগো আমার পৃথিবী, আমি তোমার ?” বৈজ্ঞানিকের চাঁদ নই! আমি অসাড়, জমাট্, প্রাণহীন নই ; এই দেখ আমি চঞ্চল, স্পন্দিত, সজীব!’

মাধবী জাগিয়া থাকিয়া স্বপ্ন-রাজ্যে প্রবেশ করিল : একজন অনাত্মীয় যুবা-পুরুষ তাহাকে চাঁদের সহিত উপমিত করিয়া সোহাগ করিয়াছে, এই কল্পনায় তাহার নবোন্মেষিত প্রকৃতি একটা অনাস্বাদিতপূর্ব্ব মাধুর্য্য আস্বাদন করিতে লাগিল।

৩৮

পরদিন সরকারী চাকরির সহিত সমস্ত সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। অভাব এবং দৈন্য না থাকিলেও অবস্থা ঠিক এমনই ছিল না যাহাতে এই পরিবর্জ্জন-জনিত ক্ষতি কোনো দিক্ দিয়াই তাহাকে স্পর্শ করিতে না পারে; তাই নিশান্তকালের পশ্চিম আকাশের মত তাহার মনের এক দিকে একটা হাল্‌কা দুঃখ যাই-যাই করিয়া তখনো লাগিয়া ছিল। কিন্তু মনের অন্যদিকে চাহিতেই সে দেখিতে পাইল যে, সে-দিকের আকাশ আলোয় আলোয় ভরিয়া গিয়াছে, কোনো-খানে মালিন্যের লেশমাত্র বাকি নাই। বিমানবিহারী স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। মনে হইল দিগন্ত-অবরুদ্ধ বায়ুর দ্বার উন্মোচিত হইয়া জীবন ধারণ যেন সহজ হইয়া গিয়াছে।

মনের এই নির্ব্বাধ নিশ্চিন্ত অবস্থা হইতে বিমানবিহারী একটা সুমিষ্ট মুক্তির আনন্দ অনুভব করিতে লাগিল। যে ত্যাগটা সে এই মাত্র সম্পন্ন করিয়া আসিল তাহা, আসক্তি নিঃসরণের ছিদ্রপথ নির্ম্মাণ করিয়া, তাহার মনকে এমন অনাসক্ত করিয়া দিল যে, এই ত্যাগের একমাত্র যাহা উদ্দেশ্য তাহাও যেন ঔদাস্যের কুজ্ঝটিকায় অস্পষ্ট হইয়া গেল। মনে হইল বাধাবন্ধনহীন তাহার চিত্ত আশ্রয়নীড়ের স্তর অতিক্রম করিয়া মহা শূন্যতার রাজ্যে উঠিয়াছে; সেখানে আশ্রয় নাই, তাই আশ্রয়ের অবরুদ্ধতাও নাই, শুধু অন্তহীন নীলিমার বিস্তৃত বক্ষে সহজ স্বচ্ছন্দ সন্তরণ!

ট্রামে আরোহণ করিয়া বিমানবিহারী গৃহে ফিরিতেছিল। আরোহীদের উঠা নামা, পথে লোকজন গাড়ী-ঘোড়ার কোলাহল, দোকানে দোকানে ক্রয়-বিক্রয়ের অভিনয়, কিছুই তাহাকে বাধা দিতে পারিল না; সমস্ত

অতিক্রম করিয়া তাহার মন বৈরাগ্যের উদাস নভাঙ্গনে বিচরণ করিতে লাগিল। মধ্যে-মধ্যে মনে পড়িতেছিল মাধবীর মুখ; কিন্তু সে যেন দিবালোকে দীপশিখার মত নিষ্প্রভ, প্রত্যুষের তারকার মতন নিমীলিত!

গৃহে পৌঁছিয়া সে নিজ কক্ষে প্রবেশ করিতেছিল, দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া বলিল, "কি ঠাকুর-পো, একেবারে চুকিয়ে এলে না কি?"

সুরমার কথা শুনিয়া বিমানবিহারী বারাণ্ডায় বাহির হইয়া আসিল।

"হ্যাঁ, এলাম। কেন বলো ত? তোমার দুঃখ হচ্ছে?"

সুরমা মৃদু হাস্য করিল। "না, দুঃখ আর হবে কেন?"

"তবে? রাগ হচ্ছে বুঝি?"

সুরমা হাসিতে-হাসিতে বলিল, "না, রাগও হচ্ছে না।"

"তবে কি হচ্ছে? আনন্দ হচ্ছে?"

আনন্দ হইতেছিল না তাহা নিঃসন্দেহ, কিন্তু সে-কথা সুরমার মুখ দিয়া বাহির হইল না। কিছুদিন হইতে বিমানবিহারীর নানাপ্রকার পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিয়া, এবং অবশেষে তাহার এই ডেপুটিত্ব-বর্জ্জনে, সুরমা মনে-মনে শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছিল। এসমস্তই যে বিমানবিহারী সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য করিতেছিল তদ্বিষয়ে তাহার কোনো সন্দেহ ছিল না; তাই এই ক্রমবৃদ্ধিশীল আত্মপরিহার অবশেষে একান্তভাবে নিষ্ফল হইলে বিমানবিহারী কত বড় আঘাত পাইবে তাহা কল্পনা করিয়া সুরমা মনের মধ্যে একটা কঠিন দুশ্চিন্তা বহন করিতেছিল। তাহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক সুমিত্রা না দিলে এই আত্মপরিহারের পুরস্কার পাইবার বিমানবিহারীর আর অন্য উপায় ছিল না; কারণ সে বিষয়ে সুমিত্রার বিরুদ্ধাচরণ করিতে জয়ন্তীর সাহস হইবে না এবং অন্যদাচরণের প্রবৃত্তি হইবে না।

সুরমার বিমূঢ় ভাব লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী মৃদু হাসিয়া বলিল,

"দুঃখও হচ্ছে না, রাগও হচ্ছে না, আনন্দও হচ্ছে না, তোমার ত দেখ্‌ছি নির্ব্বিকার অবস্থা হয়েছে বউদি !"

যে-আঘাতটা আসন্ন হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া ভয় হইতেছিল তাহা যাহাতে একেবারে অপ্রত্যাশিত না হয়, তদুদ্দেশ্যে কতকটা কথা বিমানবিহারীকে জানাইয়া রাখা ভালো বলিয়া সুরমা মনে করিল। উদ্বিগ্ননেত্রে বিমানবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সে বলিল, "ঠিক নির্ব্বিকার নয় ঠাকুর-পো, একটু ভয় হচ্ছে !"

সবিস্ময়ে বিমানবিহারী বলিল, "ভয় হচ্ছে? কিসের ভয় হচ্ছে বউ-দি ?"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া দ্বিধাজড়িত-স্বরে সুরমা বলিল, "ভয় হচ্ছে, তুমি যে এতটা স্বার্থত্যাগ কর্‌লে তার মর্য্যাদা সুমিত্রা যদি না রাখতে পারে ?"

শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

"এত কথা ভেবে তোমার ভয় হচ্ছে বৌদি ? কিন্তু ভয়-ই বা কেন হচ্ছে ? না হয় মর্য্যাদা না-ই রাখ্‌লে !"

বিমানবিহারীর এ-কথায় সুরমা কিঞ্চিৎ বিস্মিত হইল ; কিন্তু তাহার বিস্ময়ের পরিসীমা রহিল না যখন সে নিঃসংশয়ে জানিতে পারিল যে বিমানবিহারীর এই স্বার্থত্যাগের সহিত সুমিত্রা কোন্ দিক দিয়াই জড়িত নহে ! একইভাবে আন্দোলিত হইতে দেখিয়া সে মনে করিয়াছিল যে সুমিত্রার সহিত বিমানবিহারী নিশ্চয়ই একটা দৃঢ় যোগে আবদ্ধ আছে, কিন্তু কথায়-কথায় বিমানবিহারী স্পষ্ট করিয়া তাহাকে বুঝাইয়া দিল যে তেমন কোনো যোগই তাহাদের মধ্যে নাই, শুধু এক-সমীরণে উভয়ে আন্দোলিত

"তবে তুমি এ-সব কর্‌ছ কেন ঠাকুর-পো ?"

সহাস্যমুখে বিমান জিজ্ঞাসা করিল, "কি-সব ?"

কি জিজ্ঞাসা করিল এবং কি জানিয়া লইয়া সে যে তাহার বিস্ময়-চকিত চিত্তকে প্রশমিত করিবে তাহা সুরমা ভাবিয়া পাইতেছিল না; বলিল, "এই খদ্দর পরা, চাকুরি ছাড়া, এই সব।"

"তোমার বোনের জন্যে না হ'লে আর যে এ-সব করতে নেই, তা কেন ভাবছ, বউ-দিদি ?" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

সুরমাও হাসিতে-হাসিতে উত্তর দিল, "তবে কার বোনের জন্য করছ, তা বলো ?"

সহাস্যমুখে বিমান বলিল, "কি আশ্চর্য্য! একজন কারো বোনের জন্যেই যে করতে হবে এ-কথা তোমাকে কে বল্‌লে? ধরো, গ্রহের ফেরেই করছি। তবে যদি শনি কিম্বা অন্য-কোনো দুষ্ট-গ্রহের কোনো বোন থাকে তা হ'লে হয়ত তারই জন্যে করছি।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিল।

কোনোপ্রকার দ্ব্যর্থ কল্পনা না করিয়া সহজভাবেই বিমানবিহারী কথাটা বলিয়াছিল, সুরমা কিন্তু কথাটায় কোথা দিয়া কি যোগ করিয়া হঠাৎ বলিয়া বসিল, "তবে ত মাধবীর জন্যে করছ ?"

পাংশু-মুখে বিমানবিহারী বলিল, "কেন ?"

বিমানবিহারীর প্রশ্নে ও ভাবে সুরমা বুঝিতে পারিল যে কথাটা বলিয়া সে ভুল করিয়াছে। কিন্তু ততখানি বলিয়া ফেলিয়া বাকিটুকু না বলিলে যাহা বলিয়াছে তাহার দুষণীয়তা আরও বর্দ্ধিত করা হইবে এই আশঙ্কায় সে বলিল, "সুরেশ্বর ত তোমার শনিগ্রহ!"

প্রবলভাবে মাথা নাড়া দিয়া বিমান বলিয়া উঠিল, "না, না বৌদিদি! সুরেশ্বর শনি-গ্রহ কেন হবে! গ্রহ যদি সে হয় তা হ'লে সে গ্রহরাজ আদিত্য!"

ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া সুরমা বলিল, "কিন্তু, শনি হ'লেই মন্দ হয় না, তা জানো ঠাকুর-পো? শনি যদি মিত্র হয়, তা হ'লে কোথায় লাগে তোমার গ্রহরাজ আদিত্য!"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে বলিল, "তা জানি! দুষ্টলোক মুরুব্বি হ'লে তাই হয়।"

এমনসময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল যে একটি ভদ্রলোক বিমানবিহারীর দর্শন ভিক্ষা করিতেছে।

"কে ভদ্রলোক? নাম জিজ্ঞাসা করেছিস্?"

"আজ্ঞে হ্যাঁ, নাম বল্‌লেন সুরেশ্বর।"

"সুরেশ্বর!" বিমানবিহারী লাফাইয়া উঠিল, তাহার পর আর বাক্য-ব্যয় না করিয়া বহির্বাটী অভিমুখে ধাবিত হইল।

সুরমা মনে-মনে বলিল, "শনিগ্রহ হ'লেও ভালো ছিল! এ যেন একেবারে ধূমকেতু!"

সুরেশ্বর দাঁড়াইয়া মৃদু-মৃদু হাস্য করিতেছিল। বিমানবিহারী দুই বাহু দিয়া সবলে তাহাকে বক্ষে চাপিয়া ধরিল।

"না ব'লে-কয়ে হঠাৎ এ রকম এসে পড়লে সুরেশ্বর! মনে-মনে অনেক ফন্দি ছিল, তুমি সব নষ্ট ক'রে দিলে!"

সহাস্যমুখে সুরেশ্বর বলিল, "কি করব বলো সরকারের অতিথশালার এম্‌নি নিয়ম যে, নিজের ইচ্ছায় সেখান থেকে বেরোবারও উপায় নেই, নিজের ইচ্ছায় সেখানে থাক্‌বারও উপায় নেই। আজ সকালে যখন বল্‌লে তোমাকে ছেড়ে দেওয়া হ'ল, তখন দেখ্‌লাম বাড়ী আসা ভিন্ন আর উপায়ান্তর নেই।"

"তা বেরিয়েও যদি সেখান থেকে একটা খবর-টবর পাঠাতে তা হ'লে আমরা অন্ততঃ গেঁদাফুলের কয়েক ছড়া মালা আর একখানা ট্যাক্সি নিয়ে

জর হ'তাম!) নাঃ তোমার কাছে সব বিষয়েই ঠক্‌তে হ'ল! জেলে
য়ও তুমি আমাকে ঠকিয়ে ছিলে, জেল থেকে বেরিয়েও তুমি আমাকে
ালে!" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "এ-কথা আমি একেবারে অস্বীকার
রি! জেল থেকে বেরিয়ে দেখছি তুমিই আমাকে সব বিষয়ে ঠকিয়েছ!"

বিমানবিহারী সবিস্ময়ে বলিল, "এমন দুঃসাধ্য কাজ আমি কিছু
রেছি বলে' মনে পড়ছে না ত!"

"জেল থেকে বেরিয়ে প্রথমেই মনে হ'ল যে বাড়ী ছাড়া হ'য়ে বাড়ীতে
অভাবের সৃষ্টি করেছি বাড়ী গিয়ে সেটা পূরণ করি। বাড়ী এসে
খি আমার ফাঁকটি তুমি এমন ক'রে পূর্ণ করেছ যে কতকটা অনাবশ্যক
স্তুর মত নিজেকে মনে হ'ল! পুরাতনের চেয়ে নূতন অধিকারীর কথাই
শী-বেশী সকলের মুখে শুনতে লাগলাম। তার পর তোমার এই নতুন
শ, নতুন গতি! এ আমাকে একেবারে বিমূঢ় ক'রে দিয়েছে!
াক্ষাতে আমার সঙ্গে প্রত্যহ বিসম্বাদ ক'রে আমার অসাক্ষাতে তুমি যে
মন ক'রে তোমার স্বরূপটি গ্রহণ করবে তা কে জানত বলো! এ
ড় দ্বন্দ্ব আর দুর্যোগের মধ্য দিয়ে তোমার রাজপথে প্রবেশ, এ একেবারে
অতুলনীয়! মাধবীর ত দৃঢ় বিশ্বাস বিরাট্ একটা-কিছু তোমার দ্বারা
ম্পন্ন হবার অপেক্ষায় আছে!"

এই কথা শুনিয়া বিমানবিহারীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; সে বলিল
"সক্ষম ব্যক্তি অপরের অক্ষমতাকে ক্ষমতার আবরণ বলে অনেক সময়
ভুল করে।" তাহার 'পর হাসিতে-হাসিতে বলিল, "আমার বোধ হয়
চাকরি না ছাড়াই আমার উচিত ছিল! চাকরি ছেড়ে আমি যেরকম
লোক ঠকাতে আরম্ভ করেছি, চাকরি করতে-করতে এমন বোধ হয়
কখনো করিনি!"

"তার কারণ, তখন নিজেকে ঠকাতে—!" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল।

ক্ষণকাল উভয়ে আত্ম-নিবিষ্ট হইয়া নীরবে বসিয়া রহিল। হেমন্তের মনোরম অপরাহ্ণের অনাবিল মাধুর্য্য এই দুইটি আহত আর্ত্ত তরুণ হৃদয়কে আবিষ্ট করিয়া ধরিয়াছিল ; তন্ময় হইয়া উভয়ে অলসভাবে অসংলগ্ন চিন্তার জাল বুনিতে লাগিল।

"সুরেশ্বর !"

"বলো !"

"তোমাকে আমার অনেক সময়ে চুম্বকের মতো মনে হয় !"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তার কারণ সংসারে সোনা-রূপোর উপর আমার কোন অধিকার নেই, তা তুমি বুঝেছ।"

"কিন্তু সংসারের সোনারূপারূপী কত লোহার উপর তোমার চরম অধিকার আছে, তা আমি জানি! তুমি জেলে গিয়ে একটা কত বড় উপকার করেছ, তা তুমি জানো না।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সংসারের কিছু অন্ন বাঁচিয়েছি এইত জানি।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের কোনো উত্তর না দিয়া বিমান বলিল, "জেলে যাবার আগে তুমি আমাদের কাছে-কাছে থাকতে ব'লে তোমার প্রভাবে আমরা হেলতাম-দুলতাম আর পরস্পরে ঠোকাঠুকি হ'ত। তুমি জেলে যাওয়ার পর দূর থেকে তোমার আকর্ষণ আমাদের সকলকে অভিন্নমুখ ক'রে মিলিয়ে দিয়েছে।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "কাছে এলাম; এখন আবার ঠোকাঠুকি আরম্ভ হবে না ত? বলো ত একেবারে না হয়, উত্তর মেরুতে গিয়ে অবস্থান করি!"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে বলিল, "না, ঠোকাঠুকির ভয় আর নেই
ন আমরা গ'লে এক হ'য়ে গিয়েছি।"

"গ'লে এক হ'য়ে গিয়েছ? সে যে খুব বড় কথা হ'ল ভাই
বার নিয়ম জানো ত? ধাতু উত্তাপে গলে আর প্রকৃতি প্রেমে গলে,
না প্রেমে মানুষ গ'লে এক হয় না।"

"তা হ'লে হয়ত এখনো আমরা গলিনি, একটা কোনো বাঁধ
বদ্ধ হ'য়ে এক হ'য়ে আছি!" বলিয়া বিমানবিহারী হাসি
গিল।

সুরেশ্বর একে-একে সকলের সংবাদ লইতে লাগিল। বিমানবিহারী
হের সংবাদ এবং প্রমদাচরণের গৃহের সংবাদ লইয়া সে সুমিত্রার ক
জ্ঞাসা করিল।

বিমানবিহারী বলিল, "সুমিত্রা ভালোই আছে। তোমার চর্‌কা
দর্শন-চক্রের মত তার হাতে অবিশ্রান্ত ঘুরছে।" তাহার পর মৃদু হাসি
লিল, "সুমিত্রা-সমস্যার সমাধানও প্রায় হ'য়ে এসেছে, সুরেশ্বর!"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সুমিত্রাকে খুব দুরূহ সমস্যা ব'লে তোম
ন হচ্ছে বিমান?"

"তুমি যোগ-বিয়োগের কৌশল জান, তাই তোমার মনে হ'ত ন
আমি বেহিসাবী লোক, আমার খুব মনে হ'ত", বলিয়া বিম
সিতে লাগিল।

"এখন কি সমাধান করলে শুনি?"

"এখন, প্রথমে বিয়োগ ক'রে তার পর যোগ করেছি।"

এমন সময়ে বিমানবিহারীর ভাগিনেয় রমেশ আসিয়া বলি
আপনাদের দুজনের জলখাবার দিয়ে মামীমা অপেক্ষা করছেন।"

"তা হ'লে সেই ভালো; উপস্থিত এসব যোগের চর্চা বন্ধ ক

লযোগ ক'রে আসা যাক্!" বলিয়া বিমানবিহারী স্থরেশ্বরকে লইয়া ন্দরে প্রবেশ করিল।

তা সন্ধ্যার পর বহুক্ষণ তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্পে অতিবাহিত রিয়া বিমান ও স্থরেশ্বর পথে বাহির হইল। তাহার পর গল্প করিতে রিতে উভয়ে গোলদীঘির এক নির্জ্জন প্রান্তে একটা বেঞ্চে আশ্রয় তা ল।

তখন ধীরে-ধীরে বিমানবিহারী সুমিত্রার বিষয়ে সকল কথা খুলিয়া বিল। অধিকারের দিক্ দিয়া সে সমস্ত জিনিসটার বিচার করিল, তরাং যে দাবির ভিত্তি অধিকার বিবর্জ্জিত সে দাবির অকারণ মোহ তে সে নিজেকে সম্পূর্ণরূপে নির্মুক্ত করিয়াছে, তাহা অসংশয়িত-ভাবে রশ্বরকে জানাইল।

ব্যা সমস্ত শুনিয়া স্থরেশ্বর কিছুক্ষণ নিঃশব্দ, নিষ্পন্দ হইয়া বসিয়া রহিল; হার পর ব্যথিতকণ্ঠে বলিল, "এ ব্যাপারটা আমার দিক্ থেকে ভাব্‌বার এরে বিচার কর্‌বার এখনো কোনো কারণ হয়নি, কিন্তু তোমার জন্যে মি অতিশয় দুঃখিত বিমান!"

দিঃ বিমানবিহারী শান্তস্বরে বলিল, "কিন্তু আমি যখন একটুও দুঃখিত নই, ন তোমার এ-দুঃখ অমূলক।"

অ "তুমি যদি তোমার অবস্থা ঠিক বুঝতে পেরে থাকো, তা হ'লে আমার খ অমূলক বটে।"

এ গভীর চিন্তা বহন করিয়া স্থরেশ্বর গৃহে ফিরিল।

নি বিমানবিহারী গৃহে ফিরিয়া স্থরমাকে বলিল, "বউদি চলো, একবার বতামার বাপের বাড়ী যেতে হবে।"

উ স্থরমা সবিস্ময়ে বলিল, "এত রাত্রে? কেন বলো দেখি?"

"শনিগ্রহ যখন হঠাৎ এসে হাজির হয়েছে তখন সুমিত্রার বিষয়ে আমি

একটা যা হয় কিছু আজই স্থির ক'রে ফেল্‌তে হবে। জানো কি-রকম পরাক্রান্ত, বেশী অবসর পেলে আবার কি একটা গোলযোগ বাধিয়ে বস্‌বে!"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা হাসিতে লাগিল; বলিল, "বুঝেছি তোমার মতলব, কিন্তু এ আমার ভালো লাগছে না ঠাকুর পো!"

সুরমা ও বিমানবিহারী যখন প্রত্যাবর্ত্তন করিল তখন রাত্রি প্রায় বারোটা বাজিয়াছে।

গোলদীঘি হইতে সুরেশ্বর যখন গৃহে ফিরিল তখন রাত্রি নয়টা বাজি গিয়াছে। সিঁড়ীতে উঠিতে-উঠিতে তাহার দৃষ্টি পড়িল অদূরে রন্ধনগৃহে দেখিল নিবিষ্ট-ভাবে পাক-পাত্রের দিকে চাহিয়া উনানের সম্মুখে এব নীচু টুলের উপর মাধবী বসিয়া আছে। আর উপরে না গিয়া সুরেশ্বর হইতে নীচে নামিয়া গেল, এবং ধীর-পদক্ষেপে রন্ধনশালার দ্বারে আ দাঁড়াইল।

চুল্লী-গহ্বর হইতে প্রক্ষিপ্ত অগ্নিপ্রভায় মাধবীর মুখের এক অংশ হইয়া উঠিয়াছিল। আলো-ছায়ার কঠিন এবং কোমল রেখায় অঙ্কিত মৌন-মধুর মুখমণ্ডলে এমন অপরূপ একটা ব্যঞ্জনা ফুটিয়া উঠিয়া যেমনটি ইহার পূর্ব্বে আর কখনও দেখিয়াছে বলিয়া সুরেশ্বরের মনে প না! আজ দ্বিপ্রহরে মাধবী যখন তাহাকে নূতন-কাটা সুতা, নব-প্র বস্ত্রাদি এবং তাহার হিসাবপত্র দেখাইতেছিল তখন সমস্ত দেখিতে-দেখি এবং শুনিতে-শুনিতে তাঁত-ঘর এবং চরকা-ঘর সংক্রান্ত এমন-কো ব্যাপারই সুরেশ্বর খুঁজিয়া পায় নাই যাহা তাহার অনুপস্থিতির জন্য ক্ষ গ্রস্ত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। মাধবীর অনলস ধ কর্ত্তব্যনিষ্ঠা এবং কার্য্যক্ষমতার কথা জানা থাকিলেও সতের-আঠার ব একটি মেয়ে দুইটি বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কার্য্য-কলাপ অপরের ব্যতিরেকে ঠিক এরূপ সুচারু-ভাবে নির্ব্বাহ করিতে পারে তাহা প্র দেখিয়া বিস্ময়ে তাহার চিত্ত ভরিয়া গিয়াছিল! বারংবার সে মনে-মনে করিয়াছিল, এত শক্তি মাধবী কোথা হইতে পাইল! এখন মাধবীর স্তব্ধগভীর আকৃতি নিরীক্ষণ করিয়া সুরেশ্বর তাহার সে প্রশ্নের উত্তর

দেখিল ধরিত্রীর গর্ভে প্রচ্ছন্ন অগ্নির মত মাধবীর ভিতরেও যে শ...
াহা তাহার বাহিরের মূর্ত্তি দেখিয়া সব সময়ে বুঝা যায় না।

তের হাঁড়ি নিয়ে অত কি ভাবছিস, মাধবী ?" আকস্মিক শব্দে
কিত হইয়া মাধবী সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া দেখিয়া একটু হাসিল।
পর স্মিতমুখে বলিল, "ভাব্‌ছিলাম আরও দেরি করে' তুমি এলে
ণ্ডা হ'য়ে গেলে তখন কি কর্‌ব। বাপ্‌রে! তোমাদের কথা
ষ হয় না! এতক্ষণ কি এত কথা হচ্ছিল বলো দেখি ?"

ঞ্চিত করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বিপদ্‌! বাংলা অভিধানে কথা
ই অল্প আছে, যে দু-তিন ঘণ্টাও কথা কওয়া যায় না ?"

টা কথা সহসা মনে পড়িয়া মাধবীর মুখ হাস্যে রঞ্জিত হইয়া উঠিল।
দু তিন ঘণ্টা কেন ? দু-তিন দিন ধরে'ও কওয়া যায়, যদি সেটা
দিয়ে আরম্ভ কোনো কথা হয়। তাই হচ্ছিল না কি দাদা ?"

টা হঠাৎ ধরিতে না পারিয়া সুরেশ্বর সবিস্ময়ে বলিল, "উষ্ম বর্ণ
আরম্ভ কোন্‌ কথা রে ?" তাহার পরই বুঝিতে পারিয়া বলিয়া
"ও! তা হ'লে তুই বুঝি এতক্ষণ প-বর্গের কোনো কথা নিয়ে
'য়ে ছিলি ?"

বর্গের অক্ষরগুলি মনে-মনে তাড়াতাড়ি আওড়াইয়া লইয়া ব্যগ্রভাবে
বলিল, "না দাদা! এখনো ভাতের হাঁড়ি উনোন থেকে নামেনি,
া-তা কথা ও-রকম করে' বোলো না!"

ধবীর দুর্ভাবনায় পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল,
যে কথা উচ্চারণ করলে ভাতের হাঁড়ি ফেটে যায়, আমি যে সেই
বোসের কথাই বল্‌তে চাই; তা তুই ভাব্‌ছিস্‌ কেন্‌ মাধবী ? সে
া ছাড়া প-বর্গে আর অন্য কথা কি নেই ?"

ধবী রুষ্ট-ভাবে বলিল, "তা থাকবে না কেন ? কিন্তু তোমার

ব [illegible] মামার মানা আছে!" কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প-বর্গের আর-একটা কথা মনে পড়ায় সে সন্দিগ্ধ-নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া দেখিল, সুরেশ্বর মৃদু-মৃদু হাসিতেছে!

সুরেশ্বরের সে-হাস্য গূঢ়ার্থব্যঞ্জক মনে করিয়া মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু অপরে ধরিবার পূর্ব্বেই যাহাতে নিজেই না ধরা দিতে হয়, তজ্জন্য নির্ব্বন্ধ-সহকারে বলিল, "না, না, সত্যি করে' বলো দাদা, সুমিত্রার কথা কিছু হ'ল?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কিছু কেন, শুধু সেই কথাই ত এতক্ষণ হচ্ছিল। বিমানের ভাব-গতিক আমি ত কিছুই বুঝতে পারছিনে। সে আমাকে বোঝাতে চায়, যে সুমিত্রার উপর তা'র আর কিছুমাত্র অধিকারও নেই, আকর্ষণও নেই।"

মাধবী মৃদু হাসিয়া বলিল, "তা এ আর না বোঝবার মত এমন কি শক্ত কথা? তিনি যা বোঝাচ্ছেন, তাই বুঝলেই ত হয়!"

সুরেশ্বর বলিল, "বোঝানো আর বোঝা অত সহজ কথা নয়, মাধবী সুমিত্রার উপর বিমানের অধিকার নেই, তা না হয় মানলাম, কিন্তু আকর্ষণের কথা একেবারে স্বতন্ত্র। বিমান নেই বলছে বলে'ই যে তা নেই—তা নয়।"

সুরেশ্বরের সতর্কতার এই অতিনিষ্ঠায় মনে-মনে বিরক্ত হইয়া মাধবী বলিল, "কি আশ্চর্য্য! তবে, তুমি বলছ ব'লেই তা থাকবে নাকি? এ কিন্তু তোমার অনধিকার-চর্চ্চা দাদা!"

সুরেশ্বর কহিল, "না, আমি আছে বললেই যে তা থাকবে তা নয়, কিন্তু বিমান নেই বললেও যদি থাকে, তা হ'লেই বিপদ! লোহার উপর চুম্বকের আকর্ষণ আছে কি না, সেটা শুধু চুম্বককে দেখলেই বোঝা যায় না,—লোহার কাছে চুম্বককে দেখলে তবে বোঝা যায়।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে বলিল, 'একটুখানি সূত্র অবলম্বন করে' ব
ড় ব্যাপার বেড়ে চলে, মাধবী, আর তুই ত একরাশ সূতো নিয়ে
! তা আবার শাড়ীর বদলে ধুতির সূতো! প্রতিশ্রুতি না থাকলে
বেশী আর কি করতিস্ শুনি?"

মাধবীর মুখে দুষ্টমির মিষ্ট হাসি ফুটিয়া উঠিল, বলিল, "তা হ'লে কি আর ও সূতো দিয়ে তোমার ধুতি করতে দিতাম? একেবারে ... পরাতাম!"

"একেবারে গাঁটছড়া? একখানা, না একজোড়া রে?" বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

"যাও, যাও দাদা! বেশী ফাজলমি কোরো না। ভাত হ'য়ে গেলে ... তখন এসো!" বলিয়া মাধবী তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ ... তাড়াতাড়ি পিছন ফিরিয়া পাক-পাত্রে মনোনিবেশ করিল।

সুরেশ্বরও হাসিতে-হাসিতে প্রস্থান করিল।

উপরে বারাণ্ডায় তারাসুন্দরী বসিয়াছিলেন। আজ সকালে সুরেশ্বর ... আসা পর্য্যন্ত তাঁহার মনটা এমন একটা অপ্রত্যাশিত আনন্দের হিল্লোলে আলোড়িত হইয়া রহিয়াছে যে দৈনন্দিন কোনো কাজ-কর্ম্মে তাহা যথারীতি নিবিষ্ট হইতেছিল না; এমন-কি, সন্ধ্যার পর জপমালার সাহায্যেও যখন তাহা লৌকিক আনন্দকে অতিক্রম করিতে পারিল না, তখন অগত্যা মালা মস্তকে স্পর্শ করিয়া রাখিয়া দিয়া তারাসুন্দরী সুরেশ্বরের আগমন প্রতীক্ষায় বারাণ্ডায় আসিয়া বসিলেন। মনে করিলেন ... বেশী হইলে ... নিশ্চিন্ত অবস্থায় জপে বসিবেন।

সুরেশ্বর উপরে আসিলে তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন "হ্যাঁরে সুরেশ, অত হাসছিলি কেন? কি হয়েছে?"

সুরেশ্বর স্মিত ... বলিল, "কিছু হয়নি, মা; তোমার মেয়েটির

বোল-আবোল কথা শুনে' হাস্‌ছিলাম।" তাহার পর তাঁ...

দেহের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "গায়ে কিছু না দিয়ে ...

মা? তোমার দুর্ব্বল শরীর, এমন করে' নূতন হিম লাগানো ...

বলিয়া ঘর হইতে একটা গাত্র-বস্ত্র আনিয়া সযত্নে তাঁ...

জড়াইয়া দিয়া তাঁহার পার্শ্বে বসিয়া পড়িল।

...াসুন্দরী সস্নেহে সুরেশ্বরের পৃষ্ঠে হাত বুলাইতে বুলাই...

বলিলেন, "তুই আজ নূতন এলি, বলে কি আমার শ...

নূতন করে' ... ...ল, সুরেশ? আর আমার এক...

নেই।"

সুরেশ্বর বলিল...

... অন্যান্য কথার পর সুরেশ্বর মাধবীর বিবাহের কথা ...।

বলিল, "আমার কিছু ঠিক নেই, ডাক পড়লেই আবার ...

হবে। তখন আবার কত দিন দেরি হবে, কে বলতে পারে? ...

একটি সৎপাত্র দেখে' বিয়ে দিলে হয়।"

কথাটা তারাসুন্দরীও কিছুদিন হইতে ভাবিতেছিলেন ...

সঙ্কল্প করিয়াছিলেন যে সুরেশ্বরের কারামুক্তি হইলেই ...

...বেন। তিনি বলিলেন, "ভগবানের অনুগ্রহে আর যেন ...

না হয়, কিন্তু আমার ত ডাক আসবার সময় হ'য়ে আসছে। ...

দিয়ে ফেললেই ভালো হয়। কিন্তু বিয়ে দেওয়া ত শ...

সৎপাত্র পাওয়াই শক্ত।"

"তেমন কোনো সৎপাত্র তোমার নজরে

১৯

পাঁচ মিনিট পরে সুরেশ্বর ফিরিয়া আসিল, এক হস্তে একটি রেকাবে কয়েকটি মিষ্টান্ন এবং অপর হস্তে এক গ্লাস জল।

মিষ্টান্নের রেকাব দেখিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "তৃষ্ণার্ত্ত হইয়া আমি চাহিলাম জল, তাড়াতাড়ি এনে দিলে আধখানা বেল! এ যে তাই হ'ল! এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল চাইলে তার সঙ্গে এক রেকাব মিষ্টান্ন কোনো হিসাবেই আস্‌তে পারে না।"

মিষ্টান্নের রেকাব ও জলের গ্লাস বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা পারে। 'জল' শব্দটা আমাদের বাংলাদেশে তত সরল নয়, একটু জটিল। তাই জল খাচ্ছি মুখে বল্‌লেও অনেক সময়েই আমরা সন্দেশ-রসগোল্লা খেয়ে থাকি। এমন কি কোনো কোনো জল-খাবারের দোকানে জল একেবারেই পাওয়া যায় না, শুধু খাবারই পাওয়া যায়। জলযোগ কথাটার মধ্যে খাবার কথাটার কোনও যোগ না থাক্‌লেও খাবারটাই তার প্রধান উপকরণ!

বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু তৃষ্ণার্ত্ত হ'য়ে জল চাইলে তাড়াতাড়ি আধখানা বেল নিয়ে আস্‌বার কোনও কারণ থাকে না। আমি গ্লাসটাই চেয়েছিলাম, রেকাবটা চাইনি। রেকাবটা ক্ষুধার আর গ্লাসটা তৃষ্ণার পরিচায়ক। ক্ষুধা আর তৃষ্ণা দুটো পৃথক্ জিনিস, তা মান কিনা?"

দক্ষিণ দিকের খোলা জানালা দিয়া বাঁকা-ভাবে সূর্য্যের কিরণ আসিয়া বিমানবিহারীর গাত্রে পড়িতেছিল; জান্‌লাটা একটু ভেজাইয়া দিয়া সুরেশ্বর বলিল, "ক্ষুধা তৃষ্ণা পৃথক্ জিনিষ তা মানি, কিন্তু দুটো এমন নিবিড়ভাবে পাশাপাশি বাস করে যে, অনেক সময়ে উভয়কে পৃথক্ করা

কঠিন হয়। কিন্তু আমি ত পৃথক্‌ভাবেই দুটো জিনিষের ব্যবস্থা করেছি, তোমার যেমন প্রয়োজন হয় গ্রহণ করতে পার।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল; বলিল, "তুমি ত বললে যেমন প্রয়োজন হয়; কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণার চেয়েও যে প্রবল আর-একটা জিনিষ দেহের মধ্যে রয়েছে সে প্রয়োজন-অপ্রয়োজন বিবেচনা করে না, তার হিসাব করেছ কি?"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "লোভের কথা বল্‌ছ ত? কিন্তু লোভ ত দেহে থাকে না, মনে থাকে।"

"যেখানেই থাক—উপস্থিত আমি তার কাছে হার মান্‌লাম।" বলিয়া বিমানবিহারী মিষ্টান্নের থালাটা টানিয়া লইয়া আহার আরম্ভ করিয়া দিল। এবং সেই অবসরে সুরেশ্বর তাহার ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফ ইত্যাদি বাঁধিয়া তুলিয়া রাখিল।

"তোমরা ত আজকাল নানারকম শক্তির সাধনা করচ সুরেশ্বর, এই মনোবিহারী লোভের হাত থেকে কি করে' রক্ষা পাওয়া যায় তার উপায় বল্‌তে পার?" বলিয়া বিমানবিহারী আহার বন্ধ করিয়া জলের গ্লাস লইতে হাত বাড়াইল।

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর উদ্যত হস্ত ধরিয়া ফেলিয়া বলিল, "একটা উপায় হচ্ছে লোভের বস্তুকে দৃষ্টির অন্তরালে নিক্ষেপ করা। ও-দুটো সন্দেশ খেয়ে ফেলো, ফেলে রেখো না। পড়ে' থাক্‌লেই লোভটাকে জাগিয়ে রাখ্‌বে।"

নিরুপায় হইয়া একটা সন্দেশ তুলিয়া লইয়া বিমানবিহারী বলিল, "কিন্তু শাস্ত্র বল্‌ছে লোভে পাপ।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু পরিপাক কর্‌বার শক্তি থাক্‌লে পাপে মৃত্যু হবে না। দেখ্‌ছ না আজকাল পরিপাক কর্‌বার দিন পড়েছে।

পাহাড়-পর্ব্বত নদ-নদী দেশ-প্রদেশ পরিপাক হ'য়ে যাচ্ছে, আর তুমি চিনি মেশা ছানার নরম দুটো সন্দেশ পরিপাক কর্‌তে পার্‌বে না! লোভ বর্জ্জন করবার তুমি উপায় খুঁজ্‌ছ, কিন্তু লোভটা এখনকার সভ্য সমাজে আর হেয় বস্তু নয়। আজকালকার মতে লোভ হচ্ছে লাভের প্রবর্ত্তক হেতু।"

"তবে লোভের দ্বারা লাভই করা যাক। কিন্তু অজীর্ণ হ'লে তুমি দায়ী।" বলিয়া বিমানবিহারী অবশিষ্ট সন্দেশটাও তুলিয়া লইল।

সুরেশ্বর বলিল, "অজীর্ণের অবস্থা উপস্থিত হ'লে অপাচ্য অংশটা উদ্গীরণ করে' দিয়ো, তা হ'লে স্বাস্থ্যও নষ্ট হবে না, যশও অর্জ্জন করবে। ত্যাগের মহিমায় গ্রহণের কালিমা ঢাকা পড়ে' যাবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমানবিহারী উচ্চ স্বরে হাস্য করিয়া উঠিল। বলিল, "সভ্যসমাজকে তুমি একটু বিশেষ রকম চিনেছ, সুরেশ্বর।"

"আমি চিনেছি বলে' যদি তোমার বিশ্বাস হ'য়ে থাকে তা হ'লে তোমারও চিন্‌তে বাকি নেই।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

আহার সমাপন করিয়া হাত মুখ ধুইয়া বিমানবিহারী সুরেশ্বরের সম্মুখে আসিয়া বসিল। জানালা দিয়া পথের একটা অংশ দেখা যাইতেছিল। দুই বন্ধু ক্ষণকাল পথের লোক চলাচলের দিকে চাহিয়া নিঃশব্দে বসিয়া রহিল।

মৌন ভঙ্গ করিল বিমানবিহারী। বলিল, "একটা ভাল চর্‌কা সায় সমস্ত সরঞ্জাম সুমিত্রা তোমার কাছে চেয়েছে; বল্‌লে তোমার কাছে এসে শুধু চাইলেই হবে। চর্‌কা জিনিষটা এত সুলভ যে চাইলেই পাওয়া যায় তা আমি জান্‌তাম না।" বলিয়া বিমানবিহারী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে বলিল, "কিন্তু চাওয়া জিনিষটাই যে সুলভ নয়,

অর্থাৎ সহজ-নয়। যথার্থ যে চাওয়া, তার মধ্যে এমন শক্তি আছে যে, পাওয়ারই সেটা নামান্তর। ইংরেজী demand শব্দটার মধ্যে যে কল্পনা টুকু আছে তা আমার বেশ ভাল লাগে। চাইতে জান্‌লে অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে এসে হাজির হয়।"

বিমানবিহারী হাসিয়া বলিল, "অভীষ্ট বস্তু দ্বারের কাছে হাজির হ'লে ভালই হ'ত, তা হ'লে আর বহন কর্‌বার জন্যে আমাকে তোমার দ্বারে হাজির হ'তে হ'ত না।"

সুরেশ্বর বলিল, "অভীষ্ট বস্তু সম্ভবতঃ এতক্ষণ সুমিত্রার দ্বারে হাজির হয়েছে ; কিন্তু তুমি যে আমার দ্বারে এসে হাজির হয়েছ, তা হয়ত তুমি আমার অভীষ্ট বস্তু বলে'।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

বিমানবিহারী ঔৎসুক্যের সহিত বলিল, "আমি তোমার অভীষ্ট বস্তু কিনা সে বিচার পরে কর্‌ব ; কিন্তু তুমি সুমিত্রাকে চর্‌কা পাঠিয়ে দিয়েছ নাকি ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "ভাগ্যবানের বোঝা ভগবান্ ব'ন, অর্থাৎ বহন করান! তুমি ভাগ্যবান্, তোমার বোঝা অপরে বহন করে' নিয়ে গেছে। অতএব তোমার আর কোন ভয় নেই, তোমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে।"

সুরেশ্বরের পরিহাসের প্রতি কোনপ্রকার মনোযোগ না দিয়া বিমান-বিহারী সবিস্ময়ে কহিল, "কাকে দিয়ে চর্‌কা পাঠিয়েছ ?"

সুরেশ্বর কহিল, "কাকে দিয়ে পাঠিয়েছি তা অপ্রাসঙ্গিক, কিন্তু পাঠিয়েছি তা ঠিক।"

এ-সংবাদে বিমানবিহারী বিশেষ আনন্দিত হইল না। সুমিত্রার মনস্তুষ্টির জন্য যে-কার্য্যের ভার সে স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়া আসিয়াছিল, তাহা সম্পাদন করিতে না পারায় সে মনে-মনে ক্ষুণ্ণই হইল। সুরেশ্বরের

আবির্ভাবের পর হইতে সুমিত্রার চিত্তের প্রকৃতি যে, ক্রমে ক্রমে একটু বিশেষভাবে পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তাহা বিমানবিহারীর অপরিজ্ঞাত ছিল না; এমন কি পূর্ব্বে প্রধানতঃ যে জিনিষটা, অর্থাৎ তাহার ডেপুটিত্ব সকলকে, মায় সুমিত্রাকে, মুগ্ধ করিত, এখন তাহাই সুমিত্রার নিকট একটা অপকর্ষের মত হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাও বিমানবিহারী নিঃসংশয়ে বুঝিয়াছিল। অপ্রতিহত ক্ষিপ্রগতির জন্য তড়িৎ যেমন স্বল্পতম প্রতিরোধের রেখায় নিজেকে প্রবর্ত্তিত করে, অভীষ্টলাভের অভিপ্রায়ে বিমান-বিহারীও তেম্‌নি অবিরোধের পথ ধরিয়া চলিতে আরম্ভ করিয়াছিল। সুমিত্রার মনের গতির বিরুদ্ধে তর্ক করিয়া, কলহ করিয়া, অগ্রসর হওয়া যে কঠিন তাহা সে বুঝতে পারিয়াছিল; তাই চাকরী এবং চর্‌কার সম্পর্ক পরস্পর বিসংবাদী হইলেও সে সুমিত্রার অনুরোধে সুরেশ্বরের নিকট হইতে চর্‌কা বহন করিয়া লইয়া যাইতে আসিয়াছিল। কিন্তু যখন শুনিল যে ইতিপূর্ব্বেই সুরেশ্বর সুমিত্রাকে চর্‌কা পাঠাইয়া দিয়াছে তখন সুমিত্রাকে সন্তুষ্ট করিবার এই সুযোগ হইতে বঞ্চিত হইয়া সে মনে-মনে দুঃখিত হইল।

বিমানবিহারীর নিরুৎসাহ ভাব লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর বিস্ময়ের সহিত কহিল, "কিন্তু তুমি এত চিন্তিত হ'য়ে পড়্‌লে কেন তা' ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে! সুমিত্রাকে চর্‌কা পাঠান অন্যায় হয়েছে কি?"

সুরেশ্বরের কথায় ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান তাড়াতাড়ি বলিল, "না, না, অন্যায় হবে কেন? কখন তুমি পাঠালে তাই ভাব্‌ছি; সুমিত্রা ত আজ সকালেই আমাকে চর্‌কার কথা বলেছে।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা হ'লে ঠিকই হয়েছে, কারণ আমি পাঠিয়েছি তোমার আস্‌বার আধ ঘণ্টা আগে।"

একটা কথা মনে মনে চিন্তা করিয়া লইয়া হাস্যোদ্ভাসিত-মুখে বিমান

কহিল, "তুমি বলছিলে সুরেশ্বর, আমার ডেপুটিগিরি অক্ষুণ্ণ থাক্‌বে; কিন্তু আমি কি মনে কর্‌ছি জান? ডেপুটিগিরিতে ইস্তফা দেবো।"

সুরেশ্বর সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "ইস্তফা দেবে? কেন বল ত?"

"কতকটা তোমারই জন্যে।"

"আমারই জন্যে? আমি ত কখন তোমাকে চাকরী ছাড়্‌তে অনুরোধ করিনি!"

বিমানবিহারী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, তা করনি; কিন্তু সুমিত্রাকে তুমি যে-রকম তালিম করে' তুল্‌ছ তাতে চাকরী রাখা আর চল্‌বে না দেখছি!" বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত কহিল, "আর-একটু স্পষ্ট করে' না বল্‌লে বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে।"

বিমানবিহারী সহাস্যমুখে কহিল, "প্রায় একবৎসর থেকে একরকম স্থির হ'য়ে আছে যে সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হবে। কাল স্থির হয়েছে যে ফাল্গুন মাসের কোনো শুভ-দিনে আমরা দু'জনে মিলিত হব। মতের মিল না হ'লে মনের মিল কি করে' হবে বল? তোমার প্রভাব সুমিত্রার মনের মধ্যে এমন প্রবলভাবে বসেছে যে তাকে নড়াবার আমার ক্ষমতা নেই। আর সত্যি কথা বল্‌তে কি, ইচ্ছেও নেই। তাই মনে কর্‌ছি আমার মতটাই তোমাদের মতের সঙ্গে মিলিয়ে নেব, আর তাই আজ এসেই তোমাকে বলেছিলাম যে তোমাদের দুজনের এক জনকেও বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।"

কথাটা শুনিতে শুনিতে সুরেশ্বর নিজের মধ্যে নিজেকে সাম্‌লাইয়া লইল। বয়লার যেমন বাষ্পের প্রচণ্ড বেগ নিঃশব্দে সহ্য করিয়া থাকে, তেম্‌নি নিরুপদ্রবে সমস্ত উত্তেজনাটা চাপিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর বলিল, "এত-দিন একথা আমাকে জানাওনি কেন? জানালে কেউ হয় ভাল করতে।"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "কেন, তা হ'লে কি হ'ত ?"

এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হ'লে আমার আচরণটা তোমাদের দু'জনের মধ্যে হয় ত একটু ভিন্ন রকমের হ'ত।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সহাস্যমুখে বিমানবিহারী বলিল, "ভিন্নরকমের না হ'য়েও কোন ক্ষতি হয়নি ; তোমার আক্ষেপ কর্‌বার কোনো কারণ নেই। কিন্তু সত্যি কথা বল্‌ব, সুরেশ্বর ?"

মৃদু-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "বল, যদি কোনো ক্ষতি না হয়।"

"না, কোনো ক্ষতি হবে না। এক সময়ে তোমার আচরণে আমি বাস্তবিকই সন্ত্রস্ত হ'য়ে উঠেছিলাম। তুমি সুমিত্রার উপর এমন আধিপত্য বিস্তার কর্‌তে আরম্ভ করেছিলে যে ভয় হ'ত দস্যুর হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করে' অবশেষে তুমি নিজেই না তাকে অপহরণ কর!" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

মুখ একটু অন্যদিকে ফিরাইয়া লইয়া সুরেশ্বর কহিল, "তার পর এখন সে সন্ত্রাস গেছে ?"

"গেছে। এখন বুঝেছি যে সন্ত্রাসের কোন কারণই ছিল না।" বলিয়া বিমান পূর্ব্বের মত হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর গম্ভীর-স্মিতমুখে বলিল, "নিজের বুদ্ধির উপর অতটা বিশ্বাস কোরো না, ভাই। একটু সতর্ক থেকো।"

বিমানবিহারী কহিল, "না, আমি এবার বিশ্বাস করে'ই নিশ্চিন্ত থাক্‌ব স্থির করেছি, সতর্ক হ'লেই দেখেছি ভয় ভাবনা অনেকরকম উপদ্রব এসে উপস্থিত হয়। বিশ্বাসে মিলে সুমিত্রা, তর্কে বহু দূর; তর্ক কর্‌লেই সুমিত্রা দূরে সরে' যায়। অতএব সতর্ক আর হব না।"

আরও কিছুক্ষণ গল্প করার পর প্রস্থানোদ্যত হইয়া বিমানবিহারী

বলিল, "চল সুরেশ্বর, সুমিত্রাদের বাড়ী বেড়িয়ে আস্‌বে চল। তুমি ত কয়েক দিনই সেখানে যাওনি।'

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া কহিল, "বিয়ের রাত্রির আগে আর সেখানে পদার্পণ করাই হবে না।'

সবিস্ময়ে বিমান বলিল, "কেন?"

সহাস্য মুখে সুরেশ্বর কহিল, "কি জানি লোকে যদি লোভী বলে' সন্দেহ করে।

"তা কখনো কর্‌বে না। তুমি যে নির্লোভ তা সকলেই জানে।" কিন্তু কিছুতেই সুরেশ্বর স্বীকৃত হইল না; তখন অগত্যা বিমান একাকীই প্রস্থান করিল।

২০

বিমলাকে লইয়া জয়ন্তী ভবানীপুরে কোনও আত্মীয়-গৃহে নিমন্ত্রণে গিয়াছিলেন; কথা ছিল সন্ধ্যার পর তথা হইতে ফিরিবেন। সুমিত্রাকেও সঙ্গে লইয়া যাইবার জন্য জয়ন্তী পীড়াপীড়ি করিয়াছিলেন, কিন্তু সুমিত্রা যায় নাই, ওজর-আপত্তি করিয়া কাটাইয়া দিয়াছিল।

বেলা তখন দুইটা। সুমিত্রা নিজ কক্ষে অলসভাবে শয্যায় শয়ন করিয়া একখানা বই পড়িতেছিল, এমন সময়ে একজন 'পরিচারিকা আসিয়া বলিল, 'মেজ দিদিমণি, একটি মেয়ে' আপনার সঙ্গে দেখা কর্‌তে এসেছেন।"

সুমিত্রা শয্যার উপর উঠিয়া বসিয়া ঔৎসুক্য-সহকারে জিজ্ঞাসা করিল, 'কোথায় রে?'

"এই যে বাইরেই।" বলিয়া দাসী হস্তের ধারা ইঙ্গিত করিয়া বারাণ্ডা দেখাইয়া দিল।

সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বাহিরে আসিয়া মাধবীকে দেখিতে পাইল। দেখিল একটি সতের-আঠার বৎসর বয়সের সুন্দরী মেয়ে রেলিংএ ভর দিয়া বারাণ্ডায় দাঁড়াইয়া রহিয়াছে। দেখা হইতেই উভয়ের প্রতি উভয়ের দৃষ্টি ক্ষণকালের জন্য নিবদ্ধ হইয়া গেল। সুমিত্রা এই সুদর্শনা অপরিচিতা তরুণীর দিকে বিস্মিত নির্নিমেষ নেত্রে চাহিয়া রহিল এবং মাধবী তাহার পরম কৌতূহলের বস্তুটির অপরূপ রূপে মুগ্ধ হইয়া বাক্যহারা হইয়া গেল। তৎপরে একই সময়ে এই পরস্পর-বিমুগ্ধ দুইটি তরুণীর মুখে প্রীতি-প্রসন্ন মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

মাধবীর শান্ত কমনীয় মূর্ত্তি এবং খদ্দরের শুভ্র পরিচ্ছন্ন বেশ দেখিয়া সুমিত্রার মন সম্ভ্রমে পূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। সে সাগ্রহে সহাস্যমুখে বলিল, "এখানে দাঁড়িয়ে কেন? আসুন, আসুন, ভিতরে বস্‌বেন চলুন!" বলিয়া মাধবীকে নিজ কক্ষে লইয়া গিয়া সযত্নে বসাইল।

পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে অসুবিধায় পড়িতে হইবে, তাই সুমিত্রাকে পরিচয় জিজ্ঞাসা করিবার অবসর না দিয়া মাধবী বলিল, "আমি এসেছি চরকা বিক্রী কর্‌তে। যদি দরকার থাকে ত দেখ্‌তে পারেন, আমার সঙ্গেই গাড়ীতে চর্‌কা আছে।"

সে-কথার কোন উত্তর না দিয়া সুমিত্রা পরিচয়ের জন্যই ব্যগ্র হইল। বলিল, "আপনি কোথা থেকে আস্‌ছেন?

মাধবী মনে-মনে সঙ্কল্প করিয়া আসিয়াছিল যে, পারকপক্ষে পরিচয় না দিয়াই চর্‌কা দিয়া যাইবে। তাই মৃদু হাসিয়া উত্তর দিল, "খুব বেশী দূরে নয়; নিকটেই আমি থাকি।"

"নিকটেই? আপনার নামটি জান্‌তে পারি কি?"

মাধবী পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, "নাম আমার জানাবার মত কিছুই নয়। সাধারণ বাঙালী মেয়ের আর পরিচয় কি বলুন?"

মাধবীর এই আত্মগোপনের প্রয়াস দেখিয়া সুমিত্রা মনে-মনে একটু বিরক্তি বোধ করিল। বলিল, "তা হ'লেও সকলেরি একটা পরিচয় আছে ত! অবশ্য পরিচয় দেওয়া না-দেওয়া আপনার ইচ্ছে।"

মাধবী একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "শুধু ইচ্ছেই নয়; দর্‌কার বলেও' ত একটা কথা আছে। আমার পরিচয় দেবার এমন কোনও দর্‌কার আছে কি? আমি ত এসেছি শুধু চর্‌কা বিক্রী কর্‌তে।"

আর কোনও আগ্রহ না দেখাইয়া সুমিত্রা বলিল, "না, দর্‌কার কিছুই নেই, এম্‌নি জিজ্ঞাসা কর্‌ছিলাম। বাড়ীতে কেউ এলে পরিচয় না নেওয়াটা অভদ্রতা; আবার ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচয় নেওয়াও সেই অভদ্রতা।" একটু চুপ করিয়া থাকিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমার একটা চর্‌কার দর্‌কার আছে, কিন্তু—" বলিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল।

মাধবী সুমিষ্ট হাস্য হাসিয়া কহিল, "তবে, আর কিন্তু কি? আমার কাছে একটা চরকা নিন। খুব ভাল একখানা চর্‌কা আমার কাছে; বাজারে অমন চর্‌কা সহজে পাবেন না।"

সহসা সুমিত্রা মাধবীর বামস্কন্ধের উপর একবার তীক্ষ্ণ দৃষ্টিপাত করিল। তাহার পর মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "বাজারে পাওয়া যাবে না এমন চর্‌কা আপনার কাছে আছে? আচ্ছা, তবে আনান্, দেখি কি রকম সে চর্‌কা।"

সুমিত্রা উঠিয়া বারাণ্ডায় গিয়া পূর্ব্বোক্ত পরিচারিকাকে আহ্বান করিল, এবং সে উপস্থিত হইলে মাধবীকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "একে অনুগ্রহ করে' বলে' দিন কোন্ চর্‌কাটা নিয়ে আস্‌বে।"

মাধবী পরিচারিকার দিকে চাহিয়া বলিল, "কালো রংএর বার্ণিশ্ করা একটা চর্‌কা আছে, সেইটে নিয়ে এস। আর ছোট একটা ডালা আছে, সেটাও।"

পরিচারিকা প্রস্থান করিলে সুমিত্রা মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "আপনাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করতে ভয় হয়, পাছে বলেন সে কথার কোনও দরকার নেই। তবুও একটা কথা জিজ্ঞাসা করি,—আপনাদের কি চর্কার কার্বার আছে?"

মাধবী মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, কার্বার নেই। তবে মাঝে মাঝে ভদ্র পরিবারে আমরা চর্কা বিক্রী করে' বেড়াই।"

কথাটা অসত্য নহে। সর্ব্বপ্রথম যখন স্বদেশী আন্দোলনের মধ্যে চর্কার প্রবর্ত্তন হয় তখন কোনও মহিলা-সমিতির অন্তর্ভুক্ত হইয়া মাধবী কখন-কখন অন্য মহিলাদের সহিত বাড়ী বাড়ী চর্কা বিক্রয় করিয়া ফিরিয়াছে। সেই কথার উপর নির্ভর করিয়া সে সুমিত্রার প্রশ্নের এই উত্তর দিল।

সুমিত্রা পুনরায় মুখ টিপিয়া একটু হাসিয়া কহিল, "দেখুন, আমি এই প্রথম চর্কা কিন্ছি। চরকা চালাতে আমি জানিনে। আপনি আমাকে চর্কা চালান শিখিয়ে দেবেন ত'?"

মাধবী আগ্রহভরে কহিল, "দেব বই কি! চর্কা চালান শিখিয়ে দিয়ে তবে আমি যাব।"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু একদিনেই কি শিখে' নিতে পার্ব? মাঝে মাঝে যদি দয়া করে' আপনি আসেন তা হ'লে বড় ভাল হয়! তা নইলে বৃথা কিনে কি হবে বলুন?"

মাধবী মাথা নাড়িয়া কহিল, "না, না, বৃথা হবে কেন? একদিন দেখিয়ে দিলেই আপনি বুঝে' নিতে পার্বেন; তার পর অভ্যাস করলে আপনিই আয়ত্ত হ'য়ে আস্বে।"

দাসী চরকা ও ডালা লইয়া উপস্থিত হইল।

চরকাটা হাতে লইয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিতে দেখিতে সুমিত্রা

বলিল, "বাঃ! বেশ চমৎকার দেখ্‌তে ত? আচ্ছা কালো রং কেন দিয়েছেন?"

মাধবী উত্তর দিল, "কালো রং পেছনে থাক্‌লে সাদা স্থতো ভাল দেখা যায় বলে'।"

চরকাটা দেখিতে দেখিতে দক্ষিণ দিকের কোণে হঠাৎ দৃষ্টি পড়ায় স্থমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে মুখ তুলিয়া চাহিয়া বলিল, "আচ্ছা, আমার নাম স্থমিত্রা, তা আপনি জানেন?"

স্থমিত্রার কথা শুনিয়া মাধবী প্রথমটা বিমূঢ় হইয়া নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, আমি তা জানি।"

"জানেন? তাই বুঝি চর্‌কার কোণে আমার নামের প্রথম অক্ষরটা একেবারে খোদাই করিয়ে এনেছেন?" বলিয়া স্থমিত্রা হাসিতে লাগিল।

চরকার দক্ষিণ কোণে স্থরেশ্বর তাহার নামের আদ্যক্ষর 'স্থ' পরিচ্ছন্নভাবে ছুরি দিয়া খুদিয়া রাখিয়াছিল। সে-কথা মাধবীর একেবারেই মনে ছিল না! স্থমিত্রার প্রশ্নে মনে-মনে বিশেষরূপে পুলকিত হইয়া সে বলিল, "ও-টা আমি খোদাই করিয়ে আনিনি; ভগবান্‌ই খোদাই করিয়ে রেখেছেন! মিল যখন হবার হয় তখন এমনি করে'ই হয়!"

"কি করে' হয়?"

মাধবী সহাস্যে বলিল, "এমনি অক্ষরে অক্ষরে মিল হয়।"

মাধবীর কথা শুনিয়া স্থমিত্রার মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ মাধবীর প্রতি তুলিয়া সে কহি "আবার মানুষে যখন ধরা পড়ে তখন এমনি কথায় কথায় ধরা পড়ে!"

সশঙ্কচিত্তে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কে ধরা পড়ে?"

স্থমিষ্ট হাস্যে সমস্ত মুখখানা লেপন করিয়া স্থমিত্রা বলিল, "মাধবী ধ

পড়ে! নিজের পরিচয় নিজের কাঁধে বয়ে' এনে যে পরিচয় লুকোতে চেষ্টা করে, সে ধরা পড়ে!"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া বিস্ময়বিহ্বল-নেত্রে মাধবী ক্ষণকাল নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা রহস্যের মর্ম্মোদ্ঘাটন করিয়া নিজের দক্ষিণ স্কন্ধের উপর শাড়ীতে বিদ্ধ সুবর্ণ ব্রোচের উপর হাত দিয়াই হাসিয়া ফেলিল। এই ব্রোচটিতে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত ছিল 'মাধবী'। সজ্জা করিবার সময়ে অভ্যাসানুযায়ী সে যখন এই বহু-ব্যবহৃত অলঙ্কারটি পরিধান করিয়াছিল তখন একেবারেই খেয়াল হয় নাই যে, ইহার মধ্যে তাহার নাম লিখিত আছে!

অতি অল্প সময়ের মধ্যেই এই দুইটি পরস্পর-প্রত্যাশী হৃদয় সুদৃঢ় বন্ধনে আবদ্ধ হইয়া গেল। একই মাধ্যাকর্ষণ যেমন দুইটি বিভিন্ন স্রোতস্বতীকে টানিয়া টানিয়া সংযুক্ত করিয়া দেয়, তেম্‌নি সুরেশ্বরের আকর্ষণ মধ্যবর্ত্তী হইয়া এই দুইটি তরল প্রাণকে ক্রমশঃ নিকট হইতে নিকটতর করিয়া অবশেষে একেবারে এক করিয়া দিল। দুইটি ডালের দুইটি ছিন্ন-স্থল একত্র মিলিত হইলে যেমন কলমের জোড় লাগিয়া যায়, তেম্‌নি সুরেশ্বরের সদ্য-অপমানজনিত যে ক্ষত এই দুইটি তরুণীর মর্ম্মস্থলে ছিল তাহা একত্র হইবামাত্র দুইটি চিত্তকে যুক্ত করিয়া রস-প্রবহন আরম্ভ হইয়া গেল। তাই মাত্র অর্দ্ধঘণ্টা কাল পরেই এই দুইটি নবানুরাগিণীর মধ্যে নিম্নলিখিতরূপ কথাবার্ত্তা হওয়া সম্ভবপর হইল।

সুমিত্রা সন্তোষপ্রফুল্ল মুখে বলিল, "তোমাকে দেখে'ই ভাই মাধবী, এমন একটা ভালবাসা পড়ে' গিয়েছিল যে কি বল্‌ব! তাই তুমি যখন নিজের পরিচয় লুকোবার চেষ্টা কর্‌ছিলে তখন ভারি রাগ হচ্ছিল! তার পর হঠাৎ তোমার ব্রোচের উপর দৃষ্টি পড়্‌তেই সব কথা পরিষ্কার হ'য়ে গেল! কেমন! এখন জব্দ ত?"

কথাই বল্‌তে চান্ না। কিন্তু তোমাকে তাঁর এই অতিযত্নের চর্‌কাটি দেওয়াতে আমি নিঃসন্দেহে বুঝ্‌তে পেরেছি কত গভীরভাবে তিনি তোমাকে ভালোবাসেন !”

তাহার পর সহসা চর্‌কা বন্ধ করিয়া সুমিত্রাকে জড়াইয়া ধরিয়া মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, “এ কি সুমিত্রা ! তুমি কাঁদ্‌ছ কেন, ভাই ? তোমার মনে এমন দুঃখ হবে জান্‌লে আমি কখনই এ সব কথা তোমাকে বল্‌তাম না !”

এ অনুতাপ-প্রকাশে অশ্রু কিছুমাত্র বাধা না মানিয়া বাড়িয়াই গেল। তখন ব্যস্ত হইয়া মাধবী সুমিত্রাকে শান্ত করিতে লাগিল।

সুমিত্রা প্রকৃতিস্থ হইলে মাধবী আর্দ্রকণ্ঠে বলিল, “তোমার দুঃখ আমাকে জানাবে না ভাই, সুমিত্রা ?”

সুমিত্রা অশ্রু মার্জ্জিত করিয়া মৃদু হাসিয়া কহিল, “আজ তুমি প্রথম এসেছ, আজ তোমার সঙ্গে দুঃখ ভাগ করা ঠিক হবে না, ভাই। তুমি আমাকে চর্‌কা চালান শিখিয়ে দাও।”

মাধবা কিন্তু তেমন পাত্রীই নহে। ধীরে ধীরে সমস্ত কথাই সুমিত্রার নিকট হইতে জানিয়া লইল।

সমস্ত শুনিয়া চিন্তিত হইয়া মাধবী ক্ষণকাল ভাবিতে লাগিল। তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া কহিল, “নাঃ, এ কিছুতেই হ’তে দেওয়া হবে না। যদি দর্‌কার হয় বিমান-বাবুকে আমি অনুরোধ কর্‌ব যাতে তিনি তোমাকে বিয়ে কর্‌তে রাজি না হন। বিমান-বাবু ভদ্রলোক ; কখনই তিনি এ বিষয়ে অবিবেচনার কাজ কর্‌বেন না।”

সুমিত্রা উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিল, “না, না, মাধবী, বিমান-বাবুকে তুমি কোনো কথা বোলো না। তাতে খারাপ হবে।”

মাধবী বলিল, “বেশ তা হ’লে তুমি নিজে শক্ত হোয়ো। তুমি যদি

শক্ত হ'য়ে হাল ধর্‌তে পার সুমিত্রা, আমি ঠিক দাঁড় বেয়ে তোমাকে আমাদের বাড়ী নিয়ে যেতে পারি।" বলিয়া মাধবী হাসিতে লাগিল।

আরও কিছুক্ষণ কথাবার্ত্তা কহিয়া এবং চর্‌কা চালানর কৌশল সুমিত্রাকে যথাসম্ভব শিখাইয়া দিয়া মাধবী প্রস্থান করিল।

যাইবার সময়ে দুই বাহুতে সুমিত্রার গলবেষ্টন করিয়া ধরিয়া সে বলিয়া গেল, "আমি তোমার আজীবন সুখ-দুঃখের সখী হলাম, সুমিত্রা। দর্‌কার হ'লেই মনে কোরো।"

মাধবী প্রস্থান করিলে সুমিত্রার মনে হইল তাহার বদ্ধ-জমাট ঘরের জানালা খোলা পাইয়া হঠাৎ যেন বসন্তের এক ঝলক অবাধ উদ্দাম হাওয়া বহিয়া চলিয়া গেল! শুধু বহিয়াই গেল না, তাহার মন-নিকুঞ্জে সহস্র কোরক ফুটাইয়া দিয়া গেল। তাহার চিত্তবীণায় গভীর ঝঙ্কার জাগাইয়া দিয়া গেল।

অননুভূতপূর্ব্ব আবেশে সুমিত্রার মন আচ্ছন্ন হইয়া আসিল! সুরেশ্বরের নামের প্রথম অক্ষর যে তাহার নামেরও প্রথম অক্ষর, তাহা এপর্য্যন্ত এমনভাবে একদিনও মনে হয় নাই। চর্‌কার সম্মুখে বসিয়া সেই সযত্ন-খোদিত অক্ষরটির প্রতি চাহিয়া চাহিয়া সুমিত্রার মন দুলিতে আরম্ভ করিল। মনে হইল তাহা যেন শুধু বর্ণমালার একটি অক্ষরমাত্রই নহে, যেন প্রবল শক্তিসম্পন্ন কোন্ বীজমন্ত্র!

ক্ষণকাল তন্দ্রাবিমুগ্ধ থাকার পর সুমিত্রা অঞ্চলে গলদেশ বেষ্টিত করিয়া চর্‌কায় মাথা ঠেকাইয়া পুনঃ পুনঃ প্রণাম করিল; তাহার পর তাহার পড়িবার টেবিলের একধার মুক্ত করিয়া সযত্নে চর্‌কাটি তথায় উঠাইয়া রাখিল।

২১

বিমানবিহারী প্রস্থান করিলে সুরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল; তাহার পর পুনরায় ইংরেজী প্রবন্ধের প্রুফটা বাহির করিয়া দেখিতে আরম্ভ করিল। কিন্তু ইতস্ততঃ বিচরণ-শীল বিক্ষিপ্ত মনকে চেষ্টা করিয়াও কার্য্যের মধ্যে কোনো-মতে নিযুক্ত করিতে না পারিয়া বিরক্তিভরে কাগজপত্রগুলাকে ঠেলিয়া রাখিয়া দিল। ভুল সংশোধন করিতে গিয়া অন্যমনস্কতাবশতঃ দুই চারিটা নূতন ভুলই হইয়া গিয়াছিল। প্রবন্ধের একটা অংশ পাঠ করিতে করিতে রচনাটা এমন নীরস ও নিকৃষ্ট বলিয়া মনে হইল যে সুরেশ্বরের একবার ইচ্ছা হইল প্রবন্ধটা ছিঁড়িয়া ফেলিয়া দেয়; কিন্তু দুইদিন পরের সংবাদপত্রের জন্য প্রবন্ধটা নির্দ্দিষ্ট হইয়া রহিয়াছে বলিয়া ছিঁড়িতে পারিল না।

মাধবী ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর গৃহ হইতে বাহির হইয়া পড়িল এবং সংবাদপত্রের কার্য্যালয়ে উপস্থিত হইয়া সম্পাদকের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া তাহার প্রবন্ধ ও প্রুফ্ ফেরৎ দিল।

সম্পাদক সসম্মানে সুরেশ্বরকে বসাইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "সবটা দেখা হ'য়ে গিয়েছে ?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, "না, সবটা দেখ্‌তে পারিনি; খানিকটা বাকি আছে। সেটা আপনি দেখে' দেবেন।"

"কিছু বদ্‌লাবার আছে কি ?"

"না, তা কিছু নেই।" তাহার পর একটু চিন্তা করিয়া কহিল, "দেখুন, আমার এ প্রবন্ধটা তেমন ভাল হয়নি। এটা না ছাপ্‌লে কি চল্‌বে না ?"

সম্পাদক ব্যগ্র হইয়া কহিলেন, "না। তা কি করে' চল্‌বে? এ প্রবন্ধের জন্যে পরশুর কাগজে দু কলম জায়গা রাখা আছে। তা ছাড়া প্রবন্ধ ত খুব ভালই হয়েছে।"

মনে মনে বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "বেশ, তা হ'লে ছাপুন।"

সংবাদপত্র-কার্য্যালয় হইতে নির্গত হইয়া সুরেশ্বর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাহার তাঁতঘরে উপস্থিত হইল। একটা ভিন্ন সব তাঁতগুলাই তখন বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। সুরেশ্বর ঘুরিয়া ঘুরিয়া তাঁতগুলা দেখিতে লাগিল।

অধিকাংশ তাঁতেই শাটী প্রস্তুত হইতেছে দেখিয়া মনে মনে ঈষৎ বিরক্ত হইয়া সে কহিল, "সব তাঁতেই শাড়ী চড়িয়েছে কেন? বাংলা দেশের পুরুষমানুষেরা কি ধুতি পরা ছেড়ে দিয়েছে?"

সুরেশ্বরের ভৎ‍সনা শুনিয়া অতুল অগ্রসর হইয়া আসিয়া নম্রকণ্ঠে কহিল, "এ সব শাড়ীই ত আপনার হুকুমে চড়ান হয়েছে বাবু? মথুরের নক্‌সা আর উপদেশ-মত এগুলোতে পাড় তোলা হচ্ছে।"

মথুর ঢাকা হইতে আনীত নূতন তাঁতী।

এই মৃদু প্রতিবাদে প্রকৃত কথা স্মরণ হওয়ায় সুরেশ্বর মনে মনে অপ্রতিভ হইল। কয়েকদিন পূর্ব্বে, আকাশের স্বচ্ছ নীলিমায় নবসূর্য্য-রক্তিমা-প্রবেশের মত, তাহার স্বদেশপ্রেম ও স্বদেশসেবার মধ্যে সুমিত্রা-জনিত নূতন উদ্দীপনার সঞ্চার হওয়ার পর কেমন করিয়া তাহার প্রত্যক্ষ অনুভূতির অগোচরে একে একে অধিকাংশ তাঁতে ধুতির স্থান শাটী অধিকার করিয়াছে তাহা তাহার মনে পড়িল। মনে পড়িল, বিগত তিন-চার দিবসের মধ্যে যখনই কোন একটা তাঁত মুক্ত হইয়াছে প্রয়োজন-অপ্রয়োজনের হিসাব না করিয়া নূতন নক্‌সার পাড় করাইবার আগ্রহে সে তাহাতে শাটী চড়াইবার আদেশ দিয়াছে।

সে-সকল কথা স্মরণ হওয়ায় এই অকারণ অন্যায় তিরস্কারের জন্য

মনে মনে অপ্রতিভ এবং বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "আচ্ছা, যা হয়েছে তা হয়েছে ; এখন থেকে আগেকার হিসাবে ধুতি আর শাড়ী করবে।"

এ আদেশে অতুল মনে মনে সন্তুষ্ট হইয়া বলিল, "যে আজ্ঞে।" ধুতি উপেক্ষা করিয়া শাটী প্রস্তুত করিবার বিষয়ে এই অপরিমিত উৎসাহ তাহার মনঃপুত ছিল না।

মথুর অগ্রসর হইয়া বলিল, "বাবু, মিহি সূতো অনেকটা জমা হ'য়ে গিয়েছে। আপনি বলেছিলেন শাড়ীর পাড়ের প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দেবেন।'

বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর রুক্ষস্বরে বলিল, "আমিই যদি পছন্দ করে' দোবো তা হ'লে তোমাকে এত মাইনে দিয়ে ঢাকা থেকে আনলাম কেন?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মথুর সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু বাবু, আপনিই ত আদেশ করেছিলেন যে আপনি প্যাটার্ণ পছন্দ করে' দিলে তবে মিহি সূতো তাঁতে চড়বে!"

সুরেশ্বর নরম হইয়া বলিল, "সে আমার আর সময় হবে না মথুর। তুমি নিজেই বাজার-পছন্দ কয়েকরকম প্যাটার্ণের পাড় করে' নিয়ো।"

মথুর বলিল, "যে আজ্ঞে, তাই' করে নেব।" তাহার পর একটু ইতস্ততঃ করিয়া মৃদুকণ্ঠে বলিল, "আর একজোড়া যে ফরমাইস ছিল সুমিত্রা দেবীর নামলেখা? সেটা হবে কি?"

সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইয়াছিল, মথুরের প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া একটু চিন্তা করিয়া বলিল, "একজোড়ার দরকার নেই, তবে একখানা দরকার হ'তে পারে। একখানা বেশ ভাল-ধরে' করে' রেখো।"

"যে আজ্ঞে।"

আরও কিছুক্ষণ ঘুরিয়া ফিরিয়া দেখিয়া, ও কয়েকটা প্রয়োজনীয়

ব্যাপারে উপদেশ দিয়া সুরেশ্বর গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিল। তখন সন্ধ্যা হইয়া গিয়াছিল।

মাধবী ফিরিয়া আসিয়া পর্য্যন্ত সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাতের জন্য ব্যগ্র হইয়া ছিল। সুমিত্রাকে চর্‌কা দিয়া আসিয়াছে সুরেশ্বরকে সে-সংবাদ দিবার অধীরতা ত ছিলই, তাহা ছাড়া সুমিত্রার সহিত তাহার যে কথোপকথন হইয়াছিল তাহা জানাইবার আগ্রহও কম ছিল না।

কিন্তু সুরেশ্বরের সহিত সাক্ষাৎ হইলে সে যখন তাহার সে দিনের অভিযানের বিস্তারিত বিবরণ দিতে উদ্যত হইল তখন সুরেশ্বর তাহাকে বাধা দিয়া বলিল, "আজ নয় মাধবী, কাল বলিস্, সব শুন্‌ব। আজ একটু ব্যস্ত আছি।"

এ বিষয়ে সুরেশ্বরের এরূপ অনাগ্রহ দেখিয়া বিস্মিত হইয়া মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কিসে ব্যস্ত দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কোনো কাজ নিয়ে ব্যস্ত নই,—এম্‌নি মনে-মনে একটু ব্যস্ত আছি। কাল সব শুন্‌ব। চর্‌কাটা দিয়ে এসেছিস্ ত?"

সমস্ত কাহিনীটা বাদ দিয়া শুধু সংবাদটুকু দিতে মাধবী ব্যথিত হইল। ক্ষুণ্ণস্বরে বলিল, "তা ত দিয়ে এসেছি, কিন্তু কথা যে অনেক ছিল।"

"সে-সব কাল শুন্‌ব, মাধবী" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

রাত্রে বহুক্ষণ জাগিয়া সুরেশ্বর নানাপ্রকার কার্য্যে ব্যাপৃত রহিল। কয়েকখানা প্রয়োজনীয় চিঠি লিখিবার ছিল, সেগুলা লিখিয়া শেষ করিল; তাঁতশালা এবং অপর দুই-একটা বিষয়ের হিসাব দেখিবার ছিল; সেগুলি একে একে মিলাইয়া দেখিয়া রাখিল; এবং একটা প্রবন্ধের শেষাংশ লিখিতে বাকি ছিল, তাহাও লিখিয়া ফেলিল।

সন্ধ্যার পূর্ব্বে সুরেশ্বর কোন কার্য্যেই মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না, কিন্তু রাত্রে এ কার্য্যগুলি সে নিরুপদ্রবে সম্পন্ন করিল। অতর্কিতে

দমকা-ঝড়-খাওয়া নৌকার মতো নিরুপায় ভাবে তাহার যে মন ভাসিয়াই চলিয়াছিল ক্ষণকালের জন্য তাহা হালের ও পালের অধীনতায় ফিরিয়া আসিয়াছিল। কিন্তু দীপ নিভাইয়া শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করিবা মাত্র পুনরায় তাহা আবর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া পাক খাইতে আরম্ভ করিল।

মনে হইতেছিল যেন মস্ত একটা ক্ষতি হইয়া গিয়াছে, কিন্তু কোন্ দিক্ দিয়া, কেমন করিয়া যে তাহা হইয়া গেল, তাহা কিছুতেই নির্ণীত হইতেছিল না! যে বস্তু কখনও অধিকারের অন্তর্গত হয় নাই তাহা হইতে অধিকারচ্যুতির কোন কথা উঠিতে পারে না, কিন্তু তথাপি অধিকারচ্যুতির এ বেদনা কেমন করিয়া হৃদয় জুড়িয়া জাগিল তাহা সুরেশ্বরের নিকট অভেদ্য রহস্যের মত মনে হইতেছিল। যুক্তি, কারণ, বিচার ও বিতর্ক বর্জ্জিত ক্ষতিবোধের এই অর্থবিহীন পীড়া তাহার ন্যায়নিষ্ঠ সবল চিত্তকে একই মাত্রায় বিক্ষুব্ধ এবং বিরক্ত করিতে লাগিল। সে তাহার হৃদয়ের সমস্ত শক্তি এবং বুদ্ধি সঞ্চয় করিয়া এই অসঙ্গত ক্ষোভের হস্ত হইতে পরিত্রাণ লাভের জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল; কিন্তু নিমজ্জমান ব্যক্তি যেমন ভাসিয়া উঠিবার জন্য যতই চেষ্টা করে ততই ডুবিতে থাকে, তেম্‌নি সুরেশ্বর তাহার দুরপনেয় মানসিক সঙ্কট হইতে মুক্ত হইবার জন্য যতই নিজেকে সবল করিয়া তুলিবার চেষ্টা করিতে লাগিল ততই ক্রমশঃ বল হারাইতে লাগিল।

প্রত্যুষে সুরেশ্বরের নিদ্রাভঙ্গ হইল। ঘরের একটা জানালা উন্মুক্ত ছিল; দেখিল—সেখান দিয়া ঊষার স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলোকধারা প্রবেশ করিয়া সমস্ত ঘরখানি ভরিয়া গিয়াছে। সে তাড়াতাড়ি শয্যাত্যাগ করিয়া বাকি জানালাগুলা খুলিয়া দিয়া বসিল।

নিদ্রাভঙ্গের পর সে অনেকটা সুস্থ বোধ করিতেছিল; তৎপরে প্রভাতের সুনির্ম্মল শীতলতায় কিছুক্ষণ ধরিয়া স্নাত হওয়ার পর সে তাহার হৃদয়ের অপহৃত শক্তিগুলি একে একে ফিরিয়া পাইতে লাগিল। কাল যাহা জ্বলিয়া পুড়িয়া শেষ হইয়া গিয়াছিল, আজ তাহারই ভস্ম লেপন করিয়া তাহার বৈরাগ্য-বিকল মন এই হিম-স্নাত প্রভাত-আলোকের উপর ভর দিয়া সারা বিশ্বময় ছড়াইয়া পড়িবার জন্য উদ্যত হইয়া উঠিল! যে বিফলতা ধূম্রের আকার ধারণ করিয়া কাল সমস্ত চিত্ত নিবিড় কালিমায় লেপন করিয়াছিল আজ তাহা সফলতার মেঘরূপে বৃষ্টি ধারায় নামিবার উপক্রম করিল!

ক্ষণপরে নিত্য নিয়ম-অনুসারে সূতা কাটিবার জন্য সুরেশ্বর চর্‌কা-ঘরে প্রবেশ করিয়া দেখিল মাধবী তাহার পূর্ব্বেই তথায় উপস্থিত হইয়াছে।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া মাধবী বলিল, "আজ শুন্‌বে ত, দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "কাল রাত্রে তোর ঘুম হয়েছিল, মাধবী?"

সুরেশ্বরের কথায় হাসিয়া ফেলিয়া মাধবী কহিল, "ভাল হয়নি।" তাহার পর তাহার হাস্যোদ্ভাসিত মুখ সুরেশ্বরের প্রতি উত্থিত করিয়া কহিল, "তোমারই কি হয়েছিল?"

সুরেশ্বরের যে ঘুম হয় নাই, তাহা অবিসংবাদী সত্য, কিন্তু কি কারণে

হয় নাই তাহা প্রকাশ না করিয়া সে স্মিতমুখে বলিল, "সুমিত্রাদের বাড়ী তুই কি কাণ্ড করে' এসেছিস্, সে ভাবনায় আমার কাল রাত্রে ঘুম না হবার কথাই ছিল।"

মাধবী স্মিতমুখে কহিল, "কিন্তু যে কাণ্ড করে' এসেছি তা শুন্‌লে আজ রাত্রেও তোমার ঘুম হবে না ;—তবে ভাবনায় নয়, নির্ভাবনায় !"

মাধবীর এ আশ্বাসে সুরেশ্বর কিছুমাত্র আশ্বস্ত হইল না। সশঙ্কিত হইয়া শুষ্কমুখে সে কহিল, "কি করে' এসেছিস্, মাধবী ?"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "ভয় পেয়ো না, ভয় পাবার মতো কিছু করিনি। যা করেছি ভালই করেছি।"

তাহার পর, সুমিত্রাদের বাড়ী যেমন যেমন ঘটিয়াছিল, আনুপূর্ব্বিক সমস্ত কথা মাধবী সুরেশ্বরকে শুনাইল।

সকল কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে মাধবীর প্রতি চাহিয়া রহিল ; তাহার পর ব্যথিত গভীর-কণ্ঠে কহিল, "যা হবার, তা দেখ্‌ছি কেউ আট্‌কাতে পারে না ! কাল যদি তোকে পাঠাতে আধঘণ্টা দেরী করি মাধবী, তা হ'লে আর কোন অনিষ্ট হয় না !"

মাধবী সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিস্মিত হইয়া কহিল, "অনিষ্ট আবার কা'র কি হ'ল, দাদা ?"

সুরেশ্বর বিরক্তি-বিরূপকণ্ঠে কহিল, "কতকগুলো অন্যায় কথা বলে' সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছিস্ ত !"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "ও এই কথা ? আচ্ছা, কখন যদি সুমিত্রার সঙ্গে দেখা হয় তা হ'লে তাকেই জিজ্ঞাসা কোরো যে তাঁর অনিষ্ট করেছি কি ইষ্ট করেছি। কিন্তু এখনও তার কোন ইষ্টই করতে পারিনি ! যেদিন তোমার সঙ্গে-

মাধবীকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর অপ্রসন্নকণ্ঠে

বলিয়া উঠিল, "অন্যায়! ভারি অন্যায়, মাধবী! তুই একেবারে ছেলেমানুষ! কোন্ কথা কখন্ বলা যায়, আর কখন্ বলা যায় না, তাও কি বুঝিস্‌নে?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "তা বুঝি কি বুঝিনে, বল্‌তে পারিনে। কিন্তু অন্যায় যদি হয় ত' সে কার অন্যায় দাদা? আমার?—না, সুমিত্রার? সে যদি নিজ মনে তোমাকে—" বাকি কথা মাধবীর মুখ হইতে নির্গত হইল না; কতকটা লজ্জায় এবং কতকটা কৌতুকে সে হাসিয়া ফেলিল।

সুরেশ্বর উৎকণ্ঠা-গভীরস্বরে কহিল, "কাল এইরকম যা'-তা' কথা বলে' সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছিস্; আজ আবার সেইরকম করে' আমার অনিষ্ট কর্‌বার ফন্দিতে আছিস্? এ বাস্তবিকই ভাল নয়, মাধবী!"

এবার মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে দৃপ্তকণ্ঠে বলিল, "অনিষ্ট, অনিষ্ট তুমি যে কি বল্‌ছ আমি তা কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে, দাদা! সুমিত্রার ইচ্ছার বিরুদ্ধে বিমান-বাবুর সঙ্গে সুমিত্রার বিয়ে হ'লে সুমিত্রারই ইষ্ট হবে, না তোমারই ইষ্ট হবে?"

মাধবীর এই কঠিন প্রশ্নে সুরেশ্বর প্রথমে বিমূঢ় হইয়া গেল। তাহার পর দ্বিধা-শিথিল কণ্ঠে কহিল, "ইষ্ট যে হবে না, তা কি করে' বল্‌ছিস্, মাধবী? কিসে ইষ্ট হবে আর কিসে অনিষ্ট হবে তা চট্ করে' ঠিক্ করে ফেলা কি সহজ কথা রে?"

সুরেশ্বরের এই অতর্কিত শিথিল তর্কে সুবিধা পাইয়া মাধবী দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা-ই যদি, তবে তুমি এতক্ষণ ইষ্ট আর অনিষ্টের কথা তুলেছিলে কেন? কি করে' তুমি বল্‌ছিলে যে কাল আমি সুমিত্রার অনিষ্ট করে' এসেছি, আর আজ তোমার অনিষ্ট কর্‌বার চেষ্টা কর্‌ছি?"

মাধবীকে সুরেশ্বর নিরস্ত করিতেই চেষ্টা করিতেছিল, কিন্তু তর্কের সুযোগে মাধবী এমন একটা সুবিধাজনক স্থান অধিকার করিল যে তাহাকে প্রতিরোধ করা সুকঠিন হইয়া দাঁড়াইল। ইষ্ট অনিষ্টের রহস্য ভেদ করা

যে কঠিন তাহা সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে স্বীকার করিবার পর আর সে কথা দিয়া মাধবীকে শাসন করিবার উপায় রহিল না। তাই সুরেশ্বর তর্কের পথ পরিত্যাগ করিয়া, অনুরোধের দ্বারা মাধবীকে শান্ত করিতে উদ্যত হইল। বলিল, "মানুষের সুখদুঃখ এমন জটিল বিধি-নিয়মে চলে যে তার উপর কোনোরকম জোরজবরদস্তি করতে নেই, মাধবী! সহজে, আপনা-আপনি, যা গড়ে' ওঠে সেইটেই আসল জিনিষ, আর তাই থেকেই শুভ ফল পাওয়া যায়।"

একথায় মাধবী কিছুমাত্র নিরুৎসাহিত না হইয়া বলিল, "তাই যদি, তা হ'লে সুমিত্রার মা'র জবরদস্তিতে কি শুভ ফল পাওয়া যাবে বল দেখি?"

সুরেশ্বর বলিল, "শুধু সুমিত্রার মার জবরদস্তির কথাই ভাবছিস্ কেন, মাধবী? এর মধ্যে বিমান তার সুখদুঃখ আশা-আকাঙ্ক্ষা নিয়ে জড়িয়ে আছে। বিমানকে একেবারে ভুলিসনে!"

মাধবী সজোরে বলিল, 'বিমান-বাবুকে ভুল্‌ব না, কিন্তু সুমিত্রাকে ভুলে' যাব? তার বুঝি কোন আশা-আকাঙ্ক্ষা, সুখদুঃখ নেই? তার পর তোমার কথাও ভুলে যাব, মনে রাখ্‌ব শুধু বিমান-বাবুর সুখদুঃখের আর সুমিত্রার মার সাধ-আহ্লাদের কথা!"

সুমিত্রার কথায় চকিত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর বলিল, "তোর বড় আস্পর্দ্ধা হয়েছে, মাধবী! তুই আমাকেও এর মধ্যে এমন করে' জড়িয়েছিস্ কেন বল দেখি?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে সামান্য প্রশমিত হইয়া মাধবী কহিল, "রাগ কোরোনা দাদা, কিন্তু এ ব্যাপার থেকে তুমি দূরে সরে' দাঁড়ালে চল্‌বে না। সুমিত্রা আমার কাছ থেকে কাল যে আশ্বাস পেয়েছে তা যেন একেবারেই মিথ্যা না হয়। আমার কথা বিশ্বাস কর, বিমান-বাবুর সঙ্গে তার বিয়ে হ'লে তুমি যে শুভ ফল বলছিলে তা ফল্‌বে না। জুলুম

জবরদস্তি যদি বাস্তবিকই অন্যায় হয় তা হ'লে জবরদস্তি থেকে সুমিত্রাকে রক্ষা কর! একবার তাকে গুণ্ডার হাত থেকে বাঁচিয়েছিলে, এবার তাকে তার মার হাত থেকে বাঁচাও!"

মাধবীর এই সনির্বন্ধ সকাতর প্রার্থনায় সুরেশ্বর মনে মনে বিচলিত না হইয়া থাকিতে পারিল না। কিন্তু তখনি নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া বলিল, "না মাধবী, আমি এর মধ্যে নিজেকে জড়াব না। তুইও একেবারে এ ব্যাপার থেকে তফাৎ হ'য়ে থাকিস। সাপ নিয়ে খেলানর চেয়ে মানুষ নিয়ে খেলা করা অনেক বিপজ্জনক। জয়ন্তী, সুমিত্রা আর বিমান এ তিনজন মানুষকে খেলান আমার কাজ নয়। এ অকাজের চর্চ্চায় আর সময় নষ্ট না করে' আয় আমাদের যা কাজ তা একটু করি।"

তাহার পর উপস্থিতের মতো এ প্রসঙ্গ বন্ধ রাখিয়া ভ্রাতাভগিনী দুইজনে দুইখানি চর্‌কা লইয়া সুতা কাটিতে আরম্ভ করিল।

২৩

একদিন প্রত্যুষে সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চর্‌কাঘরে বসিয়া চর্‌কা কাটিতেছিল, এমন সময়ে পথে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর, বাড়ী আছ ?"

সুরেশ্বর উঠিয়া জানালা দিয়া মুখ বাড়াইয়া দেখিয়া বিস্মিত হইল। দেখিল সজনীকান্ত পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে।

তাড়াতাড়ি নামিয়া গিয়া বৈঠকখানার দ্বার খুলিয়া সুরেশ্বর সজনীকান্তকে সযত্নে ভিতরে আনিয়া বসাইল।

"কবে এলেন ?"

সজনীকান্ত একমুখ হাসিয়া কহিল, "এলাম ছুটি হ'তেই, কাল বিকালে এসেছি। তার পর, তুমি আর আমাদের ওখানে যাও না কেন বল দেখি ? আছ কেমন ? শরীর কিছু খারাপ নেই ত ?"

সজনীকান্তের প্রশ্নের প্রথমাংশের কোনো উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, শরীর ভালই আছে।"

"শরীর ভাল আছে, তা হ'লে যাও না কেন ?"

সোজাসুজি কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "আপনি ত সবে কাল এসেছেন, তা হ'লে কি করে' জান্‌লেন যে আমি যাইনে ?"

ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বেগের সহিত সজনীকান্ত বলিল, "একটা জেলার লোক নিয়ে কার্‌বার করি, আর এইটুকু বুঝ্‌তে পার্‌ব না ? তুমি কি মনে কর আমরা সব কথা শুনেই বুঝি ?—না, দেখেই বুঝি ?" বলিয়া সজনীকান্ত সপুলক অহঙ্কারের সহিত সুরেশ্বরের দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া রহিল।

সজনীকান্তের এই আত্মাভিমানে সবিশেষ পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "তা হ'লে, কেন যাইনে, তা-ই বা আমাকে জিজ্ঞাসা কর্‌ছেন কেন ? তা-ও ত আপনি না শুনে'ই বুঝে' নিতে পারেন ?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সজনীকান্তের অধরোষ্ঠে গর্ব্বের কঠোর হাস্যরেখা ফুটিয়া উঠিল। বলিল, "তা'-ই বুঝ্তে পারিনি, মনে কর্ছ নাকি? কেন যাও না, বল্বব, শুন্বে?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমি ত জানি-ই, আমাকে আর বলে' কি হবে?"

সজনীকান্ত কিন্তু সুরেশ্বরের এ অনাগ্রহ-প্রকাশে নিবৃত্ত না হইয়া সদর্পে কহিল, "দিদির দুর্ব্যবহারের জন্য যাও না। বল, ঠিক বলেছি কি না?"

সুরেশ্বরের মুখ নিমেষের জন্য রঞ্জিত হইয়া উঠিল। মুহূর্ত্তকাল নীরব থাকিয়া সে শান্ত সুদৃঢ়স্বরে বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর্বেন সজনী-বাবু, আমি এসব আলোচনায় যোগ দিতে অক্ষম!"

সজনীকান্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তুমি ভদ্রলোক, তুমি একথা মুখের কথায় স্বীকার কর্বে না তা আমি জানি। কিন্তু মনে মনেই বুঝ্তে পারছ, আমি ঠিক বলেছি কি না। তা বলে' যেন মনে কোরো না যে কেউ আমাকে এ কথা বলেছে তবে আমি জেনেছি। আমরা হাকিম চরিয়ে খাই, সুরেশ্বর! বুঝ্লে? ডান হাত পাতি ডিক্রীদারের কাছে, বাঁ হাত পাতি দেন্দারের কাছে, আর চোখ রাখি হাকিমের উপর!"

সজনীকান্তের এই যুক্তি ও যোজনা-বিহীন আস্ফালনের কোনো প্রতিবাদ না করিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্ত বলিতে লাগিল, "পূজোর ছুটিতেই যাবার সময়ে দিদির একটু ভাবান্তর দেখে গিয়েছ্লাম। এবার এসে তোমাকে দেখতে না পেয়ে তোমার কথা জিজ্ঞাসা করায় আসল কথাটা কেউ বল্লে না। দিদি বল্লেন, 'কেন আসে না তা বলতে পারিনে', সুমিত্রা বল্লে 'কেন আসেন না সে কথা বল্বার মত নয়', আর ঘোষ-মশায় বল্লেন 'কেন

আসে না সে-কথা না বলাই ভাল।' কিন্তু শাক দিয়ে কি আর মাছ ঢাকা দেওয়া যায়, সুরেশ্বর ? আসল কথাটা আমি ধর্‌তে পেরেছি কি না তুমিই তার সাক্ষী !" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবারও সুরেশ্বর কোনো কথা না বলিয়া মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া সজনীকান্ত বলিয়া উঠিল, "কিন্তু যাই বল সুরেশ্বর, তোমার উপর দিদির রাগ হ'তেই পারে ! আহা বেচারী কত কষ্ট করে' একটি হাকিম পাত্র জুটিয়েছে, আর তুমি মেয়েটির কানে কি-এক মন্তর ঝেড়ে দিয়ে একেবারে বিষম গোলযোগ বাধিয়েছ। যে ছিল ছেলে-বেলা থেকে পুরোদস্তুর মেম-সাহেব, সে হ'য়ে গেল একেবারে যোগিনী ! পিয়ানো আর হার্মোনিয়ম্ বাজিয়ে বাজিয়ে যে লোকের কান ঝালাপালা করে' দিত সে এখন দিনরাত একটা চর্‌কা নিয়ে বসে' চরোর চরোর কর্‌ছে। দিদি ত ক্ষেপে ওঠ্‌বার মত হয়েছেন ! আমার মনে হয় রোজ সকালে অন্ততঃ একবার করে' তোমাকে অভিশাপ না দিয়ে দিদি বোধ হয় জলস্পর্শ করেন না।" বলিয়া সজনীকান্ত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তের মুখে সুমিত্রার বর্ণনা শুনিয়া সুরেশ্বরের যত্নাবরুদ্ধ হৃদয় নিমেষের জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি সে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া স্মিতমুখে কহিল, "তার জন্য আর আপনার দিদির বিশেষ করে' দোষ কি বলুন ? দেশের আর বিদেশের সমস্ত লোকই ত প্রত্যহ অপরিমিত পরিমাণে ও-জিনিষটা আমাদের দিচ্ছে।"

সজনীকান্ত বলিল, "দেবে না কেন, সুরেশ্বর ? তোম্‌রা যে দেশের সমস্ত লোককেই পাকে জড়িয়েছ ! চাক্‌রের চাকরী, উকিলের ওকালতী, ব্যবসাদারের বাণিজ্য, মাতালের মদ, কোন্ বিষয়ে তোমরা হস্তারক হওনি বলো ? এমন কি বিয়ের পাত্রীটি পর্য্যন্ত তোমাদের জুলুম থেকে রক্ষা পেলে না।" বলিয়া সজনীকান্ত উচ্চস্বরে হাসিতে লাগিল।

সজনীকান্তের শেষ কথায় সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু হাস্যটুকু, দিনান্তকালীন সূর্য্যাস্ত-প্রভার মত, দেখিতে দেখিতে মিলাইয়া গেল। কথাটার সত্য মিথ্যা পরীক্ষা না করিয়াই এই কথা ভাবিয়া তাহার মন একটা অপরিসীম ক্ষোভে ভরিয়া উঠিল যে যেমন করিয়াই হউক বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে আবির্ভূত হইয়া সে একটা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছে। ইহার জন্য সে স্বয়ং কতটা দায়ী, কার্য্য-কারণের মধ্যে তাহার কতখানি যোগ আছে, সমগ্র ব্যাপারটার লাভলোক্‌সান, ন্যায়-অন্যায়ের কি হিসাব, এসকল বিচারের মধ্যে প্রবেশ করিতে তাহার একেবারেই প্রবৃত্তি হইল না; শুধু, যাহা একান্ত সত্য, ঘটনারূপে যাহা অনুপেক্ষণীয়, তাহারই কথা মনে করিয়া সুরেশ্বর অন্তরের মধ্যে একটা দুঃসহ গ্লানি ভোগ করিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া সজনীকান্ত সহাস্যমুখে বলিল, "রাগ কর্‌লে নাকি হে সুরেশ্বর? তুমি মনে কিছু কোরো না, আমি পরিহাস কর্‌ছিলাম।"

সুরেশ্বর ফিকা হাসি হাসিয়া কহিল, "না, না, রাগ কর্‌ব কেন? দুঃখিত হবার কথায় রাগ কর্‌লে চল্‌বে কেন?"

সজনীকান্ত সুরেশ্বরকে প্রবোধ দিবার অভিপ্রায়ে বলিল, "দুঃখিত হবার কথাই বা কি করে'? মা যদি নিজের মেয়েকে সাম্‌লাতে না পারে তা হ'লে তুমিই বা কি কর্‌বে আর আমিই বা কি কর্‌ব বলো?"

এ আলোচনা আর অগ্রসর হইতে না দিবার অভিপ্রায়ে সুরেশ্বর বলিল, "তা বটে।"

"সুরেশ্বর, আমার একটা অনুরোধ রাখ্‌বে?"

কৌতুহলাক্রান্ত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "কি বলুন?"

"আজ সন্ধ্যাবেলা একবার আমাদের বাড়ী বেড়াতে যাবে?"

"আপনি ত জানেন আমি আজকাল আপনাদের বাড়ী যাইনে।"

"প্রতিজ্ঞা করে' নাকি ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "প্রকাশ্যভাবে এমন কিছু প্রতিজ্ঞা করিনি ; কিন্তু প্রতিজ্ঞা না করে'ও ত অনেক কাজই কর্ম্মি, আর করিনে।"

এ-উত্তরে অকারণ আশান্বিত হইয়া সজনীকান্ত নির্ব্বন্ধসহকারে বলিল, "তা হ'লে যদি বিশেষ আপত্তি না থাকে ত আজ একবার যেয়ো না ?"

সুরেশ্বর তেম্‌নি স্মিতমুখে বলিল, "আপত্তি শুধু ত আমারই নয় ; অন্যলোকেরও আপত্তি থাক্‌তে পারে ত ?"

সজনীকান্ত ব্যগ্রভাবে কহিল, "তা যদি বল ত আমার খুব বিশ্বাস তুমি গেলে কেউ আপত্তি কর্‌বে না। সুমিত্রা ত বরং খুসীই হবে।"

সজনীকান্তের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর ধীরে ধীরে মাথা নাড়িয়া বলিল, "আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন সজনীবাবু, আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে ঠিক বোঝেন না। আমি গেলে তিনি কখনই খুসী হবেন না ; আর তা যদি হন তা হ'লে আমি তাতে দুঃখিতই হব !"

সজনীকান্ত বিমূঢ়ভাবে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আমাকেও তুমি ক্ষমা কোরো সুরেশ্বর, শুধু সুমিত্রাকে কেন, তোমাকেও আমি ঠিক বুঝিনে! তুমি গেলে, সুমিত্রা খুসী হ'লে তুমি দুঃখিত হবে, আর সুমিত্রা দুঃখিত হ'লে তুমি খুসী হবে, এসব গোলমেলে কথার মানে আমি যদি কিছুমাত্র বুঝ্‌তে পারি! তোমার শিষ্যাটিও ঠিক তোমারই মত হেঁয়ালীতে কথা কইতে শিখেছে। তার কথা যেন আরও গোলমেলে! তুমি আর যাও না শুনে কাল যখন বল্‌লাম যে তোমাকে আজ ধরে' নিয়ে যাব, তখন সুমিত্রা কি বল্‌লে শুন্‌বে ?"

সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ আরক্ত হইয়া উঠিল। সে অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়াই ধীরে ধীরে বলিল, "আন্দাজি কথা না বলাই ভাল। যা আপনি নিজে ঠিক বুঝ্‌তে পারেননি তা বল্‌তে গিয়ে ভুল কর্‌তে পারেন।"

সজনীকান্ত হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা বড় মিছে বলনি। তোমাদের কথার অর্থ বোঝাই ভার। আচ্ছা, সেকথা না হয় যাক। তোমাকে যেতে বল্‌ছিলাম কেন তা জান, সুরেশ্বর ?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া বলিল, 'না, তা' ত জানিনে।"

সজনীকান্তের মুখে সকৌতুক হাস্য ফুটিয়া উঠিল। "যশোর থেকে সের পাঁচেক ছানাবড়া এনেছি,—খেয়ে দেখ্‌তে কেমন জিনিষ।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "যখন যত্ন করে' সেখান থেকে নিয়ে এসেছেন তখন বুঝ্‌তেই পার্‌ছি খুব ভাল জিনিষ।"

প্রসন্ন গম্ভীর-কণ্ঠে সজনীকান্ত বলিল, "কত দাম পড়েছে জান ?"

সুরেশ্বর একটু ভাবিয়া বলিল, "দশ-বারো টাকা হবে।"

"একটি পয়সা নয়, অথচ জিনিষ একেবারে পয়লা কোয়ালিটির !" বলিয়া সজনীকান্ত মুগ্ধ অপলক নেত্রে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া রহিল।

সুরেশ্বর ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার কথা হেঁয়ালী বলে' অনুযোগ কর্‌ছিলেন, কিন্তু আপনার কথা যে দুর্ভেদ্য হেঁয়ালী ! পাঁচ সের ছানাবড়ার এক পয়সাও দাম নয়। এ কি করে' হয় ?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া উচ্ছ্বসিত রবে হাসিয়া উঠিয়া সজনীকান্ত বলিল, "এই বোঝ ! অথচ হয় খুব সহজেই। একজন ময়রার একটা ডিক্রি জারী করাবার আছে ; তাকে বল্‌লাম যে বড়দিনের ছুটিতে বোনের বাড়ী যাব কিছু ছানাবড়া চাই। ব্যস্‌, একেবারে নগদ পয়সা দিয়ে হাঁড়ি কিনে পাঁচ সের ছানাবড়া বাড়ী পৌঁছে দিয়ে গেল ! কি বল্‌ব সুরেশ্বর, ডিক্রি ডিস্‌মিসের ক্ষমতাটাও যদি হাতে থাক্‌ত তা হ'লে আর ছানা-বড়া নয় একেবারে সোনার বড়া আদায় কর্‌তাম।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বর বলিল, "বড় ক্ষমতার একটা আবার অসুবিধা আছে যে যথেচ্ছা

তা ব্যবহার চলে না। যেমনভাবে যখন ইচ্ছে ছড়ি ঘুরিয়ে বেড়িয়ে বেড়ানো চলে, কিন্তু তরোয়ালকে অধিকাংশ সময় সাবধানে খাপে পুরে' রাখ্‌তে হয়।"

সজনীকান্ত হাসিয়া বলিল, "তা বটে; কিন্তু ঝোপ বুঝে' কোপ দিতে পার্‌লে তরোয়াল একবার খাপ থেকে বার কর্‌লেই দিন কিনে নেওয়া যায়!"

উপমায় পরাজিত হইয়া সুরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে লাগিল।

"ছানাবড়া দু'চারটে খেলে খুসী হ'তে, সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "কি কর্‌ব বলুন, কপালে না থাক্‌লে আর কেমন করে' হয়?"

ছানাবড়া খাইবার জন্য সুমিত্রাদের বাটী যাইতে সুরেশ্বরকে কোনও-প্রকারে সম্মত করিতে না পারিয়া সজনীকান্ত উঠিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হ'লে আর কি হবে, আমি চল্লাম।"

সুরেশ্বর সজনীকান্তের গতি রোধ করিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "তা হবে না, সজনী-বাবু; দয়া করে' যখন পায়ের ধূলো দিয়েছেন তখন একটু মিষ্টি-মুখ কর্‌তেই হবে।"

সজনীকান্ত মাথা নাড়িয়া সবেগে বলিল, "বেশ লোক ত তুমি! তুমি নিজে যখন খাবে না আমাদের ওখানে, তখন আমিই বা তোমাদের বাড়ী কেন খাব?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "সেইজন্যই ত আপনার আমাদের বাড়ী আরও খাওয়া উচিত। নইলে মনে হবে যে আপনি রাগ করে' খেলেন না।"

এবারে অবশেষে সুরেশ্বরেরই জয় হইল। কিছুক্ষণ বাদানুবাদের পর সজনীকান্ত জলযোগ করিতে সম্মত হইল।

আহার করিতে করিতে সজনীকান্ত বলিল, "এবার আর এখানে ভাল লাগ্‌ছে না, সুরেশ্বর। বাড়ীতে আমোদ-আহ্লাদের নাম-গন্ধ নেই। ঘোষ-মশায় ত গীতা আর উপনিষদের মধ্যে এমন করে' ঢুকেছেন যে তাঁকে টেনে বার করাই কঠিন ব্যাপার! সুমিত্রা চর্‌কা নিয়ে দিবারাত্র ঘড়োর ঘড়োর কর্‌ছে, আর দিদি সুমিত্রাকে নিয়ে ঘ্যানোর ঘ্যানোর কর্‌ছেন। কাল সন্ধ্যার সময়ে বিমান এসেছিল, গল্পগুজবও কর্‌ছিল, কিন্তু যাই বল, ও হাকিম-টাকিমদের সঙ্গে আমাদের তেমন সুবিধা হয় না!"

কথাটা বলিয়া ফেলিয়াই সজনীকান্তের খেয়াল হইল যে, হাকিমদের সম্বন্ধে সহসা এমন একটা অবস্থা স্বীকার করিয়া ফেলিয়া সে নিজেকে কতকটা খর্ব্ব করিয়াছে। মনে মনে লজ্জিত ও অনুতপ্ত হইয়া ভুলটা যথাসম্ভব শুধ্‌রাইয়া লইবার উদ্দেশ্যে সে তাড়াতাড়ি বলিল, "কি জান সুরেশ্বর? দিবারাত্র হাকিম ঘাঁটাঘাঁটি কর্‌তে হয় ব'লে হাকিমের গন্ধ পর্য্যন্ত আর ভাল লাগে না! সেবার তুমি যখন যেতে তখন কি-রকম জম্‌ত বল দেখি? তোমার সঙ্গে লড়াই ঝগ্‌ড়া করে'ও সুখ পাওয়া যেত!"

ঈষৎ হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "লড়াই-ঝগ্‌ড়ার ধর্ম্মই হচ্ছে জমা। তা ছাড়া মিষ্টি জিনিষের সঙ্গে নোন্‌তা জিনিষ একটু মুখ-রোচক লেগেই থাকে।"

সজনীকান্ত ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "তা নয়, সুরেশ্বর। মিষ্টি হ'লেই যদি মিষ্টি লাগত তা হ'লে গুড় আর চিনি ছেড়ে লোকে অন্য কোনো জিনিষ খেত না।"

আর কোনও উত্তর না দিয়া সুরেশ্বর নীরবে হাসিতে লাগিল।

পথে বাহির হইয়া সজনীকান্তকে আগাইয়া দিতে দিতে সুরেশ্বর মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীটের মোড়ে আসিয়া দাঁড়াইল।

সজনীকান্ত স্মিতমুখে বলিল, "এই তোমার সীমানা নাকি? আর এগবে না?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "না; মুক্তারাম বাবুর ষ্ট্রীট্ আমার এলাকার বাইরে।"

সবেগে মাথা নাড়িয়া সজনীকান্ত বলিল, "এ কিন্তু তোমার একেবারে ভুল ধারণা, সুরেশ্বর! আমি স্বচক্ষে দেখছি সেখানে তোমার হুকুমৎ জারি রয়েছে; চর্‌কা চল্‌ছে, খদ্দর চল্‌ছে, তবু তুমি বল্‌বে যে তোমার এলাকার বাইরে?"

আরক্ত মুখে ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সেটা আমার হুকুমৎ নয় সজনীবাবু, আমি যাঁর হুকুমে চলি তাঁর হুকুমৎ। অনাদি কাল থেকে যিনি ধ্বংসের মধ্যে দিয়ে গড়ছেন সেই মহাকালের এলাকা সর্ব্বত্র।"

নিঃশব্দে ক্ষণকাল সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া থাকিয়া সজনীকান্ত বলিল, "আমি তোমার ওসব সাজানো কথা বুঝতে পারিনে, সুরেশ্বর; আমি সহজে যা বুঝছি তা হচ্ছে এই যে দিদির বাড়ী আর তুমি কখনও না গেলেও সেখানে যা মূল গেড়ে এসেছ তা উচ্ছেদ করা দিদির সাধ্য নয়! এমন কি এখন আর তোমারও সাধ্য নয়!" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের মুখ সীসার মত নিষ্প্রভ হইয়া গেল। এ প্রসঙ্গে আর কোনো কথা না বলিয়া সে বলিল, "আচ্ছা তা হ'লে এখন আসি। আর আপনাকে আট্‌কে রাখব না।" বলিয়া করযোড়ে সজনীকান্তকে নমস্কার করিয়া দ্রুতপদে প্রস্থান করিল।

গৃহে পৌঁছিয়া উপরে উঠিতেই সুমিত্রার সহিত সজনীকান্তের সাক্ষাৎ হইল। প্রাতঃকাল হইতে সজনীকান্তের অনুপস্থিতির জন্য ইহার মধ্যে কয়েকবার তাহার অনুসন্ধান হইয়াছিল সে-কথা সুমিত্রা জানিত।

সে সজনীকে দেখিয়া বলিল, "সকালবেলা থেকে চা-জলখাবার না খেয়ে কোথায় গিয়েছিলে, মামাবাবু? মা তোমার খোঁজ করছিলেন।"

সজনী একটু শঙ্কিত হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "দিদি কোথায়?"

সুমিত্রা বলিল, "কাল রাত থেকে মাথাটা ধরে' রয়েছে, মা এখন একটু শুয়েছেন। চলো আমি তোমায় চা আর খাবার দিই।"

কথাটা শুনিয়া মনে মনে একটু আশ্বস্ত হইয়া সজনীকান্ত বলিল, "খাবারের দর্‌কার নেই, শুধু এক কাপ চা দাও, তা হ'লেই হবে। খাবারটা তোমার গুরুবাড়ীতেই মেরে এসেছি।"

সজনীকান্তের কথার মর্ম্ম গ্রহণ করিতে না পারিয়া সুমিত্রা বিস্মিত হইয়া কহিল, "আমার গুরুবাড়ী? বিনোদ-বাবুর বাড়ী গিয়েছিলে বুঝি?"

বিনোদ-বাবু বহুদিন সুমিত্রাকে ইংরেজী সাহিত্য শিক্ষা দিয়াছিলেন, এবং তাঁহার গৃহও নিকটে।

সজনীকান্ত সহাস্যমুখে কহিল, "না, গো, বিনোদ-বাবু নয়! তোমার নতুন গুরু, যার মন্ত্র অথবা মন্ত্রণায় বিগড়ে তুমি আমার দিদিটিকে পাগল করে' তুলেছ! সুরেশ্বরের বাড়ী গিয়েছিলাম।" তাহার পর কণ্ঠস্বর অনুচ্চ করিয়া কহিল, "দিদিকে যেন বোলো না আমি সুরেশ্বরের বাড়ী গিয়েছিলাম; তা হ'লে হয়ত আমার উপরও রেগে যাবেন।"

সুমিত্রা আরক্ত হইয়া বলিল, "তা আমি বল্‌ব না; কিন্তু সুরেশ্বর-বাবুকে এখন অব্যাহতি দিলেই ভাল হয়, মামাবাবু!"

সজনীকান্ত সুমিত্রার কথার তাৎপর্য্য সম্পূর্ণ উপলব্ধি করিতে না পারিয়া বলিল, "অব্যাহতি না দিয়ে আর উপায় কি? আমি ত গিয়েছিলাম তাকে ধরে' আন্‌বার জন্যে; কত সাধ্য-সাধনা কর্‌লাম, কিন্তু কিছুতেই আস্‌তে রাজি হ'ল না। আমি যখন বল্‌লাম 'তুমি গেলে আর কেউ না হোক্ সুমিত্রা ত বিশেষ খুসী হবে' তখন কি বল্‌লে শুন্‌বে?"

শুনিবার কোনো আগ্রহ সুমিত্রা মুখে প্রকাশ করিল না, কিন্তু শুনিবার জন্য সে নিরুদ্ধনিশ্বাসে উৎকর্ণ হইয়া অপেক্ষা করিয়া রহিল।

সুমিত্রার উত্তরের জন্য এক মুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া সজনী বলিল, "বল্‌লে 'আপনি তা হ'লে সুমিত্রাকে জানেন না। আমি গেলে সুমিত্রা খুসী না হ'য়ে দুঃখিতই হবে। আর সে যদি খুসী হয় তা হ'লে আমি দুঃখিত হব'। আমি দেখলাম এসব হেঁয়ালী কাটিয়ে তাকে নিয়ে আসা অসম্ভব। তখন অগত্যা সন্দেশ রসগোল্লায় পেট ভরিয়ে চ'লে এলাম।—ভাল করিনি?" বলিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "বেশ করেছ।" কিন্তু মুখের হাসি যে কোনো কোনো সময়ে অতি অল্প সময়ের মধ্যে চোখের জলে পর্য্যবসিত হইয়া যায় তাহা সে জানিত না। তাই, "দাঁড়াও মামাবাবু, আমি তোমার জন্যে চা নিয়ে আসি" বলিয়া উদ্বেল অশ্রু কোনো প্রকারে ক্ষণকালের জন্য চাপিয়া রাখিয়া সে দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সমস্ত দিনটা সুরেশ্বর নানা কৌশলে নিজেকে ভুলাইয়া রাখিল। সজনীকান্তর সহিত কথোপকথন এবং তদুদ্ভূত চিন্তা যাহাতে তাহার চিত্ত অধিকার করিতে না পারে তজ্জন্য সে সমস্ত দিনের মধ্যে একবারও নিজেকে অবসর দিল না। গৃহে যতক্ষণ রহিল তারাসুন্দরী ও মাধবীর সহিত গল্প করিয়া কাটাইল। দ্বিপ্রহরে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে তাঁতশালায় নিজেকে নিরবসর ব্যাপৃত রাখিল এবং তৎপরে প্রয়োজনে এবং অপ্রয়োজনে গৃহ হইতে গৃহান্তরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া রাত্রি নয়টার সময়ে গৃহে ফিরিয়া আসিল।

কিন্তু আহার সমাপন করিয়া সে যখন শয্যায় গিয়া আশ্রয় লইল তখন সারা দিন ধরিয়া যাহাকে নানা উপায়ে রোধ করিয়াছিল তাহাকে আট্কাইয়া রাখিবার আর কোনও উপায়ই খুঁজিয়া পাইল না। ক্ষুধার্ত্ত কীট-পতঙ্গের মত দুর্নিবার চিন্তারাশি তাহার চিত্ত জুড়িয়া বসিয়া দংশন করিতে লাগিল। কিন্তু দংশনের যন্ত্রণা হইতেও তাহার বেশী যন্ত্রণা হইল এই কথা ভাবিয়া যে দংশন হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার মত কোনও শক্তি বস্তুতঃ তাহার নাই!

সমস্ত দিন সর্ব্বপ্রকার চিন্তা হইতে কেমন করিয়া সে নিজেকে মুক্ত রাখিয়াছিল তাহা স্মরণ করিয়া এখন সে স্পষ্ট বুঝিতে পারিল যে সেরূপে ভুলিয়া থাকার মধ্যে শক্তির কোনও পরিচয় ত' ছিলই না, পক্ষান্তরে তদ্দ্বারা শক্তির অভাবই ব্যক্ত হইয়াছিল। নিজেকে ভুলাইয়া রাখিয়াছে বলিয়া যতক্ষণ সে মনে করিতেছিল ততক্ষণ যে প্রকৃতপক্ষে সে অপরকেই ভুলাইয়া রাখিয়াছিল, একথা বুঝিতে তাহার বাকী রহিল না; এবং

বুঝিতে পারিয়াই নিজের দুর্ব্বলতা উপলব্ধি করিয়া তাহার ন্যায়-প্রবণ হৃদয় অপরিমেয় লজ্জায় ও নৈরাশ্যে ভরিয়া গেল।

নিদ্রার জন্য দীর্ঘকাল বৃথা সাধনা করিয়া বিরক্ত হইয়া সুরেশ্বর ছাদের উপর মুক্ত আকাশতলে আসিয়া দাঁড়াইল। গভীর নিশীথে পৌষমাসের শীত-সংক্ষুব্ধ কলিকাতায় স্তব্ধ রাজপথে দীপাবলী তখন পাংশু হইয়া জ্বলিতেছিল, এবং উপরে কৃষ্ণাষ্টমীর নিষ্প্রভ-চন্দ্রালোকে তারকাশ্রেণী মার্জ্জিত মণির মত চক্‌চক্‌ করিতেছিল। একটা উজ্জ্বল তারকার প্রতি সুরেশ্বর বহুক্ষণ ধরিয়া অন্যমনস্ক হইয়া চাহিয়া রহিল; তাহার পর সহসা যখন খেয়াল হইল যে আকাশের তারকা অলক্ষিতে ধীরে ধীরে কোনও চকিত নেত্রের কৃষ্ণ-তারকায় পরিণত হইবার উপক্রম করিয়াছে তখন সে নিরতিশয় বিরক্তি-ভরে শয্যাতেই ফিরিয়া গেল!

পরদিন প্রভাতে সুরেশ্বরকে দেখিয়া তারাসুন্দরী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "অসুখ করেছে নাকি সুরেশ? এত শুক্‌নো দেখাচ্ছে কেন?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, অসুখ কিছু করেনি মা! কাল রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি তাই বোধ হয় শুক্‌নো দেখাচ্ছে।"

"ঘুম ভাল হয়নি কেন? কাল বুঝি সারা রাত জেগে প্রবন্ধ লিখেছিস্?"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া স্মিত-মুখে বলিল, "তা হ'লে শুক্‌নো দেখাত না মা। কোনও কাজ নিয়ে রাত জাগ্‌লে আমার কষ্ট হয় না।"

সুমিত্রাদের লইয়া সুরেশ্বরের কাহিনী তারাসুন্দরীর, সবটা জানা না থাকিলেও, সবটা অবিদিতও ছিল না। মাধবীর নিকট যতটুকু শুনিয়াছিলেন তাহার সহিত সুরেশ্বরের ঘুম না-হওয়ার কোনও কার্য্য-কারণের যোগ কল্পনা না করিয়া তিনি এমনিই জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে

সুরেশ, আজ কাল ত' আর সুমিত্রাদের কোনও কথা বলিস্‌নে? তাদের বাড়ী আর যাস্‌নে বুঝি?"

তারাসুন্দরীর এ-প্রশ্নে, সুরেশ্বর মনে-মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া উঠিল। কিন্তু তখনি সহাস্যমুখে বলিল, "না মা, কয়েকদিন থেকে আর তাদের বাড়ী যাইনে।"

"রণে ভঙ্গ দিলি নাকি?—পেরে উঠ্‌লিনে তাদের সঙ্গে?" বলিয়া তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "যতদিন সত্যি-সত্যি রণ চলেছিল ততদিন ভঙ্গ দিইনি; কিন্তু অবশেষে অবস্থাটা এমন হ'য়ে দাঁড়াল যে ভঙ্গ না দিয়ে আর পারা গেল না।"

পুত্রের কথায় কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "তবে সে-দিন আবার মাধবীকে দিয়ে সুমিত্রাকে চর্‌কা পাঠিয়ে দিলি যে?"

"সুমিত্রা একটা চর্‌কা চেয়েছিল তাই পাঠিয়ে দিয়েছিলাম!"

বিস্মিত হইয়া তারাসুন্দরী জিজ্ঞাসা করিলেন, "সুমিত্রা নিজ থেকে চেয়েছিল।"

একটু ইতস্ততঃ করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "হ্যাঁ, নিজেই চেয়েছিল।"

ইহাতে তারাসুন্দরীর কৌতূহল বৃদ্ধি পাইল; বলিলেন, "তার পর চর্‌কার গতি কি দাঁড়াল? কোন কাজে আস্‌ছে? না, অকেজো আস্‌বাবের দলে পড়ে' শুধু সাজানই আছে?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তা'ত ঠিক বল্‌তে পারিনে মা। তবে আমার বিশ্বাস একেবারে অকেজো হ'য়ে পড়ে নেই।"

সুরেশ্বরের এ-বিশ্বাস বস্তুতঃ যে ভুল ছিল না, দিন পনের পরে তাহার প্রমাণ পাওয়া গেল। সে-দিন সন্ধ্যার পর গৃহে ফিরিয়া সুরেশ্বর দেখিল তাহাদের বৈঠক্‌খানায় বিমানবিহারী একাকী বসিয়া অপেক্ষা করিতেছে।

ইহাতে অবশ্য বিস্ময়ের কিছুই ছিল না, কিন্তু দুই চারিটা মামুলী কথাবার্ত্তার পর বিমানবিহারী যখন একটা কাগজে-মোড়া বাণ্ডিল ও একখানা খামে-মোড়া চিঠি সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া বলিল, 'সুমিত্রা তোমাকে পাঠিয়েছে' তখন সুরেশ্বর সত্য-সত্যই বিস্মিত হইল। বাণ্ডিলটা একটু টিপিয়া দেখিয়া বুঝিতে না পারিয়া সে বলিল, "কি আছে এতে ?"

বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "আমার কর্ম্মফল ! কবে, কোথায়, কি-কুকর্ম্ম করেছিলাম তা জানিনে, কিন্তু কাঁধে ক'রে সজ্ঞানে তার ফল ব'য়ে বেড়াচ্ছি !"

বিমানবিহারীর সহিত আর কোনও কথা না কহিয়া সুরেশ্বর খাম ছিঁড়িয়া চিঠি-খানা খুলিল এবং সেই দুই ছত্রের চিঠি পড়িতে পড়িতে অপরিসীম সন্তোষে এবং আনন্দে তাহার চক্ষু উজ্জ্বল হইয়া উঠিল। তৎপরে বাণ্ডিলটা খুলিয়া তন্মধ্যস্থ সামগ্রী অবলোকন করিয়া তাহার আনন্দ দ্বিগুণ বিস্ময়ে রূপান্তরিত হইয়া গেল। সুমিত্রা তাহার স্বহস্ত-প্রস্তুত সুতা, যাহা কয়েকদিনের পরিশ্রমে সে কাটিতে পারিয়াছে, চর্‌কার মূল্য-পরিশোধের হিসাবে সুরেশ্বরকে পাঠাইয়াছে।

সুরেশ্বরের মুখে সুপ্রকট ভাবের ক্রীড়া লক্ষ্য করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খুব খুসী হচ্ছ সুরেশ্বর ?"

প্রফুল্লমুখে সুরেশ্বর বলিল, "তা হচ্ছি বই কি ?"

"মনে হচ্ছে স্বরাজ খানিকটা এগিয়ে এল ?"

সুরেশ্বর তেম্‌নি স্মিতমুখে বলিল, "হ্যাঁ, তা-ও মনে হচ্ছে !"

বিমানবিহারী ক্ষণকাল নিঃশব্দে সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিল, "আচ্ছা আর এ-রকম 'খদ্দরের সুতোর' বাণ্ডিল কটা তৈরী হ'লে একেবারে স্বরাজ লাভ হয় তার হিসাব দিতে পার ?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর

বলিল, "পারি। আর একটা বাণ্ডিল হ'লেই হয়, যদি সেটা যথেষ্ট বড় হয়!" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের বিদ্রূপে ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া বিমান কহিল, "তা যেন হ'ল; কিন্তু সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলটি অবলীলাক্রমে ভস্মে পরিণত কর্‌তে অপর পক্ষের কতটুকু বারুদ খরচ কর্‌বার দর্‌কার হয় তার হিসাব জান কি?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "না, সে হিসাব আমি জানিনে, তোমার হয়ত জানা আছে; না জানা থাকে ত এই ছোট বাণ্ডিলটাই নিয়ে গিয়ে পরীক্ষা করে' দেখ্‌তে পার, এটুকু ভস্ম কর্‌তে কতটুকু বারুদের দর্‌কার হয়। তার পর সেই যথেষ্ট বড় বাণ্ডিলের অনুপাত অঙ্ক কষে' বার করো।"

পকেট হইতে দেশলাইয়ের বাক্স বাহির করিয়া একটা কাটি হস্তে লইয়া বিমান-বিহারী স্মিতমুখে বলিল, "এই কাটিটার মুখে যতটুকু বারুদ আছে ততটুকুই যথেষ্ট।"

এ পর্য্যন্ত কথাটা হাস্য-পরিহাসের ভিতর দিয়াই আসিতেছিল, কিন্তু বিমান-বিহারী একেবারে দিয়াশলাইয়ের কাটি বাহির করিয়া ধরায় শক্তি পরীক্ষার এই প্রত্যক্ষ আহ্বানে সুরেশ্বর সহসা মনে মনে উত্তেজিত হইয়া উঠিল। খোলা বাণ্ডিলটা বিমানবিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া সে বলিল, "বেশ তা হ'লে পরীক্ষা ক'রে দেখা যাক্; কিন্তু তার আগে সূতোটা কতখানি ওজনে আছে তা দেখে রাখা দর্‌কার।" বলিয়া বিমানবিহারীকে কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া ত্বরিতপদে ভিতরে প্রবেশ করিল।

তুলা ও বাট্‌খারা-হস্তে সুরেশ্বরকে সিঁড়ি দিয়া নামিতে দেখিয়া মাধবী বলিল, "দাঁড়ি পাল্লা কি হবে দাদা?"

"কাজ আছে! পরে বল্‌ব।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। মাধবী কৌতূহলী হইয়া সুরেশ্বরের পিছনে পিছনে বৈঠকখানার দ্বারপার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইল।

দাঁড়িপাল্লা-হস্তে সুরেশ্বরকে প্রবেশ করিতে দেখিয়া বিমানবিহারী হাস্য করিয়া বলিল, "তুমি যে সত্যি-সত্যিই দাঁড়ি-পাল্লা নিয়ে এসে হাজির করলে সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর ঈষৎ বিরক্তিভরে বিমানবিহারীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "তা ত করলাম। কিন্তু তুমি কি এতক্ষণ শুধু মিথ্যা অভিনয় কর্‌ছিলে?"

সুরেশ্বরের তিরস্কারে মনে-মনে অসন্তুষ্ট হইয়া বিমান-বিহারী বলিল, "আমি না হয় মিথ্যা অভিনয় কর্‌ছিলাম, কিন্তু তুমি যে সত্যই অভিনয় করতে আরম্ভ ক'রলে!"

সুরেশ্বর প্রবলভাবে মাথা নাড়িয়া বলিয়া উঠিল, "না না, অভিনয় নয় বিমান! কথাটাকে বাজে কথা দিয়ে চাপা দিতে গেলে চল্‌বে না! আজ বাস্তবিকই আমার পক্ষে একটা কথা বোঝাবার, আর তোমার পক্ষে সেই কথাটা বোঝ্‌বার সুযোগ উপস্থিত হয়েছে। শক্তি যে কত রকমে অবস্থা-বিশেষে ব্যর্থ হ'য়ে যেতে পারে তার একটা দৃষ্টান্ত তুমি আজ নিজেই উপস্থিত করেছ।" বলিয়া সুরেশ্বর প্রথমে সুমিত্রার প্রস্তুত সূতা ওজন করিয়া দেখিল, তৎপরে তাহা হইতে কয়েক গুচ্ছ বিমান-বিহারীর সম্মুখে স্থাপিত করিয়া বলিল, "এই রইল সুমিত্রার হাতে-কাটা কয়েক-গোছা সূতা, আর তোমার হাতে রয়েছে দেশলাইয়ের বাক্স। তুমি বলছ তার একটা কাঠিই এই সূতাটুকু ভস্ম করে' দিতে পারে; আর আমি বল্‌ছি তোমার কাটি-ভরা সমস্ত বাক্সটাই সে-বিষয়ে একেবারে অক্ষম। পরীক্ষা করে দেখ কার কথা ঠিক, আর কার কথা ভুল!"

বিমানবিহারী হাসিয়া উঠিয়া বিদ্রূপের স্বরে বলিল, "হ্যাঁ, এ একটি দুরূহ সমস্যা বটে! পরীক্ষা করে' না দেখলে কিছুতেই বলা যাবে না! একটা দেশলাইয়ের কাটি জ্বালিয়ে ধরিয়ে দিলে এ সূতাটা পুড়ে' যাবে তুমি কি তা' অস্বীকার কর?"

সুরেশ্বর সবেগে বলিল, "আমি কিছুই স্বীকার বা অস্বীকার করছিনে! আমি শুধু দেখতে চাই যে তোমার দেশলাইয়ের কাটিতে সুমিত্রার কাটা সূতা বাস্তবিকই পুড়ে' ছাই হ'য়ে যেতে পারে কি না। সব জিনিষের হিসাবই অত সহজ ধারায় চলে না বিমান! পৃথিবীতে যত মানুষ আছে ততগুলা তলোয়ার তৈরী হ'লেই সকলের গলা কাটা পড়ে না!"

এবার আরও অধিক জোরে হাসিয়া উঠিয়া বিমান বলিল, "অতএব আগুন ধরিয়ে দিলে এটুকু সূতা পুড়বে না? বাঃ বেশ চমৎকার যুক্তি ত? এ ন্যায়-সূত্রও তোমাদের চরকা কেটে বার করেছ নাকি? অমাবস্যার দিন চাঁদ ওঠে না অতএব রসগোল্লা খেতে মিষ্টি লাগে, এই রকম তোমার যুক্তি।"

এ বিদ্রূপে কিছুমাত্র অপ্রতিভ না হইয়া সুরেশ্বর শান্ত অথচ দৃঢ়ভাবে বলিল, "তা' আমি জানিনে, আমি শুধু এই জানি যে তোমার দেশলাইয়ের কাটিতে সুমিত্রার সূতা পুড়ে' ছাই হ'তে পারে, এ তুমি এখনও প্রমাণ করতে পারনি!"

এবার আর না হাসিয়া বিমান বলিল, "একথা বারবার ব'লে তুমিই বা কি প্রমাণ করছ তা ত জানিনে! কাপাস তুলো আর দেশলাইয়ের কাটির মধ্যে দাহ্য-দাহক সম্পর্ক আছে তাও তোমাকে প্রমাণ করে' দেখাতে হবে নাকি?"

সুরেশ্বর পূর্ব্ব-ভঙ্গীতে বলিল, "সে তোমার ইচ্ছে! কিন্তু না দেখালে

কিছুতেই প্রমাণ হবে না যে তোমার দেশলাইয়ের কাটিতে সুমিত্রার সূতা পুড়ে ছাই হ'তে পারে। আর আমি দু-মিনিট অপেক্ষা করব, তার পর সূতো তুলে রেখে দেবো।"

পুনঃ পুনঃ উত্ত্যক্ত হইয়া বিমানবিহারী ভিতরে ভিতরে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিল। এবার সে সহসা সমস্ত সহিষ্ণুতা হারাইয়া হস্তস্থিত দেশলাইয়ের কাটিটা জালিয়া সূতার গুচ্ছ-গুলায় আগুন ধরাইয়া দিয়া বলিল, "তবে দেখো পোড়ে কিনা।"

মুহূর্ত্তের মধ্যে সূতাটা জ্বলিয়া উঠিল এবং পর মুহূর্ত্তেই কক্ষ-মধ্যে মাধবী দ্রুতপদে প্রবেশ করিয়া আর্ত্ত-স্বরে বলিতে লাগিল, "ছি, ছি, কি করলেন! কেন এমন কাজ করলেন? সুমিত্রার এত কষ্ট-করে' কাটা প্রথম সূতোটা কিছুতেই না পুড়িয়ে ছাড়লেন না?"

কাজটা করিয়া ফেলিয়াই বিমান-বিহারী বিস্ময়ে ও ক্ষোভে বিমূঢ় হইয়া গিয়াছিল, তাহার উপর মাধবীর দ্বারা এরূপে তিরস্কৃত হইয়া সে কি করিবে বা বলিবে ভাবিয়া না পাইয়া ব্যস্ত হইয়া ফুঁ দিয়া আগুনটা নিভাইয়া দিল। আগুন নিভিল বটে, কিন্তু সেই অর্দ্ধবিদগ্ধ পদার্থ হইতে উত্থিত ধূমে এবং দুর্গন্ধে কক্ষটা দেখিতে দেখিতে ভরিয়া গেল!

কেমন করিয়া কোথা দিয়া সহসা কি একটা কুৎসিত ঘটনা ঘটিয়া গেল! ক্ষুব্ধসন্ত্রস্ত নেত্রে বিমানবিহারী সেই কুণ্ডলীভূত ধূমের প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার মনে হইল যেন এক-একটি সূতার পাক হইতে শত শত ধূমপাক নির্গত হইয়া তাহার কণ্ঠরোধ করিবার উপক্রম করিতেছে! আতঙ্কে তাহার মুখ দিয়া বাক্য নিঃসরিত হইতেছিল না, দুঃখে ও ঘৃণায় তাহার শ্বাস-বন্ধ হইয়া আসিতেছিল।

"এ আরও খারাপ করলে বিমান। একেবারে ছাই হ'য়ে যেত, সে ভালো ছিল; ধোঁয়া করে' তুমি ঘরের হাওয়াটা পর্য্যন্ত বিগড়ে দিলে!

তোমার বারুদেরই আজ জয় হোক্!" বলিয়া বিমানবিহারীর শিথিল মুষ্টি হইতে দেশলাইয়ের বাক্সটা লইয়া সুরেশ্বর কাটি জ্বালিয়া পুনরায় সেই অর্দ্ধ-দগ্ধ সূতার গুচ্ছ ভাল করিয়া ধরাইয়া দিল।

এবার চতুর্দ্দিক্ হইতে আগুনটা বেশ ভাল করিয়া জ্বলিতে লাগিল। বিমান ও মাধবী কোন কথা না বলিয়া সেই লেলিহান অগ্নি-শিখার দিকে নিঃশব্দে চাহিয়া রহিল।

"তুমি যাকে পুড়িয়ে মেরেছিলে, আমি তার সৎকার কর্‌লাম বিমান," বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

তদুত্তরে বিমানবিহারী সুরেশ্বরকে কোনও কথা না বলিয়া নিমেষের জন্য মাধবীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিল। কিন্তু দৃষ্টিপাত করিয়াই মাধবীর মুখের অবস্থা নিরীক্ষণ করিয়া সে চমকিত হইয়া গেল! শ্মশান ক্ষেত্রে প্রিয় আত্মীয়ের দেহ পুড়িতে দেখিয়া লোকে যেমন করিয়া তাকাইয়া থাকে, মাধবী ঠিক তেমনি করিয়া সেই প্রজ্বলিত সূতার দিকে চাহিয়া ছিল! গভীর বেদনার আঘাতে তাহার মুখখানা স্তব্ধ অসাড়; দুঃখার্ত্ত নেত্রতলে সঞ্চীয়মান অশ্রু!

সমস্ত সূতাটা পুড়িয়া ভস্ম হইয়া গেলে সুরেশ্বর বলিল, "বাকি সূতাটারও এই ব্যবস্থা কর্‌বে নাকি বিমান? তোমার দেশলাইয়ে কাটি এখনও আছে, না ফুরিয়েছে?"

অপ্রসন্ন-দৃষ্টিতে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমান কহিল, "সব জিনিষেরই একটা সীমা আছে সুরেশ্বর! তোমার পরিহাসেরও একটা সীমা আছে বোধ হয়?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "তাই যদি হয়, তা হ'লে অপর পক্ষের বারুদেরও একটা সীমা থাকা সম্ভব।"

এ কথার আর কোনও উত্তর না দিয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া বিমান,

বলিল, "দেখুন, আপনার পক্ষে এতখানি ব্যথার কারণ হ'য়ে আমি বাস্তবিকই, দুঃখিত হয়েছি। আপনি দয়া ক'রে আমাকে ক্ষমা করুন !"

মাধবী অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া ঈষৎ বেগের সহিত বলিল, "না, না, আমার জন্যে দুঃখিত হবার আপনার কোন কারণ নেই ! আপনি যে এতটা কষ্ট ক'রে কাটা এতখানি দেশের 'সুতো আগুন ধরিয়ে পুড়িয়ে দিলেন এইটেতেই আপনার একমাত্র দুঃখ হওয়া উচিত ছিল !"

এ-কথায় অপ্রতিভ হইয়া বিমান বলিল, "আমি হয়ত কথাটা ভাল করে' প্রকাশ করতে পারিনি। আপনার জন্য দুঃখিত হওয়ার অর্থই তাই।" তাহার পর একমুহূর্ত্ত অপেক্ষা করিয়া বলিল, "এর ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ যেটুকু সুতা আমি পুড়িয়েছি তার দামের চতুর্গুণ কি আটগুণ আমি দিতে প্রস্তুত আছি।"

মাধবী উত্তেজিত হইয়া আরক্তমুখে বলিল, "কিন্তু সে-রকম দাম নিতে ত কেউ প্রস্তুত নেই ! এর ক্ষতিপূরণ অমন করে' হয় না ! আপনাকে কিছু করতে হবে না। যা করবার, আমরাই করব !" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বলিল, "দাদা, এর জন্যে একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া উচিত। কাল তোমাতে আমাতে একটা প্রায়শ্চিত্ত করব।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "এ-ব্যাপারটাকে তুই অমন ক'রে দেখছিস্ কেন মাধবী ? দেখিস্, এর ফল অবশেষে ভালই হবে। এতখানি ছাই আর ধোঁয়া কখনও বৃথা যাবে না।"

প্রবলবেগে মাথা নাড়িয়া মাধবী বলিল, "সে ভাল ফল যখন হবে, তখন হবে। উপস্থিত আমাদের বাড়ীতে যে এতখানি চরকার সুতা পুড়্‌ল তার একটা প্রায়শ্চিত্ত হওয়া চাই।"

"কি প্রায়শ্চিত্ত করতে চাস্ বল ?"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া মাধবী বলিল, "কাল আমরা নিরম্বু উপোস করে' সমস্ত দিন চর্‌কা কাট্‌ব।"

"বেশ; তাই হবে।"

সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া বিমানবিহারী বলিল, "অপরাধ কর্‌লাম আমি, আর তোমরা কর্‌বে প্রায়শ্চিত্ত?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "অপরাধ করেছ ব'লে যদি সত্যি-সত্যিই ধারণা হ'য়ে থাকে তা হ'লে তুমিও যা হয় একটা কিছু প্রায়শ্চিত্ত কোরো। আর তা যদি না হ'য়ে থাকে ত এই যে মৌখিক ভদ্রতাটুকু প্রকাশ কর্‌লে তার দ্বারাই তোমার নিষ্কৃতি হো'ক!"

কতকটা মাধবীর উপস্থিতির জন্য এবং কতকটা অনির্দ্দিষ্ট আশঙ্কার আতঙ্কে বিমানবিহারী তাহার যত্নাবরুদ্ধ আক্রোশকে পিঞ্জরাবদ্ধ পশুর মত মনের মধ্যে চাপিয়া রাখিয়া গৃহে ফিরিয়া গেল। রাত্রে বহু বিলম্বের পর যে নিদ্রা অবশেষে আসিল, দুঃস্বপ্নের দ্বারা তাহা অবিরত খণ্ডিত হইতে লাগিল, এবং যে অগ্নি বহু পূর্ব্বে সুরেশ্বরের বাটীতেই নিভিয়া গিয়াছিল স্বপ্নের মধ্যে তাহা বারম্বার প্রজ্বলিত হইয়া শতগুণ ধূম উদ্‌গীর্ণ করিতে লাগিল। বিমানবিহারী সভয়ে দেখিল সেই ঘূর্ণায়মান ধূম-কুণ্ডলীর মধ্যে পড়িয়া সুমিত্রা অসহ্য যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্‌ করিতেছে, এবং তাহার সুবর্ণ সদৃশ মুখমণ্ডল ধূম-প্রভাবে তাম্রবর্ণ ধারণ করিয়াছে!

অস্ফুট আর্ত্তনাদ করিয়া বিমানবিহারী জাগরিত হইয়া দেখিল কক্ষমধ্যে দিবালোক প্রবেশ করিয়াছে। উপস্থিত বিপদ্‌ হইতে পরিত্রাণ পাইয়া প্রথমটা সে নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই সমস্ত কথা স্মরণ করিয়া একটা গভীর অপ্রসন্নতায় তাহার চিত্ত মলিন হইয়া উঠিল।

আহার করিতে বসিয়া দুই-চারি গ্রাস খাওয়ার পর সহসা বিমানবিহারীর মনে পড়িল যে তাহারই জন্য মাধবী ও সুরেশ্বর উভয়ে আজ অনাহারে

দিন যাপন করিতেছে। মনে পড়িবামাত্র তাহার কণ্ঠদেশ যেন ধীরে ধীরে অবরুদ্ধ হইয়া আসিল, মুখের মধ্যে যে খাদ্য ছিল তাহা আর কিছুতেই কণ্ঠ দিয়া নামিতে চাহিল না! দুই-চারিবার অন্ন ও ব্যঞ্জন নাড়িয়া-চাড়িয়া বিমান আহার ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল।

দূর হইতে সুরমা দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "ঠাকুরপো না খেয়ে উঠে পড়্‌লে যে?"

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল, "গলায় বড় লাগ্‌ছে, বউদি।"

"তবে একটু দুধ গরম করে' এনে দিই, খাও।"

"জল পর্য্যন্ত খাবার উপায় নেই!"

চিন্তিত হইয়া সুরমা বলিল, "কি হয়েছে গলায়? ঘা-টা হয়নি ত? ডাক্তার দেখালে না কেন?"

বিমান তেম্‌নি অল্প হাসিয়া বলিল, "দর্‌কার নেই, কাল তাকাতাকি ভাল হ'য়ে যাবে।"

কাছারীতে বিমান বিহারীর ধমকে আর্‌দালী-চাপ্‌রাশীর দল সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, আম্‌লারা হাকিমের মূর্ত্তি দেখিয়া পলাইয়া পলাইয়া বেড়াইতে লাগিল এবং উকিল মোক্তারদের সহিত বিমানের কথায় কথায় অকারণে কলহের সৃষ্টি হইতে লাগিল।

যে ক্রোধের প্রায় সমস্তটাই চাপা থাকিয়া মাঝে মাঝে অতি সামান্য অংশ এইরূপে প্রকাশ পাইতেছিল, তাহা সহসা আগুনের মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিল যখন সন্ধ্যার পর সুরেশ্বর তাহার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল।

"আবার কি মতলবে এসেছ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "সদুদ্দেশ্যে। তরকার দাম পরিশোধ হ'য়ে সুমিত্রার পাঁচ আনা পয়সা উদ্বৃত্ত হয়েছে, সেইটে তোমাকে দিতে এসেছি।"

সহসা আগ্নেয়গিরির মতন বিমানবিহারী উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল।

"আমি কি সুমিত্রার খাজাঞ্চী, না তোমার পিওন, যে আমাকে পাঁচ আনা পয়সা দিতে এসেছ?"

বিমানবিহারীর ঔদ্ধত্যে কিছুমাত্র বিচলিত না হইয়া সুরেশ্বর শান্তভাবে কহিল, "সুমিত্রার তুমি খাজাঞ্চী কি না সে বিচার তুমি সুমিত্রার সঙ্গে কোরো, কিন্তু আমার যে তুমি পিওন নও সে-কথা আমি অকপটে স্বীকার করছি। কিন্তু তুমি যখন আমার বাড়ী ব'য়ে কাল সুমিত্রার চিঠি আর সুতো দিয়ে এসেছিলে, তখন তোমার বাড়ী ব'য়ে পাঁচ আনা পয়সা তোমাকে দিয়ে যাবার অধিকার আমার আছে ব'লে আমি বিশ্বাস করি।"

একথার কোনও উত্তর না দিয়া তপ্ত হইয়া বিমানবিহারী বলিতে লাগিল, "কিন্তু কাল নিজের বাড়ী বসে' ভাইয়ে-বোনে কোমর বেঁধে অমন ক'রে আমাকে অপমানিত আর উৎপীড়িত করবার কি অধিকার তোমাদের ছিল শুনি?"

সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল; কোনওপ্রকারে সে নিজেকে সংবৃত্ত করিয়া লইয়া বলিল, "না, তুমি যেমন ঘরে বসে' গৃহাগতকে অপমান করবার অধিকার রাখ তেমন অধিকার আমাদের কারও ছিল না। তোমার কাছে আমি আজও হারলাম।"

মুখ বিকৃত করিয়া বিদ্রূপের স্বরে বিমানবিহারী বলিল, "চুপ করো, চুপ করো সুরেশ্বর! তোমার উপর, আর তোমার ওই বিনিয়ে-বিনিয়ে কথা-বলার উপর আমার আর কিছুমাত্র শ্রদ্ধা নেই! তোমার ধার-করা মহত্ত্ব একেবারে ধরা পড়ে গেছে। দস্যুবৃত্তির উদ্দেশ্যেই যে সুমিত্রাকে তুমি দস্যুর হাত থেকে উদ্ধার করেছিলে তা বুঝতে আর কারও বাকি নেই! চরকা তোমার চক্রান্ত, আর খদ্দর তোমার ছলনা! শুনলে?"

সরক্ত-স্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "শুনলাম! কিন্তু আর বেশী শুনিয়ো

না, কি জানি সে সব শুনে' যদি আর একজন গুণ্ডার হাত থেকে সুমিত্রাকে উদ্ধার করা দর্কার বলে' মনে হয়!"

"উদ্ধার করা?" বিমান হাসিয়া উঠিল। "মহত্ত্বের আবরণে নিজেকে ঢেকে রাখ্বার বিষয়ে তোমার চমৎকার শিক্ষা আছে দেখ্ছি! বাঘের হাত থেকে ছাগল-ছানাকে সিংহ যে-রকম উদ্ধার করে তোমার উদ্ধার সেইরকম ত? ঠিক পরহিতার্থে নয় বোধ হয়?"

সুরেশ্বর ক্ষণকাল গভীরবিস্ময়ে বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া রহিল। তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, "প্রেমের দ্বন্দ্বে বিজয়ী হবার এ ঠিক্ পথ নয় বিমান। সুমিত্রাকে লাভ কর্তে হ'লে তুমি তার চিত্ত অধিকার কর্বারই চেষ্টা করো। আমার সঙ্গে কলহ-বিবাদ কর্লে ত কোন ফল হবে না! আমি তোমাকে কথা দিয়ে যাচ্ছি ভাই, তোমাদের পথ থেকে আমি একেবারে সরে' দাঁড়ালাম!"

বিমানবিহারীর উত্তরের-জন্য অপেক্ষা না করিয়া সুরেশ্বর দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

২৫

ইহার পর, নদী যেমন করিয়া সাগর-বক্ষে নিজেকে সমর্পণ করে ঠিক্ তেম্নি করিয়া সুরেশ্বর দেশের কার্য্যে নিজেকে সমর্পিত করিল। সে সুগভীর নিমজ্জন লক্ষ্য করিয়া মাধুরী পর্য্যন্ত চিন্তিত হইয়া উঠিল। সে বুঝিতে পারিল যে ইহা স্বাভাবিক অবগাহন নয়; নিজেকে লুপ্ত করিবার জন্য ইহা অতলে অবতরণ।

কিছুদিন পরেই সুরেশ্বরের এই অধীর তৎপরতা একবৎসরের জন্য সর্কারের কারাগৃহে অবরুদ্ধ হইল।

শীতটা প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছিল; কিন্তু কয়েকদিন অবিশ্রান্ত বৃষ্টি ও বায়ুর ফলে একটা তীব্র কন্‌কনানিতে শুধু মানুষের দেহ নয়, মন পর্য্যন্ত আর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছিল। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বায়ু আর্দ্র এবং বেগবান্, রাজপথ কর্দ্দমাক্ত। ঠাণ্ডা হইতে রক্ষা পাইবার অনাবশ্যক আগ্রহে প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরের দ্বার ও জানালাগুলা বিবিধ কৌশলে মুক্ত অর্দ্ধ-বিমুক্ত ও অবরুদ্ধ রাখিয়া এবং দেহ বহুবিধ উপায়ে আবৃত ও আচ্ছাদিত করিয়া সদ্য-লব্ধ সংবাদপত্র পাঠ করিতেছিলেন।

দেখিতে-দেখিতে সহসা একটা সংবাদের উপর দৃষ্টি পড়ায় প্রমদাচরণ বিশেষরূপে উৎসুক হইয়া উঠিলেন। আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত গভীর আগ্রহের সহিত পাঠ করিয়া তিনি পেন্সিল দিয়া সংবাদটি চিহ্নিত করিলেন, তৎপরে হঠাৎ কি মনে করিয়া পাশের দেরাজ হইতে লাল-নীল পেন্সিল বাহির করিয়া লাল পেন্সিল দিয়া সমগ্র সংবাদটি রেখাবৃত করিয়া দিলেন।

দেরাজে তখনও লাল-নীল পেন্সিল পুনঃস্থাপিত হয় নাই, দ্বার ঠেলিয়া সুমিত্রা ঘরে প্রবেশ করিল এবং প্রমদাচরণের চেয়ারের বাম পার্শ্বে আসিয়া দাঁড়াইয়া বলিল, "বাবা, আজ বড় বেশী ঠাণ্ডা পড়েছে, আজ তোমার জন্যে এক পেয়ালা চা তৈরী করে' নিয়ে আসি।"

বহুকাল হইতে প্রমদাচরণের নিয়মিত চা-পানের অভ্যাস ছিল এবং ক্রমশঃ সেই অভ্যাস সুদৃঢ় আসক্তিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু সুমিত্রা চা ছাড়িবার পর হইতে তিনিও ক্রমশঃ চা-পান বন্ধ করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ এই আসক্তি বর্জ্জনের সহিত অপত্য-স্নেহেরই একমাত্র যোগ ছিল।

মুখে কিন্তু প্রমদাচরণ সে-কথা স্বীকার করেন না; বলেন বয়স বেশী হইলে চা পান অনিষ্ট করে, স্নায়বিক দৌর্ব্বল্য বাড়ায়।

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ-কণ্ঠে বলেন, "স্নায়বিক দৌর্ব্বল্যের কথা জানিনে, তবে মানসিক দুর্ব্বলতা তোমার খুব বাড়্‌ছে, তা দেখ্‌তেই পাচ্ছি।"

তদুত্তরে প্রমদাচরণ স্মিতমুখে বলেন, "স্নায়ুর সঙ্গে মনের এমন ঘনিষ্ঠ যোগ আছে যে, একটার দুর্ব্বলতা বাড়্‌লেই অপরটার দুর্ব্বলতাও বাড়ে।"

কথা শুনিয়া জয়ন্তীর পিত্ত জ্বলিয়া উঠে! বলেন, "কিন্তু তোমার ধিঙ্গী মেয়ে যত প্রবল হ'য়ে উঠ্‌ছে, তুমি কেন তত দুর্ব্বল হ'য়ে পড়্‌ছ তা আমাকে বুঝিয়ে দিতে পার? এটা তোমাদের কিরকম যোগ?"

একথার উত্তরে প্রমদাচরণের মুখ দিয়া কোনও কথা বাহির হয় না, মনে-মনে বলেন, 'দুর্য্যোগ! তবে মেয়ের সঙ্গে নয়; উপস্থিত মেয়ের গর্ভধারিণীর সঙ্গে!"

সুমিত্রার সহিতও প্রমদাচরণের মাঝে মাঝে এপ্রসঙ্গ হয়, কিন্তু তাহা একেবারে বিভিন্ন ধারায়। বৃদ্ধ-বয়সে পিতা এতদিনের চায়ের নেশা পরিত্যাগ করায় সুমিত্রা মনে-মনে আনন্দিত ছিলই না বরং কিছু দুঃখিত ছিল। তাই সে তাহার পিতাকে চা-পানে প্রবৃত্ত করিতে মাঝে মাঝে চেষ্টা করিত।

ঠাণ্ডা বেশী পড়িলে প্রমদাচরণের দুই-তিন পেয়ালা চা বাড়িয়া যাইত, সে-কথা সুমিত্রার জানা ছিল। তাই প্রত্যূষে উঠিয়া বৃষ্টি বায়ু ও শীতের প্রকোপ দেখিয়াই তাহার মনে হইয়াছিল যে, আজ এক পেয়ালা তপ্ত চা তাহার পিতাকে পান করাইতে হইবে।

প্রমদাচরণ কিন্তু মাথা নাড়িয়া স্মিতমুখে বলিলেন, "না, মা, যে নেশাটা কাটিয়ে উঠেছি আর ইচ্ছে করে' তার অধীন হচ্ছিনে!"

সুমিত্রা প্রমদাচরণের স্কন্ধে ধীরে-ধীরে হস্তার্পণ করিয়া বলিল, "চায়ের

আবার নেশা কি বাবা? তা ছাড়া, আজ বড্ড ঠাণ্ডা। আজ এক পেয়ালা চা খেলে তোমার শরীর ভাল থাক্‌বে।"

একটু চুপ করিয়া থাকিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তোমার ঠাকুর্দ্দাদা থেকে আরম্ভ করে' উর্দ্ধতন আর কেউ কখনও চা স্পর্শ পর্য্যন্ত করেননি, অথচ ঠাণ্ডাও যে আমার চেয়ে তাঁদের কম ভোগ করতে হয়েছিল তা নয়! দুঃখ-কষ্ট, অভাব-অভিযোগ, এ-সব আমরা নিজেই তৈরী করেছি। আমাদের পূর্ব্বপুরুষেরা যে-জিনিষের নাম পর্য্যন্ত জান্‌তেন না, আমাদের সেই জিনিষের নেশা হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার ব্রজ-কাকা যে বলেন, সকালে উঠে' কাকেরা কা কা করে' ডাকে আর চা-খোরেরা চা চা করে' চেঁচায়, সে কথা ঠিক।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

সম্মুখের একটা চেয়ারে ধীরে-ধীরে বসিয়া পড়িয়া সুমিত্রা বলিল, "কিন্তু বাবা, পূর্ব্বপুরুষদের সময়ে জীবন-ধারা অনেক সহজ ছিল, তাই অনেক জিনিষের দর্‌কারই তাঁদের হ'ত না। তখন দেশ-বিদেশের সঙ্গে এমন অবাধ কার্‌বার ছিল না, তাই আম্‌দানিও ছিল না, রপ্তানিও ছিল না, দেশের জিনিষ-পত্রেই দেশের অভাব মেটাতে হ'ত। এখন পৃথিবীর সমস্ত দেশের সভ্যতার সঙ্গে আমাদের কার্‌বার চলেছে, তাই আমাদের নতুন জীবন-ধারার পক্ষে হয়ত আগেকার অনেক জিনিষ অনুপযোগী আর এখনকার অনেক জিনিষ উপযোগী হয়ে পড়েছে।"

গলা হইতে পশ্‌মী গলাবন্ধটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া ফেলিয়া চেয়ারের উপর সোজা হইয়া বসিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "তা হয়ত হয়েছে, কিন্তু যতটা না বাস্তবিক হয়েছে তার শত গুণ হয়েছে মনে করে' আমরা আমাদের উৎপীড়িত করে' তুলেছি। যে-দেশে ঘরে ঘরে নেবুর গাছ আর দই-চিনি মজুত, সে-দেশে বিলাতী লাইম্‌জুস্ কর্ডিয়ালেরই বা কি দর্‌কার, আর যে-দেশে গাছে গাছে ভগবান্ সর্‌বতের ভাঁড় ফলিয়ে

রেখেছেন সে-দেশে সোডা-লেমনেডেই বা কি হবে? তুমি অন্য দেশের সভ্যতার কথা বলছিলে, কিন্তু আমার মনে হয় সুমিত্রা, বিদেশী সভ্যতাকে একেবারে এড়িয়ে যাওয়াও বরং ভাল, কিন্তু তার মধ্যে একেবারে তলিয়ে যাওয়া ভাল নয়। আধুনিক সভ্যতার আদর্শ-ক্ষেত্র হচ্ছে আমেরিকা, কিন্তু সেখানকার লোকের অবস্থা জান? তারা অতি সভ্যতার চাপে এমন অস্থির হ'য়ে উঠেছে যে, প্রতিবৎসরই তাদের মধ্যে খুন আর আত্মহত্যার সংখ্যা ভয়ানকরকম বেড়ে উঠ্ছে। সে-সভ্যতা যদি আজ ষোল-আনা আমাদের দেশে এসে হাজির হয়, তা হ'লে যারা আজ মোটর-গাড়ী চড়ে' গড়ের মাঠে হাওয়া খেয়ে বেড়াচ্ছে, তাদের অধিকাংশকেই মোটর-গাড়ী তৈরী কর্‌বার জন্যে কার্‌খানায় ঢুক্‌তে হবে। আর তা না হ'য়ে যদি আরও অনেক বেশী লোক মোটর-গাড়ী চড়্‌তে আরম্ভ করে, তা হ'লেই যে দেশের মোট সুখ বেড়ে যাবে তা মনে কোরো না। কল্‌কারখানা-বাড়ার সঙ্গে যে জিনিসটা বাড়ে সেইটেই সভ্যতা নয়। যন্ত্রের সঙ্গে যন্ত্রণাও বাড়্‌তে থাকে।"

বিস্ময়াবিষ্ট হইয়া সুমিত্রা প্রমদাচরণের কথা শুনিতেছিল। প্রমদাচরণের মধ্যে প্রকৃতিগত বিদেশপ্রিয়তা কখনও ছিল না; কিন্তু ষ্টীমলঞ্চ যেমন নিজের পথে গাধা-বোটকে টানিয়া লইয়া যায় ঠিক সেইরূপে শক্তি-শালিনী জয়ন্তী নির্বিরোধী প্রমদাচরণকে সারা-জীবন নিজের অভিমতে টানিয়া আসিয়াছেন, তাই বাধ্য হইয়া প্রমদাচরণকে খানাও খাইতে হইয়াছে, ড্রেসিং গাউনও পরিতে হইয়াছে এবং গ্রীষ্মকালের রাত্রেও স্লীপিং স্যুটের মধ্যে নিদ্রা যাইতে হইয়াছে। জয়ন্তীর অজ্ঞতা এবং অক্ষমতাই যদি না রক্ষা করিত তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাঁহাকে স্ত্রী-পুত্র-কন্যার সহিত ইংরেজীতে কথাবার্ত্তা কহিতেও হইত।

প্রমদাচরণের এই বিদেশী আবরণ ও আচরণের সহিত অন্তরের বিশেষ

কোনও যোগ ছিল না, সে-কথা জানা থাকিলেও ঠিক এমনভাবে প্রমদাচরণকে আত্মপ্রকাশ করিতে সুমিত্রা কখনও দেখে নাই। তাই সে তাহার পিতার এই নূতন ধরণের কথার উত্তরে কি বলিবে মনে-মনে ভাবিতেছিল এমন সময়ে প্রমদাচরণের সম্মুখস্থ সংবাদপত্রে লাল রেখাবৃত অংশে সহসা তাহার দৃষ্টি পড়িয়া গেল।

ঈষৎ ঝুঁকিয়া, উপরের বড় অক্ষরের ছত্রটি পড়িবার চেষ্টা করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "লাল পেন্সিল দিয়ে ঘেরা ওটা কি বাবা?"

আলোচনার উত্তেজনায় প্রমদাচরণ একথাটা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছিলেন। সুমিত্রার আকস্মিক প্রশ্নের উত্তরে কিভাবে কথাটা বলিবেন সহসা ভাবিয়া না পাইয়া দুই হস্তে সংবাদপত্রখানা তুলিয়া লইলেন, তাহার পর সংবাদটার উপর বার দুই তাড়াতাড়ি দৃষ্টি বুলাইয়া সংবাদপত্রখানা পুনরায় টেবিলের উপর রাখিয়া দিয়া সুমিত্রার প্রতি মুখ তুলিয়া বলিলেন, "এটা সুরেশ্বরের খবর, স্বদেশী আন্দোলনের ব্যাপারে তার এক বৎসর জেল হয়েছে।"

খবরটা শুনিবার পর সুমিত্রা আর কিছু আগ্রহ প্রকাশ করিল না; শুধু একটা ক্ষুদ্র 'ও' বলিয়া নীরবে বসিয়া রহিল।

সুমিত্রার এই অনাগ্রহে মনে-মনে ঈষৎ চিন্তিত হইয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "কিন্তু এখবরটা আমি আমাদের পক্ষে সুসংবাদ বলে'ই মনে করি সুমিত্রা; তাই লাল-পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছি। তোমার মা যে সেই চিঠিখানা পেয়েছিলেন সেটা যে সর্ব্বৈব মিথ্যা, সে-বিষয়ে আমরা একেবারে নিঃসন্দেহ হলাম।"

এই 'আমরা'র মধ্যে প্রমদাচরণের যে কোন দিনই স্থান ছিল না তাহা সুমিত্রা ভালরূপেই জানিত এবং কাহাকে উদ্ঘাটিত না-করিবার ভদ্রতায় এই 'আমরা' কথার ব্যবহার তাহা বুঝিতেও তাহার বাকী ছিল

না। তথাপি সে মৃদু হাসিয়া বলিল, "কিন্তু তোমার ত কোন দিনই সে-বিষয়ে সন্দেহ ছিল না বাবা?"

প্রমদাচরণ বলিলেন, "না থাকুক, তবুও এতে ভালই হ'ল। বিশ্বাস সন্দেহের এত কাছাকাছি বাস করে যে, প্রমাণের উপর তাকে দাঁড় করাতে পারলেই তা' কায়েমী হয়। প্রমাণের অভাবে বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কত অবিচার যে করতে হয়েছে তা আর কি বল্‌ব!"

সুমিত্রা একটু চুপ করিয়া থাকিয়া ধীরে ধীরে বলিল, "আমার কিন্তু মনে হয় বাবা, বিশ্বাসের বিরুদ্ধে অবিচার তুমি কখন করনি।"

প্রমদাচরণ উত্তেজিত হইয়া বলিতে লাগিলেন, "করিনি কেন মা? এই ত সে দিনও করেছি! একটা জঘন্য অপবাদ দিয়ে সুরেশ্বরকে অপমান করে, বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেওয়ার অপবাদটা সম্পূর্ণ মিথ্যা জেনেও ত আমি তার কাছে গিয়ে ক্ষমা চেয়ে আস্‌তে পারিনি।"

সুরেশ্বরের ঘটনা লইয়া প্রমদাচরণের মনে যে ব্যথাটুকু ছিল তাহার পরিমাণ সুমিত্রার অবিদিত ছিল না। তাই সে পিতার এই মনস্তাপে ব্যথিত হইয়া স্নিগ্ধ-কণ্ঠে কহিল, "তা পারনি, কিন্তু কেন পারনি তাও ত আমরা জানি, বাবা!"

জয়ন্তীর রোষ উদ্রিক্ত করিয়া গৃহে অনর্থক অশান্তি বৃদ্ধি করিবার আশঙ্কায় প্রমদাচরণ সুরেশ্বরের ব্যাপারে কোন প্রতিকার করেন নাই তাহাই সুমিত্রা ইঙ্গিত করিতেছিল। কিন্তু প্রমদাচরণ সুমিত্রার কথায় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। সুরেশ্বরের জেলের কথা অবগত হইয়াই হউক বা অন্য যে-কোনও কারণেই হউক, প্রমদাচরণের নির্ব্বিরোধ শান্ত-চিত্তে আজ কোথা দিয়া ভূতপূর্ব্ব উত্তেজনা প্রবেশ করিয়াছিল।

উদ্দীপ্তকণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "কেন পারিনি তা তুমি ঠিক্ জান না সুমিত্রা! আমি অতিশয় দুর্ব্বল তাই পারিনি। একটা অপরাধ অন্য

অপরাধের সাফাই হ'তে পারে না। যে-অপরাধ তোমার মা করেছিলেন তার প্রতিকার না করে' আমি সে অপরাধকে প্রশ্রয় দিয়েছিলাম।"

এমন সময়ে বাহিরে বারান্দায় জয়ন্তীর কণ্ঠস্বর শুনা গেল। সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "মা আস্‌ছেন, বাবা!"

প্রমদাচরণ তেম্‌নি উদ্দীপ্তকণ্ঠে বলিলেন, "তা আসুন! এম্‌নি করে' চিরকাল ওঁকে অনর্থক ভয় করে' করে'ই—"

ভয় করিয়া-করিয়া কি অনিষ্ট হইয়াছে তাহা বলিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন; এবং প্রজ্বলিত ল্যাম্পের বাতির চাকা সহসা ঘুরাইয়া দিলে রশ্মি যেরূপ একেবারে স্তিমিত হইয়া যায়, জয়ন্তীর মূর্ত্তি সম্মুখে দেখিয়া প্রমদাচরণ ঠিক্‌ সেইরূপে নিঃশব্দ হইয়া গেলেন।

প্রমদাচরণের একটা কথা শুনিতে না পাইয়াও জয়ন্তী অনুভব করিলেন যে, এই যত্নকৃত মৌনতার অব্যবহিত পূর্ব্বেই একটা কোনও আলোচনায় কক্ষটি মুখর ছিল। একবার স্বামীর মুখের প্রতি এবং একবার কন্যার মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তিনি শুধু বলিলেন, "কি হয়েছে?"

চেয়ারের উপর আরও খানিকটা উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া প্রমদাচরণ বলিলেন, "না, কিছু হয়নি; স্বদেশী ব্যাপারে সুরেশ্বরের এক বছর জেল হয়েছে; সেই কথা হচ্ছিল।"

"জেল হয়েছে? কেমন করে' জান্‌লে?" সমস্ত মুখের উপর হর্ষের একটা আরক্ত দীপ্তি জয়ন্তী কিছুতেই নিবারিত করিতে পারিলেন না।

খবরের কাগজখানা সম্মুখে উন্মুক্ত অবস্থাতেই পড়িয়াছিল, প্রমদাচরণ নিমিষের জন্য একবার লাল রেখার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "খবরের কাগজে বেরিয়েছে।"

প্রমদাচরণের দৃষ্টি-পথ অনুসরণ করিয়া দেখিয়া জয়ন্তী বলিলেন, "তা

অমন করে' লাল-পেন্সিল দিয়ে দাগ দিয়েছ কেন? খবরটা খুব সুসংবাদ নাকি?"

প্রমদাচরণ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ক্ষণকাল নিঃশব্দে সংবাদপত্রের রেখান্বিত অংশে চাহিয়া রহিলেন, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিলেন, "একদিক্ থেকে সুসংবাদই বটে।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "তোমার পক্ষে কোন দিক্ থেকে সুসংবাদও নয়, দুঃসংবাদও নয়।"

জয়ন্তীর দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া ঈষৎ দ্বিধাজড়িতভাবে প্রমদাচরণ বলিলেন, "একটা কথা ভুলে' যাচ্ছ, জয়ন্তী; তুমি যে সেই রেজেষ্ট্রী চিঠিটা পেয়েছিলে, সে কথা ভুলে যাচ্ছ। সুরেশ্বরের জেল হওয়ায় এখন আর কোনও সন্দেহ রইল না যে সে চিঠির কথাটা মিথ্যা।"

এই পত্রের উল্লেখে ক্রোধে জয়ন্তীর ভ্রূ কুঞ্চিত হইয়া উঠিল; আরক্ত-মুখে কহিলেন, "সেইজন্যেই সংবাদটা সুসংবাদ বুঝি? সুরেশ্বর একজন নন্-কো-অপারেটার গবর্ণমেণ্টের শত্রু, এইটে প্রমাণ হওয়াতেই তুমি খুব খুসী হয়েছ?"

খুসী হইয়াছেন সে কথা বলিতে প্রমদাচরণের সাহস হইল না, কিন্তু নিরুত্তরে বসিয়া থাকিয়া কতকটা সেইরূপ ভাবই প্রকাশ করিতে লাগিলেন।

নিঃশব্দে ক্ষণকাল প্রমদাচরণের উপর অগ্নি-দৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র-কণ্ঠে জয়ন্তী বলিলেন, "দেখ এখনও গবর্ণমেণ্টের টাকাতেই এই পরিবারটির অন্ন-বস্ত্র চলছে। চিরদিনই চলেছে সে কথা না হয় এখন ভুলে'ই গেছ! এতটা নিমকহারামি ভাল নয়! মাসের ২রা তারিখে পেন্সনের টাকাটি আনিয়ে নিয়ে তার পর সমস্ত মাস ধরে' বাপে-ঝিয়ে মিলে' নন্-কো-অপারেশনের চর্চ্চা করায়, আর একজন নন্-কো-অপারেটারের জেল হ'লে

তাঁর জেলের খবর লাল-পেন্সিল দিয়ে ঘিরে' দেওয়ায়, একটুও পৌরুষ নেই!"

কথাগুলা হয়ত ঠিক এতটা কঠিন করিয়া বলিবার জয়ন্তীর ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু সুমিত্রার সম্মুখে রেজেষ্ট্রী চিঠির উল্লেখ করিয়া সুরেশ্বরের সমর্থন করায় জয়ন্তী সমস্ত সংযম হারাইয়া নিষ্ঠুরভাবে স্বামীকে আক্রমণ করিলেন।

প্রমদাচরণ এবারও নিরুত্তর বসিয়া রহিলেন, কিন্তু এতখানি পিতৃ-লাঞ্ছনা সুমিত্রার সহ্য হইল না।

অপাঙ্গে পিতার দুঃখ-পাণ্ডু মুখ নিমেষের জন্য একবার দেখিয়া লইয়া সে প্রমদাচরণকেই সম্বোধন করিয়া বলিল, "বাবা, চাকরী করা মানে কি তা হ'লে এইরকম করে' আজীবন গবর্ণমেণ্টের দাসত্ব করা? গবর্ণমেণ্টের অপছন্দ কোনো বিষয় নিয়ে কখন ভাবতেও পারবে না, আলোচনাও করতে পারবে না?"

প্রমদাচরণ শান্তস্বরে বলিলেন, "কি জানি মা, তোমার মা ত' সেই-রকমই বলছেন।" তাহার পর সহসা তাঁহার বেদনাহত নেত্র জয়ন্তীর প্রতি উত্থিত করিয়া বলিলেন, "আচ্ছা জয়ন্তী, তুমি কি এই বলতে চাও যে আমি যদি নন্‌-কো-অপারেশনের চর্চ্চা করি, কিম্বা কোনো নন্‌-কো-অপারেটারের সঙ্গে সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন না করি, তা হ'লে আমার গবর্ণমেণ্টের কাছ থেকে পেনশন্ নেওয়া উচিত নয়?"

জয়ন্তী একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া বলিলেন, "আমি তোমার অত সব গোলমেলে কথা জানিনে, আমি বলছি যে সারাজীবন গবর্ণমেণ্টের পয়সা খেয়ে এসে এখন গবর্ণমেণ্টের বিপক্ষদলের সঙ্গে যোগ দেওয়া তোমার উচিত হচ্ছে না!"

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরের জেল-সংবাদের উপর দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া ধীরে

ধীরে কহিলেন, "না, না, এর মধ্যে গোলমেলে কথা কিছু নেই ত। তুমি যা বলছ তা যদি ঠিক্ হয়, তা হ'লে তার বিপরীতটা ঠিক্। কথাটা আমি এরকম করে' একদিনও ভেবে দেখিনি; এখন মনে হচ্ছে ভেবে দেখা উচিত!" বলিয়া প্রমদাচরণ একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিতে লাগিলেন।

"বাবা?"

"কি, মা?"

"এক পেয়ালা চা তা হ'লে করে' নিয়ে আসি?"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টি উত্থিত করিয়া প্রমদাচরণ শান্ত-কণ্ঠে কহিলেন, "আজ থাক্, মা। কাল না হয় সকাল-সকাল এক পেয়ালা করে' দিয়ো।"

"কিন্তু আজ যে বড় ঠাণ্ডা, বাবা?"

"তা হোক্—আজকের দিনটা—আজকের দিনটা থাক্।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চক্ষু অগ্নিস্ফুলিঙ্গের মত জ্বলিয়া উঠিল এবং সুমিত্রার চক্ষু সজল হইয়া আসিল! কিন্তু কেহও কোন কথা কহিল না।

ক্ষণকাল পরে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া জয়ন্তী তীব্র স্বরে কহিলেন, "বেশী বাড়াবাড়ি করিস্‌নে সুমিত্রা! বেশী বাড়াবাড়ি কর্‌লে ওসব চর্‌কা-টর্‌কা আমি বাড়ী থেকে ঝেঁটিয়ে বার করে' দেবো!"

সুমিত্রা মাতার দিকে চাহিয়া ছলছল-নেত্রে বলিল, "তার চেয়ে তোমার এই আপদ্ বালাই মেয়েটাকে ঝেঁটিয়ে বাড়ী থেকে বার করে' দাও না মা; তা হ'লে সব হাঙ্গামা চুকে' যাবে!"

অপলকনেত্রে ক্ষণকাল সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া থাকিয়া জয়ন্তী ঈষৎ শান্তস্বরে কহিলেন, "আমার কথা শোন্ সুমিত্রা, এই বুড়ো বয়সে তোর বাপকে পাগল করে' তুলিস্‌নে! লেখাপড়ার সময় থেকে এতটা বয়স পর্য্যন্ত আমি যাকে চালিয়ে এসেছি, তাকে আজ আমার হাত থেকে বার করে' নিস্‌নে! তাতে মঙ্গল হবে না।"

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া উঠিয়া কাতরতার সহিত বলিতে লাগিল, "এ-সব তুমি কি কথা বল্‌ছ, মা? তোমার হাত থেকে আমি বাবাকে বার করে' নেব কেন?"

সহসা জয়ন্তীর চক্ষু হইতে ঝর্‌ঝর্ করিয়া অশ্রু ঝরিতে লাগিল; তিনি বাষ্প বিকৃতকণ্ঠে বলিলেন, "কিন্তু আমি যে দেখ্‌তে পাচ্ছি বার করে' নিচ্ছিস্; ও ক্ষেপাকে আমি চিনি, উনি যদি একবার ক্ষেপে ওঠেন, তখন আর শত চেষ্টাতেও ফেরাতে পার্‌বিনে! আমার সব সাধ-আহ্লাদ, সব কাজ-কর্ম্ম বাকী রয়েছে। তোদের দুই বোনের বিয়ে আছে, দুই-তিন মাস পরে তোর দাদা বিলেত থেকে ফিরে' আস্‌ছে। এখনো অনেক কাজ বাকী সুমিত্রা—আমার এত সাধের সংসারে আগুন ধরিয়ে দিস্‌নে!

আমি তোর হাতে ধর্‌ছি, আমার কথা রাখ্‌! আমিও তোর মা!” বলিয়া জয়ন্তী ব্যাকুলভাবে সুমিত্রার দুই হস্ত চাপিয়া ধরিলেন।

জননীর মুষ্টি হইতে নিজের হস্ত মুক্ত করিয়া লইবার কোন চেষ্টা না করিয়া সুমিত্রা নীরবে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া রহিল, তাহার পর রুদ্র বৈশাখের তপ্ত মেঘ হইতে সময়ে সময়ে যেমন বড় বড় ফোঁটা ঝরিয়া পড়ে, তেম্‌নি সুমিত্রার চক্ষু হইতে অশ্রু ঝরিয়া পড়িতে লাগিল।

“বল্‌, আমার কথা রাখ্‌বি ?”

সুমিত্রা তাহার আনত-আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া বলিল, “কি কথা রাখ্‌তে হবে মা, বলো ?”

“তুই আগেকার মতন আবার হ’! আমার সংসার যেমন চল্‌ছিল তেম্‌নি চলুক!”

সুমিত্রার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। “আগেকার মত আবার কি মা? সেই সাজ-সজ্জা, লেস্‌ফ্রিল্‌, সেই বিলাতী কাপড়, সেইসব আবার ?”

জয়ন্তী ব্যগ্রভাবে কহিলেন, “আমি অত কথা জানিনে, তুই আগে যেমন ছিলি তেম্‌নি হ’। তোর এ যোগিনীসাজ আমার যে কত বড় সাজা হয়েছে তা আমি কি করে’ তোকে বোঝাব!”

সুমিত্রা তাহার বিহ্বল বিমূঢ় দৃষ্টি জয়ন্তীর মুখের উপর স্থাপিত করিয়া বলিল, “তাতেই কি তোমার সংসারের মঙ্গল হবে, মা?”

আগ্রহ-ভরে জয়ন্তী বলিলেন, “হবে! আমি বল্‌ছি হবে! আমি তোর মা, আমার কথা শোন্‌!”

আবার সুমিত্রার চক্ষু হইতে দুই-চারি বিন্দু অশ্রু গড়াইয়া পড়িল।

“আচ্ছা মা, তাই হবে, এবার থেকে তোমার মতেই চল্‌ব; কিন্তু একটা কথা—”

জয়ন্তী সুমিত্রাকে কথা শেষ করিতে না দিয়া তাড়াতাড়ি বলিলেন, "না আমি আর কোনো কথা শুনতে চাইনে ; এর মধ্যে আর কিন্তু-টিন্তু কিছু নেই !"

সুমিত্রার দুঃখ-মলিন ওষ্ঠাধরে, বর্ষা-প্রভাতের স্তিমিত বিদ্যুৎ-স্ফুরণের মত ক্ষীণ হাস্য-রেখা দেখা দিল।

"আর-কোন কথাই শুনবে না, মা ?"

জয়ন্তী ব্যগ্রস্বরে বলিলেন, "না, না, আর আমি কোন কথা শুনব না। মার সম্মান যখন এতটা রাখ্‌লি সুমিত্রা তখন আর কোনো গোলযোগ তুলিস্‌নে !"

"আচ্ছা, তবে থাক্ ! কিন্তু শুন্‌লেই বোধ হয় ভাল করতে !" বলিয়া সুমিত্রা ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

সুরেশ্বরের এক বৎসর জেল-হওয়ার সহিত সুমিত্রার এই অচিন্তিত মতি-পরিবর্ত্তন মণি কাঞ্চনের যোগের মত জয়ন্তীর মনে হইল। তিনি মনে মনে স্থির করিলেন, যে আর কিছুমাত্র বিলম্ব না করিয়া মনের অভিপ্রায়গুলিকে এমন কায়েমী করিয়া ফেলিবেন যাহাতে তদ্বিষয়ে এক বৎসর পরে কাহারও দ্বারা কোনপ্রকার ক্ষতি হওয়ার কোনও সম্ভাবনা না থাকে।

কিন্তু সন্ধ্যার পর সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা যখন ড্রয়িং-রুমে প্রবেশ করিল, তখন তাহার সজ্জা-পরিবর্ত্তন দেখিয়া জয়ন্তী সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিলেন, বিমানবিহারী প্রহেলিকা দেখিতে লাগিল এবং প্রমদাচরণ প্রমাদ গণিলেন !

ভয়ার্ত্ত-কণ্ঠে প্রমদাচরণ বলিলেন, "এ বেশ কেন মা সুমিত্রা ?"

সুমিত্রা কম্পিত-কণ্ঠে বলিল, "কেন বাবা ? এ ত' বেশ ভাল !"

যে সুমিত্রা কিছুকাল হইতে খদ্দর ভিন্ন অপর বস্ত্র স্পর্শ পর্য্যন্ত করিত না, সে আজ নটনের বাড়ীর প্রস্তুত মভ্ ক্রেপের সুটে সজ্জিত হইয়া আসিয়াছে ! মনে হইতেছিল—পুষ্প যেন কীটরাশির দ্বারা পরিবৃত হইয়াছে।

বিমান দুঃখিত-স্বরে বলিল, "আহা চাদরটা ছিঁড়ে ফেল্‌লেন! রুমাল না দিয়ে বাঁধ্‌লেই ত হ'ত।"

রুমাল দিয়া বাঁধিলে কেন হইত না তাহা বিমান না বুঝিলেও সুমিত্রা বুঝিতে পারিল। পরীক্ষা করিয়া রুমালখানা বিদেশী কল্পনা করিয়াই যে সুরেশ্বর তাহা গ্রহণ করিল না, তদ্বিষয়ে প্রমাণ কিছু না থাকিলেও, সুমিত্রা নিঃসংশয়ে তাহা অনুমান করিল। সুরেশ্বরের প্রত্যাখ্যান-বাণীর মধ্যে "মূল্যবান্‌" কথাটা যে কেবলমাত্র সান্ত্বনা এবং "আইরীশ লিনেন" কথাটাই যে পরিনির্দ্দেশক সত্য, তাহা বিনা বিতর্কেই বুঝিতে পারিয়া সুমিত্রা বিমানের সহিত দুঃখপ্রকাশে কোনপ্রকার যোগ না দিয়া নিরুত্তর রহিল! সদ্যঃপ্রাপ্ত উপকারের জন্য সুরেশ্বরের প্রতি অমিত কৃতজ্ঞতা বহন করিয়াও সে এই প্রচ্ছন্ন আঘাতে মনে মনে ঈষৎ ক্ষুব্ধ না হইয়া থাকিতে পারিল না!

জলপটি বাঁধা হইলে মোটরে করিয়া সকলে কলিকাতা রওনা হই

২

মুক্তারাম-বাবুর ষ্ট্রীটে একটি গৃহদ্বারে মোটর স্থির হইয়া দাঁড়াইলে সুরেশ্বর ঔৎসুক্যের সহিত বিমানকে জিজ্ঞাসা করিল, "এখানে দাঁড়াল যে? আপনাদের বাড়ী বেচু-চ্যাটার্জীর ষ্ট্রীটে বল্‌লেন না?"

বিমান কহিল, "আমার বাড়ী বেচু-চ্যাটার্জীর ষ্ট্রীটে; এ হচ্ছে আমার দাদার শ্বশুর-বাড়ী। আজকের ঘটনার পর আপনি আমাদের চিরদিনের জন্য বন্ধু হলেন, অথচ এ পর্য্যন্ত পরস্পরের মধ্যে পরিচয় হ'ল না, এ বড় অন্যায় কথা।" বলিয়া পশ্চাতের আসনে উপবিষ্টা সুরমা সুমিত্রা ও বিমলার প্রতি ফিরিয়া কহিল, "ইনি হচ্ছেন আমার বউদিদি, আর এ জন হচ্ছেন বউদিদির দুই বোন, সুমিত্রা আর বিমলা।"

সুরেশ্বর পশ্চাতে ফিরিয়া যুক্তকরে নমস্কার করিয়া তথা হইতেই প্রার্থনা করিল।

সুরমা বিমানকে সম্বোধন করিয়া নিম্নকণ্ঠে কহিল, "না না ঠাকুরপো, এখান থেকেই ওঁকে ছাড়া হবে না, একটু বসে' চা খেয়ে বাবার সঙ্গে আলাপ করে' তার পর যাবেন।"

মোটরে উঠিয়াই সুমিত্রার মন হইতে লঘু মেঘের মত ক্ষণস্থায়ী ক্ষোভটুকু অপসৃত হইয়া গিয়াছিল, কৌতুকের মৃদুহাস্য ওষ্ঠাধরের মধ্যে চাপিয়া সে কহিল, "চা হয় ত উনি খাবেন না, তার চেয়ে বরং একটু মিছরির পানা কিম্বা ডাবের জল—" কথা শেষ না করিয়াই সুমিত্রা থামিয়া গেল; দুরন্ত হাস্য ওষ্ঠাধরের সীমা অতিক্রম করিবার উপক্রম করিতেছিল।

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সবিস্ময়ে বিমান কহিল, "এই রাত্রে ঠাণ্ডায়

ডাবের জল মিছরীর পানা!—কি বলছ সুমিত্রা? আর উনি যে খাবেন না তাই বা তুমি কেমন ক'রে বুঝলে?"

তাহার বিষয়ে এই প্রকার অবাধ কৌতুকপ্রদ আলোচনা চলিতে দেখিয়া সুরেশ্বর পুলকিত হইয়া কহিল, "যে রকমেই বুঝুন, উনি ঠিকই বুঝেছেন, চা আজকাল আমি খাইনে; কিন্তু তাই বলে' মিছরীর পানা ডাবের জল খাওয়ারও কোনো প্রয়োজন নেই।"

বিমান সহাস্যে কহিল, "রাস্তার মাঝখানে বসে' এসব অপ্রাসঙ্গিক আর অসাময়িক আলোচনারও প্রয়োজন নেই। চলুন সুরেশ্বর-বাবু, বাড়ীর ভিতরে যাওয়া যাক্।"

সুরেশ্বর গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া কহিল, "এঁরা যদি আমাকে অনুমতি দেন তা হলে আমি এখান থেকেই বিদায় নিই। আর যদি একান্ত না দেন তা হলে অবশ্য—"

বিমান কহিল, "এঁরা মনের ভাব যে রকম ব্যক্ত করেছেন, তাতে সে অনুমতি দেবেন বলে' ভরসা হয় না—অতএব চলুন একটু বসেই যাবেন।" বলিয়া সুরেশ্বরকে কতকটা টানিয়া লইয়া বিমান গৃহাভ্যন্তরে প্রবেশ করিল।

গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহ এবং গৃহোপকরণ দেখিয়া সুরেশ্বর বুঝিল, গৃহস্বামী একজন ধনী ব্যক্তি। তৎপরে দ্বিতলে নীত হইয়া সুবৃহৎ ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিবার পর কক্ষের সজ্জা ও সম্ভার দেখিয়া গৃহস্বামীর সঙ্গতির সহিত সৌখিনতার পরিচয়ও অজ্ঞাত রহিল না। সমগ্র কক্ষতল উৎকৃষ্ট পুরু গালিচা দিয়া মণ্ডিত; মধ্যস্থলে মর্ম্মর-নির্ম্মিত একটি বৃহৎ গোলাকার টেবিল, তদুপরি একটি সুদৃশ্য সেণ্টর-পীসে সদ্য আহৃত পুষ্পগুচ্ছ রক্ষিত; টেবিলের ধারে ধারে সুখপ্রদ গদি-আঁটা চেয়ার সাজান; দেয়ালের পাশে পাশে বহুমূল্য আরামদায়ক সোফা; কক্ষের উত্তর

পামায় মধ্যস্থলে একটি কটেজ্ পিয়ানো এবং দক্ষিণে বিপরীত দিকে একটি আমেরিকান্ অর্গান্। চতুষ্কোণে আবলুশ-কাষ্ঠনির্ম্মিত কারুকার্য্যখচিত সূক্ষ্ম ত্রিপদের উপর এক-একটি মর্ম্মর-নির্ম্মিত নারীমূর্ত্তি এবং দেওয়ালে দেওয়ালে মূল্যবান্ ফ্রেমে আঁটা বড় বড় চিত্র।

কক্ষমধ্যে প্রবেশ করিয়া উজ্জ্বল বৈদ্যুতিক আলোকে সুরেশ্বর অপর পক্ষকে এবং অপর পক্ষ সুরেশ্বরকে ভাল করিয়া দেখিবার ও বুঝিবার প্রথম সুযোগ পাইল। সুরেশ্বর দেখিল—গৃহকন্যা-তিনটি গৃহোপকরণের অনুক্রমেই মূল্যবান সজ্জায় সজ্জিত। তাহাদের সুন্দর দেহাবয়বকে সুন্দরতর করিবার প্রয়াসের মধ্যে অর্থব্যয়ের কোনো কার্পণ্য অথবা দেশী-বিদেশী বিচারের কোন সঙ্কীর্ণতা ছিল না। সূক্ষ্ম লেস ও ফ্রিল ভারতবর্ষ প্রস্তুত করে না, তজ্জন্য তরুণীদের পরিচ্ছদের যেমন কোন ক্ষতি হয় নাই, সুদৃশ্য বেনারসী সিল্কের তুল্য বস্তু ভারতবর্ষের বাহিরে পাওয়া কঠিন সে প্রমাণও তাহাদের সজ্জার মধ্যে তেমনি নিঃসংশয়ের সহিত ছিল।

অপর পক্ষ দেখিল সুরেশ্বরের পরিধানে খদ্দরের মোটা স্বল্পপরিসর ধুতি, অঙ্গে খদ্দরনির্ম্মিত মামুলী পিরান, দেহাবরণ খদ্দরের মোটা চাদর এবং পদদ্বয়ে রুক্ষ দেশী চামড়ার অচিক্কণ নাগ্‌রা জুতা। যে সময়ের কথা বলিতেছি সে সময়ের পক্ষে এ সজ্জা বিশেষ কিছুই অসাধারণ বা অদ্ভুত ছিল না। তথাপি উভয় পক্ষের বহিরাবরণের এই বিরোধ ও অসঙ্গতি উভয় পক্ষকেই সামান্য আঘাত দিল।

সুনিদ্রা পরক্ষণেই তাহার বিস্ময় হইতে মুক্ত হইয়া সাদরে এবং সাগ্রহে কহিল, "বসুন সুরেশ্বর-বাবু, আমরা বাবাকে খবর দিয়ে পাঁচ মিনিটের মধ্যেই আস্‌ছি।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া কহিল, "বিমান-বাবু আপনি সুরেশ্বর-বাবুর কাছে ততক্ষণ থাকুন।"

অন্তঃপুরে প্রমদাচরণ তখন বারাণ্ডায় বসিয়া পত্নী জয়ন্তীকে

বাক্যালাপ করিতেছিলেন। তিনটি কন্যা তথায় উপস্থিত হইল, এবং তিনজনেই উত্তেজিত ভাবে অল্প অল্প করিয়া বোট্যানিকাল্ গার্ডেনের সমস্ত কাহিনীটা সংক্ষেপে বিবৃত করিল।

শুনিয়া বিস্ময়ে আতঙ্কে প্রমদাচরণ এবং জয়ন্তী অভিভূত হইয়া পড়িলেন।

সুরমা কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুকে আমরা ধরে এনেছি ; ঠাকুরপোর সঙ্গে ড্রয়িংরুমে রয়েছেন, তুমি দেখা কর্‌বে চল।"

সুরেশ্বর গৃহে উপস্থিত হইয়াছে শুনিয়া জয়ন্তী ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন এবং তাহার সমক্ষে বাহির হইয়া কথা কহিতে পারেন কি না তদ্বিষয়ে স্বামীর অভিমত জিজ্ঞাসা করিলেন।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "নিশ্চয়ই জয়ন্তী, নিশ্চয়ই! নিজের জীবন বিপন্ন করে' তোমার তিনটি মেয়েকে আর বিমানকে যে রক্ষা করেছে, তাকে তুমি নিজে অভ্যর্থনা না করলেই অন্যায় হবে।"

সুরমা কহিল, "ছেলেমানুষ মা! ঠাকুরপোর চেয়েও বোধ হয় কিছু ছোট হবে। তাঁর সঙ্গে আমিই ত এক রকম কথা কয়েছি--।"

জয়ন্তী কহিলেন, "তোমরা এগোও, আমি চা আর খাবারের ব্যবস্থা করে' তার পর যাচ্ছি।"

সুমিত্রা সহাস্যে কহিল, "সে-সব চল্‌বে না মা। চা তিনি খান না, আর খাবার দেশী চিনির সন্দেশ, রসগোল্লা ভিন্ন কেক্ বিস্কুট চল্‌বে না ; হান্ট্‌লী-পামারের ত নয়ই।"

জয়ন্তী সবিস্ময়ে কহিলেন, "কেন রে? ভারি গোঁড়া নাকি?"

সুমিত্রা কহিল, "গোঁড়া হিন্দু কি না তা বল্‌তে পারিনে, কিন্তু ভারি গোঁড়া স্বদেশী। পোষাক দেখ্‌লেই বুঝ্‌তে পার্‌বে। আগাগোড়া সব খদ্দর। বোধ হয় একজন নন্-কো-অপারেটার।"

কথাটা শুনিয়া জয়ন্তীর উৎসাহ অনেকখানি কমিয়া গেল। এই

নবোদ্ভূত নন্-কো-অপারেটার সম্প্রদায়ের প্রতি তাঁহার কোনও সহানুভূতি বা করুণা ছিল না। যে সরকার বাহাদুরের বদান্যতায় তাঁহার স্বামী অবসর গ্রহণ করিয়াও মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্সন পাইতেছেন, যদ্দ্বারা সুখে স্বচ্ছন্দে তাঁহার স্বামিপুত্রকন্যার দিনাতিপাত হইতেছে, এবং স্বামীর কার্য্যকালে যে সরকার বাহাদুরের প্রভাবে হাকিমগৃহিণীরূপে তিনি প্রভূত ক্ষমতা, দাবী ও অধিকার করিয়া আসিয়াছেন, সেই সরকার বাহাদুরের সহিত যাহাদের বিরোধ তাহাদিগকে তিনি কতকটা বিদ্বেষের চক্ষেই দেখিতেন। তথাপি যে ব্যক্তি আজ তাঁহার কন্যাত্রয়কে রক্ষা করিয়া গৃহে উপস্থিত হইয়াছে, নন্ কো-অপারেটার হইলেও তাহাকে অভ্যর্থনা করা কর্ত্তব্য বোধে জয়ন্তী তাহার জলযোগের ব্যবস্থা করিতে প্রস্থান করিলেন।

সুরমা ও বিমলা সহ ড্রইংরূমে উপস্থিত হইয়া প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে বিশেষরূপে সংবর্দ্ধিত করিলেন এবং তাহার মস্তকে হস্তার্পণ করিয়া আশীর্ব্বাদ করিলেন—যে পরোপকার প্রবৃত্তি ও নির্ভীকতার পরিচয় আজ সে দিয়াছে তাহা যেন ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল হইয়া একদিন দেশের মধ্যে তাহাকে বরেণ্য করে।

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর সলজ্জ-স্মিতমুখে কহিল, "আপনার আশীর্ব্বাদ আমি মাথা পেতে নিচ্ছি। কিন্তু কর্ত্তব্যের বেশী কিছুই আমি করিনি, যার জন্যে এতটা প্রশংসা পেতে পারি।"

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে বাহুধারণ করিয়া একটা চেয়ারে বসাইয়া দিয়া নিকটস্থ একটা চেয়ারে বসিয়া সহাস্যে কহিলেন, "তা যদি বল তাহলে তোমার প্রশংসা একটুও কমে না, বরং বেড়েই যায়। সাময়িক উত্তেজনায় যে কাজ করে তার চাইতে কর্ত্তব্য-বোধে যে কাজ করে তার আসন অনেক উচ্চে।"

প্রশংসাবাদকে নিরস্ত করিতে গিয়া ফলে বিপরীত হইল দেখিয়া অগত্যা সুরেশ্বর নিজেই নিরস্ত হইল। প্রমদাচরণের কথার কোনো উত্তর না দিয়া সে নীরবে বসিয়া রহিল।

বিমান কিন্তু কথাটাকে এইখানে শেষ হইতে না দিয়া কহিল, "তা ছাড়া এর মধ্যে শুধু কর্তব্য-পালনের কথাই নেই; সাহস এবং শক্তির কথা এমন আছে, যা সচরাচর দেখতে পাওয়া যায় না। আপনি সুরেশ্বরবাবুকে দেখছেন পাতলা ছিপছিপে, বিশেষ যে শক্তিশালী চেহারা দেখে বোঝবার কিছু নেই; ইনি সেই লম্বা-চওড়া যমদূতের গুণ্ডাটাকে অসঙ্কোচে আক্রমণ করলেন আর অনায়াসে হারিয়ে দিলে এ ব্যাপার আজ যারা স্বচক্ষে দেখেছে তারাই বুঝতে পারছে।"

বিমানের কথা বিশেষ ভাবে সমর্থন করিয়া সুরমা কহিল, "সত্যি কথা! সে কথা মনে হলে এখনও শরীর অবশ হয়ে যাচ্ছে! অদ্ভুত সাহস সুরেশ্বর-বাবু দেখিয়েছেন!"

বিমানের কথার উত্তরে সুরেশ্বর প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, মধ্যে সুরমা সে কথার সমর্থন করায় সে বিমানের দিকে চাহিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "কিন্তু যতটুকু আমি করেছি ততটুকু না করলেই যে কাপুরুষতা হ'ত। যে অবস্থায় আমি আপনাদের দেখতে পেলাম সে অবস্থায় আপনাদের মধ্যে গিয়ে পড়া ভিন্ন উপায় ছিল না।"

বিমান হাস্যমুখে কহিল, "আচ্ছা, সাহসের কথা না হয় উপস্থিত ছেড়েই দিচ্ছি; কিন্তু শক্তির কথা? সেটা ত আর অস্বীকার করবার উপায় নেই?"

সুরেশ্বর কহিল, "শক্তি, সেও মনের শক্তি; দেহের শক্তি নয়। আপনি কি মনে করেন বাস্তবিকই সে গুণ্ডাটার চেয়ে আমার শরীরে শক্তি বেশী আছে? কখনই নেই। সে যে আমার কাছে হেরে গেল তার

প্রধান কারণ সে একটা অন্যায় কাজ করছিল যার জন্যে তার কোনো নৈতিক শক্তি ছিল না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া বিমান হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "মনের শক্তি বা নৈতিক শক্তি যে নামই দিন না কেন, সেইটেই হচ্ছে সাহস। মনের শক্তির দ্বারা আমরা অগ্রসর হই, দেহের শক্তিতে আমরা জয় করি। তা যদি না হত, তা হলে কোনো গুণ্ডাই কোনো সাধুলোককে কখনো জুলুম করতে পারত না। আপনি যতই অস্বীকার করুন না সুরেশ্বর-বাবু, অনায়াসে প্রমাণ করতে পারব যে দেহের শক্তিতেই বলুন বা মনের সাহসেই বলুন আপনি সে গুণ্ডাটার চেয়ে ওপরে, কারণ তাকে যে আপনি আজ পরাস্ত করেছেন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই।"

সুরমা বিমানের দিকে চাহিয়া, মৃদু কণ্ঠে বলিল, "আর তর্কে তুমি যে সুরেশ্বর বাবুকে পরাস্ত করেছ সে বিষয়েও কোনো সন্দেহ নেই!"

মৃদুস্বরে বলিলেও সুরমার কথা সকলেরই শ্রুতিগোচর হইয়াছিল; শুনিয়া প্রমদাচরণ-বাবু হাসিয়া উঠিলেন, এমন কি সুরেশ্বর নিজেও তর্ক ছাড়িয়া দিয়া হাসিতে যোগ দিল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "তর্কে হারুন না কেন, সুরেশ্বর যে কথা বলছিলেন সে কথাও একেবারে অগ্রাহ্য করা যায় না। নৈতিক কারণের বিরুদ্ধে শক্তিশালীও অনেক সময়ে শক্তি হারিয়ে বসে। এর ভারি সুন্দর একটা উদাহরণ আমি স্বচক্ষে একবার দেখেছিলাম। সে অনেক দিনের কথা, তখন সুরমার বয়স তিন বৎসর হবে। জয়ন্তী প্রবোধ বিপিন আর সুরমাকে পাঞ্জাব-মেলের একটা কামরায় তুলে দিয়ে আমি হাওড়া-ষ্টেশনের প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে তাদের সঙ্গে কথা কচ্ছিলাম। গাড়ী ছাড়বার তখন বেশী দেরী ছিল না। আমাদের পাশের কাম্‌রায় জান্‌লার ধারে একটি যোল-সতের বছরের ইংরেজ মেয়ে বসেছিল; আর তার সাম্‌নে প্ল্যাট্‌ফর্মে দাঁড়িয়ে

একটি পনের-ষোল বছরের ছেলে—বোধহয় মেয়েটির ছোট ভাই-ই হবে—তার সঙ্গে কথাবার্ত্তা কচ্ছিল। লম্বাচওড়া একটা মাতাল গোরা সেই কাম্‌রার সাম্‌নে দিয়ে বার বার পায়চারী কর্‌ছিল আর বোধ হয় মধ্যে মধ্যে সেই ইংরেজ মেয়েটির প্রতি অশিষ্ট ইঙ্গিত কর্‌ছিল। ছেলেটি পিছন ফিরে দাঁড়িয়ে ছিল বলে' দেখ্‌তে পায়নি, কিন্তু মেয়েটি কয়েকবার লক্ষ্য করে' অবশেষে তার ভাইকে বলে' দিলে। তখন সেই পাতলা ছিপ্‌ছিপে পনের-ষোল বছরের ইংরেজ ছেলেটি কি কর্‌লে জান? পায়চারী কর্‌তে কর্‌তে যাই সে গোরাটা আবার সেই কাম্‌রার সাম্‌নে এসেছে সে সাম্‌নে ফিরে এগিয়ে গিয়ে গোরাটার নাকের উপর সজোরে একটি ঘুসী বসিয়ে দিলে, তার পর আর কিছু না বলে' পিছন ফিরে আগের মত দাঁড়িয়ে হাস্‌তে হাস্‌তে তার বোনের সঙ্গে কথা কইতে লাগ্‌ল, একবার ফিরে দেখ্‌লে না পর্য্যন্ত যে সে গোরাটা আক্রমণ কর্‌তে আস্‌ছে কি না। আর গোরাটার কি হ'ল শুন্‌বে? সে তাড়াতাড়ি পকেট থেকে রুমাল বার করে' নাক মুছতে লাগ্‌ল, আমরা দেখ্‌লাম দেখ্‌তে দেখ্‌তে তার রুমালখানা রক্তে লাল হয়ে গেল—গল্‌গল্‌ করে' তার নাক দিয়ে রক্ত পড়্‌ছিল। তার পর ছেলেটার দিকে চেয়ে বিড়্‌বিড়্‌ করে' কি গালাগালি দিয়ে একেবারে প্ল্যাট্‌ফর্ম থেকেই সরে' পড়্‌ল। একথাও কিন্তু নিঃসন্দেহ যে যদি সে গোরাটার সঙ্গে ছেলেটার মল্লযুদ্ধ হ'ত তাহলে গোরাটা ছেলেটিকে গুঁড়িয়ে দিতে পার্‌ত।"

এতক্ষণ বিমলা কোনো কথা কহে নাই, সে স্মিতমুখে কহিল, "এ গল্পটা বাবার মুখে আমরা বোধ হয় একশ' বার শুনেছি।"

সুরেশ্বর বিমলার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিল, "আরও একশ বার শুন্‌লেও ক্ষতি নাই, গল্পটি এমন চমৎকার!"

সুরেশ্বরের এই শান্ত মৃদু তিরস্কারে অপ্রতিভ হইয়া বিমলা কহিল, "তা সত্যি!"

জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন, এবং তাঁহার পশ্চাতে একটি জার্ম্মান্-সিল্ভারের ট্রের উপর দুই তিন রেকাব খাবার লইয়া সুমিত্রা প্রবেশ করিল। কন্যার দ্বারা খাবার লইয়া আসা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করেন নাই। তাঁহার ইচ্ছা ছিল উর্দ্দিপরা খান্‌সামা-বালক খাবার বহন করিয়া আনে। কিন্তু সুরেশ্বরকে একটু বিশেষভাবে খাতির করিবার অভিপ্রায়ে, এবং সুরেশ্বরের প্রকৃতির ও প্রবৃত্তির কতকটা পরিচয় পাইয়া সুমিত্রা ভৃত্য দ্বারা খাবার না আনাইয়া কতকটা জিদ্ করিয়া স্বয়ং বহন করিয়া আনিয়াছিল। তৎসত্ত্বেও জয়ন্তী খান্‌সামাকে লইয়া আসিতে ভুলেন নাই। সে একটি কাঠের টীপাই সুরেশ্বরের সম্মুখে স্থাপন করিয়া সুমিত্রার হস্ত হইতে ট্রে লইবার জন্য উদ্যত হইল। সুমিত্রা তাহার হস্তে না দিয়া নিজেই টিপায়ের উপর ট্রেখানি স্থাপন করিল।

জয়ন্তীকে নির্দ্দেশ করিয়া সুরমা কহিল, "সুরেশ্বরবাবু! ইনি আমাদের মা।"

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া নত হইয়া যুক্তকরে জয়ন্তীকে প্রণাম করিল। জয়ন্তী আশীর্ব্বাদ করিয়া কহিলেন, "তুমি বাবা, আজ আমাদের যে উপকার করেছ তার জন্যে কি বলে ধন্যবাদ দোবো তা জানিনে। ভগবান তোমার মঙ্গল করুন!"

সুরেশ্বর কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই বিমান হাসিয়া কহিল, "ওঁকে ধন্যবাদ দেওয়া শক্ত। যেমন করেই দিন না কেন, উনি ঠিক ফিরিয়ে দেবেন।"

এই প্রসঙ্গে একটু পরিহাস করিবার লোভ সুমিত্রা কিছুতেই সম্বরণ

করিতে পারিল না ; মৃদু হাসিয়া কহিল, "ধন্যবাদটা ত' বিলিতী আম্‌দানী,—ওটা ফিরিয়ে দেওয়াই উচিত।"

এবার সুরেশ্বর সুমিত্রার পরিহাসের ধারা বুঝিতে পারিল ; এমন কি কিছু পূর্ব্বে চা ও মিছরীর পানা লইয়া সুমিত্রা যেটুকু পরিহাস করিয়াছিল এই সদ্যোলব্ধ সূত্রের সাহায্যে তাহার মর্ম্মও অবিদিত রহিল না। কিন্তু ইহা তাহার ভাল লাগিল না। সুমিত্রার এই স্বচ্ছন্দতা, এই কৌতুকরস-প্রিয়তা, দুই তিন ঘণ্টার পরিচয়েই এতটা সপ্রতিভতা তাহাকে অসন্তুষ্ট করিল। তদুপরি, এই সমস্ত পরিহাসের ভিতর স্বদেশীয়তার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ইঙ্গিত ছিল মনে করিয়া সে মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিল। সুমিত্রার প্রতি চাহিয়া শান্ত অথচ দৃঢ়কণ্ঠে সে কহিল, "বিলাতী আম্‌দানী মাত্রই যে নির্ব্বিচারে ফেরত দেওয়া উচিত তা জোর করে' বলা যায় না—বিশেষতঃ যখন দেখা যাচ্ছে যে বিলিতী কাপড়, এমন কি বিলিতী কাপড়ের টুক্‌রো পর্য্যন্ত, আমরা গ্রহণ করতে ছাড়ছিনে!"

যতটুকু আঘাত সুরেশ্বর তাহার বাক্যের দ্বারা দিতে গেল তাহার সবটুকুই উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার কর্ণমূল পর্য্যন্ত রক্তিম হইয়া উঠিল। বিলাতী কাপড়ের টুক্‌রার উল্লেখে সুরেশ্বর যে তাহার আইরীশ লিনেনের রুমালই নির্দ্দেশ করিল তাহা বুঝিতে তাহার ক্ষণমাত্র বিলম্ব হইল না। কিন্তু সুরেশ্বরের নিকট তাহারা উপকৃত ও সুরেশ্বর তাহাদের অতিথি এ কথা স্মরণ করিয়া সুরেশ্বরের কথার কোনপ্রকার প্রতিবাদ না করিয়া সে স্মিতমুখে শান্তস্বরে কহিল, "বিলাতী কাপড়ের টুক্‌রা এবার থেকে না হয় ত্যাগ করলেই হবে, কিন্তু আপনাকে দেওয়া খাবারগুলির মধ্যে বিলাতীর নাম গন্ধ নেই, অতএব এগুলো অনুগ্রহ করে' গ্রহণ করুন।"

আঘাত দিয়াই একটা সূক্ষ্ম অনুতাপে সুরেশ্বর ব্যথিত হইয়া উঠিয়াছিল। প্রথম দিনের পরিচয়ের মধ্যেই একজন মহিলার প্রতি মনে এবং

বাক্যে বিরুদ্ধাচরণ করা অসঙ্গত এবং অসমীচীন বলিয়া তাহার মনে হইতেছিল। তাহার পর যখন সে দেখিল যে আহত হইয়াও সুমিত্রা আঘাতটা নিরুপদ্রবে এবং হাস্যমুখে পরিপাক করিল, এমন কি এক প্রকারে সুরেশ্বরের নিকট পরাজয়ই স্বীকার করিল, তখন সুরেশ্বর মনের মধ্যে লজ্জা ও বেদনা বোধ করিতে লাগিল; এবং কতকটা অপরাধ স্খালনের অভিপ্রায়ে হাসিয়া কহিল, "এগুলি যখন যত্ন করে' আপনারা দিয়েছেন তখন নিশ্চয়ই গ্রহণ কর্‌ব, কিন্তু ক্ষমতা ও প্রয়োজনের অধিক হয়ে কিছু যদি পড়ে' থাকে তা হলে ক্ষমা কর্‌বেন।"

বিমানবিহারী সহাস্যে কহিল, "তা হলে আর-একটা কথাও সঙ্গে সঙ্গে হওয়া দর্‌কার। ক্ষমতা ও প্রয়োজনের কম হয়ে যদি কিছু চাইবার দর্‌কার হয় তা হলে চেয়ে নেবেন।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "আচ্ছা, তা' নেবো।"

সুরেশ্বর আহারে প্রবৃত্ত হইলে বোট্যানিকাল্‌গার্ডেনের ব্যাপারটা পুনরায় ধীরে ধীরে আলোচিত হইতে লাগিল। বিমান, সুরমা ও বিমলা ঘটনাটা অংশে অংশে বিবৃত করিতে লাগিল; জয়ন্তী দেবী, উদ্বেগের কারণ উপস্থিত অবর্ত্তমানেও, নিরতিশয় উদ্বেগ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, এবং প্রমদাচরণ পুনঃ পুনঃ সকলকে বুঝাইতে লাগিলেন যে আপাততঃ দৃষ্টিগোচর না হইলেও অন্যকার ঘটনার মধ্যে ভগবানের মঙ্গলহস্ত নিশ্চয়ই আছে যাহা অদূর ভবিষ্যতে একদিন নিশ্চয়ই বুঝা যাইবে।

পায়সের বাটিটা আরম্ভ করিতে সুরেশ্বর ইতস্ততঃ করিতেছিল দেখিয়া সুমিত্রা বলিল, "আপনি একমিনিট অপেক্ষা করুন সুরেশ্বর-বাবু, আমি একটা চামচ এনে দিচ্ছি।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

পোষাক-পরা চাকর বর্ত্তমানেও হাকিমের কন্যা হইয়া সুমিত্রা নিজে চামচ আনিতে ছুটিল ইহা জয়ন্তী একেবারেই পছন্দ করিলেন না এবং প

সুরেশ্বর মনে করে যে এমন সব ব্যাপার প্রত্যহই তাঁহার গৃহে হইয়া থাকে সেই আশঙ্কায় মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "আমার প্লেট্ বাটি ডিশ্‌গুলো আজ সুমিত্রা ভাঙ্‌বে দেখ্‌ছি! কোনো দিনই ত এসব নিজে হাতে করে না। বয়, তুই যা না, দেখিয়ে দিগে কোথায় আছে।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন, "করুক্, করুক্, বাধা দিয়ো না। আজ তার সমস্ত মনটা কৃতজ্ঞতায় এমন ভরে' আছে যে এম্নি করে' নিজ-হাতে সেবা না কর্‌লে তৃপ্তি হবে না।"

সুরমা হাসিয়া বলিল, "তা ছাড়া আসলে সুমিত্রাকেই সুরেশ্বর-বাবু উদ্ধার করেছেন; ঠাকুরপোর পালা ত আগেই হয়ে গিয়েছিল। মাগো! সে কথা মনে পড়্‌লে এখনও গা কেঁপে উঠ্‌ছে! আর এক মিনিট্ সুরেশ্বর-বাবুর আস্‌তে দেরী হলেই গুণ্ডাটা সুমিত্রার গলা থেকে জোর করে' কণ্ঠিটা খুলে নিত। সুমিত্রা ত আতঙ্কে কেমন হয়ে গিয়েছিল!"

এই সময়ে সুমিত্রা প্রবেশ করিল। সুরমার কথার শেষ অংশ সে শুনিতে পাইয়াছিল; সুরেশ্বরের পায়সের পাত্রে চামচ রাখিয়া সহাস্যে কহিল, "আমার ত কেমন হয়ে যাওয়ার কথাই ছিল। কিন্তু তোমরাও যে বিশেষ সুস্থ ছিলে তা ত মনে হয় না।"

সুরমা হাসিমুখে কহিল, "সুস্থ? আমি বোধ হয় তোর আগেই ফিট্ হয়ে যেতাম!"

সুরমার এই অকপট আত্মপ্রকাশে সকলে উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল।

বিমলা বলিল, "আচ্ছা, বিমানদা, সুরেশ্বর-বাবু না এলে আপনি কি কর্‌তেন?"

অদ্যকার ঘটনায় বিমানবিহারীর পক্ষে অপৌরুষের যে হীনতাটুকু প্রকাশ থাকিয়াও কাহারও নিকট অগোচর ছিল না, বিমলা একটি

অসতর্ক প্রশ্নের দ্বারা তাহাকে সহসা এমন প্রকট করিয়া দেওয়ায় সকলেই একটু বিব্রত হইয়া উঠিল; বিশেষতঃ বিমানবিহারী স্বয়ং। তিনটি স্ত্রীলোকের রক্ষক হইয়া বিপৎকালে সে এমন কিছুই করে নাই যাহা তাহার করা উচিত ছিল। শুধু তাহাই নহে, তাহার যে কি করা উচিত ছিল; তাহা ঘটনাস্থলেই একজন অপরিচিত নিঃসম্পর্ক ব্যক্তি দেহ বিক্ষত এবং জীবন বিপন্ন করিয়া প্রমাণ করিয়া দিল। সর্ব্বাপেক্ষা পরিতাপের ব্যাপার এই যে যাহার সহিত অদূর ভবিষ্যতে তাহার বিবাহ হইবার কথা চলিয়াছে, দলের মধ্যে সে ছিল, এবং বিশেষ করিয়া তাহাকেই উদ্ধার করিবার অবস্থা উপনীত হইয়াছিল, কারণ সে-ই নিপীড়িত হইতেছিল। সুরেশ্বরের পরিবর্ত্তে তাহার হস্ত বিক্ষত হইলে আজ সকলের চক্ষে সে কতটা প্রশংসাভাজন হইতে পারিত তাহা ভাবিয়া মনে মনে যথেষ্ট ক্ষুব্ধ ছিল, তাহার উপর বিমলা এমন স্পষ্ট করিয়া কথাটা উত্থাপিত করায় সে বিমূঢ় হইয়া গেল।

বিমানবিহারী কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর বলিল, "হঠাৎ আক্রান্ত হলে প্রথমটা একটু অভিভূত হয়ে পড়তেই হয়; সেটা কেটে গেলে তখন উনিই গুণ্ডাটাকে আক্রমণ করতেন।"

আরও একটু ছেলেমানুষী করিয়া বিমলা কহিল, "বিমানদা যে রকম ভালমানুষ! তিনি কি গুণ্ডাটার সঙ্গে পেরে উঠতেন?"

বিমলার কথায় সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "তা হলে কি বল্‌তে চান যে আমি একজন গুণ্ডা, তাই তার সঙ্গে পেরে উঠেছি?"

এবার সকলে—এমন কি বিমানবিহারী পর্য্যন্ত হাসিয়া উঠিল, এবং বিমলা যে অসুবিধার অবস্থা সৃষ্টি করিয়াছিল, এই হাসির উপলক্ষ্যে তাহা অনেকটা কাটিয়া গেল।

হাসির কল্লোল থামিলে জয়ন্তী কহিলেন, "তুমি গুণ্ডাটাকে জা-

দিলে না কেন বিমান, যে তুমি একজন ম্যাজিষ্ট্রেট? তা হলে পালাবার পথ পেত না।" স্বামীর পদোল্লেখের সময়েও জয়ন্তী "ডেপুটি" শব্দটি সযত্নে বাদ দিয়া চলিতেন।

সহধর্ম্মিণীর এই বিচিত্র প্রশ্ন ও আত্মপ্রকাশে মনে মনে লজ্জিত হইয়া প্রমদাচরণ মৃদু মৃদু দুলিতে লাগিলেন, এবং সুরেশ্বর, ম্যাজিষ্ট্রেটের অলীক মহিমার প্রতি জয়ন্তীর এই একান্ত বিমুগ্ধভাব দেখিয়া, যথেষ্ট পুলকিত হইল।

সত্যের অনপলাপ ও জয়ন্তীর অভিমান, উভয়ের মধ্যস্থতা করিয়া বিমান কহিল, "গুণ্ডারা আজকাল আর হাকিম-টাকিম মানে না। দিনকাল একেবারে বদ্‌লে গিয়েছে।"

কাহাদের অবিমৃষ্যকারিতায় দিনকাল পরিবর্ত্তিত হইয়া গিয়াছে তদ্বিষয়ে একটু বক্তৃতা দিতে জয়ন্তীর লোভ হইতেছিল, সুরেশ্বরের উপস্থিতির জন্য ইতস্ততঃ করিতেছিলেন, এমন সময়ে কক্ষে একজন দীর্ঘকায় সাহেব-বেশধারী ব্যক্তি প্রবেশ করিল এবং মস্তক নত করিয়া সহাস্য মুখে কহিল, "গুড্-ইভ্‌নিং, কই আমার রুগী কোথায়?—"

আগন্তুকের প্রশ্নে সকলেই বিস্ময়-বিমূঢ় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিল। প্রমদাচরণ তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়া কহিলেন, "গুড্ ইভ্‌নিং আসুন ডক্‌টার চ্যাটার্জ্জি, আসুন। কিন্তু আপনার রুগী কি, তা বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে ত।"

সুমিত্রা সহাস্যমুখে কহিল, "ডক্‌টার চ্যাটার্জি, দয়া করে' দুচার মিনিট বসুন; একটু পরেই আপনার রুগী অবসর পাবেন।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া ঈষৎ কুণ্ঠা সহকারে কহিল, "সুরেশ্বর বাবু, তাড়াতাড়ি কর্‌বেন না; খাওয়াটা শেষ করে' নিন্।"

সুমিত্রার কথায় সমস্যার সমাধান হইয়া গেল। সুরেশ্বর আহার বন্ধ করিয়া বিস্মিত নেত্রে সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "আপনিই তাহলে ডাক্তার-মশায়কে খবর দিয়েছিলেন?"

অস আরক্ত মুখে সুমিত্রা কহিল, "যেই খবর দিক, খবর দেওয়ার দর্কার ছিল তাও কি আপনি অস্বীকার করেন ?"

সুরেশ্বর দৃঢ় অথচ শান্তস্বরে কহিল, "করি বৈকি। সামান্য একটু কাটার জন্যে ডাক্তার ডাকার ত কোনো দর্কার ছিল না।"

বিমান বলিল, "ডক্টার চ্যাটার্জি, এঁর হাতখানা আপনি পরীক্ষা করে দেখলেই বুঝ্‌তে পার্‌বেন যে কতটা কেটে গিয়েছে, আর আপনাকে ডাকা দরকার হয়েছে কি না।"

সুরেশ্বর মনে মনে বিরক্ত হইয়া অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "সামান্য জিনিষকে বড় করে' তোল্‌বার আপনাদের আশ্চর্য্যরকম ক্ষমতা আছে।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া কহিলেন "না, না সুরেশ্বর-বাবু, এরা কোনো সামান্য জিনিষকে বাড়িয়ে তুল্‌ছে না। তুমি যে সৎসাহের পরিচয় আজ দিয়েছ তা একটুও সামান্য নয়, আর তাকে এরা অকারণ একটুও বাড়াচ্ছে না।" বলিয়া তিনি ডাক্তারকে বোটানিকাল-গার্ডেনের ঘটনা শুনাইতে আরম্ভ করিলেন।

কাহিনী শেষ হইলে সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া মৃদু হাসিয়া ডাক্তার কহিলেন, "আসুন, আপনার হাতখানা একবার দেখি।"

সুরেশ্বর তখন আহার সমাপন করিয়া হাত ধুইয়া বসিয়া ছিল, ডাক্তারের আহ্বানে অনিচ্ছাভরে হাতখানা আগাইয়া দিল।

সুরেশ্বরের হস্ত হইতে বস্ত্রখণ্ড উন্মোচিত করিয়া আলোয় ধরিয়া দেখিয়া ডাক্তার বলিল, "By Jove! এ যে দেখ্‌ছি খদ্দর! This is quite good for a patriot, but not for a patient."

ডাক্তারের কথায় একেবারে উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "কিন্তু এ যদি Manchester rag হ'ত তাহলে বোধ হয় কোনো ক্ষতি হ'ত না!"

ডাক্তার হাসিমুখে কহিল, "Don't fight meaninglessly, my dear friend! তা হলেও ক্ষতি হোত। There must be difference between things and things. মহাত্মাজীর হাতে বোনা খদ্দর হলেও তা bandage হবে না যতক্ষণ না সেটা বিধিমত antiseptic করা হচ্ছে। খদ্দরকে আমি অন্তরের সঙ্গে শ্রদ্ধা করি; ভাল করে' চেয়ে দেখুন আমার এ বিলিতী পোষাকের মধ্যেও খদ্দরের একেবারে অভাব নেই। কিন্তু মিছরী ভাল জিনিস বলেই ত নুনের কাজও কর্‌তে পারে না।

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "না, তা কখনই পারে না। আমাকে ক্ষমা করবেন; আপনার কথার ভঙ্গীতে আমি মনে করেছিলাম যে আপনি, বলতে চান যে নুনের কাজ মিছরীর দ্বারা হয় না, কিন্তু ফট্‌কিরির দ্বারা হয়। তা যখন আপনি বল্‌ছেন না তখন আর বিরোধের কোনো কথা নেই।"

"না, বিরোধের কোনো কথা নেই। আসুন, আপনার হাতটা ভাল করে' দিই।" বলিয়া ব্যাগ হইতে সরঞ্জাম বাহির করিয়া ডাক্তার নিজ কার্য্যে প্রবৃত্ত হইল।

সযত্নে সুরেশ্বরের হস্তের ক্ষত পরিষ্কার করিয়া ও বাঁধিয়া দিয়া ডাক্তার কহিল, "উন্‌ড্‌টা নিতান্ত সামান্য হয় নি, কয়েক দিন একটু সাবধানে থাক্‌বেন। নিষ্পাপ সুস্থ শরীর, দেহের মধ্যে চিনির কার্‌বার নেই; নইলে একটা injectionও দিয়ে দিতাম।"

ডাক্তার তাহার দ্রব্যাদি ব্যাগে পূরিয়া লইয়া দাঁড়াইয়া উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা তাহলে এখন চল্লাম, গুড্‌বাই।" তাহার পর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া অল্প হাসিয়া বলিল, "সুরেশ্বর-বাবু, নমস্কার!"

বাঁ প্রমদাচরণ বাস্ত হইয়া কহিলেন "ডক্টার চ্যাটার্জি একটু অপেক্ষা

করুন আপনার ফি-টে এনে দিচ্ছে।" তাহার পর সুরমার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "যাও ত মা, ডাক্তার মহাশয়ের ফি-টা এনে দাও ত।"

প্রমদাচরণের কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না, না, বলেন কি ? আমি ওঁর ফি দিচ্ছি।" তাহার পর বিমানকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "এঁর ফি কত ?"

বিমান কোনো কথা কহিবার পূর্ব্বেই ডাক্তার বলিল, "আট টাকা। কিন্তু আমি বলি, আপনাদের উভয় পক্ষের কারও ফি দেবার প্রয়োজন নেই। এমন ত নিত্যই ফোড়া ঘা চিকিৎসা করে' পয়সা কুড়িয়ে বেড়াচ্ছি। আজ যখন এমন একটি পবিত্র ঘা চিকিৎসা করবার সৌভাগ্য পেলাম তখন পয়সাটা না হয় নাই নিলাম। ব্যবসাটাকে সময়ে সময়ে একটু অব্যবসার মত করে' নিলে তাতে একটু রস পাওয়া যায়।" বলিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

ডাক্তার চলিয়া গেলে সুরেশ্বর কহিল, "ভারি চমৎকার লোক ত!"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "চমৎকার!"

জয়ন্তী সহাস্যে কহিলেন, "তোমরা ত চমৎকার বলবেই ; আট-আটটা টাকা তোমাদের বেঁচে গেল!"

জয়ন্তীর কথায় সকলে উচ্চহাস্য করিয়া উঠিল।

কিছু পরে সুরেশ্বর বিদায় লইবার জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "আজ এক বিচিত্র ঘটনার মধ্য দিয়ে তোমাকে আমরা আত্মীয়ের মত লাভ করলাম। মাঝে মাঝে এসে আমাদের সঙ্গে নিশ্চয়ই দেখা-সাক্ষাৎ করো।" তাহার পর বিমানকে বলিলেন, "বিমান, তুমি মোটরে করে' ওঁকে বাড়ী পৌঁছে দাও।"

সুরেশ্বর ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, মোটরের দরকার নেই, আমি এটুকু হেঁটেই চলে' যাব।"

বিমান কহিল, "ক্ষতিও ত নেই, চলুন না আপনার বাড়ীটাও ত দেখে আসা যাবে।"

সকলকে অভিবাদন করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

৪

পরদিন প্রাতে সুরেশ্বর তাহাদের বাটীর ভিতর নিম্নতলার বারাণ্ডায় বসিয়া তাহার ভগিনী মাধবীকে দিয়া ক্ষত পরিষ্কার করাইয়া লইতেছিল, এবং অদূরে বসিয়া তাহার বিধবা জননী তারাসুন্দরী দেখিতেছিলেন এবং গল্প করিতেছিলেন।

গরম জলে বোরিক্ পাউডার মিশাইতে মিশাইতে মাধবী বলিল, "কিন্তু দাদা, অতটা দুঃসাহসের কাজ করা তোমার উচিত হয় নি।"

সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা হ'লে কি করা উচিত ছিল শুনি? দশ হাত দূরে দাঁড়িয়ে গুণ্ডাটাকে বক্তৃতা দেওয়া, না পরদিন খবরের কাগজে আন্দোলন করা? তখন বিপন্নদের রক্ষা করতে চেষ্টা করা ছাড়া আর অন্য কিছুই করা যেতে পারত না।" তাহার পর তারাসুন্দরীকে সম্বোধন করিয়া কহিল, "তুমি কি বল মা? আমি যা করেছি তার মধ্যে কিছু অন্যায় হয়েছিল কি?"

সৎসাহস ও সহৃদয়তা এই দুইটি গুণের জন্য সুরেশ্বর যদি কাহারও কাছে ঋণী হয় ত সে তাহার জননীর নিকট। পিতা ছিলেন একজন অবসরবিহীন বিখ্যাত ডাক্তার, তিনি তাঁহার রোগী ও ডাক্তারী লইয়া ব্যাপৃত থাকিতেন। সুরেশ্বর মানুষ হইত তারাসুন্দরীর নিকট। আকাশে

বায়ু ও আলোর মত, তারাসুন্দরীর প্রসারিত হৃদয়-ক্ষেত্রে এই দুইটি গুণ ভরিয়া ছিল ; তিনি তাহারই আবহাওয়ায় পুত্রকে মানুষ করিয়াছিলেন। তাই সুরেশ্বর যখন তাঁহার মত চাহিল, তখন তাঁহাকে হাসিমুখে বলিতেই হইল, "না, তা হয় নি।" কিন্তু পাছে তাঁহার অনুমোদনের দ্বারা প্রশ্রয় পাইয়া সুরেশ্বর ভবিষ্যতে নিজেকে বিপদমূলক অবস্থায় লইয়া যাইতে ইতস্ততঃ না করে এই আশঙ্কায় তিনি সঙ্গে-সঙ্গেই কহিলেন, "কিন্তু শক্তি ও ক্ষমতার বাইরে গিয়ে নিজেকে অনর্থক বিপদের মধ্যে ফেলাও অন্যায় কথা সুরেশ।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তা ত নিশ্চয়ই মা ; কিন্তু শক্তি আর ক্ষমতা মেপে নিয়ে তার পর কাজে প্রবৃত্ত হওয়াও ভারি কঠিন কথা। তাই সময়ে সময়ে শক্তির ঠিকমত আন্দাজ করতে না পেরে কষ্ট পেতেই হয়। বিবেচনা করে' এগিয়ে যাওয়া যেমন গোঁয়ার্তুমী, অতি-বিবেচনায় ইতস্ততঃ করা তেমনি কাপুরুষতা। ঠিক নয় কি মা ?"

তারাসুন্দরী পুত্রের যুক্তির নিকট মনে মনে হার মানিয়া কহিলেন, "সে কথা ঠিক। আমি বল্‌ছিলাম, তুমি যখন বেশ জান্‌ছ যে কোন একটা কাজ তোমার শক্তির বাইরে, তখন তার মধ্যে ঝাঁপিয়ে পড়ায় কোনও সুবুদ্ধি নেই। ধর একটি ছোট ছেলে জলে পড়ে' হাবুডুবু খাচ্ছে, তুমি সাঁতার জান না। এ অবস্থায় তোমার কি করা উচিত ? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত ? - না, লোক ডাক্‌বার জন্যে ডাঙাতেই দৌড়দৌড়ি করা উচিত ?"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "এ খুব সহজ কথা মা। কিন্তু ধর আমি এমন একটু সাঁতার জানি যে ছেলেটিকে তুলে আন্‌তেও পারি, অথবা না পেরে নিজেও ডুবে যেতে পারি, তখন আমার কি করা উচিত ? জলে ঝাঁপিয়ে পড়া উচিত, না, ডাঙায় দৌড়দৌড়ি করা উচিত ?"

তারাসুন্দরী কোনও কথা বলিবার পূর্ব্বে মাধবী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিল, "বোলো না মা, কিছু বোলো না! দাদার সাহস বেড়ে যাবে।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তুই বেশ দেখ্‌ছি মাধবী? তুই কি চাস যে আমার সাহস কমে' যায়?"

মাধবী হাসিতে হাসিতে কহিল, "একটু চাই। তুমি সময়ে সময়ে এমন সব কাণ্ড করে' বস যে শুনে' আমাদের রক্ত শুকিয়ে যায়!"

এ প্রসঙ্গে আর কোনও কথা না বলিয়া তারাসুন্দরী কহিলেন, "হ্যাঁ রে সুরেশ, ওদের বাড়ী গিয়ে পেট ভরে' খেয়ে ত এলি, তারা কি রকম লোক তা ত কিছু বল্‌লি নে?"

তারাসুন্দরী সুরেশ্বরকে কখন তুমি এবং কখন তুই বলিয়া সম্বোধন করিতেন।

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "লোক?—বেশ লোক—বড়মানুষ, সৌখীন; সভ্য-ভব্য, কায়দা-দুরুস্ত!"

পুত্রের কথা কহিবার ভঙ্গী হইতে তারাসুন্দরী বুঝিতে পারিলেন যে তাহাদের প্রতি পুত্র খুব যে প্রসন্ন তাহা নহে। হাসিয়া কহিলেন, "আর সে মেয়েটি কেমন, যার গলা থেকে হার খুলে নিচ্ছিল?"

সুরেশ্বর কহিল, "কি কেমন, খুলে' না বল্‌লে কেমন করে' বলব মা কি রকম?"

তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "দেখ্‌তে শুন্‌তে কেমন তাই প্রথমে বল্ না।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "দেখ্‌তে ত বেশ ভালই, কিন্তু শুন্‌তে সব সময়ে খুব ভাল নয় মা! মেয়েদের কি বল্‌তে হয় ঠিক বুঝ্‌তে পারছি নে, ছেলে হ'লে বল্‌তাম একটু ফাজিল; কিন্তু তাই বলে' অমার্জ্জিত নয়, বেশ ভদ্র।"

"গিন্নী কেমন মানুষ রে ?"

এবার সুরেশ্বর হাসিয়া ফেলিল। কহিল, "বেশ মানুষ মা! অল্প সময়ের মধ্যে মানুষ চিনে ফেল্‌বার অভিজ্ঞতা বা শক্তি হয়েছে বলে স্পর্দ্ধা করতে পারি নে, কিন্তু তবুও গিন্নীটিকে যে ঠিক চিন্‌তে পেরেছি তা অসঙ্কোচে বল্‌তে পারি। বেশ মানুষ; সাদাসিধে, নিজের মনের ইচ্ছাটুকু একটু ঢেকে-ঢুকে বা আট্‌কে রাখ্‌তে কোনো প্রবৃত্তি নেই। পাছে তুমি ভুল করে' ভাব যে দেশের দশজনের মত তিনিও একজন, তাই পদে পদে নিজের অবস্থা তোমাকে বুঝিয়ে দেবার জন্য ব্যস্ত।"

সুরেশ্বরের বর্ণনার ভঙ্গিমা দেখিয়া তারাসুন্দরী হাসিয়া কহিলেন, "তা হ'লে ত বেশ লোক রে। বড় মেয়েটি কেমন ?"

এমন সময়ে বাহিরের দ্বারে কড়া-নাড়ার শব্দ শুনা গেল। তারাসুন্দরী কহিলেন, "অবনী-ঠাকুরপো এসেছেন বোধ হয়। যা ত মাধবী, দোরটা খুলে' দিয়ে আয় ত!"

মাধবী উঠিয়া গিয়া দ্বার খুলিয়া দেখিল অবনী নহে, একজন অপরিচিত ব্যক্তি পথে দাঁড়াইয়া অপেক্ষা করিতেছে। একটু ভিতরের দিকে সরিয়া আসিয়া মাধবী মৃদু কণ্ঠে কহিল, "আপনি কাকে চান ?"

অপরিচিত ব্যক্তি কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু কেমন আছেন আমি তাই জান্‌তে এসেছি। তিনি বাড়ী আছেন কি ?"

মাধবী কহিল, "তাঁর হাত খোলা হয়ে ধোয়া হচ্ছে। ভালই আছেন।"

আগন্তুক ব্যগ্র হইয়া কহিল, "যদি অসুবিধা না হয় খোলা অবস্থায় আমি তাঁর হাতটা দেখ্‌তে চাই। আমার নাম বিমানবিহারী বসু। তিনি কাল বোট্যানিকাল গার্ডেনে আমাদের—"

বিমানের অসমাপ্ত কথার মধ্যেই মাধবী বলিল, "বুঝ্‌তে পেরেচি। আপনি বাইরের ঘরে বসুন, আমি তাঁকে খবর দিচ্ছি।"

বিমান ভিতরে প্রবেশ করিলে তাহাকে বৈঠকখানা ঘর দেখাইয়া দিয়া মাধবী অন্দরে গিয়া সুরেশ্বর ও তারাসুন্দরীকে জানাইল যে, অবনী নহে বিমান আসিয়াছে, এবং সে মুক্ত অবস্থায় সুরেশ্বরের হাত দেখিতে চাহে।

সুরেশ্বর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "মা, তুমি না হয় একটু সরে' যাও, এইখানেই বিমান-বাবুকে ডেকে আনা যাক্।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "তা আমি সরে' যাচ্ছি। যা মাধবী, তাঁকে ডেকে নিয়ে আয়।"

একজন অনাত্মীয় অপরিচিত যুবকের নিকট বারবার যাইতে মাধবীর সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল, কিন্তু একমাত্র ভৃত্য কানাই বাজারে গিয়াছে এবং হাতের বাঁধন খুলিয়া সুরেশ্বর নানা-প্রকারে বিব্রত হইয়া বসিয়া রহিয়াছে বলিয়া অগত্যা সে বিমানের নিকট উপস্থিত হইয়া তাহাকে অন্দরে আহ্বান করিল।

মাধবীকে অনুসরণ করিয়া বিমান সুরেশ্বরের নিকট উপস্থিত হইল। সুরেশ্বর নিজেই বাম হস্ত দিয়া অল্প অল্প করিয়া গরম জল ঢালিয়া ব্যাণ্ডেজ ভিজাইতেছিল; বিমানকে দেখিয়া সাগ্রহে কহিল, "আসুন বিমানবাবু, বসুন এই চেয়ারটাতে।"

সে কথায় মনোযোগ না দিয়া তারাসুন্দরীকে অন্তরালে সরিয়া যাইতে দেখিয়া বিমান উৎসুক নেত্রে সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "মা?"

সস্মিত মুখে সুরেশ্বর উত্তর দিল, "হ্যাঁ, মা।"

তখন তারাসুন্দরীর দিকে দুই চারি পদ অগ্রসর হইয়া বিনীতস্বরে বিমান কহিল, "কাল থেকে সুরেশ্বর-বাবুর সঙ্গে আমাদের যে সম্পর্ক হয়েছে, তাতে ত মা আপনার আমাকে দেখে' সরে' যাবার কথা নয়।"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়াই তারাসুন্দরী দাঁড়াইয়াছিলেন, এবার তাঁহাকে

ফিরিতে হইল। সলজ্জ-স্মিতমুখে বিমানের প্রতি চাহিয়া স্নিগ্ধস্বরে কহিলেন, "এস বাবা এস।"

বিমান অগ্রসর হইয়া তারাসুন্দরীর পদধূলি গ্রহণ করিল।

তাহার পর সে সুরেশ্বরকে প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিতে লাগিল, রাত্রে কেমন ছিলেন, এখন কেমন আছেন, রক্ত একেবারে বন্ধ হইয়াছে কি না, বেদনা আছে কি না ইত্যাদি, ইত্যাদি।

সংক্ষেপে সকল প্রশ্নের উত্তর দিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "দেশ যখন ক্ষত বিক্ষত হয়ে নানা রকম দুঃখ কষ্ট পাচ্ছে বিমান-বাবু, তখন একজন নগণ্য দেশবাসীর সামান্য ক্ষত নিয়ে এতটা ব্যস্ত হবেন না।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাই যদি ঠিক হয়, তা হ'লে কাল সামান্য দু-চার জন দেশবাসীকে লাঞ্ছিত হ'তে দে'খে আপনি অত ব্যস্ত হয়েছিলেন কেন তা বলুন ?"

সুরেশ্বর কহিল, "বেশী ব্যস্ত ত হইনি ; যতটুকু হওয়া দরকার ততটুকুই হয়েছিলাম। তা ছাড়া দেশবাসীদের জন্য ব্যস্ত হইনি, অত্যাচারের বিরুদ্ধে ব্যস্ত হয়েছিলাম। যদি দেখ্‌তাম কুস্তির আখড়ায় আপনার সঙ্গে সেই গুণ্ডাটার কুস্তি চলেছে আর সে আপনাকে চেপে ধরেছে, তা হ'লে ত কখনই আপনার সাহায্যে যেতাম না।"

মাধবী সরঞ্জাম লইয়া ঘা ধুইয়া দিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছে বুঝিতে পারিয়া বিমান কহিল, "এ নিয়ে তর্ক পরে কর্‌লেই চল্‌বে, আগে ঘাটা ধুয়ে নিন্‌।" তাহার পর তাড়াতাড়ি সুরেশ্বরের নিকট গিয়া বসিয়া কহিল, "আমি ধুয়ে বেঁধে' দেবো ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "না মাধবীই করে' দিচ্ছে।"

বিমান কহিল, "আজকের দিনটা অন্ততঃ একজন ডাক্তার দিয়ে করে' নিলে ভাল হ'ত।"

মাধবীর দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল, "এরকম ছোটখাট ব্যাপারে মাধবীই আমাদের ডাক্তারী করে। বাবা ডাক্তার ছিলেন ; মাধবী তাঁর কাছ থেকে অনেক বিদ্যে শিখে নিয়েছে।" তাহার পর হাসিয়া কহিল, "শুধু কি অ্যালোপ্যাথী ?—ও আবার একটি হোমিপ্যাথিক ডাক্তার। কাল রাত্রে দুবার আমাকে ওষুধ খাইয়েছে। কি ওষুধ মাধবী ? পডোফাইলম না ডল্‌কামারা ?"

নিজের বিষয়ে এরূপ অবাধ আলোচনায় মাধবীর মুখ সঙ্কোচে আরক্ত হইয়া আসিতেছিল ; তন্মধ্যে সহসা সুরেশ্বরকে হোমিওপ্যাথিক শাস্ত্রে এমন গভীর ব্যুৎপত্তি প্রকাশ করিতে দেখিয়া সে কৌতুকে অনুচ্চস্বরে হাস্য করিয়া উঠিল ! তারাসুন্দরী হাসিতে লাগিলেন। এমন কি সদ্যপরিচিত বিমানবিহারীও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না।

তারাসুন্দরী সস্মিতমুখে কহিলেন, "কিন্তু যাই বল বাপু, মাধবীর হোমিওপ্যাথিক ওষুধে উপকার বেশ পাওয়া যায়।"

সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা পাওয়া যায় ; তবে কিনা মাঝে মাঝে সর্দ্দি—নিউমনিয়ায়, আর পেটের অসুখ—কলেরায় দাঁড়ায়।"

পুনরায় একটা যুক্ত হাস্যধ্বনি উত্থিত হইল।

সুরেশ্বর কহিল, "আচ্ছা বিমান-বাবু, হোমিওপ্যাথিক ওষুধে আপনার আস্থা আছে ?"

বিমানের কিছুমাত্র আস্থা ছিল না ; কিন্তু তাহা বলিলে পাছে মাধবীর প্রতি কোনোপ্রকার রূঢ়তা প্রকাশ পায় এই আশঙ্কায় সে বলিল, "তা সময়ে সময়ে বেশ উপকার পাওয়া যায় বই কি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "বিজ্ঞাপনের দৈব ওষুধের মত ? হাজারকরা একটা ?"

মাধবীর কৌতুকোজ্জ্বল মুখের দিকে দৃষ্টিপাত করিয়া বিমানবিহারী

কহিল, "না না হোমিওপ্যাথিককে অতটা অবহেলা করা চলে না, আপনি বড় বাড়াবাড়ি করছেন।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া তারাসুন্দরী মৃদু হাস্যে কহিলেন, "তুমি ওর কথা শোন কেন বাবা? হোমিওপ্যাথী ভিন্ন অন্য কোনও ওষুধ সুরেশ এক ফোঁটা খায় না। শুধু মাধবীকে ক্ষেপাবার জন্য ও-সব কথা বল্ছে!"

তারাসুন্দরী একে একে বিমানবিহারীর ও তাহার সংসারের পরিচয় লইতে লাগিলেন এবং তদবসরে মাধবী সুরেশ্বরের হস্ত ধৌত করিয়া ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিল।

বিমানবিহারী তারাসুন্দরীর সহিত কথোপকথন করিতেছিল কিন্তু তাহার দৃষ্টি ও মনোযোগ ছিল সুরেশ্বরের হস্তের প্রতি। যেরূপ পরিচ্ছন্নভাবে মাধবী ক্ষত ধৌত করিল ও যেরূপ নিপুণতার সহিত ব্যাণ্ডেজ্ বাঁধিয়া দিল তাহা দেখিয়া বিমানবিহারী বিস্মিত হইল এবং নিজের কিছুমাত্র অভিজ্ঞতা না থাকা সত্বেও কিছু পূর্ব্বে এই কার্য্যের জন্য স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া অগ্রসর হইয়াছিল ভাবিয়া মনে মনে লজ্জিতও হইল। সে প্রশংসমান চক্ষে সস্মিতমুখে কহিল, "এখন আমি বুঝ্তে পারছি সুরেশ্বর-বাবু, এ-কাজের জন্যে ডাক্তার ডাক্বার দরকার ছিল না। কোনো ডাক্তারই এর চেয়ে বেশী কিছু কর্তে পারত না।"

সুরেশ্বর মাধবীর আরক্ত মুখের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সহাস্যে কহিল, "তবে আর কি মাধবী, এত বড় সার্টিফিকেট পেলি, এখন বিমান-বাবুকে কিছু খাবার আর এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাইয়ে দে।"

বিমান ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না না খাবারের কোনো দরকার নেই,—আমি খেয়ে বেরিয়েছি, অনর্থক হাঙ্গামা করবেন না।"

তারাসুন্দরী কহিলেন, "হাঙ্গামা কি বাবা? আজ প্রথম বাড়ীতে

এলে একটু মিষ্টিমুখ কর্‌বে বই কি। মাধবী ঘরে খাবার তৈরী করে' রেখেছে, তাই একটু খাও।"

বিমান মৃদু হাসিয়া কহিল, "মিষ্টিমুখ করা যদি সম্পর্ক পাতানর একটা বিধি হয়, তা হ'লে নিশ্চয়ই মিষ্টিমুখ কর্‌ব। ছেলে-বেলাতেই যে হতভাগ্য মা হারিয়েছে, মা পাওয়ার অনুষ্ঠানে সে বিন্দুমাত্র খুঁৎ রাখ্‌তে রাজী নয়— কিন্তু মা, নিয়মপালন যেন নিয়মপালনের বেশী কিছু না হয়।"

বিমানের মাতৃহীনতার এইটুকু সকরুণ মর্ম্মস্পর্শী উল্লেখে স্নেহশীলা তারাসুন্দরার নিত্যোত্থিত মাতৃহৃদয় চকিত হইয়া উঠিল; এবং সুরেশ্বর ও মাধবী, তাহাদের অতৃতীয়-ভাজ্য মাতৃস্নেহে বিমানকে এমন নির্ব্বিকল্প অধিকার সঞ্চার করিতে দেখিয়া, সকৌতুক পুলকে চাহিয়া রহিল।

কলিকাতার গৃহাভ্যন্তর হইলেও আলোকে ও বাতাসে শরৎকালের অনাবিল মাধুর্য্য এমন একটা অনুকূল অবস্থা রচনা করিয়াছিল যাহার মধ্যে দেখিতে দেখিতে এই সদ্যস্থাপিত সম্পর্কের চেতনা মনোরম, ও বন্ধন দৃঢ় হইয়া উঠিল; এবং কিছু পরে জলযোগ করিয়া যখন তারাসুন্দরীকে প্রণাম করিয়া বিমান বিদায় প্রার্থনা করিল, তখন তারাসুন্দরীর হৃদয় নব-নিষিক্ত বাৎসল্যরসে আপ্লুত হইয়া গেল।

অপরাহ্ণে এক পশলা বৃষ্টি হইয়া আকাশ নির্ম্মল ও বায়ু শীতল হইয়া গিয়াছিল। তরুপল্লব-বিরল কলিকাতা সহরেরও আকৃতি, প্রথমে বর্ষাজলে স্নাত, পরে রৌদ্রকরে উদ্ভাসিত হইয়া, সিক্তনেত্রপল্লব কিন্তু হাস্যোৎফুল্লমুখ বালকের মত বিচিত্র হইয়া উঠিয়াছিল।

প্রমদাচরণ তাঁহার বসিবার ঘরে একটা ইজি-চেয়ারে শয়ন করিয়া লাল নীল পেন্সিলের দাগ কাটিয়া গীতা অধ্যয়ন করিতেছিলেন, এবং পত্নী জয়ন্তী অদূরে একটা চেয়ারে বসিয়া সম্ভবতঃ কোনও বাংলা উপন্যাস-কাহিনীতে নিবিষ্ট হইয়াছিলেন, এমন সময়ে সুরমা প্রবেশ করিয়া কহিল, "বাবা সুরেশ্বর-বাবুর খবর ত আজ একবারও নেওয়া হ'ল না। ঠাকুরপো সকালে গিয়েছিলেন কি না তাও জানা গেল না।"

প্রমদাচরণ ধীরে ধীরে নাসিকা হইতে চশ্‌মা খুলিয়া খাপের মধ্যে ভরিয়া রাখিয়া সুরমার দিকে চাহিয়া কহিলেন, "বিমান কি আজ সকালে আসেন নি?"

সুরমা কহিল, "না।"

শুনিয়া প্রমদাচরণ অনাবশ্যক গভীরভাবে চিন্তাবিষ্ট হইয়া পড়িলেন, এবং জয়ন্তী স্বামীর গবেষণা ও মন্তব্যের জন্য ক্ষণমাত্র অপেক্ষা না করিয়া নিরতিশয় সহজভাবে কহিলেন, "ভালই আছে।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরমা অপ্রসন্ন স্বরে কহিল, "কিন্তু সেটা জানা চাই ত!"

কন্যার মৃদু ভর্ৎসনায় এই অর্থহীন অকারণ নিরুদ্বেগ প্রকাশের জন্য ঈষৎ লজ্জিত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তা না হলে খবর দিত।"

কিন্তু এ যুক্তিহীন কৈফিয়তে সুরমা কিছুমাত্র সন্তুষ্ট হইল না।

জয়ন্তীর কথার কোনো উত্তর না দিয়া প্রমদাচরণকে বলিল, "বাবা, আমাদের শোফার ত সুরেশ্বর-বাবুর বাড়ী দেখেছে, তার হাতে একটা চিঠি পাঠিয়ে খবর নিলে হয় না ?"

এবারও স্বামীর মতামতের জন্য অপেক্ষা না করিয়া জয়ন্তী কহিলেন, "তাতে আর ক্ষতি কি ? পাঠিয়ে দাও না।"

প্রমদাচরণ কিন্তু স্থির করিলেন যে শোফারকে না পাঠাইয়া বৈকালে শ্যামবাজার যাইবার পথে স্বয়ং সুরেশ্বরের সংবাদ লইবেন।

কিন্তু তিনি যখন সুরেশ্বরের গৃহে উপস্থিত হইলেন তখন সুরেশ্বর গৃহে ছিল না। সুরেশ্বর ভাল আছে তাহা তাহার ভৃত্য কানাইয়ের মুখে অবগত হইয়া, এবং তাহাকে নিজ নাম ও পরিচয় প্রদান করিয়া প্রমদাচরণ প্রস্থান করিলেন।

প্রমদাচরণের প্রত্যাবর্তনের পূর্বেই বিমানবিহারী আসিয়া উপস্থিত হইল। এবং প্রত্যূষে সুরেশ্বরের গৃহে গিয়া সে যাহা দেখিয়াছিল ও শুনিয়াছিল তাহার বিস্তারিত বিবরণ প্রদান করিল।

শুনিতে শুনিতে সুরমা সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুরেশ্বর বাবুর বোনের পরণে কি কাপড় দেখলে ঠাকুরপো ? মিহি শাড়ী, না খদ্দর ?"

বিমান সহাস্যে কহিল, "খদ্দর। শুধু কি বোনের খদ্দর ? মার খদ্দরের থান ; চাকরটা বাজার থেকে এল—তার খদ্দরের ধুতি ; এমন কি বিছানার চাদর, বালিসের ওয়াড়, দোরের পর্দা সমস্তই খদ্দর।"

সসন্তোষ বিস্ময়ে সুরমা কহিল, "বাঃ, বেশ ত !"

সুরেশ্বরের স্বাদেশিকতা প্রথম হইতেই সুমিত্রাকে এমন একটু বিচিত্র কারণে বিঁধিতেছিল যে, বিমানের মুখে এই খদ্দরের কাহিনী শুনিয়া সে বিশেষ সন্তুষ্ট না হইয়া ঈষৎ বিদ্রূপের স্বরে কহিল, "বেশ বটে, কিন্তু বাড়াবাড়িটাও একটু বেশ।"

সুরমা ব্যগ্রভাবে কহিল, "না, না, বাড়াবাড়ি আবার কি সুমিত্রা ? খদ্দর যে ব্যবহার করবে সে ত সমস্ত জিনিষই খদ্দরের ব্যবহার করবে। প্রতিজ্ঞা ক'রে বিলিতি জিনিষ যে ত্যাগ করেছে সে ত আর খদ্দরের সঙ্গে দুচারটে বিলিতি জিনিষ ব্যবহার করতে পারে না !"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "কিন্তু বিবেচনা ত আর জাহাজ বোঝাই হয়ে বিলেত থেকে আসে না যে খদ্দরের সঙ্গে তা ব্যবহার করা চলে না ? হাত কেটে রক্তধারা বইছে, তখনও রক্ত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ লিনেন্ ব্যবহার করব না এ বাড়াবাড়ি নয় ত কি ?"

সুরেশ্বরের কোনো আচরণই এ পর্য্যন্ত বিমানের চক্ষে অসঙ্গত বা বিসদৃশ বোধ হয় নাই ; এমন কি তাহার উগ্র অব্যাহত স্বদেশপ্রিয়তাই সর্ব্বাধিক তাহাকে মুগ্ধ করিয়াছে। এখন কিন্তু প্রেমিকোচিত শিষ্টাচার রক্ষার্থেই হউক বা অপর যে কোনো কারণেই হউক, সুমিত্রাকে সমর্থন করিয়া সে কহিল, "তা সত্যি। ভাল জিনিষও বিচার-বিবেচনার গণ্ডী ছাড়িয়ে যতটুকু বেড়ে যায় ততটুকুই মন্দ। ঔষধার্থে যদি সুরাপানের আদেশ থাকতে পারে তা হলে রক্তপাত বন্ধ করবার জন্যে আইরিশ লিনেন্ কোনো অপরাধ করে নি।"

বিমানের মন্তব্য সুমিত্রার কথাকে পরিপূর্ণভাবে সমর্থন করিলেও সুমিত্রা তাহাতে সন্তুষ্ট না হইয়া চুপ করিয়া রহিল। তাহার হৃদয়ের সূক্ষ্ম ও অপরিজ্ঞাত বিশেষ কোনো তন্ত্রী আহত হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি যে অনিরূপণীয় এবং অনির্দ্দিষ্ট বিরূপতা সঞ্চার করিয়াছিল তাহা বিমান-বিহারীর কথার মধ্যে কোনও ঐক্য খুঁজিয়া পাইল না।

সুমিত্রার নিকট হইতে কোনো সাড়া না পাইয়া ঈষৎ ভগ্নোৎসাহ হইয়া বিমান সুরমাকে বলিল, "তুমি কি বল বউদিদি ? ঠিক নয় কি ?"

সুরমা মৃদু হাসিয়া কহিল, "তা হয়ত ঠিক ; কিন্তু যেখানে দুধ খেলেই

রোগ সারতে পারে সেখানে সুরাপান না করাই ত ভাল। আইরিশ্ লিনেন্ ছাড়াও যখন অন্য জিনিষ হাতের কাছে রয়েছে যা দিয়ে কাজ চালান যেতে পারে তখন আইরিশ্ লিনেন্ ব্যবহার না কর্‌লে কি আর অপরাধ হচ্ছে ?"

এ কথার উত্তর কিন্তু সুমিত্রাই দিল ; বলিল, "অপরাধ কিছুই হচ্ছে না, সকলেরই নিজ নিজ মতে চল্‌বার অধিকার আছে। কিন্তু চলাটা একটু সহজভাবে চল্‌লেই ভাল। হাত পা আছে বলেই যে চল্‌বার সময়ে হাত পা বেশীরকম নাড়্‌তে হবে এমন কি কথা আছে ?"

সুমিত্রার কথায় একটু ব্যথিত হইয়া সুরমা সবিস্ময়ে কহিল, "কিন্তু সুরেশ্বর-বাবু কি হাত পা বেশী নাড়েন ?"

শান্ত-স্মিতমুখে সুমিত্রা কহিল, "একটু নাড়েন বই কি। সুরেশ্বর বাবুর প্রতি আমার শ্রদ্ধার অভাব নেই, তিনি আমাদের যে উপকার করেছেন তা ভুলি নি ; কিন্তু সত্যি কথা না বল্‌লে চল্‌বে কেন ?"

সুরমা ক্রুদ্ধস্বরে কহিল, "হাত পা নাড়্‌তে কখন দেখ্‌লি শুনি ?"

সুরমার ক্রোধ দেখিয়া সুমিত্রা হাসিতে হাসিতে বলিল, "দুবার,—একবার বোটানিক্যাল-গার্ডেন থেকে বেরিয়ে আর-একবার ডাক্তার চ্যাটার্জির সাম্‌নে।"

সুরমা আরও ক্রুদ্ধ হইয়া কহিল, "আর বোটানিক্যাল-গার্ডেনের ভিতর গুণ্ডাটার সঙ্গে হাত পা নাড়া সেটা বুঝি এরি মধ্যে ভুলে গিয়েছিস্ ?"

সুমিত্রা পুলকিত হইয়া সহাস্যমুখে কহিল, "একটুও ভুলি নি দিদি, সেদিন দৈবক্রমে সুরেশ্বর-বাবু এসে না পড়্‌লে মেয়েমানুষগুলির কি যে দশা হ'ত তা ভেবেও গা শিউরে ওঠে !" কিন্তু বিমানবিহারী যে মেয়েমানুষের মধ্যে গণ্য নহে, পরক্ষণেই তাহা স্মরণ করিয়া সুমিত্রা অপ্রতিভ

হইয়া তাহার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "সুরেশ্বর বাবু এসে না পড়্‌লে শেষকালে আপনাকেই গুণ্ডাটার সঙ্গে হাতাহাতি কর্‌তে হ'ত।" কিন্তু এরূপভাবে আলোচনাও বিমানের পক্ষে রুচিকর হইবে না মনে করিয়া উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই সুমিত্রা সহসা অন্য প্রসঙ্গে গিয়া পড়িল; বলিল, "আচ্ছা, সুরেশ্বর-বাবুর বোনের বিয়ে হয়েছে?"

একটু চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "ঠিক বল্‌তে পারিনে; কিন্তু যতদূর আন্দাজ হয়, হয় নি।"

বিমানের কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরমা কহিল, "আন্দাজ কি ঠাকুরপো? সিঁথেয় সিঁদুর ছিল কিনা দেখ নি?"

"তখন হয় ত' দেখেছিলাম, এখন মনে পড়ছে না।"

"মাথায় কাপড় ছিল?—না মাথা খোলা ছিল?"

চিন্তা করিয়া বিমানবিহারী কহিল, "খোলা ছিল বলেই-ত মনে হচ্ছে।"

উচ্ছ্বসিত হাস্য কোনপ্রকারে রোধ করিয়া সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল, "চুল খোলা ছিল, না বাঁধা ছিল?"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে কহিল, "ও রকম করে' আমি যদি জিজ্ঞাসা করি তা হলে তোমরাও আমার মত উত্তর দাও।"

সুরমা স্মিতমুখে কহিল, "আচ্ছা একটা কিছু জিজ্ঞাসা করই না, দেখ কি রকম উত্তর দিই।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া বিমান কহিল, "আচ্ছা বল ত সুরেশ্বর-বাবুর জামার হাত বোতাম-আঁটা ছিল, না ঢিলা ছিল?"

ক্ষণমাত্র বিলম্ব না করিয়া সুরমা কহিল, "ঢিলা ছিল।"

"আচ্ছা পায়ে জুতো শূ ছিল, না স্লীপার ছিল?"

এবারও অবিলম্বে সুরমা কহিল, "শূও ছিল না, স্লীপারও ছিল না শুঁড়ওয়ালা দেশী নাগ্‌রা জুতো ছিল।"

সুরমার বিষয়ে হতাশ হইয়া বিমান সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা সুরেশ্বর-বাবুর পরণে ধুতি ছিল না থান ছিল, বল দেখি ?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "ধুতি ছিল, সরু লাল পাড়। বলুন ঠিক হয়েছে কি না ?"

বিমান বিরসমুখে কহিল, "তা আমি বল্‌তে পারিনে ; যদি চালাকি করে' বানিয়ে বলে' না থাক তা হলে ঠিক হয়েছে।"

সুরমা হাসিয়া উঠিয়া কহিল, "কি দুঃখের কথা ঠাকুরপো ! ঠিক হ'ল কিনা তাও বোঝবার উপায় তোমার নেই ? আর কিছু জিজ্ঞাসা করবে না কি ?"

বিমানবিহারী হাসিয়া কহিল, "যথেষ্ট হয়েছে, আর না ; সুরেশ্বর-বাবুর জামার বোতামে কটা ফুটো ছিল, জিজ্ঞাসা করলে, তাও বোধ হয় তোমরা বলে' দিতে পার !"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুরমা ও সুমিত্রা হাসিতে লাগিল।

শ্যামবাজার হইতে প্রমদাচরণ প্রত্যাবর্ত্তন করিলে ড্রয়িংরুমে সকলে মিলিত হইয়া পুনরায় কথাবার্ত্তা আরম্ভ হইল। বিমানবিহারী প্রতি সন্ধ্যায় এই পারিবারিক সম্মিলনে আসিয়া যোগ দিত। কোনো কারণে কোনো দিন উপস্থিত হইতে না পারিলে পরদিন জয়ন্তী চিঠি লিখিয়া বা লোক পাঠাইয়া তাঁহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া আনাইতেন। প্রথমতঃ জামাতার সহোদর ; দ্বিতীয়তঃ ভবিষ্যৎ জামাতা ; এবং তৃতীয়তঃ ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ; এই তিনটি প্রবল অধিকারের শক্তিতে এই সম্মিলনের সকলের নিকট হইতেই, বিশেষতঃ জয়ন্তীর নিকট হইতে, বিমানবিহারী পর্য্যাপ্ত পরিমাণে সম্মান এবং মনোযোগ অর্জ্জন করিত। কতকটা এই পরিবারের নব-তান্ত্রিকতার গুণে এবং কতকটা ক্রমবর্দ্ধিত পরিচয় এবং অন্তরঙ্গতার

প্রশ্রয়ে বিবাহের কল্পনা ও কথা সত্ত্বেও সে সকলের সম্বন্ধেই অনেকটা অসঙ্কোচে সুমিত্রার সহিত মিশিত ; এবং সুমিত্রাও, পাছে সঙ্কোচের দ্বারা সঙ্কোচ বর্দ্ধিত হইয়া উঠে এই আশঙ্কায়, যথাসাধ্য সঙ্কোচ পরিহার করিয়াই চলিত।

রাত্রে আহার সমাপন করিয়া বিমান প্রস্থানোদ্যত হইলে সুমিত্রা বলিল, "যদি অসুবিধা না হয় কাল‌ও একবার সুরেশ্বর-বাবুর হাতের খবরটা নেবেন।"

বিমান প্রতিশ্রুত হইল সংবাদ লইবে। কিন্তু পরদিন প্রাতে চা পান করিয়া সুরেশ্বরের গৃহে যাইবার জন্য বাহির হইবে এমন সময়ে সুরেশ্বরই তাহার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইল।

সুরেশ্বরকে দেখিয়া বিমান সানন্দে বলিল, "বাঃ, বাসনাগুলো যদি এমনি পায়ে হেঁটে দোরে এসে উপস্থিত হয় ত মন্দ হয় না! আমি ত আপনার কাছেই যাচ্ছিলাম!"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "বিলক্ষণ! আমিই ত আপনার কাছে ঋণী রয়েছি; কাল দয়া করে' গিয়েছিলেন, তার পাল্টা শোধ দিতে এলাম।"

বিমান প্রত্যুত্তরে হাসিয়া কহিল, "তা হচ্ছে না! আমাদের চল্‌তি কারবার এখন থেকে বরাবর চল্‌বে। দেনা-পাওনা চুকিয়ে হিসাব বন্ধ কর্‌লে চল্‌বে না।"

সুরেশ্বর একটু ইতস্ততঃ করিয়া স্মিতমুখে কহিল, "কার্‌বার চলতি রাখতে আমার কোনো আপত্তি নেই, কিন্তু দেউলের সঙ্গে কার্‌বার চালাতে গিয়ে দেখবেন যেন লোক্‌সান করে' বস্‌বেন না।"

শুনিয়া বিমানবিহারী হাসিয়া কহিল, "লোক্‌সানের ভয় কর্‌তে গেলে লাভের সম্ভাবনা থাকে না। তা ছাড়া লাভ লোকসানের ভেদ নির্ণয়

করাও সহজ নয়।' কিন্তু সে কথা পরে হবে। আপনার হাতের অবস্থা কেমন বলুন?"

হাতের অবস্থা ভালই ছিল; সংক্ষেপে সে কথা শেষ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "যদি অসুবিধা না হয়, ত চলুন প্রমদা-বাবুর ঋণটাও শোধ করে' আসি। তিনি কাল বিকেলে আমাকে দেখতে গিয়েছিলেন।"

বিমান হাসিয়া কহিল, "চলুন; কিন্তু সেখানেও কারবার বন্ধ হবে না; সেখানে আপনার অনেকগুলি খাতক। প্রমদা-বাবু আপনার ঋণ শোধ করতে যান নি, সুদ দিতে গিয়েছিলেন।" বলিয়া বিমান হাসিতে লাগিল।

বোট্যানিকাল গার্ডেনের ঘটনা প্রায় একমাস অতীত হইয়াছে। সুরেশ্বরের হাতের ঘা একেবারে সারিয়া গিয়াছে। এবং ইত্যবসরে কয়েক-বার দর্শন ও আলাপের সুযোগে প্রমদাচরণ ও তাঁহার পরিজনবর্গের সহিত সুরেশ্বরের পরিচয়টা অনেকটা ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে। এখন মাঝে মাঝে প্রায়ই বিমান সন্ধ্যার সময় সুরেশ্বরকে সুমিত্রাদের বাটী ধরিয়া লইয়া যায়।

সকালে বৈঠকখানায় বসিয়া সুরেশ্বর কোনও দৈনিক সংবাদ পত্রের জন্য প্রবন্ধ লিখিতেছিল, এমন সময়ে প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

সুরেশ্বর তাড়াতাড়ি উঠিয়া নমস্কার করিয়া একখানা চেয়ার আগাইয়া দিল।

প্রমদাচরণ ঈষৎ সঙ্কুচিতভাবে কহিলেন, "কাজের মধ্যে তোমাকে বিরক্ত করলাম, সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর মাথা নাড়িয়া ব্যগ্রভাবে বলিল "না, না, একটুও করেন নি ; আপনি বসুন।"

চেয়ারে উপবেশন করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আসছে শনিবারে সুমিত্রার জন্মদিন ; সেই উপলক্ষে তোমার নিমন্ত্রণ। সন্ধ্যার সময়ে যাবে আর সেইখানেই আহার করবে। ছেলে-মেয়েদের জন্মদিনের উৎসবে আমি বাইরের লোক কাউকে বড় বলিনে। কিন্তু তোমাকে আমরা বাইরের লোক বলে' মনে করিনে। সুমিত্রার জন্মদিনের উৎসবে তুমি উপস্থিত থাকবে এ আমাদের সকলের ইচ্ছা।"

সুরেশ্বর সাগ্রহে কহিল, "নিশ্চয়ই থাকব।" তাহার পর ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "শনিবারে তাঁর জন্ম-তিথি, না জন্ম-তারিখ ?"

প্রমদাচরণ কহিলেন, "জন্মতারিখ। ১৯—সালের ৮ই অক্টোবর সকালে সুমিত্রার জন্ম হয়, আমি সেইদিন প্রথম ডিষ্ট্রীক্টের চার্জ্ পাই। সুমিত্রা আমার-ভারি-পয়মন্ত মেয়ে।" বলিয়া প্রমদাচরণ হাসিতে লাগিলেন।

সুরেশ্বর একটা বিশেষ চিন্তায় নিমগ্ন হইয়া অন্যমনস্কভাবে প্রমদাচরণের সহিত হাসিতে লাগিল। পরে প্রমদাচরণ প্রস্থান করিলে তৎক্ষণাৎ প্রমদাচরণ-কথিত সুমিত্রার জন্ম তারিখটা একস্থানে লিখিয়া রাখিল ; তাহার পর আলমারি খুলিয়া পুরাতন পাঁজি বাহির করিয়া মিলাইয়া দেখিল যে বাংলা তারিখের হিসাবে সুমিত্রার জন্মদিন সে বৎসর শনিবারে পড়ে না, পূর্ব্বদিন শুক্রবারে পড়ে।

মধ্যে মাত্র দুইদিন। ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া খাতাপত্র তুলিয়া রাখিয়া সুরেশ্বর গৃহমধ্যে মাধবীর নিকট উপস্থিত হইল। মাধবী তখন তাহার মাতার পূজার ঘরে পূজার পাত্র ও সাজগুলি ধুইয়া মুছিয়া তুলিয়া রাখিতেছিল, সুরেশ্বরকে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কি দাদা ?"

সুরেশ্বর কহিল, "এখানকার কাজ শেষ হ'ল, মাধবী ?"

"হাঁ, হ'ল।"

"তবে চল্ ত আমাকে খানিকটা সুতো দিবি।"

"চল দিচ্ছি।" বলিয়া মাধবী বাহিরে আসিয়া ঘরে শিকল লাগাইয়া দিল।

ভ্রাতা-ভগিনী উভয়ে দ্বিতলের একটা ঘরে উপস্থিত হইল। প্রবেশ-দ্বারে চৌকাঠের মাথায় সাদা খদ্দরের জমিতে লাল সুতা দিয়া বড় বড় করিয়া লেখা "পড়ে' থাকা পিছে, মরে' থাকা মিছে।" ঘরে প্রবেশ করিয়াই চোখে পড়ে ঠিক তেম্‌নি আর-একটি মন্ত্র, "আবার তোরা মানুষ হ'।" ঘরের মধ্যে পাঁচখানি চর্‌কা, খান পনেরো লাটাই, দুইটা বড় ধামাভরা তূলার পাঁজ এবং তিনটা আলমারিতে বিবিধ প্রকারের কাটা সুতা ও অন্যান্য সামগ্রী সজ্জিত।

ঘরের মধ্যে প্রবেশ করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "খুব মিহি সুতা চাই মাধবী, রুমালের জন্য।"

"কটা রুমালের মত?"

"অন্ততঃ তিনটে।"

এক মুহূর্ত চিন্তা করিয়া মাধবী কহিল, "তা বোধ হয় হবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "না হলে কালকের মধ্যে কেটে দিতে হবে, যত মিহি পারিস্।"

মাধবী সকৌতুকে জিজ্ঞাসা করিল, "অত মিহি সুতা কার দরকার দাদা? এত সৌখীন লোক কে?"

সস্মিতমুখে সুরেশ্বর বলিল, "শুধু সৌখীন নয় রে, ভারি কঠিন! ছুঁচের মত মিহি না হ'লে সেখানে বিঁধ্‌বে না। প্রমদা-বাবুর মেয়ে সুমিত্রাকে দিতে হবে।"

মাধবী সুতা অন্বেষণ করিতে করিতে সুরেশ্বরের সহিত কথা কহিতে-

ছিল; সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সকৌতূহলে জিজ্ঞাসা করিল, "সুমিত্রাকে হঠাৎ রুমাল দিচ্ছ যে দাদা?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "হঠাৎ নয়; তার জন্মদিন উপলক্ষে এইমাত্র প্রমদা-বাবু নিমন্ত্রণ করে' গেলেন। ভাব্ছি তিনখানা রুমাল উপহার দেবো। কিন্তু ভারি কঠিন কথা,—আইরিশ্ লিনেনের সঙ্গে দেশী খদ্দরের প্রতিযোগিতা!—পেরে উঠব ব'লে' ত ভরসা হয় না।

মাধবী একটা টিনের বাক্স হইতে খানিকটা সূতা বাহির করিয়া সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

সূতা দেখিয়া সুরেশ্বরের মুখ উৎফুল্ল হইয়া উঠিল। সে সানন্দে মাধবীর পৃষ্ঠে করাঘাত করিয়া কহিল, "বাঃ মাধবী বাঃ! দুশো বৎসর আগে তুই নিশ্চয়ই ঢাকাতে সূতো কাট্‌তিস। এত মিহি সূতো কবে কাটলি রে?"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "এ সূতো ব্যবহারের জন্যে ত কাটিনি দাদা, কত মিহি সূতো কাটা যায় দেখ্‌বার জন্যে মাঝে মাঝে এই সূতো কেটে জমিয়েছি। এতে তোমার তিনখানা রুমাল অনায়াসে হবে।"

"বেশী হবে," বলিয়া সূতা লইয়া সুরেশ্বর প্রস্থানোদ্যত হইল; তাহার পর পুনরায় ফিরিয়া আসিয়া কহিল, "এ সূতো কাটতে তোর যেমন কষ্ট হয়েছে মাধবী, পুণ্যও তেম্‌নি হবে। বাংলা দেশে একটি কঠিন পরিবারের সঙ্গে প্রথম এই দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা কর্‌ব ঠিক করেছি।"

মাধবী সহাস্যমুখে কহিল, "বেশ ত।"

সূতা লইয়া সুরেশ্বর মাণিকতলা ষ্ট্রীটে একটি জীর্ণ পুরাতন গৃহে উপস্থিত হইল। তাহাকে দেখিয়া এক ব্যক্তি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হইয়া আসিয়া অবনত হইয়া যুক্তকরে প্রণাম করিয়া দাঁড়াইল।

সুরেশ্বর জিজ্ঞাসা করিল, "আজ কখানা তাঁত চলেছে অতুল?"

অতুল নম্রস্বরে কহিল, "আজ্ঞে পাঁচখানা।"

"তুখানা বন্ধ রয়েছে কেন ?'

অতুল একবার নতদৃষ্টি হইয়া তারপর সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া কহিল, "টানা দেওয়ার লোকের অভাবে; আর তুজন লোক না হলে কিছুতেই চল্‌ছে না বাবু।"

"লোকের জন্যে তোমার বাড়ীতে লিখতে বলেছিলাম ত ? লেখ নি ?"

অতুল কহিল, "আজ্ঞে সেই দিনই লিখে দিয়েছি, কিন্তু এ পূজো মুখে করে কেউ বাড়ী ছেড়ে আস্‌বে বলে বোধ হয় না। আর কিছু দিন পরে এসে পড়বে।"

"কিন্তু পূজোর মুখেই যে কাজের চাপাচাপি অতুল ?"

"আজ্ঞে তাত বটেই," বলিয়া অতুল নীরবে নতনেত্রে দাঁড়াইয়া রহিল।

একটু চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর স্থতার বাণ্ডিলটা অতুলের হস্তে দিয়া বলিল, "দেখ বৃহস্পতিবার সন্ধ্যার মধ্যে এই স্থতোয় তিনখানা রুমাল আমাকে বুনে দিতে হবে। পাড়ের চারিদিকে একটু ঘোর তসরের স্থতোর অক্ষরে নাম আর তারিখ এই রকমে লেখা হবে।" বলিয়া একখানা কাগজ অতুলের হস্তে দিল।

অতুল নিবিষ্টমনে সেই লেখা ও স্থতা পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কহিল, "তা হবে।" তাহার পর প্রসন্ন-দীপ্ত মুখ সুরেশ্বরের দিকে ফিরাইয়া স্মিতমুখে কহিল, "আমি জানি বলে' তাই বুঝতে পারলাম এ স্থতো দিদিমণির কাটা; আর কেউ দেখলে বল্‌ত বিলিতি স্থতো।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ স্থতোটা ভারি চমৎকার কাটা হয়েছে।"

অতুল কয়েকপ্রকারের তসরের স্থতা আনিয়া নির্ব্বাচনের জন্য সুরেশ্বরের হস্তে দিল। তন্মধ্যে যেটা সর্ব্বাপেক্ষা ঘোর রঙের সেইটা বাছিয়া দিয়া সুরেশ্বর কহিল, "এইটে হ'লেই বেশ চল্‌বে

অতুল নির্ব্বাচিত সুতার গোছটি সুরেশ্বর কর্তৃক আনীত সাদা সুতার সহিত রাখিয়া মৃদুস্বরে কহিল, "মন্দ হবে না। তবে বাজার থেকে খানিকটা বাদামী রঙের জাপান সিল্ক কিনে' এনে পাড় করলে খাসা দেখতে হ'ত।"

অতুলের কথা শুনিয়া সুরেশ্বর সবিস্ময়ে কহিল, "জাপানী সিল্ক কি বলছ অতুল? বিলাতী সিল্ক চলবে না, আর জাপানী সিল্ক চলবে এ কথা তোমাকে কে বললে? আশ্চর্য্য! এ কথাটা তোমাদের কিছুতেই বুঝিয়ে উঠতে পারলাম না যে জাপানী জিনিস ব্যবহার করা আরও অন্যায় আমাদের পক্ষে। বিলাতী জিনিস ব্যবহার করব না এ ত আমাদের পণ নয়; আমাদের পণ হচ্ছে বিদেশী জিনিস ব্যবহার করব না।"

রাজীব নামে আর-একজন তাঁতী দূর হইতে এই আলোচনা শুনিতেছিল; সে নিকটে আসিয়া প্রণাম করিয়া নম্রস্বরে বলিল, "কিন্তু বাবু জাপানের সঙ্গে ত আমাদের কোন ঝগড়া নেই।"

সুরেশ্বর রাজীবের দিকে ফিরিয়া কহিল, "তা হ'লেই বুঝতে পারছ এ ব্যাপারটা আমাদের ঝগড়ার নয়, এ একেবারে পুরোপুরি ভালবাসার ব্যাপার। দেশকে ভালবাসি তাই দেশের জিনিষ ব্যবহার করব। দেশ দরিদ্র তাই বিদেশের জিনিস ব্যবহার করে' দেশকে আরও দরিদ্র করব না। এই ত সহজ কথা।"

এ সহজ কথা অতুল ও রাজীব কতদূর বুঝিল তাহা ভগবানই জানেন। কিন্তু মুখে তাহারা "তা বটে" বলিয়া পরস্পরের দিকে নিরাপত্তিভরে চাহিয়া রহিল।

শুক্রবার প্রাতে চা পানের পর প্রমদাচরণের ড্রয়িংরুমে সকলে সমবেত হইয়াছিল। যথারীতি বিমানবিহারী ত ছিলই, তদুপরি দলের মধ্যে আজ একজন নূতন ব্যক্তি উপস্থিত ছিল। ইহার নাম সজনীকান্ত মিত্র, বয়স আনুমানিক চল্লিশ বৎসর। ইনি গৃহকর্ত্রী জয়ন্তী দেবীর কনিষ্ঠ সহোদর, সেই হেতু প্রমদাচরণের শ্যালক এবং আ-ভৃত্য বিমান পর্য্যন্ত সকলেরই মামাবাবু।

যশোহরের সব্‌জজের অফিসে ইনি বিশেষ এক দায়িত্বপূর্ণ কর্ম্মে অধিষ্ঠিত—গৃহমধ্যে প্রচার সমগ্র জেলার স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি, যাহা আদালতের অধিকারভুক্ত হয় বা হইতে পারে, ইহারই হস্তে ন্যস্ত; ইনি অভিলাষ করিলে যথেচ্ছা বিক্রয় বা বিক্রয় হইতে রক্ষা করিতে পারেন। মাসিক বেতন ইনি কত পান তাহা কেহ ঠিক অবগত নহে, তবে এমন একটা কথা সকলেরই শুনা আছে যে মাহিনা নামে যে টাকাটা ইনি মাসে মাসে সর্‌কার বাহাদুরের নিকট হইতে সেলামি পান গৃহে আসিবার পথে তাহার সবটা দান করিয়া আসিলেও ইঁহার পক্ষে বিশেষ লোক্‌সান হয় না।

পূজার ছুটির দীর্ঘ অবকাশ ভগ্নীর গৃহে অতিবাহিত করিবার অভিপ্রায়ে ইনি দুইদিন হইল কলিকাতায় আসিয়াছেন। আসিবার সময়ে যশোহর হইতে দুই টাকার ছানাবড়া লইয়া আসিয়াছিলেন যাহা একদিনেই নিঃশেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু তাহার আলোচনা কিছুতেই শেষ হইতেছিল না। কথা হইতেছিল কলিকাতার রসগোল্লা ও যশোহরের ছানাবড়ার মধ্যে

কোনটি অধিকতর সুস্বাদু। আলোচকবর্গের মধ্যে কলিকাতার রসগোল্লার আস্বাদ সকলেরই পরিচিত; যশোহরের ছানাবড়ার আস্বাদ,—অভিজ্ঞতা ও অনুসন্ধানের দ্বারা,—তাঁহারা যেরূপ পাইয়াছিলেন মান্য অতিথিকে আঘাত দিবার আশঙ্কায় তাহা ব্যক্ত করিতেছিলেন না; তথাপি অব্যাহতি ছিল না।

সজনীকান্ত তাহার অর্দ্ধপক্ক গুম্ফের মধ্যে অবহেলার লঘুহাস্য টানিয়া কহিল, "তোমরা যাই বল বাপু, তোমাদের সহরের স্পঞ্জি রসগোল্লা, যার এত সুখ্যাতি তোমরা কর, কোন কাজেরই নয়; দাঁতে কচকচ করে।"

দাঁতে কচকচ করে বটে, কিন্তু মুখে দিলেই অন্তর্হিত হয়, তাও একটা নয় দুইটা নয়, দুই তিন গণ্ডা, তাহা এই দুই দিবসের মধ্যে সকলেই অন্ততঃ তিন চারিবার দেখিয়াছে। এমন কি প্রথম দিন যখন কলিকাতার রসগোল্লার সহিত সজনীকান্তকে যশোহরের দুইটা ছানাবড়া দেওয়া হইয়াছিল তখন কলিকাতার রসগোল্লার প্রতিই তাহাকে সমধিক পক্ষপাত করিতে দেখা গিয়াছিল।

প্রমদাচরণ তাঁহার চেয়ারে উঁচু হইয়া উঠিয়া বসিয়া মৃদুহাস্যের সহিত কহিলেন, "অত সহজ কথা নয় হে সজনী! কলিকাতার রসগোল্লার সঙ্গে প্রতিযোগিতা, ভাল করে' প্রমাণ করতে হবে। আমি বলি তুমি যশোর থেকে ফরমাস দিয়ে পাঁচ সের ছানাবড়া আনাও, আমরাও পাঁচসের রসগোল্লা ফরমাস দিই। তারপর সবাই মিলে সুবিধামত একটা বিচার-পদ্ধতি স্থির করলেই হবে।" বলিয়া প্রমদাচরণ, একটা বিশেষ কৌতুকপ্রদ পরিহাস করিয়াছেন মনে করিয়া, অমিতভাবে হাসিতে লাগিলেন।

এ কথায় সজনীকান্ত উৎফুল্ল হইয়া উঠিয়া বিজয়দৃপ্ত-নেত্রে সকলের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "তোমরা বোধ হয় বুঝতে পারছ ঘোষ মশায়

চানা বড়া কি রকম পছন্দ করেন ? এ শুধু ফন্দী করে আরও কিছু চানাবড়া আনাবার মতলব !”

সজনীর কথা শুনিয়া একটা মিলিত হাস্যধ্বনিতে কক্ষ চকিত হইয়া উঠিল। এমন সময়ে একজন ভৃত্য আসিয়া সংবাদ দিল সুরেশ্বর আসিয়াছে।

প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে তথায় লইয়া আসিবার জন্য আদেশ দিলেন।

সজনী বুঝিতে না পারিয়া অনুসন্ধিৎসু নেত্রে জয়ন্তীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, “কে দিদি ?”

জয়ন্তী মৃদু হাসিয়া কহিল, “সেই ছেলেটি বোটানিকাল গার্ডেনে যে—”

জয়ন্তীর কথা শেষ হইবার পূর্ব্বেই সজনী বলিয়া উঠিল, “ওঃ, বুঝেছি। তোমাদের সেই বীরেশ্বর সুরেশ্বর ত ?”

সজনীকান্তের এই অহেতুক মন্তব্যে জয়ন্তী কোনো উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিলেন ; প্রমদাচরণ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া অন্যদিকে চাহিয়া বলিলেন, “কিন্তু সত্যিই সে বীরেশ্বর !” এবং সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান অসন্তুষ্ট হইয়া পরস্পরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

ক্ষণকাল পরে সুরেশ্বর কক্ষে প্রবেশ করিল এবং সকলকে অভিবাদন করিয়া একটা চেয়ারে উপবেশন করিল। তাহার হস্তে লাল-ফিতা-বাঁধা একটা কাগজের বাক্স।

সজনীকান্তকে নির্দ্দেশ করিয়া সুমিত্রা কহিল, “সুরেশ্বরবাবু, ইনি আমার ছোটমামা, পরশু এসেছেন।” তাহার পর সজনীকান্তের দিকে চাহিয়া কহিল, “এঁর পরিচয় ত তুমি আগেই পেয়েছ মামাবাবু।”

পরিচয়লাভের পর সুরেশ্বর পুনরায় যুক্তকরে সজনীকান্তকে অভিবাদন

করিল। তদুত্তরে কোনপ্রকার প্রত্যভিবাদনের লক্ষণ প্রকাশ না করিয়া উপেক্ষাতরলকণ্ঠে সজনীকান্ত কহিল, "তোমার কথা সব শুনেছি। সেদিনকার ব্যাপারটা ছোট করে' লিখে দিয়ো ত, আমাদের দেশের কাগজে ছাপিয়ে দোবো। সম্পাদক আমাকে খুব খাতির করে, বুঝেছ কি না, নিশ্চয় ছাপাবে।"

এই নিঃসঙ্কোচ নিরধিকার তুমি সম্বোধন সকলকেই, এমন কি জয়ন্তীকে পর্য্যন্ত, বিস্মিত করিল। দলের মধ্যে একমাত্র বৃদ্ধ প্রমদাচরণ ভিন্ন সকলেই এ পর্য্যন্ত সুরেশ্বরকে আপনি বলিয়া সম্বোধন করিয়া আসিয়াছে। প্রমদাচরণের তুমি সম্বোধনের মধ্যে বয়সের অধিকার এবং স্নেহশ্রদ্ধার সরসতা ছিল। সদ্যপরিচিত সজনীকান্তের মধ্যে তাহার কোনো সংস্রব না থাকায় এই অকারণ তুমি সম্বোধনের সহিত অযাচিত অনুগ্রহ করিবার ইচ্ছা-প্রকাশ সকলের কর্ণে অতিশয় অশিষ্ট এবং বিসদৃশ সুরে বাজিল।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া শান্তভাবে কহিল, "এ সামান্য ব্যাপার খবরের কাগজে বার ক'রে কি হবে?"

বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত বলিল, "তোমার নাম হবে হে! এই লাইন যখন নিয়েছ, নামটা কেবল চাই ত?"

এবার সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান তিনজনেই একসঙ্গে হাসিয়া উঠিল। সুরমা বলিল, "তা হ'লেই সুরেশ্বরবাবু লিখে দিয়েছেন! তুমি সুরেশ্বর-বাবুকে জান না মামাবাবু, নামটাকেই তিনি সব চেয়ে বেশী অপছন্দ করেন।"

শান্তনেত্রে সুরমার দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর কহিল, "নাম অপছন্দ করি এত বড় দম্ভ করতে পারিনে, কিন্তু ফাঁকি দিয়ে নাম নেওয়া কেউ ত পছন্দ করে না।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সজনীকান্ত হাসিতে লাগিল। পাছে পুনরায় কোন অসমীচীন মন্তব্যের দ্বারা সে সুরেশ্বরকে আহত করে এই আশঙ্কায় সুমিত্রা সহসা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ করিয়া সুরেশ্বরকে প্রশ্ন করিল, "আপনার হাতে ও বাক্সটা কি সুরেশ্বর-বাবু ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া হাত বাড়াইয়া বাক্সটা সুমিত্রার হস্তে দিয়া নম্রস্বরে বলিল, "এটা আজ আপনার জন্মদিনে আপনাকে উপহার,—যদিও নিতান্ত সামান্য জিনিস।"

শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল, কিন্তু পরক্ষণেই "ওঃ তাই নাকি ? ধন্যবাদ !" বলিয়া সে ধীরে ধীরে ফিতাটা খুলিতে লাগিল।

সম্ভবতঃ সুরেশ্বরের দিন ভুল হইয়াছে এই ভাবিয়া বিমান সহাস্যমুখে একটু ইতস্ততভাবে কহিল, "সুমিত্রার জন্মদিন কবে বলুন ত সুরেশ্বর-বাবু ?"

শান্ত-স্মিত-মুখে সহজভাবে সুরেশ্বর কহিল, "আজ।"

বিমানের প্রশ্নে সুরেশ্বরের উত্তর শুনিয়া সকলের মুখে মুখে একটা মৃদু হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

বিমান সহাস্যে কহিল, "আপনার কথা থেকেই বুঝেছিলাম যে আপনি একটু ভুল করেছেন। জন্মদিন আজ নয়, কাল।"

জয়ন্তী স্মিত-মুখে সান্ত্বনার স্বরে কহিলেন, "তাতে আর হয়েছে কি ? একটা দিন না হয় ভুলই হয়েছে।"

জয়ন্তীর কথার উত্তর না দিয়া বিমানের দিকে চাহিয়া সুরেশ্বর তেমনি সহজ ভাবে কহিল, "আমি একটুও ভুল করিছিনে বিমান-বাবু, আজই ওঁর জন্মদিন। ২১শে আশ্বিন আজ ; কাল নয়।"

সুরেশ্বরের এই শান্ত সপ্রতিভ ভঙ্গিমায় একমুহূর্ত্তে কৌতুকের ভাবটা

অপস্থত হইয়া গেল। সকলেই বুঝিল যে জন্মদিনের উপহার লইয়া সুরেশ্বরের আজ আসা—ভুল করিয়া আসা নহে। একটা কোনও-উদ্দেশ্য বা রহস্য ইহার মধ্যে নিশ্চয়ই আছে।

বিমান বলিল, "আপনি কি বাংলা হিসাব ধ'রে বল্‌ছেন?"

সুরেশ্বর পূর্ব্ববৎ হাসিতে হাসিতে বলিল, "আপনি কোন হিসাব ধর্‌ছেন?"

যে ভঙ্গীতে সুরেশ্বর প্রশ্ন করিল তদুত্তরে কিছুতেই বলা চলিল না ইংরেজী হিসাব। বিমূঢ়ভাবে বিমান কহিল, "আপনি কি ক'রে জান্‌লেন যে বাংলা হিসাবে জন্মদিন আজ পড়ে।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "বাংলা তারিখ মিলিয়ে দেখে!"

সজনীকান্ত এতক্ষণ নীরবে শুনিতেছিল। এবার সে চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "ওরে বাস্‌রে! তুমি দেখছি একটি বিকট নন্‌কোঅপারেটর!"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে সজনীকান্তের দিকে ফিরিয়া কহিল, "কিন্তু এর সঙ্গে ত নন্‌কোঅপারেশনের কোন সম্পর্ক নেই। তা হ'লে ৩১শে চৈত্র চড়ক-পূজা করাও নন্‌কোঅপারেশন, আর বৃহস্পতিবারে লক্ষ্মীপূজা করাও নন্‌কোঅপারেশন।"

বাক্সের ফিতা খুলিতে খুলিতে কথোপকথনের প্রতিই সুমিত্রার মনোযোগ অধিক ছিল। এতক্ষণে বাক্সটি খুলিয়া সে দেখিল তন্মধ্যে সযত্নে পাট-করা কয়েকখানি রুমাল। এই কাহিনী-যুক্ত অর্থময় উপঢৌকন দেখিয়া সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল, কিন্তু তখনি আপনাকে সংযত করিয়া লইয়া একখানি রুমাল বাহির করিয়া খুলিয়া দেখিয়া সে বলিল, "বাঃ চমৎকার ত! দেখ মা কি সুন্দর নাম লেখা!" বলিয়া রুমালখানা জয়ন্তীর হস্তে দিল।

জয়ন্তী রুমালখানা হাতে লইয়া একবার দেখিয়া ফিরাইয়া দিয়া কহিলেন, "বেশ! রেখে দাও।"

কিন্তু রুমালের কাহিনী অত সংক্ষেপে শেষ হইল না। রুমালখানি সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল এবং সকলেরই নিকটে প্রভূত প্রশংসা লাভ করিল।

প্রমদাচরণ কহিলেন, "আশ্চর্য্য ব্যাপার! আমি ত দুদিন হ'ল তোমাকে জানিয়ে এসেছি সুরেশ্বর,—এরমধ্যে কি করে' তৈরী করালে?—আর এমন সুন্দর?"

তখন সজনীকান্ত রুমালখানি দুই অঙ্গুলীর পেষণে নির্দ্দয়ভাবে পরীক্ষা করিতেছিল, সে বলিল, "তা কঠিন কথা কিছুই নয়, বড়বাজারের বিস্তর দোকান আছে, অতি অল্প সময়ের মধ্যে সূক্ষ্ম ছুঁচ্ দিয়ে ফুল তুলে দেয়, নাম লিখে দেয়।"

এ বিষয়ে দলের মধ্যে অভিজ্ঞতা এবং জ্ঞান যাহাদের ছিল না তাঁহারা চুপ করিয়া রহিল, যাহার ছিল সে কোনো কথা বলিবার প্রয়োজন দেখিল না।

রুমালখানা আরও কিছুক্ষণ মর্দ্দিত করিয়া, মাড় আছে কি না পরীক্ষা করিবার জন্য একটা কোণ অঙ্গুলীর পেষণে মলিন করিয়া দিয়া, সর্ব্বজ্ঞের মত সজনীকান্ত কহিল, "জাপানী মাল।"

শুনিয়া সুরেশ্বর কিছু বলিল না, কিন্তু বিশেষ কৌতুক বোধ করিল।

সুরেশ্বরকে মৌন থাকিতে দেখিয়া বিমান সবিস্ময়ে জিজ্ঞাসা করিল, "জাপানী, সুরেশ্বর-বাবু?" তাহার মনে বিশ্বাস ছিল জাপানী জিনিস সুরেশ্বর সহজে ব্যবহার করিবে না।

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল, "না, খাঁটি স্বদেশী।"

রুমালখানা সুমিত্রাকে ফিরাইয়া দিয়া সজনী সুরেশ্বরকে কহিল,

"স্বদেশী বলে' তুমি কিনেছ ত? জাপানী ত জাপানী, আজকাল খাস বিলিতি জিনিসও স্বদেশী মার্কায় বিকচ্ছে।"

সুরেশ্বর একবার ভাবিল কোনো উত্তর দিবে না, কিন্তু মৌনতার দ্বারা সত্যকে প্রচ্ছন্ন রাখিতে তাহার প্রবৃত্তি হইল না; তাই ভবিষ্যতে আর কোনও প্রশ্ন যাহাতে উঠিতে না পারে সেইজন্য বলিল, "তা হয় ত বিকচ্ছে; কিন্তু এ রুমালগুলি খাঁটি স্বদেশী। এর তুলো আমাদের দেশের জমীতে হয়েছে, এর সুতো আমার বোন নিজের হাতে কেটেছে, আর রুমাল বোনা হয়েছে মাণিকতলা ষ্ট্রীটে আমার নিজের তাঁতে।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "এমন মিহি সুতো আপনার বোন কেটেছেন? আশ্চর্য্য ত!"

তখন রুমালের উপর আবার নূতন করিয়া সকলের মনোযোগ পড়িল; এবার তিনখানা রুমালই বাহির হইয়া সকলের হাতে হাতে ঘুরিতে লাগিল। প্রমদাচরণ, বিমান, সুরমা, এমন কি জয়ন্তী পর্য্যন্ত রুমালগুলির ও তৎসহিত মাধবী ও সুরেশ্বরের প্রভূত প্রশংসা করিলেন।

কোনো প্রকারে সুরেশ্বরকে আয়ত্ত করিতে না পারিয়া এবং কয়েক প্রকারে তাহার নিকট অপদস্থ হইয়া সজনীকান্ত মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিয়াছিল; হঠাৎ একটা কথা মনে হওয়ায় সে কতকটা প্রতিশোধ লইবার পথ পাইল,—কহিল, "এ উপহারটি কিন্তু খুব ভাল জানি বাপু। মেয়েমানুষে রুমাল ব্যবহার করবে এটা কি তুমি নন্‌কোঅপারেটার হ'য়ে পছন্দ কর?"

সুরেশ্বরকে কোনো উত্তর দিবার সময় না দিয়া সুমিত্রা তাড়াতাড়ি বলিল, "উনি জানেন যে আমি রুমাল ব্যবহার করি—তাই রুমাল দিয়েছেন।"

"তা জানেন, কিন্তু অন্য জিনিস ত দিতে পারতেন।" বলিয়া সজনী হাসিতে লাগিল।

সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। সে একবার সুরেশ্বরের মুখের দিকে নিমেষের জন্য চাহিল, তাহার পর শান্ত অথচ দৃঢ়স্বরে কহিল, "আমি কিন্তু রুমালেই খুব খুসী হয়েছি।"

প্রফুল্লনেত্রে সুরেশ্বর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিল।

৮

জন্মদিন-বিষয়ে সুরেশ্বর কর্তৃক এই বিসংবাদ প্রমদাচরণ ভিন্ন অপর সকলকেই ঈষৎ অসন্তুষ্ট করিয়াছিল। জয়ন্তী এই আচরণকে অনধিকার উপদ্রব মনে করিয়া মনে-মনে বিরক্ত হইলেন; বিমান ইহাকে স্বদেশিকতার সীমাতিরিক্ত আতিশয্য বলিয়া বিবেচনা করিল; সুরমা মনে করিল এই অসার মতভেদের বিশেষ কোনও প্রয়োজন ছিল না, সজনীকান্ত বিশেষ কিছু না ভাবিয়াই সুরেশ্বরের প্রতি বিমুখ হইয়া রহিল; এবং শিষ্টাচারের অনুরোধে মুখে সুরেশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করিলেও সুমিত্রার মনের মধ্যে বিরোধেরই মত একটা কোনও বৃত্তি জাগিয়া উঠিতে লাগিল।

সজনীকান্ত মুখখানা অদ্ভুত ভঙ্গীতে বক্র করিয়া কহিল, "গোস্বামী মতে আজ।"

এই সবিদ্রূপ মন্তব্যে একটা মৃদু হাস্যতরঙ্গ বহিয়া গেল। ইহার দংশন ও আঘাতের দিকে কোন প্রকার মনোযোগ না দিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "আর ভূস্বামী-মতে পরশু।" বলিয়া অপরিমিত হাসিতে লাগিলেন।

প্রমদাচরণের হাসি থামিলে সুরমা স্মিতমুখে সুরেশ্বরকে বলিল, "গোস্বামী মতে ত' আজ খানিকটা হোল; ভূস্বামী মতে বাকিটুকুর জন্যে কালও আপনার আসা চাই।"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "কিন্তু গোস্বামী মতে কালকের জন্যে ত' কিছুই বাকি রইল না।"

যদিচ এই কথার দ্বারা পরদিন আসিবার পক্ষে সুরেশ্বর স্পষ্টভাবে আপত্তি প্রকাশ করিল না, তথাপি তদ্বিষয়ে একটা প্রচ্ছন্ন অনিচ্ছার আভাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রা মনে মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিল। স্বদেশী-বিদেশীর এই অন্ধ বিচার-নিষ্ঠা অতিরিক্ত বাড়াবাড়ি বলিয়া তাহার মনে হইল। তাই সে নিজেকে সংযত রাখিবার সাধ্যমত চেষ্টা করিয়াও ঈষৎ উত্তেজিত হইয়া আরক্ত-মুখে বলিল, "বাকি হয়ত রইল না আপনার পথ থেকে, কিন্তু আমাদের পথ থেকে যে কাল আপনার নিমন্ত্রণ আছে—সে কথাও আপনার মনে রাখা উচিত!"

কথায় কথায় পরিহাসছলে কথাটা বাড়িয়াই চলিল।

সুরেশ্বর বলিল, "নিমন্ত্রণের কথা মনে আছে বলেই এসেছি; তবে কাল না এসে আজ এসেছি।"

এ কথার উত্তর বিমানবিহারী দিল; বলিল, "'কাল' যখন অতীত কাল নয় ভবিষ্যৎ কাল, তখন এরি মধ্যে—'কাল না এসে' বলছেন কেন? দয়া করে কালও আসবেন, তাহ'লে আর কোনও গোলযোগ থাকবে না। কালকের জন্যে এঁরা যখন আপনাকে নিমন্ত্রণ করেছেন তখন কাল আপনার সঙ্গ লাভ করবার এঁদের অধিকার আছে সে কথা স্বীকার করছেন না কেন?"

সুরেশ্বর ঈষৎ ব্যগ্রভাবে উত্তর দিল, "না, না, সে কথা আমি অস্বীকার করছিনে; আমার শুধু মনে হচ্ছিল যে আজ যখন এসেছি তখন কাল না এলেও চলে।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, "বেশ, তা হ'লে তাই স্থির রইল; ভূস্বামী মতেও আপনার জন্মদিনের উৎসবে যোগ দোব।" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

এতটা বাদ-বিবাদের পর এই অৰ্দ্ধোন্মুক্ত সম্মতি প্রকাশ সুমিত্রার একেবারেই মনঃপূত হইল না। কাষ্ঠে কাষ্ঠে ঘর্ষণে উৎপন্ন দাবানলের মত বাক্যে বাক্যে সঙ্ঘৃষ্ট হইয়া অভিমান তাহাকে ধীরে ধীরে উত্তপ্ত করিয়াছিল। তাই সে ঈষৎ রুষ্টভাবে বলিল, "কিন্তু আপনার যদি কাল আসতে বিশেষ কিছু অসুবিধা হয়, বিশেষ কোনো আপত্তি থাকে, তা হলে না হয় আজই—"

তাহার বাক্যে ও ব্যবহারে মুগ্ধ হইয়া সুমিত্রা এ কথা বলিতেছে বুঝিতে পারিয়া সুমিত্রাকে কথা শেষ করিবার অবসর না দিয়া সুরেশ্বর সহাস্যে কহিল, "তা হলে আজই শাক-চচ্চড়ী দিয়ে আমাকে সেরে দেন ত? না, আমি তা'তে রাজী নই!"

অভিমান-পীড়িত সুমিত্রাকে একটু সন্তুষ্ট করিবার উদ্দেশ্যেই সুরেশ্বর এ কথা বলিল, নহিলে বিশেষ কোন শ্রেণী আহার্য্যের প্রতি তাহার যে বিশেষ লোভ ছিল তাহা নহে।

নানা কারণে সুরেশ্বরের প্রতি সজনীকান্তর মন প্রসন্ন ছিল না। এতক্ষণ সে সবিদ্বেষ মনোযোগের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথন শুনিতেছিল, এবার সুযোগ পাইয়া ওষ্ঠাধর কুঞ্চিত করিয়া বলিয়া উঠিল, "এ তোমার কি রকম আচরণ বাবু?—স্বদেশী তারিখ জারি করতে এসেছ, কিন্তু স্বদেশী শাক-চচ্চড়ী খাবে না? কাল ত বিলিতি খাবার চপ-কাটলেট্ হবে। বোশেখ-জষ্টি পছন্দ কর, আর শাক-চচ্চড়ী পছন্দ কর না?"

একজন অভ্যাগতের প্রতি এরূপ সম্ভাষণ সুনীতি-বিরুদ্ধ বোধ করিলেও কেহই হাস্য সম্বরণ করিতে পারিল না, ব্যাপারটার মধ্যে এমনই কৌতুকজনক একটা কিছু মিশ্রিত ছিল।

সুরেশ্বর নিজেও না হাসিয়া থাকিতে পারিল না, সে স্মিতমুখে

কহিল, "তা হলে বুঝতে হবে যে আমার মনে আর মুখে যথেষ্ট বিরোধ রয়েছে।"

সজনীকান্ত গম্ভীরমুখে কহিল, "তাই ত' মনে হচ্ছে।"

যেটুকু আঘাত সজনীকান্তর নিকট হইতে সুরেশ্বর পাইল তাহাতেই সুমিত্রার মন হইতে বিরোধটুকু কাটিয়া গেল। উপরন্তু মনে মনে একটু অনুতপ্ত হইয়া কতকটা সন্ধি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্রসন্নমুখে বলিল, "তা হলে সুরেশ্বরবাবু, স্থির হয়ে রইল কাল আপনি আসবেন। দেখবেন আর যেন কোনও ওজর আপত্তি করবেন না।" তাহার পর সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া স্মিতমুখে বলিল, "সুরেশ্বরবাবুর চপ্-কাট্‌লেট্ খাওয়ায় তোমার যদি আপত্তি থাকে মামাবাবু, তা হলে চপ্-কাটলেটের বদলে কোপ্তা কাবাব রাঁধলেই হবে। বিলিতি খাবারে আপত্তি আছে, কিন্তু মোগলাই খাবারে ত' কোনো আপত্তি থাকতে পারে না?"

সুমিত্রার এই পরিহাস বাক্যে পুনরায় একটা হাস্যতরঙ্গ বহিয়া গেল।

কিন্তু ইহার পরেই একটা নূতন সূত্র অবলম্বন করিয়া নিম্নোক্তরূপে আলোচনাটা একেবারে সম্পূর্ণ নূতন পথে প্রবেশ করিল।

বিমান কহিল, "মোগলাই কোপ্তা কাবাবে রাজনৈতিক আপত্তি না থাকলেও অন্য আপত্তি আছে। অতিশয় ঘি লাগে, আর সেইজন্যে জিনিসটা অত্যন্ত গুরুপাক হয়।"

এই মন্তব্যে প্রমদাচরণ চঞ্চল হইয়া উঠিয়া বলিলেন, "গুরুপাক হয় তা ঘির দোষে নয়, ঘির নামে তোমরা যে পদার্থ খাও তার দোষে। খাঁটি যদি হয় তাহলে একপো কাঁচা ঘি চুমুক দিয়ে খেলেও অম্বল হয় না।"

প্রমদাচরণের বিশ্বাস বিশুদ্ধ ঘৃত এবং দুগ্ধের অভাবেই বর্তমান ভারতের এই দুরবস্থা। ঘৃত ও দুগ্ধ যথেষ্ট সুলভ হইলে কোন প্রকার দুঃখ কষ্ট, এমন কি প্লেগ ম্যালেরিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া চীনা জাপানী পর্য্যন্ত

কিছুই ভারতবর্ষে থাকে না। এই প্রসঙ্গ হইতে অচিরাৎ গো-সমস্যা ও তাহার প্রতিকারের কথা আসিয়া পড়িল। এতদ্বিষয়ে অপর পক্ষের আগ্রহ এবং ঔৎসুক্যের কোন বিচার-বিবেচনা না করিয়া প্রমদাচরণ উৎসাহ ভরে আলোচনা করিতে লাগিলেন। ফলে অপর পক্ষের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। অবশেষে দেখা গেল কোন-না-কোন ছলে একে একে সকলেই উঠিয়া গিয়াছে, একমাত্র নিরুপায় সুরেশ্বর বসিয়া আছে। সে বেচারার প্রতি প্রথম হইতেই প্রমদাচরণ এমন নিরবচ্ছিন্ন ভাবে মনোযোগী হইয়াছিলেন যে উঠিয়া পলাইবার কোনও ফাঁকই সে খুঁজিয়া পায় নাই।

ঘণ্টা খানেক পরে যখন সুমিত্রা দয়াপরবশ হইয়া সুরেশ্বরের উদ্ধারের জন্য উপস্থিত হইল, গো-প্রসঙ্গ তখন সবেগে চলিতেছিল। শ্রোতৃবর্গের সংখ্যা হ্রাসে উৎসাহ হ্রাস কিছুমাত্র হয় নাই। তখন বিপন্ন সুরেশ্বর অনন্যোপায় হইয়া প্রতিশ্রুত হইতেছিল যে ননকো-অপারেশনের বিবিধ উদ্দেশ্যের মধ্যে গো-সমস্যাও অন্তর্ভুক্ত করিবার জন্য সে একবার চেষ্টা করিবে।"

সুমিত্রা কহিল, "বাবা, সুরেশ্বরবাবুকে আর ছেড়ে না দিলে এইখানেই ওঁর স্নানাহারের ব্যবস্থা করতে হয়।"

সুরেশ্বর কৃতজ্ঞনেত্রে সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া অনুমতির অপেক্ষা না করিয়াই একেবারে উঠিয়া পড়িল, এবং প্রমদাচরণকে নমস্কার করিয়া কহিল, "আমিও অনেকক্ষণ আপনাকে আটকে রেখেছি, এখন তাহলে চললাম।"

ঘড়ির দিকে চাহিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন, "তাই ত! বেলা যে প্রায় বারটা বাজে। তা হলে এখানেই যা-হয় চারটি খেয়ে নিলে হয় না?"

সুরেশ্বর সবিনয়ে জানাইল তাহার কোনও প্রয়োজন নাই; যে-হেতু

প্রতিদিনই আহারাদি সারিতে তাহার এমনি বিলম্ব হয়; তদ্ভিন্ন, যতক্ষণ সে গৃহে উপস্থিত না হইবে সকলে তাহার অপেক্ষায় বসিয়া থাকিবেন।

সুরেশ্বরকে আগাইয়া দিতে সিঁড়ির নিকট উপস্থিত হইয়া সুমিত্রা সানুনয়ে বলিল, "মামাবাবু এখন কিছুদিন এখানে থাকবেন, কিন্তু তাঁর কথায় কিছু মনে করবেন না সুরেশ্বরবাবু। তাঁর কথার ধরণই ঐ রকম।"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "কথা ত' আমাদের অনেক রকমই শুনতে হয়, আপনার মামাবাবুর কথা সে হিসাবে কিছুই গুরুতর নয়। আমি কিছু মনে করিনি, আর আপনি যখন বলছেন, ভবিষ্যতেও কিছু মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্ত থাকবেন।"

প্রফুল্লমুখে সুমিত্রা কহিল, "আচ্ছা।" তাহার পর ঈষৎ লজ্জিতভাবে নতনেত্রে কহিল, "আপনার উপহারের জন্যে আর একবার ধন্যবাদ জানাচ্ছি। রুমালগুলি আমার খুব ভাল লেগেছে।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "ও-গুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রা হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "তা সত্যি।" তাহার পর বিশেষ কিছু না ভাবিয়া চিন্তিয়া অসতর্ক মনে বলিয়া বসিল, "শুধু আপনার কেন, আমারও হাত কাটলে কাজে লাগবে।" কথাটা বলিয়াই কিন্তু তাহার মুখখানা প্রভাত আকাশের মত টক্‌টকে হইয়া উঠিল।

সুরেশ্বর শান্ত স্মিতমুখে বলিল, "না, না, আমার রুমালের সে সৌভাগ্যে দরকার নেই, আপনার অক্ষত হাতে স্থান পেলেই সে সার্থক হবে।" বলিয়া সে উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া করজোড়ে সুমিত্রাকে নমস্কার করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

পথে বাহির হইয়া মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রেও সুরেশ্বরের মনে হইল আকাশ যেন রক্তিম এবং বায়ু সুশীতল!

৯

সুরেশ্বর চলিয়া গেলে সুমিত্রা ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া চিন্তিত মনে সিঁড়ির প্রান্তেই দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পর কক্ষে ফিরিয়া আসিয়া সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল তিনখানি নাড়িয়া চাড়িয়া দেখিয়া তুলিয়া রাখিল।

সন্ধ্যার পর সুরমা, সুমিত্রা ও বিমান ড্রয়িংরুমে বসিয়া গল্প করিতেছিল, কথায় কথায় সুরেশ্বরের কথা উঠিল।

সুরমা কহিল, "সুরেশ্বরবাবু একেবারে খাঁটি স্বদেশী, অনাচার একটুও সহ্য করতে পারেন না।"

বিমান কহিল, "কিন্তু একেবারে খাঁটি হলে অনেক জিনিস আবার অকেজো হয়ে পড়ে। তাই সোনাকে প্রচলিত করবার জন্যে খাদ দেওয়ার ব্যবস্থা আছে। অনাচার নিশ্চয়ই মন্দ জিনিস, কিন্তু আচার অতি মাত্রায় বেড়ে উঠলে অত্যাচারে দাঁড়ায়। মুকুয্যেদের ছোট গিন্নী দিনে একবার স্নান করেন বলে দেব-সেবার আয়োজন তাঁর দ্বারাই সম্ভব হয়; বড় গিন্নী পঞ্চাশবার স্নান করেন বলে দেবমন্দিরে ঢোকবারই সময় পান না!"

সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে এই প্রতিকূল আলোচনায় সুমিত্রা মনের মধ্যে কোথায় ঈষৎ আঘাত পাইয়া চঞ্চল হইয়া উঠিল। বলিল, "আপনি কি তা হলে বলেন যে অনাচার কতকটা সহ্য করা উচিত?"

বিমান বলিল, "তা বলিনে, তবে অবস্থা বিশেষে সহ্য করা দরকার হ'তে পারে।"

সুরমার দিকে একবার চাহিয়া সুমিত্রা বলিল, "কি রকম অবস্থায়, একটা উদাহরণ দিতে পারেন কি?"

মৃদু হাসিয়া বিমান বলিল, "পারি। বোট্যানিকাল গার্ডেনে সুরেশ্বরবাবু হাত বাঁধবার জন্যে তুমি যখন তোমার রুমাল দিতে উদ্যত হয়েছিলে, তখন অবস্থার অনুরোধে সে-টা যদি তিনি গ্রহণ করতেন তা'তে সাধারণ অবস্থায় বিলিতি রুমাল ব্যবহার করার অনাচার তাঁর হ'ত না।"

স্বদেশী বিদেশীর ঐকান্তিক নিষ্ঠার জন্যই সুরেশ্বর যে সে-দিন সুমিত্রার বিলাতী রুমাল গ্রহণ করেন নাই তাহা সুরমা, সুমিত্রা এবং বিমান, তিন জনেই মনে মনে বিশ্বাস করিত। তাহার পর আজ প্রাতে যখন সুরেশ্বর সুমিত্রাকে বলিয়াছিল, "রুমালগুলো রেখে দেবেন, এবার আমার হাত কাটলে কাজে লাগবে" তখন আর সুমিত্রার সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। তাই সে অন্য দিক হইতে সুরেশ্বরের পক্ষ সমর্থন করিল; বলিল, "নিজের কাছে খদ্দর না থাকলে তিনি হয়ত আমার রুমালই নিতেন।"

সুরমা কিন্তু আরও ব্যাপক ভাবে সুরেশ্বরের পক্ষ অবলম্বন করিয়া বলিল, "তা ছাড়া বিলাতি বলেই যে তিনি রুমাল ফিরিয়ে দিয়েছিলেন তা' না-ও হতে পারে। সে-টা ত আমাদের অনুমান।"

কথাটা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিতে বিমানবিহারী মনের মধ্যে কুণ্ঠা বোধ করিতেছিল, কিন্তু সুমিত্রা এবং সুরমা উভয়ে এক যোগে সুরেশ্বরের পক্ষ গ্রহণ করিয়া যখন তাহার প্রতিপক্ষ হইয়া দাঁড়াইল, তখন সে আর কোনও দ্বিধা না করিয়া বলিল, "এতদিন অনুমানই ছিল, কিন্তু আজ সকালে সুমিত্রাকে খদ্দরের রুমাল উপহার দেওয়ার পর থেকে অনুমান বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে।"

সুরমা সবিস্ময়ে বলিল, "কেন?"

বিমান মৃদু হাসিয়া বলিল, "আমার ত মনে হয় উপহারের ছলে আজ সুরেশ্বরবাবু উপদেশই দিয়ে গেলেন।"

বিমানের কথা শুনিয়া সুরমা সনির্বন্ধে বলিল, "না, না, ও-রকম করে

খাটো ধরছ কেন ঠাকুরপো? , সুরেশ্বরবাবু হয় ত' তাঁর দিক থেকে যা উপযুক্ত মনে করেছেন তাই দিয়েছেন। উপদেশ কেন দেবেন?"

বিমান হাসিয়া কহিল, "তাঁর দিক থেকে উপযুক্ত খদ্দরের শাড়ীও দিতে পারতেন, চরকাও দিতে পারতেন। কিন্তু এত রকম জিনিস থাকতে রুমাল, যা মেয়েরা সাধারণতঃ ব্যবহার করে না, তা দিলেন কেন?"

এ কথা সুমিত্রা নিজেও কয়েকবারই ভাবিয়াছেন, কিন্তু ঠিক এমন করিয়া ভাবে নাই। বাক্স খুলিয়া রুমাল দেখিবামাত্র বোট্যানিকাল গার্ডেনে রুমাল-প্রত্যাখ্যানের কথা তাহার মনে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু তন্মধ্যে অপমানের এমন দংশন বা গ্লানি ছিল না যেমন বিমানের মুখে ব্যাখ্যা শুনিয়া এখন সে অনুভব করিল। এই রুমাল উপহার দৈন্যটা অপরের চক্ষে কি-প্রকারে প্রকাশ পাইয়াছে জানিবামাত্র সুরেশ্বরের প্রা তাহার চিত্ত বিদ্বেষ ও বিরক্তিতে পূর্ণ হইয়া উঠিল। উপহার দিবার ছলনায় তাহার জন্মদিনে এমন করিয়া তাহাকে শিক্ষা ও লজ্জা দিবার কি অধিকার সুরেশ্বরের আছে? তাহা ছাড়া, তাহাদের পারিবারিক মত সম্পূর্ণ বিরুদ্ধ জানিয়াও কোন্ বিবেচনায় সুরেশ্বর এমন করিয়া তাহার নিজ মত তাহাদের মধ্যে প্রবর্ত্তিত করিতে চাহে? সমস্ত বাংলা দেশ একটি পাঠশালা এবং সে তাহার গুরুমহাশয় ত' নহে! বিমানবিহারীর অনুমান সম্ভবতঃ সত্য, এই সংশয় সুমিত্রার অভিমান-পীড়িত হৃদয়কে নানা দিক হইতে তীক্ষ্ণভাবে দংশন করিতে লাগিল। একবার মনে করিল পরদিন কোন প্রকারে রুমাল তিনখানা সুরেশ্বরকে ফিরাইয়া দিবে; কিন্তু উপস্থিত সুরেশ্বরের প্রতি রোষ প্রয়োগ করিবার কোনো সুবিধা ছিল না বলিয়া রোষটা অদ্ভুত প্রণালীতে কতকটা বিমানবিহারীর উপরই আসিয়া পড়িল। অন্য দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "মেয়েরা

সাধারণতঃ রুমাল ব্যবহার না করলেও আমি যে করি তা' ত সুরেশ্বরবাবু জানেন।"

বিমান কহিল, "এমন ত' তুমি আরো কত জিনিস ব্যবহার কর যা তিনি জানেন। সে সব ছেড়ে তিনখানা স্বদেশী রুমাল দেবার কারণ কি?"

এবার ঈষৎ কঠিনভাবে সুমিত্রা বলিল, "সে সব ছেড়ে রুমাল দিয়েছে তা' মনে করছেন কেন? যে কারণে শাড়ী দিতে পারতেন সে-ই কারণেই রুমাল দিয়েছেন তাও ত' হতে পারে!"

বিমান স্মিতমুখে বলিল, "কিন্তু রুমালের যখন এমন একটা ইতিহাস রয়েছে তখন এ কথা মনে হওয়া বিশেষ অন্যায় কি, যে, একটা বিশেষ উদ্দেশ্যেই রুমালগুলো দেওয়া হয়েছে?"

এবার সুমিত্রাকে নীরব থাকিতে হইল। মনে যে হইতে পারে না তাহা সে কিছুতেই বলিতে পারিল না। কারণ এ কথা বহুবার তাহার নিজেরই মনে হইয়াছে!"

তর্কে পরাজিত হইয়া সুমিত্রা নিরুত্তর হইল ভাবিয়া বিমান ব্যথিত হইল। কতকটা সান্ত্বনা দিবার অভিপ্রায়ে সে স্নিগ্ধস্বরে কহিল, "তা হলেও এ কথাটা অনুমান বই আর কিছুই নয়। শুধু অনুমানের উপর নির্ভর করে' কোনো কথাই জোর করে' বলা চলে না।"

কিন্তু এ প্রবোধ বাক্যের পরও যখন সুমিত্রা নিরুত্তর রহিল তখন বিমান মনে-মনে চঞ্চল হইয়া উঠিল। সুমিত্রাকে মুগ্ধ করিয়া সুস্থ থাকিবার মত শক্তি তাহার প্রকৃতির মধ্যে ছিল না, তাই কোনো কার্য্যানুরোধে সুরমা কক্ষ পরিত্যাগ করিবামাত্র সে অনুতপ্ত-কণ্ঠে কহিল, "বিনা প্রমাণে সুরেশ্বরবাবুর প্রতি সন্দেহ প্রকাশ করা আমার হয় ত' অন্যায় হয়েছে সুমিত্রা, কিন্তু যখনি আমার মনে হচ্ছে যে তোমাকে আঘাত দেবার

উদ্দেশ্যে এ কাজ করা হয়েছে, যুক্তি-বিচার তখন আর আমার মনে স্থান পাচ্ছে না! আমি সব সহ্য করতে পারি কিন্তু তোমার প্রতি অনিষ্ট আচরণ সহ্য করতে পারিনে! প্রত্যক্ষ ত' নয়-ই, সন্দেহেরও উপর পারিনে!"

নির্জ্জন কক্ষে এই প্রণয়-গর্ভ সমুদ্বেল বাণী শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে যাহা সহজভাবে প্রকাশ পায়, ইঙ্গিতের দ্বারা অনেক সময়ে তাহা বৈশিষ্ট্য লাভ করে। তাই মেঘের মধ্যে বৃষ্টি কণিকার মত, এই রস-গভীর বাক্যের মধ্যে প্রণয়ের অস্তিত্ব উপলব্ধি করিতে সুমিত্রার বিলম্ব হইল না। সে অন্যদিকে চাহিয়া নিরুত্তরে বসিয়া রহিল।

"আমার কথা বুঝতে পারছ সুমিত্রা?"

সুমিত্রা চঞ্চল হইয়া একটু নড়িয়া-চড়িয়া বসিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি-নিবদ্ধ রাখিয়াই মৃদু-কণ্ঠে কহিল, "পারছি।"

এই কবুল জবাবের পর আলোচনা বন্ধ হইতে পারিত, কিন্তু ঝটিকা প্রশমিত হইলেই উচ্ছলিত সিন্ধু স্তব্ধ হয় না।

কম্পিত-মৃদুকণ্ঠে বিমান কহিল, "তা' হলে বুঝতে পারছ ত' কি অধীর হৃদয়ে মাঘ মাসের অপেক্ষায় দিন যাপন করছি!"

এ কথার উত্তরে সুমিত্রা একবার মাত্র তাহার সলজ্জ নেত্র বিমান-বিহারীর প্রতি উত্থিত করিয়া দৃষ্টি নত করিল।

ক্ষণকাল নীরব থাকিয়া বিমান বলিল, "কোনো দিনই ত' তোমাকে কিছু বলি নি, শুধু আশায় আশায় আছি। কিন্তু আজ যেন কেমন মনে মনে চঞ্চল হয়ে উঠেছি, মনটা কিছুতেই স্থির রাখতে পারছি নে!"

সুমিত্রা উৎকণ্ঠিতনেত্রে দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "কেন?"

ক্ষীণ হাস্য হাসিয়া বিমান বলিল, "তা কিছুতেই ধরতে পারছি নে,

অথচ সব তাতেই মনটা অপ্রসন্ন হয়ে উঠছে। এই দেখ না, সুরেশ্বর বাবুর মত লোকের উপরও মনটা মাঝে মাঝে বিগড়ে উঠছে।"

একটু নীরব থাকিয়া সুমিত্রা বলিল, "চিঠি লিখে রুমালগুলো ফেরত দিব কি? আমারও মনে হচ্ছে এমন করে রুমাল উপহার দেওয়া সুরেশ্বর-বাবুর উচিত হয় নি।"

শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া বিমান কহিল, "না, না, কখনো তা' করো না সুমিত্রা! অবিবেচনাকে শাস্তি দিতে গিয়ে তুমি যেন গুরুতর অপরাধ করে বসো না! তা ছাড়া সুরেশ্বরবাবু এমনিই কি দোষ করেছেন? তিনি যদি তোমাদের নিজ দলভুক্ত করবার জন্যে ব্যগ্র হয়ে থাকেন তা হলে তোমাদের প্রতি তাঁর বিশেষ আকর্ষণ আছে বলেই ধরতে হবে। নিজের দল আর নিজের মত-ই যে ঠিক দল আর ঠিক মত এ কথা আমরাও ত' প্রত্যেকে মনে মনে বিশ্বাস আর জাহির করি।"

জয়ন্তীকে ও সজনীকান্তকে লইয়া প্রমদাচরণ ভবানীপুরে আত্মীয়ের বাটী বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সিঁড়িতে তাঁহাদের কণ্ঠস্বর শুনা গেল।

বিমানবিহারী তাড়াতাড়ি বলিল, "আমি যদি তোমাকে অন্যায় কোন কথা বলে থাকি ত' আমাকে ক্ষমা কোরো সুমিত্রা। তবে এইটুকু জেনে রেখো যে, যা বলিনি তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়!"

রাত্রি বারটা বাজিয়া গিয়াছে। কর্ম্মক্লান্ত কলিকাতা সহর সমস্ত দিনের কোলাহল ও উদ্দীপনার পর সুপ্ত হইয়া আসিয়াছে। রাজপথে ট্রামের ঘড়ঘড় বন্ধ হইয়া গিয়াছে। ঘোড়ার গাড়ী বিরল হইয়া আসিয়াছে, পথ-চারীর সংখ্যা হ্রাস পাইয়াছে, শুধু মন্দগতি রিক্স গাড়ীর টুং টুং ধ্বনি এবং দ্রুতগামী মোটার্‌কারের উদ্দাম নিনাদ এখনও মাঝে মাঝে শুনা যাই-তেছে। অন্যদিন এতক্ষণ কালীতলার মন্দির ব[illegible] হইয়া যায়, কিন্তু পূজার সময় বলিয়া এখনও মন্দিরের ঘণ্টা [illegible] হইয়া মাঝে মাঝে বাজিয়া উঠিতেছে।

নিদ্রোৎসুকা সুমিত্রা তাহার শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রার আরাধনা করিতেছিল, কিন্তু অভীষ্ট দেবতার পরিবর্ত্তে আসিতেছিল চিন্তা। সুমিত্রা ভাবিতেছিল বিমানবিহারীর কথা। আজ সন্ধ্যা পর্য্যন্ত বিমানবিহারী তাহার চক্ষে সহজ সাধারণ ছিল। বিবাহের বিপণিতে সে একজন বরেণ্য পাত্র, অনেকেরই পক্ষে দুর্লভ, কিন্তু তাহাদের পক্ষে হয়ত সুলভ, বিমান-বিহারী [illegible] কতকটা এইরূপই তাহার ধারণা ছিল। আজ সহসা সেই বিবাহ-বিপণির সৎপাত্র প্রেমমন্দিরের প্রণয়ীরূপে দেখা দিয়াছে। সে আর শুধু অভিভাবকদের চিন্তার বস্তু নহে, তাই সুমিত্রা মনের মধ্যে আজ এই প্রথম তাহার কথা আলোচনা করিয়া দেখিতেছিল।

প্রমদাচরণ প্রভৃতির আকস্মিক আগমনে বিমূঢ় হইয়া বিমান বলিয়াছিল 'এ কথা মনে রেখো যে যা বলিনি তার তুলনায় যা বলেছি তা কিছুই নয়!' সুমিত্রা সেই কথা স্মরণ করিয়া, প্রমদাচরণ প্রভৃতি আরও অর্দ্ধঘণ্টা বিলম্ব করিয়া আসিলে বিমানবিহারী যে-সকল কথা বলিবার সময় পাইত, মনে

মনে তাহাই কল্পনা করিতেছিল। বলিতে পারে নাই বলিয়া এমন কোন কথাই তাহার মনে হইতেছিল না, যাহা বিমানবিহারী বলিতে পারিত না। সে নিজেকে দয়িতার সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিয়া কল্পনার কর্ণে নানা প্রকার স্তবস্তুতি শুনিতে লাগিল।

কিন্তু এই কাল্পনিক আরাধনা ও প্রার্থনায় আপত্তি করিবার প্রত্যক্ষ কোন কারণ না পাইলেও মনের কোন্ নিভৃত প্রদেশে কেন একটু বাধিতেছিল তাহা সুমিত্রা ঠিক বুঝিতে পারিতেছিল না। বিমানবিহারীর আনুগত্য সহজ হিসাবে লাভের খাতায় পড়িলেও মনে হইতেছিল তাহার সহিত কোন্‌দিক্ হইতে কোথায় যেন একটা কি ক্ষতি হইয়া যাইতেছে। রোগ প্রকাশ পাইবার অব্যবহিত পূর্বে দেহে যেমন একটা অনির্ণেয় অসুস্থতা উপস্থিত হয়, সুমিত্রা মনের মধ্যে তদনুরূপ একটা অস্থিরতা ভোগ করিতেছিল। একটা সূক্ষ্ম বেদনা অনুভূত হইতেছিল, কিন্তু তাহার যথাস্থানটি ঠিক করা যাইতেছিল না। এমন সময়ে সহসা মনে পড়িল সুরেশ্বরের কথা। কিন্তু স্বপ্নে যেমন অনেক জিনিষ অকারণ অসংলগ্ন সূত্রে আবির্ভূত হয়, সুরেশ্বরের আবির্ভাবও ঠিক তেমনি অলীক অর্থহীন বলিয়া সুমিত্রার মনে হইল। সিঁড়ির নিকট উভয়ের মধ্যে যে কথোপকথনটুকু হইয়াছিল, যতদূর সম্ভব স্মরণ করিয়া, সুমিত্রা মনে মনে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিল; কিন্তু তাহার মধ্যে অসামান্য এমন কিছুই পাইল না যাহা আশঙ্কা-জনক বলিয়া সন্দেহ হইতে পারে। মনে মনে একটু কৌতুক অনুভব করিয়া সুমিত্রা সুরেশ্বরের চিন্তা মন হইতে বিদায় করিল।

কিন্তু পরদিন সন্ধ্যাবেলা সুরেশ্বর যখন নিমন্ত্রিতদের মধ্যে সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইয়া সুমিত্রাকে সম্মুখে পাইয়া সহাস্যে কহিল, "দেখুন, আজও আমার উৎসাহ কারুর চেয়ে কম নয়, সকলের আগে আমিই এসেছি!"

তখন একটা অজ্ঞাত অকারণ সম্ভাবনার ত্রাসে সুমিত্রার হৃদয় আলোড়িত হইয়া উঠিল।

কিন্তু পরমুহূর্তেই বিহ্বলতা হইতে সবলে মুক্ত হইয়া সে স্মিতমুখে কহিল, "সকলের আগে এলেই হবে না, সকলের পরে গেলে তবে বুঝব আপনার উৎসাহ সকলের চেয়ে বেশী।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "অতখানি উৎসাহের প্রমাণ দেওয়া শক্ত, তবে চেষ্টা করতে কোন বাধা নেই।"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া বলিল, "না কোনো বাধা নেই।"

হল-ঘরটি আজ একটু বিশেষ যত্নের সহিতই সাজান হইয়াছিল। প্রবেশ করিয়া সদ্য-আহৃত পুষ্পের সৌরভ গন্ধে সুরেশ্বরের মন প্রসন্ন হইয়া উঠিল। সে ঘুরিয়া ঘুরিয়া বিভিন্ন স্থানে সজ্জিত পুষ্পগুলি দেখিয়া দেখিয়া বেড়াইতে লাগিল।

সুরেশ্বরের অনুবর্ত্তিনী হইয়া বেড়াইতে বেড়াইতে সুমিত্রা বিস্ময়ের সুরে কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু, আপনি এত ফুল ভাল বাসেন?"

সুমিত্রার প্রশ্নে ফিরিয়া দাঁড়াইয়া সুরেশ্বর সকৌতুকে কহিল, "বাসি বইকি! আপনি আশ্চর্য্য হচ্ছেন?"

সুমিত্রা ঈষৎ হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ।"

"কেন বলুন ত?"

"আপনার মত কাজের লোকদের, ছবি দেখা, ফুল শোঁকা, গান শোনা এই-সব অ-দরকারি কাজ করতে দেখলে আমার আশ্চর্য্য বোধ হয়।"

সুমিত্রার মন্তব্যে যথেষ্ট পুলকিত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "আমার আরও আশ্চর্য্য বোধ হয় যখন আমার মত একজন বাজে লোককে কাজের লোক বলে', ভুল করে', মানুষ ভয় পায়! আমাকে একজন কঠোর কাজের লোক বলে কেন ঠাউরেছেন বলুন দেখি?"

সুমিত্রা হাসিমুখে কহিল, "কঠোর কাজের লোক বল্‌ছিনে, কিন্তু আপনি যে কাজের লোক তা এম্‌নিই বোঝা যায়।"

সুরেশ্বর কহিল, "পৃথিবীতে এমন অনেক জিনিষ আছে যা দেখে' লোকে ঠিক বিপরীত কথা বোঝে। তার প্রমাণ দেখুন পাশের ঘরে আল্‌মারীতে কৃষ্ণনগরের ফলগুলি; দেখ্‌তে আসলের চেয়েও সরস, কিন্তু হাতুড়ি দিয়ে পিট্‌লেও এক ফোঁটা রস বেরোবে না, ধূলো হ'য়ে উড়ে' যাবে। মানুষের মধ্যেও এমন অনেক কৃষ্ণনগরের মানুষ আছে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিতে শুনিতে সুমিত্রার চক্ষুদুটি পুলকে সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিল। কহিল, "আপনি কিন্তু কৃষ্ণনগরের মানুষ নন। আপনি ঢাকার মানুষ।"

সুরেশ্বর সৌৎসুক্যে কহিল, "কেন বলুন ত?"

হাসিতে হাসিতে সুমিত্রা কহিল, "আপনি নিজেকে সব সময়ে ঢেকে রাখ্‌তেই চান।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল। তাহার পর কহিল, "তাই যদি হয় ত কাজের মানুষ বলে' কি করে' আমাকে বুঝ্‌লেন?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "কাজের মানুষরাই নিজেদের ঢাকা দিয়ে রাখে। আপনি নিজেকে ঢাক্‌বার জন্যে এত চেষ্টা করেন বলে'ই বুঝ্‌তে পারি যে আপনি কাজের মানুষ।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে কহিল, "কিন্তু আমি যে কাজের মানুষ নই, আপনাদের মতে তার একটা প্রমাণ ত দিয়েছি ফুলের প্রতি মনোযোগী হ'য়ে। আপনার দ্বিতীয় প্রমাণও আজ এমনভাবে দেব যে আপনি স্বীকার কর্‌তে বাধ্য হবেন যে আমি একজন নিতান্ত অকেজো লোক।"

দ্বিতীয় প্রমাণের দ্বারা সুরেশ্বর কি ব্যক্ত করিতে চাহে তাহা ক্ষণকাল

বুঝিতে চেষ্টা করিয়া সুরেশ্বরের প্রতি উৎসুক নেত্র স্থাপিত করিয়া সুমিত্রা স্মিতমুখে বলিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ কি বলুন ত ?"

সুরেশ্বর কহিল, "দ্বিতীয় প্রমাণ গান শোনা। আজ সমস্ত কাজ ভুলে' আপনার গান শুনব।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ রঞ্জিত হইয়া উঠিল। দুই মাসের পরিচয়ের মধ্যে সুরেশ্বর কোন দিনই তাহাকে গান গাহিবার জন্য অনুরোধ করে নাই, অথবা তাহার গান শুনিবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করে নাই। আজ সহসা তাহাকে সে বিষয়ে এতটা আগ্রহের সহিত ইচ্ছা প্রকাশ করিতে দেখিয়া সুমিত্রার মনে বিস্ময়ের অপেক্ষা সঙ্কোচই বেশী দেখা দিল। কিন্তু পরক্ষণেই সহাস্যমুখে কহিল, "আমি যে গান গাইতে পারি তা আপনাকে কে বল্‌লে ?"

কিন্তু এ কথার উত্তর দিবার সময় হইল না; কক্ষে জয়ন্তী প্রবেশ করিলেন এবং সুরেশ্বরকে দেখিয়া একটু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, "এই যে সুরেশ্বর ! বেশ সকাল-সকাল এসেছ দেখ্‌ছি।"

সুমিত্রার সহিত সুরেশ্বরকে কক্ষ-মধ্যে একা দেখিয়া জয়ন্তী মনে মনে প্রসন্ন হন নাই। উপকার-প্রাপ্তি এবং তৎপ্রসূত কৃতজ্ঞতার ভিতর দিয়া সুরেশ্বরের সহিত পরিচয় হইলেও প্রথম দিন হইতেই জয়ন্তী সুরেশ্বরের প্রতি একটু বিমুখ ছিলেন। সুরেশ্বর একজন নন-কো-অপারেটার বলিয়া এই বিরূপতা প্রথম উপস্থিত হয়। তাহার পর উত্তরোত্তর সুরেশ্বরের দৃঢ়তা ও শক্তি উপলব্ধি করিয়া ইহা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাইতে থাকে। জয়ন্তী সুরেশ্বরকে মনে মনে একটু ভয় করিতেন, এবং অগ্নির সহিত ধূমের মত, এই ভীতির সহিত বিদ্বেষও আসিয়া জুটিয়াছিল। যুক্তি-প্রমাণের মধ্যে এপর্য্যন্ত যাহার কোন অস্তিত্ব ছিল না, বুদ্ধির অতীত কোনো শক্তির সাহায্যে তাহারই আশঙ্কায় জয়ন্তী সময়ে সময়ে শঙ্কিত হইয়া

উঠিতেন। তাঁহার ভয় হইত বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে মিলনের যে পথটি তিনি গড়িয়া তুলিতেছিলেন তাহার মধ্যে বিঘ্নস্বরূপ সুরেশ্বর হঠাৎ না আসিয়া দাঁড়ায়। তাই বিমানের অনুপস্থিতিতে সুরেশ্বর ও সুমিত্রা একত্র থাকে তাহা তিনি পছন্দ করিতেন না।

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "সময় ঠিক আন্দাজ করতে পারিনি। ভেবেছিলাম আমারই সকলের চেয়ে দেরী হ'য়ে গিয়েছে, কিন্তু এসে দেখি আমিই সকলের আগে এসে পড়েছি।"

এ কৈফিয়তে সন্তুষ্ট না হইয়া অতি সংক্ষেপে জয়ন্তী কহিলেন, "তা ভালই ত," তাহার পর সুমিত্রার প্রতি ঈষৎ শুষ্কভাবে দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন; "যাও না সুমিত্রা, সুরেশ্বর এসেছেন, তোমার মামা-বাবুকে ডেকে দাও না।"

দ্বিপ্রহরে আহারাদির পর সজনীকান্ত বিবিধ কার্য্য লইয়া বহির্গত হইয়াছিলেন; বলিয়া গিয়াছিল সন্ধ্যার পূর্ব্বে আসিতে পারিবে না। তাহাকে ডাকিবার কথা শুনিয়া সুমিত্রা কহিল, "মামা-বাবু ফিরেছেন?"

"হ্যাঁ, এইমাত্র এসেছেন।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া ব্যস্ত হইয়া সুরেশ্বর কহিল, "না, না, তাঁর তাড়াতাড়ি আস্‌বার কোন দর্‌কার নেই; তিনি এখন একটু বিশ্রাম করুন।" তাহার পর হঠাৎ মনে হওয়ায়, যে, বিশেষ কোন প্রয়োজনের জন্য হয়ত জয়ন্তী সুমিত্রাকে অন্তঃপুরে পাঠাইতে চাহেন, সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া কহিল, "আপনার যদি কোনও দর্‌কার থাকে ত অনায়াসে যেতে পারেন। আমি না হয় ততক্ষণ বিমান-বাবুকে ধরে' নিয়ে আসি।"

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, না, আপনার কোথাও যেতে হবে না। তিনি কখন্ আস্‌বেন, কোন্ দিক দিয়ে আস্‌বেন, তার ঠিক কি? আমার কোনো দর্‌কার নেই, আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন।"

জয়ন্তী সুরেশ্বরের দিকে পিছন ফিরিয়া চক্ষের এক দুর্বোধ্য কটাক্ষে কন্যাকে কি ইঙ্গিত করিয়া কহিলেন, "কিন্তু বাড়ীর ভিতর তোমার একটু দরকার আছে সুমিত্রা।"

সুমিত্রা সে ইঙ্গিতের মর্ম্মভেদ করিতে কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া সহজভাবে বলিল, "কি দরকার মা ?"

কন্যা যে সহসা এ প্রশ্ন করিয়া তাঁহাকে বিপন্ন করিবে তাহা জয়ন্তী একেবারেই আশঙ্কা করেন নাই। তিনি মনে করিয়াছিলেন গোপন ইঙ্গিতের অনুরোধে নির্ব্বিবাদে সুমিত্রা গৃহাভ্যন্তরে চলিয়া যাইবে। তাই কোন্ প্রয়োজন নির্দ্দেশ করিবেন সত্বর স্থির করিতে না পারিয়া বিমূঢ়ভাবে কহিলেন, "কাপড়টা বদলে' আস্‌বে।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "কেন ?"

"আষাঢ় মাসে নর্ম্মানের বাড়ী থেকে তোমার ইংলিশ্ ক্রেপের যে শাড়ী আর ব্লাউস্ ত'য়ের হ'য়ে এসেছিল সেইটে পরে' এস। এ কাপড়টায় তোমাকে তেমন মানাচ্ছে না।"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। একজন বাহিরের লোকের সম্মুখে পরিধেয় বস্ত্র ও তাহার শোভনশীলতা সম্বন্ধে এরূপ আলোচনা সুরীতিবিরুদ্ধ বলিয়া ত ঠেকিলই, কিন্তু তদপেক্ষা অনেক বেশী অন্যায় মনে হইল সুরেশ্বরের সমস্ত পরিচয় এবং প্রবৃত্তি বিশেষরূপে অবগত হইয়া এবং তাহাকে নিমন্ত্রণ করিয়া বাড়ী লইয়া আসিয়া, তাহার সম্মুখে অকারণ উচ্ছ্বাসের সহিত নর্ম্মানের বাড়ীর ইংলিশ্ ক্রেপের পোষাকের উল্লেখ করা! ইহার দ্বারা যে শুধু সুরেশ্বরকেই আহত করা হইয়াছে তাহা নহে, সে নিজেও বিশেষরূপ অপমানিত ও লাঞ্ছিত মনে করিল। কিন্তু কোন প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিলে পাছে আলোচনাটা আরও আপত্তিকর অবস্থায় উপনীত হয়, এই আশঙ্কায় সে জোর করিয়া সহজভাব ধারণ করিয়া

কহিল, "তা হ'লে তুমি সুরেশ্বর-বাবুর কাছে থাক মা, আমি কাপড়টা বদ্‌লে আসি। আমার কিন্তু একটু দেরী হবে।"

জয়ন্তী প্রসন্ন-কণ্ঠে কহিলেন, "তা হোক, আমি সুরেশ্বরের কাছে আছি।"

নর্ম্মানের বাড়ীর পোষাকের উল্লেখে সুরেশ্বর আহত বা অপমানিত বোধ করে নাই, কারণ জয়ন্তীর প্রকৃতির ধারা তাহার অজ্ঞাত ছিল না তাই সে এই কৌতুকপ্রদ আত্ম-প্রচার দেখিয়া একটু পুলকিতই হইয়াছিল কিন্তু জয়ন্তীর নির্দ্দেশ অনুসরণ করিয়া সুমিত্রা যখন নির্ব্বিবাদে বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিতে প্রস্থান করিল তখন সে বাস্তবিকই মনের মধ্যে একটা আঘাত অনুভব করিল। মনে হইল, মন-শূন্য দেহকে এত সহজে, এত অবলীলাক্রমে বিদেশী আবরণে আচ্ছাদিত করিতে যাহার কিছুমাত্র বাধিল না মাধবীর নিষ্ঠা-পূত সূতার রুমাল তৈয়ারী করিয়া তাহাকে উপহার দেওয়া পণ্ডশ্রম হইয়াছে। পূর্ব্বদিন হইতে মনের মধ্যে একটা কোন্ দিকে যে রশ্মিরেখা দেখা দিয়াছিল তাহা নিমেষের মধ্যে সরিয়া গেল, এবং কিছু পূর্ব্বে শরীর ও মন ব্যাপিয়া যে উত্তেজনা ও উদ্দীপনা সমস্ত বিশ্বে ছড়াইয়া পড়িতে চাহিতেছিল তাহা অপসৃত হইল। একবার মনে হইল সুমিত্রা ফিরিয়া আসিবার পূর্ব্বেই গৃহ পরিত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে, কিন্তু যে আঘাত পাইয়াছে তাহার গুরুতর অবস্থা ভোগ করিয়া যাইবার দুর্ব্বার আকর্ষণে সুরেশ্বর অপেক্ষা করিয়া রহিল।

জয়ন্তী কহিলেন, "মেয়েটা এমন নি-সেধো যে কখনো কোন ভাল জিনিষ পর্‌তে যদি চায়! দেখো না, সুটটা কেমন সুন্দর ইংলিশ মভ ক্রেপের। কিন্তু হ'য়ে পর্য্যন্ত বোধ হয় দুদিনও পরেনি। অথচ খরচ কত পড়েছিল জান সুরেশ্বর?"

এরূপ সনির্ব্বন্ধ আহ্বানেও বিমনা সুরেশ্বরের ঔৎসুক্য

জাগ্রত হইল না। সে কোন কথা না বলিয়া স্পৃহাহীন নেত্রে চাহিয়া রহিল।

ক্ষণকাল সুরেশ্বরের প্রশ্নের জন্য বৃথা অপেক্ষা করিয়া বিস্ময় উদ্রেক-কর ভঙ্গীতে জয়ন্তী কহিলেন, "একশ কুড়ি টাকা!"

১১

কিছুক্ষণের মধ্যে একে একে সজনীকান্ত, সুরমা, বিমলা, বিমানবিহারী ও তাহার দুইটি ভাগিনেয় আসিয়া উপস্থিত হইল।

কথায় কথায় সাময়িক প্রসঙ্গ, নন্‌কোঅপারেশনের কথা উঠিল। কংগ্রেসে স্বেচ্ছা-সেবক গ্রহণের বিষয় আলোচনা হইতেছিল।

বিমানবিহারী কহিল, "কিন্তু যাই বলুন সুরেশ্বর-বাবু, নির্ব্বিচারে এত লোক ভর্ত্তি করে' নেওয়া হচ্ছে যে, আর কিছুর জন্যে না হ'লেও শুধু এই দোষেই আপনাদের আন্দোলনটা ব্যর্থ হয়ে যাবে বলে' মনে হয়। অশিক্ষিত সৈন্য শুধু আক্রমণের পক্ষেই বেকার নয়, আত্ম-রক্ষার পক্ষেও বিপজ্জনক। জার্ম্মান যুদ্ধটা এরি মধ্যে আমরা ভুলিনি ত—অসংখ্য জার্ম্মাণ সৈন্য যখন প্রবল বন্যার মত বেল্‌জিয়মের উপর এসে পড়্‌ল তখন ইংল্যাণ্ড থেকে কেরানী আর ছাত্রের দল, আর ভারতবর্ষ থেকে ভোজপুরী দ্বারবানদের নিয়ে গিয়ে ফেল্‌লে কোন সুবিধা হ'ত কি? অত বড় প্রয়োজন আর তাড়াতাড়ির মধ্যেও অশিক্ষিতকে শিক্ষিত করে' নেবার জন্যে যতটুকু সময়ের দরকার, তা অপেক্ষা করতেই হয়েছিল। তা না করলে অযথা লোকক্ষয় হ'ত, ফল কিছুই হ'ত না।"

বিমানের কথা শুনিয়া ক্ষণকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকিয়া অল্প হাসিয়া সুরেশ্বর কহিল, "দেখুন, কোন কথাই সকল সময় আর সকল অবস্থার উপযোগী করে বলা যায় না। যে কথাটা আপনি বল্‌লেন জার্ম্মান যুদ্ধের পক্ষে তা বেশ খাট্‌ল, কিন্তু ভারতবর্ষের বর্ত্তমান অবস্থার পক্ষেও যে তা ঠিক তেম্‌নি খাট্‌বে তার কি মানে আছে? দুই একটা উদাহরণ দিয়ে দেখুন। ঘরে আগুন লেগেছে, মট্‌কা জ্বলে' উঠেছে। সে সময়ে যদি গৃহবাসী সদলে কোন নদীতীরে উপস্থিত হ'য়ে জল তোলা আর জল ঢালা অভ্যাস কর্‌তে আরম্ভ করেন তা হ'লে গৃহ রক্ষা হয় কি? ধরুন, বাড়ীতে ডাকাত পড়েছে, লুট আরম্ভ হয়েছে। সে সময়ে গৃহস্বামী যদি তাঁর পুত্র-পৌত্রগণ নিয়ে একটা স্বতন্ত্র ঘরে ঢুকে খিল লাগিয়ে শক্তি-সঞ্চয়ের উদ্দেশ্যে ওঠ-বোস অথবা পাঞ্জা-লড়ালড়ি আরম্ভ করেন তা হ'লে ব্যাপারটা কি রকম হয়?"

সুরেশ্বরের উদাহরণ দুইটি শুনিয়া কেহ কেহ হাসিয়া উঠিল। বিমান স্মিতমুখে কহিল, "এঁদের হাসি থেকেই বুঝ্‌তে পার্‌ছেন হাস্যকর হয়। কিন্তু তাই বলে' ডাকাত পড়লে চেঁচিয়ে পাড়া মাত করে' নির্ব্বিচারে লোক সংগ্রহ কর্‌লেই সুবিধা হয় না। তাতে গোলযোগটা আরও বেড়ে ওঠে, আর সেই সুযোগে ডাকাতিটা বেশ ভাল রকমে হ'য়ে যায়। বাড়ীতে আগুন লাগ্‌লে প্রতিবেশীরা এসে কি করে জানেন?—সযত্নে জিনিষগুলা আগুন থেকে বাঁচিয়ে নিজ নিজ বাড়ী নিয়ে গিয়ে হেফাজতের সঙ্গে রেখে দেন। পুড়ে গেলে ছাইটুকুও পড়ে' থাকৃত, এঁদের সহায়তায় তাও থাকে না।"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সজনীকান্ত উল্লসিত হইয়া বলিয়া উঠিল, "বলিহারি বাবা! বেশ বলেছ! এ ক্ষেত্রে আবার আগুন লাগেওনি; আগুন লাগার ভয় দেখিয়েই এঁরা গৃহস্থের গৃহ শূন্য করে' নিচ্ছেন! দেশের

লোককে ক্রুলে কৌশলে ভুলিয়ে চাঁদা তুলে', দশ লাখ বিশ লাখ জনিয়ে বস্ তারপর মৌনী-বাবা! হিসেব চাও, মুখে আর কথাটি নেই।"

সুরেশ্বরের মনটা তিক্ত হইয়াই ছিল, তাহার উপর সজনীকান্তের এই কদর্য্য অভিযোগ শুনিয়া তাহার স্বভাবশান্ত প্রকৃতির মধ্যে সহসা মনটা রুদ্র তেজে জ্বলিয়া উঠিবার উপক্রম করিল। কিন্তু সজনীকান্তের কথা উপেক্ষা করিবার বিষয়ে তাহার প্রতিশ্রুতি স্মরণ করিয়া, বসুন্ধরা যেরূপে অন্তরের মধ্যে স্ফুটনোন্মুত আগ্নেয়গিরি চাপিয়া রাখেন ঠিক সেইরূপ সহনশীলতার সহিত মনের মধ্যে প্রজ্বলিত কোপানল অবরুদ্ধ রাখিয়া আরক্তিম মুখে সে কহিল, "আপনি কখনো হিসেব চেয়েছিলেন না কি?"

প্রশ্ন শুনিয়া ক্ষণকাল সজনীকান্তর মুখে বাক্য সরিল না। তাহার পর গভীর বিস্ময় ও বিরক্তির সহিত নেত্রদ্বয় কপালে তুলিয়া উচ্চস্বরে কহিল, "আমি হিসেব চাব? কি বল্ছ হে তুমি? আমি কি কখনও একপয়সা দিয়েছি নাকি যে হিসেব চাব? তুমি মনে কর কি? আমি গবর্মেণ্টের একজন অফিসার, আমার দায়িত্ব জ্ঞান নেই?"

সুরেশ্বর দৃঢ়কণ্ঠে কহিল, "ধরলাম আছে। কিন্তু এক পয়সা চাঁদা না দিয়ে আপনি হিসেবের কথা তোলেন কি ক'রে?"

সজনীকান্ত হঠাৎ চতুর্গুণ রাগিয়া উঠিয়া কলহ-কঠোর কণ্ঠে কহিল, "কেন তুল্‌ব না? আল্‌বৎ তুল্‌ব, পাঁচশো বার তুল্‌ব! আমি দিইনি ব'লে কি দেশের টাকার হিসেব তলব কর্‌বার অধিকার আমার নেই?"

সুরেশ্বর তেমনি দৃঢ়ভাবে কহিল, "আমি ত বলি সে অধিকার আপনার আছে। কিন্তু হিসেব তলব মানে ত এই যে, যে-উদ্দেশ্যে টাকা তোলা হয়েছে সে উদ্দেশ্যে খরচ হচ্ছে কি না, আর বাকিটা চুরি না হয়ে মজুত আছে কি না দেখা? গবর্মেণ্টের একজন অফিসার হ'য়ে আপনি কি

এখনও বল্‌তে চান যে টাকাটা চুরি না হ'য়ে যে-উদ্দেশ্যে তোলা হয়েছিল সেই উদ্দেশ্যেই খরচ হচ্ছে জান্‌লেই আপনি খুসী হন ?"

সুরেশ্বরের এই প্রশ্নে বিমূঢ়ভাবে একবার বিমানের দিকে ও আর-একবার জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া চক্ষুর্দ্বয় গোলাকার করিয়া সজনীকান্ত বলিয়া উঠিল, "তা আমি কখ্‌খনো বল্‌ব না! তোমার শওয়ালের উত্তর দিতে আমি বাধ্য নই, তা তুমি জেনো!" বলিয়া পুনরায় একবার জয়ন্তীর দিকে ও একবার বিমানের দিকে ঘন ঘন চাহিতে লাগিল।

এবার সুরেশ্বরের হাসি পাইল। সে নরম হইয়া স্মিতমুখে কহিল, "না, না, আপনি বাধ্য কেন হবেন, ইচ্ছা হ'লে আপনি উত্তর দেবেন, না হ'লে দেবেন না।" তাহার পর বিমানের দিকে ফিরিয়া বলিল, "বিচার করে'-লোক নিতে হ'লে বিচারকদের মধ্যেই অনেককে বেরিয়ে আস্‌তে হয়—দেশের এমনই দুর্দ্দশা! আর, সকলের চেয়ে আশাহীন হ'তে হয় কাদের দেখ্‌লে জানেন? দেশের শিক্ষিত লোকদের। অনেক দুঃখেই মহাত্মা গান্ধী তাদের আশা ত্যাগ করেছেন।"

বিমান কহিল, "কিন্তু আমার মনে হয় সুরেশ্বর-বাবু, দেশের শিক্ষিত লোক যদি আপনাদের এ আন্দোলনটা তাদের জীবনের মধ্যে না নিয়ে থাকে তা হ'লে সেটা এ আন্দোলনের উপযোগিতা সম্বন্ধে একটা বিরুদ্ধ প্রমাণ ব'লেই ধরতে হবে। মাথার সঙ্গে একমত না হ'য়ে পা দুটো ইচ্ছা মত একদিকে ছুটে' চল্‌তে পারে; তাতে দেহটা নিশ্চয়ই খানিকটা এগিয়ে যাবে, কিন্তু তা সর্ব্বনাশের পথেও ত হ'তে পারে। আর-একটা কথা আমার মনে হয় যে, আপনাদের এই অসহযোগ-প্রণালীটা ভারতবর্ষের, বিশেষতঃ আমাদের বাংলা দেশের, প্রাণধারার বিরুদ্ধ জিনিস। ভারতবর্ষের মাটিতে এ বীজ ফলপ্রদ হবে না। আমাদের অনুরাগের দেশে বিরাগ নিশ্চয়ই ফেল্‌ করবে। আমরা মানুষের সহিত ঝগড়া করে'ও

থাকতে পারি, কিন্তু মানুষকে ছেড়ে থাকতে পারিনে। সেটা আমাদের সাধ্যের বাইরে।"

এবার সুরমা কথা কহিল। বলিল, "দোহাই ঠাকুরপো, তোমাদের এ কূট তর্কও আমাদের সহ্যের বাইরে হয়েছে। আর যদি বেশীক্ষণ চালাও ত আমরা কিন্তু তোমাদের ছেড়ে পালাব।"

জয়ন্তী এতক্ষণ কোনও কথা কহেন নাই। অতিশয় অসন্তোষের সহিত তিনি এই বাদ-প্রতিবাদ শুনিতেছিলেন। একজন অবসরপ্রাপ্ত ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি মাসে মাসে মোটা টাকা পেন্সন পাইতেছেন, তাহার গৃহে অপর একজন ডেপুটিম্যাজিষ্ট্রেট, যিনি অচিরে এই গৃহের জামাতা হইবেন, তাঁহার সহিত একজন নাম লেখান নন্‌কোঅপারেটার নন্‌কো-অপারেশনের স্বপক্ষে আলোচনা করিতেছে ইহা তাঁহার অতিশয় অসমীচীন বলিয়া মনে হইতেছিল এবং তজ্জন্য সুরেশ্বরের প্রতি উত্তরোত্তর ক্রোধ বর্দ্ধিত হইলেও সে আজ অভ্যাগত বলিয়া প্রকাশ্যে কিছু বলিতে পারিতেছিলেন না। সুরমার কথায় কথা বলার সুযোগ পাইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "আর তা ছাড়া আজকের দিনে এ সব তুচ্ছ বিষয় নিয়ে কথা কাটাকাটি না করে' একটু আমোদ আহ্লাদ কর।"

বিমান হাসিয়া বলিল, "তুচ্ছ বিষয় ঠিক বলা যায় না, এই নিয়ে দেশের মধ্যে যখন এতটা আন্দোলন উপস্থিত হয়েছে। তবে আজকের মত এ কথা থাক। গাও বিমলা, তোমার সেই গানটা গাও—'আলসে বাড়িল অলস দিবস'—

তাহার পর সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বিমান কহিল, "সুরেশ্বর-বাবু আপনি বোধ হয় একদিনও বিমলার গান শোনেন নি?"

গান শুনিবার বিশেষ আগ্রহ লইয়াই সুরেশ্বর আজ আসিয়াছিল, কিন্তু এখন আর তাহার উৎসাহহীন চিত্তে সে আগ্রহ একটুও ছিল না। তাই সে অনুৎসুকভাবে শুধু কহিল, "না।"

"তা হ'লে শুনুন ; বিমলা ভারি চমৎকার গান গায়।"

বিমলা লজ্জিত হইয়া কহিল, "আপনি বিমান-দাদার কথা শুন্‌বেন না সুরেশ্বর-বাবু। আমি একটুও ভাল গান গাইতে পারিনে।"

সুরেশ্বর তেম্‌নি উদাসভাবে কহিল, "ভাল কি মন্দ তা শুন্‌লেই বুঝতে পার্‌ব!"

সজনীকান্ত মনে মনে স্থির করিয়াছিল সুরেশ্বরের সহিত সহজে কথা কহিবে না ; কিন্তু সহসা বিস্মৃত হইয়া বলিয়া উঠিল, "তোমার আবার বোঝা-বুঝিটা কি হে ? রাগরাগিণীর ধার দিয়ে ত যাবে না, বন্দে মাতরম্‌ গাইলেই ভাল লাগ্‌বে।"

সুরেশ্বর পুলকিত হইয়া সাহস্যমুখে কহিল, "বন্দে মাতরম্‌ গাইলে আপনারই কি ভাল লাগ্‌বে না ?"

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সজনীকান্ত ক্ষণকাল অপলক নেত্রে নির্ব্বাক্‌ হইয়া সুরেশ্বরের প্রতি চাহিয়া রহিল, তাহার পর দন্তে দন্ত চাপিয়া নিরুদ্ধকণ্ঠে উত্তেজিতভাবে কহিল, "না, ভাল লাগ্‌বে না! খালি জেরা! খালি জেরা! আমি কি সাক্ষীর কাটরায় দাঁড়িয়েছি না কি! তোমার সঙ্গে কথা কওয়াই দেখ্‌ছি বিপদ!"

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলে উচ্চৈঃস্বরে হাসিয়া উঠিল।

সুরেশ্বর শান্তভাবে স্মিতমুখে কহিল, "সে বিপদে 'আপনি যদি ইচ্ছে করে' বারংবার পড়েন ত আমার কি অপরাধ বলুন ?"

সজনীকান্ত তীব্রকণ্ঠে কহিল, "তুমি যে কথা দিয়ে কথা টেনে বার করে' উল্টো কথা বলিয়ে নিতে চাও! ল পড় বুঝি ?"

আবার একটা হাসির কল্লোল উঠিল।

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "আমাকে ত আপনি নন্‌কোঅপারেটার বলেন ; তা হ'লে ল পড়া কি করে' আর চলে ?"

বিমান সুরেশ্বরের কানের নিকট মুখ লইয়া গিয়া মৃদুকণ্ঠে কহিল, "যে প্রহসনটা উপভোগ করালেন তার জন্যে ধন্যবাদ। এবার কিন্তু গান আরম্ভ হোক।"

সুরেশ্বর মৃদুকণ্ঠে কহিল, "হোক।"

তখন বিমান বিমলার প্রতি ইঙ্গিত করিয়া বলিল, "আর সময় নষ্ট করা নয়; গান আরম্ভ করো বিমলা।"

বিমলা একটু সঙ্কুচিত হইয়া কহিল, "মেজদি আসুন, তিনি গাইবেন এখন।"

সুমিত্রার কথা উঠায়, সে যে অনেকক্ষণ অনুপস্থিত রহিয়াছে তাহা সকলের মনোযোগ আকর্ষণ করিল। জয়ন্তী একটু বিস্ময়ের সুরে কহিলেন, "কি কর্‌ছে সে এতক্ষণ ধরে'? গেছে ত এক ঘণ্টা! যা' ত বিমলা, একবার দেখে' আয় ত কেন এত দেরী কর্‌ছে।"

গান গাওয়া হইতে অব্যাহতি পাইলেই বিমলা বাঁচে। সে মাতৃ আদেশ পালনের জন্য উঠিয়া দাঁড়াইল; কিন্তু তাহার যাইবার প্রয়োজন হইল না, তখনি কক্ষের মধ্যে সুমিত্রা আসিয়া দাঁড়াইল।

উজ্জ্বল তাড়িতালোকের নিম্নে সুসজ্জিতা সুমিত্রার প্রসন্ন মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া সকলেই মুগ্ধ হইয়া গেল, শুধু দুইটি প্রাণীর বিস্ময়ের সীমা রহিল না!

জয়ন্তী বিস্ফারিতনেত্রে কহিলেন, "একি সুমিত্রা!"

সুরেশ্বর ততোধিক বিস্ময়ের সহিত কহিল, "সত্যি, এ কি ব্যাপার!"

সুমিত্রা একটু তরল মিষ্ট হাসি হাসিয়া কহিল, "কেন?—কি আর এমন অদ্ভুত ব্যাপার?"

বস্ত্র পরিবর্ত্তন করিবার নামে জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের নিকট হইতে প্রস্থান করিয়া সুমিত্রা একেবারে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়াছিল। প্রমদাচরণ তখন নিজ কক্ষে একটা আরাম-কেদারায় চক্ষু মুদ্রিত করিয়া শুইয়া ছিলেন। পদশব্দে চাহিয়া সুমিত্রাকে দেখিয়া কহিলেন,—"কি মা? কিছু বল্‌বার আছে?"

সুমিত্রা পিতার শিরোদেশে উপস্থিত হইয়া চেয়ারে ভর দিয়া দাঁড়াইয়া কহিল,—"বাবা, আজ আমাকে একটা খদ্দরের সুট্ উপহার দেবে? দাম বেশী নয় বাবা; শাড়ী আর ব্লাউস্, দুইয়ে টাকা সাত-আটের মধ্যে হবে।"

ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া প্রমদাচরণ কহিলেন,—"টাকার জন্যে কিছু ত নয়, কিন্তু তোমার মা খদ্দরের সুট্ পছন্দ করবেন কি?"

সুমিত্রা কহিল,—"মা নিশ্চয়ই পছন্দ করবেন না; কিন্তু আমার ভারি ইচ্ছা হয়েছে বাবা! খদ্দরের শাড়ী পরা কি এমনই অপরাধ, যে, তোমাকে এ অনুরোধ করা আমার অন্যায় হচ্ছে? তা যদি হয় তা হ'লে অবশ্য আমি অনুরোধ করব না।"

প্রমদাচরণ মৃদু হাসিয়া স্নেহভরে কহিলেন,—"এ তোমার একটুও অন্যায় অনুরোধ নয় সুমিত্রা। নিজের দেশের তৈরী কাপড় পর্‌লে যদি অন্যায় হয় তা হ'লে পরের দেশের কাপড় পরার মত পাপ আর কি হ'তে পারে? কিন্তু তোমার মা ও-সব বিষয়ে বিচার করে' ত কিছু দেখ্‌তে চান না—এই হয়েছে বিপদ্!" বলিয়া প্রমদাচরণ চিন্তা করিতে লাগিল।

সুমিত্রা ক্ষণকাল নীরবে দাঁড়াইয়া থাকিয়া কহিল,—"তা হ'লে না হয় থাক্, বাবা। খদ্দরের কাপড় এনে বাড়ীতে যদি একটা অশান্তি হয় তা হ'লে কাজ নেই; থাক্।"

খলিয়া

প্রমদাচরণ মনে-মনে জয়ন্তীর সহিত কাল্পনিক বিতর্ক করিতেছিলেন খদ্দর ব্যবহারের স্বপক্ষে প্রমদাচরণের প্রযুক্ত সমস্ত যুক্তি ও তর্ক জয়ন্তী যতই অবহেলার সহিত অগ্রাহ্য করিতেছিলেন প্রমদাচরণ ততই অবুঝ জয়ন্তীর প্রতি মনে-মনে ক্রুদ্ধ হইয়া উঠিতেছিলেন। এমন সময়ে সুমিত্রার কথা কর্ণে প্রবেশ করিবা মাত্র রুক্ষস্বরে বলিয়া উঠিলেন,—"না না, থাকবে কেন ?—এ যে জয়ন্তীর অন্যায় কথা !"

জয়ন্তীর প্রতি এই অকারণ ক্রোধ প্রকাশ হইতে দেখিয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল ; বলিল,—"মা ত এখনও কোনো কথা বলেননি বাবা।"

প্রমদাচরণ ঈষৎ অপ্রতিভ হইয়া হাসি মুখে কহিলেন, "বলেননি কিন্তু আমি ত তাঁকে জানি, নিশ্চয়ই বলবেন। যা হোক সে পরের কথা পরে হবে, কিন্তু, রাত হ'য়ে গেল, এখন কি খদ্দরের শাড়ী পাওয়া যাবে ?"

সুমিত্রা কহিল,—তা পাওয়া যাবে। এখন পূজার সময়ে অনেক রাত পর্যন্ত দোকান খোলা থাকে। আমাদের বাড়ীর কাছেই [illegible] মার্কেটে অনেক দোকানে খদ্দরের ভাল ভাল কাপড় পাওয়া যায়। [illegible] পনের মিনিটের মধ্যেই আসতে পারে।"

তখন প্রমদাচরণ তাঁহার বাজার-সরকার বিপিনকে ডাকাইয়া খদ্দরের শাড়ী ও ব্লাউস্ কিনিয়া আনিতে আদেশ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল,—"খুব শীঘ্র বিপিন-বাবু, পনের মিনিটের মধ্যে আপনার আসা চাই। আর দেখুন, জমি সাদা হবে ; নক্সা-করা বা রং করা হ'লে চল্‌বে না। দেখে' যেন জিনিসটা খদ্দর বলে'ই মনে হয় বেনারসী বা অন্য কোনো রকম কাপড় বলে ভুল হ'লে চল্‌বে না।"

বিপিন প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ একবার সুমিত্রার মুখের দিকে চাহিয়া, তাহার পর অন্যদিকে দৃষ্টি ফিরাইয়া কহিলেন,—"সুরেশ্বর কি এসেছেন সুমিত্রা ?"

খদ্দরের প্রসঙ্গের অব্যবহিত পরেই সুরেশ্বরের বিষয়ে এই অনুসন্ধানে সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। খদ্দরের প্রসঙ্গ হইতেই প্রমদাচরণের সুরেশ্বরকে মনে পড়িয়াছে এবং তাহার খদ্দর পরিবার আগ্রহের সহিত প্রমদাচরণ সুরেশ্বরকে কোনও প্রকারে যুক্ত মনে করিতেছেন এই চেতনা সুমিত্রার মনে অপরিহার্য্য সঙ্কোচ লইয়া আসিল। সে মৃদুকণ্ঠে কহিল,—"হ্যাঁ, এসেছেন।" তাহার পর আর উত্তর-প্রত্যুত্তরের জন্য অপেক্ষা না করিয়া ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

এই সংক্ষিপ্ত উত্তরটি শুনিয়া প্রমদাচরণ ঈষৎ চিন্তান্বিত হইলেন। সুরেশ্বরের আসিবারই কথা ছিল, তন্মধ্যে অপ্রত্যাশিত বা বিস্ময়কর কিছুই ছিল না। কিন্তু মনের মধ্যে একটা কার্য্য-কারণের যোগ কল্পনা করিয়া পরীক্ষার্থে প্রশ্ন করিবার পর সংশয়িত উত্তর লাভ করিয়া তাঁহার কল্পিত আশঙ্কা যেন ভিত্তি গাড়িয়া বসিল। মনে হইল ঈশান-কোণে এক খণ্ড মেঘের মত সংসারে এই খদ্দর এবং সুরেশ্বরের আবির্ভাব শুভচিহ্ন নহে, হয়ত একটা অদূরবর্ত্তী ঝটিকারই সূচনা।

বিপিনের অপেক্ষায় সুমিত্রা নিজ কক্ষে গিয়া বসিল। প্রমদাচরণের প্রশ্নে তাহার মনের মধ্যে সঙ্কোচের রূপে যাহা উপস্থিত হইয়াছিল ক্রমশঃ তাহা রূপান্তরিত হইয়া বিরক্তি ও অনুতাপের আকার ধারণ করিতে লাগিল। জননীর অনুজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া খদ্দর কিনিয়া পরা, সুরেশ্বরের প্রভাবের নিকট এক-প্রকারে বশ্যতা-স্বীকার হইতেছে মনে হইবামাত্র তাহার অধীর ভাব-প্রবণ চিত্ত সুরেশ্বরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হইয়া দাঁড়াইল। মনে হইল, এত অল্পকারণে উত্তেজিত হইয়া খদ্দরের ব্যবস্থা করা দুর্ব্বলতা প্রকাশ করা হইয়াছে; এবং সে যখন সকলের বিস্ময়োৎপাদন করিয়া খদ্দরে আচ্ছাদিত হইয়া ড্রয়িং-রূপে দাঁড়াইবে তখন সুরেশ্বরের বিজয়দীপ্ত মুখে সন্তোষের নিঃশব্দ করুণ মৃদু হাস্য কিরূপে ফুটিয়া উঠিবে, মনে হইবা

মাত্র কল্পিত দুর্ব্বলতাকে অতিক্রম করিবার সঙ্কল্পে সে আল্‌মারী খুলিয়া তাহার মভক্রেপের স্যুটটি বাহির করিল, এবং কিছুমাত্র দ্বিধা চিন্তা বা বিলম্ব না করিয়া তাহা পরিধান করিয়া ফেলিল। কিন্তু নিজের সজ্জিত আকৃতি একবার দেখিয়া লইবার জন্য যখন সে দেওয়ালে বিলম্বিত বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে গিয়া দাঁড়াইল, তাহার পরিচ্ছদের অহেতুক আড়ম্বর দেখিয়া বিরক্তি ও লজ্জায় তাহার উদ্ধত চিত্ত একেবারে শ্লথ হইয়া পড়িল; মনে হইল, নিজগৃহে পারিবারিক সম্মিলনে বেশভূষার এতটা আতিশয্য ও পারিপাট্য নিতান্তই সুরুচি-বিরুদ্ধ হইতেছে। তখন সে ধীরে ধীরে একটা চেয়ারে বসিয়া পড়িল, এবং গভীর-চিন্তিত মনে কথাটাকে চতুর্দ্দিক্ হইতে ভাবিয়া দেখিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের দিক্ হইতে কথাটা ভাবিয়া দেখিয়া এবার তাহার মনে হইল, যে, এই খদ্দর কিনিয়া পরিবার মূলে নিমন্ত্রিত সুরেশ্বরের প্রতি শিষ্টাচার ভিন্ন অন্য কোন কথাই নাই। সুরেশ্বর একজন গোঁড়া স্বদেশী, বহু যত্নে প্রস্তুত করাইয়া স্বদেশী রুমাল তাহাকে উপহার দিয়াছে, সে আজ তাহাদের গৃহে অভ্যাগত নিমন্ত্রিত; অতএব বিলাতী বস্ত্র পরিধান করিয়া তাহার চিত্তে আঘাত না দিয়া স্বদেশী বস্ত্র পরিয়া তাহাকে একটু সন্তুষ্ট করা সহজ ভদ্রতা-প্রকাশ ভিন্ন অন্য কিছুই নহে। কোথায়ই বা তাহার মধ্যে সুরেশ্বরের প্রভাব বিস্তার আর কোথায়ই বা তাহার মধ্যে তাহার বশ্যতা স্বীকার!

তাহার পর মনে পড়িল পূর্ব্বদিনে সিঁড়ির প্রান্তে সুরেশ্বরের সহিত তাহার কথোপকথন, এবং তৎকালে সুরেশ্বরের প্রসন্ন-তৃপ্ত মূর্ত্তি। সুমিত্রা ভাল করিয়া ভাবিয়া দেখিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের পক্ষ হইতে কৃতজ্ঞতা ও আনন্দ প্রকাশ ভিন্ন দর্প ও দম্ভের লেশ মাত্র চিহ্ন ছিল না। সেই অল্প-কারণে হর্ষোদ্দীপ্ত নেত্র আজ তাহার সমগ্র দেহ খদ্দর-পরিবৃত দেখিয়া

উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে, এমন কথাও অস্পষ্ট আকারে তাহার মনের কোণে ধীরে ধীরে দেখা দিতেছিল, এমন সময়ে একজন পরিচারিকা প্রবেশ করিয়া কহিল,—"মেজ্ দিদিমণি, সরকার-মশায় এই বাণ্ডিলটা দিলেন।"

সুমিত্রা বাণ্ডিলটা লইয়া খুলিয়া দেখিয়া এক মুহূর্ত্ত নিবিড়ভাবে চিন্তা করিল; তাহার পর তাড়াতাড়ি নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া দর্পণের সম্মুখে আসিয়া তাহার সহজ সুন্দর বেশ দেখিয়া প্রীত হইল। তৎপরে মভ্ ক্রেপের স্যুট আল্‌মারীর মধ্যে তুলিয়া রাখিয়া ক্ষিপ্রপদে প্রমদাচরণের নিকট উপস্থিত হইয়া তাঁহার পদধূলি গ্রহণ করিল। প্রমদাচরণ দুই হস্তের মধ্যে সুমিত্রার মস্তক ধারণ করিয়া সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিলেন।

সুমিত্রা কহিল, -"বাবা, আমি ড্রয়িংরুমে চল্‌লাম; তুমিও এস. দেরী কোরো না। সকলেই বোধ হয় এসেছেন।" বলিয়া দ্রুতবেগে প্রস্থান করিল।

সুমিত্রা প্রস্থান করিলে প্রমদাচরণ কিছুকাল অন্যমনস্ক হইয়া বসিয়া রহিলেন, তাহার পর সহসা মনে পড়িল যে জয়ন্তী এবং অন্যান্য সকলের আক্রমণ হইতে সুমিত্রাকে রক্ষা করিতে হইবে। একথা স্মরণ হওয়া মাত্র তিনি ড্রয়িংরুমের উদ্দেশ্যে প্রস্থান করিলেন।

নব সজ্জায় সজ্জিত হইয়া সুমিত্রা ড্রয়িংরুমে প্রবেশ করিলে তাহাকে দেখিয়া জয়ন্তী ও সুরেশ্বরের বিস্ময়ের কারণ সজনীকান্ত প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু পরক্ষণেই তাহার সজ্জার প্রতি লক্ষ্য পড়ায় উঠিয়া আসিয়া সুমিত্রার বস্ত্রাংশ ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া বলিল,- "তাই ত, এ... দেখছি খদ্দর!"

সুমিত্রা হাসিমুখে বলিল,--"হ্যাঁ, দেশী কাপড়।"

সুরেশ্বরের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সজনীকান্ত কহিল,—"এও তোমার তাঁতে বোনা না কি হে?"

সুরেশ্বর কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বে সুমিত্রা তাড়াতাড়ি কহিল, —"না না, এ ওঁর তাঁতে বোনা হবে কেন? এ বাবা আজ আমাকে উপহার দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তী বিস্ময় ও বিরক্তির স্বরে কহিলেন,— "তিনি তোমাকে উপহার দিয়েছেন? কখন তিনি আনলেন?—আর কখনই বা তোমাকে উপহার দিলেন?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল,—"এখনি এখান থেকে গিয়ে একটা খদ্দরের স্যুট উপহারের জন্য আমি বাবাকে অনুরোধ করি। তাইতে বাবা এই স্যুট আনিয়ে দিয়েছেন।"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর চিত্ত জ্বলিয়া উঠিল। একবার ইচ্ছা হইল অবাধ্য দুর্ব্বিনীত কন্যাকে তখনই বিশেষভাবে তিরস্কার করেন, কিন্তু অতগুলি ব্যক্তির সম্মুখে, বিশেষতঃ বিমানবিহারীর সন্নিধানে, এরূপ

কলহের দৃশ্য করা সমীচীন হইবে না মনে করিয়া, উদ্যত ক্রোধকে যথাসাধ্য সংযত করিয়া কহিলেন—"আমার কথাটাকে এর চেয়ে ভাল করে অমান্য করবার আর কোনও উপায় খুঁজে পেলে না বুঝি?

জয়ন্তীর নিকট হইতে তিরস্কার সহ্য করিবার জন্য সুমিত্রা প্রস্তুত ছিল, কিন্তু এই অভিমান-পীড়িত গভীর বাণীর জন্য সে একেবারেই প্রস্তুত ছিল না। তাই জননীর এই আর্ত্ত বাক্যের উত্তরে সে আর্দ্র হইয়া কহিল, "তা যদি বল মা, তা হ'লে এখনি তোমার আদেশ পালন করে' আস্‌ছি; কিন্তু ...কের দিনে এ নূতন কাপড়ই বা মন্দ কি?"

জয়ন্তী ফিকা হাসি হাসিয়া কহিলেন—"তাই ভাল; আর গরু মেরে জুতো দান করে' কাজ নেই।"

সজনীকান্ত সুরেশ্বরের দিকে চাহিয়া চক্ষু কুঞ্চিত করিয়া কহিল,—"তোমার তিল তাল হয়ে দাঁড়াল সুরেশ্বর।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"তাহ'লে পরমাশ্চর্য্য ব্যাপার বলতে হবে। তিল তাল হওয়া অনৈসর্গিক ঘটনা!"

সুরেশ্বরের মন্তব্যের প্রতি কোন মনোযোগ না দিয়া সজনীকান্ত কহিল, "একটি দেশলাইয়ের কাঠি জ্বালিয়েছ, তা থেকে ক্রমশঃ লঙ্কাকাণ্ড হয়ে দাঁড়াচ্ছে।"

জয়ন্তীর মানসিক অবস্থা উপলব্ধি করিয়া সুরেশ্বর প্রথমে মনে করিল যে এ বিষয়ে আর কোনও কথা বলিবে না, কিন্তু যথাস্থানে যথোচিত কথা বলিবার লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অবশেষে হাসিতে হাসিতে বলিল, —"শুধু দেশলাইয়ের কাঠি থেকে ত লঙ্কাকাণ্ড হয় না, কাঠিটি এমন জায়গায় পড়া চাই যেখানে জ্বলে' ওঠ্‌বার উপযোগী মশলা আছে।"

সজনীকান্ত ক্ষণকাল সুরেশ্বরের মুখের দিকে চাহিয়া থাকিয়া কহিল,—"মশলার দরকার কি? তুমি ত জ্বলন্ত কাঠি ফেলেছ হে!

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল,—"তা হ'লেও জলে ত ফেলিনি?"

বিমানবিহারীর চিত্ত সুরেশ্বরের প্রতি এমনই একটু বিরূপ হইয়া ছিল; তাহার উপর সুমিত্রার খদ্দর পরিধান ও তৎসংক্রান্ত সুরেশ্বরের এই সোল্লাস কথোপকথন তাহার অসহ্য হইয়া উঠিল। সে ঈষৎ বিরক্তিকটু কণ্ঠে কহিল,—"কিন্তু দেশলায়ের কাঠি জলে না পড়ে' বারুদের স্তূপে পড়্‌লে কি পরমার্থ লাভ হয় তা ত বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে সুরেশ্বর-বাবু!"

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে ফিরিয়া স্মিতমুখে বলিল,—"নিভে যায় না। দেশলায়ের কাঠির পক্ষে জলে পড়ার মত দুর্গতি আর নেই তা মানেন ত?"

বিমান উত্তেজনার সহিত কহিল,—"কিন্তু তাই বলে' কি বারুদের স্তূপে পড়াই তার চরম সার্থকতা?

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল,—"নয়? যার কর্ম্ম জ্বালানো আর যার ধর্ম্ম জ্বলা, তাদের সংযোগই ত পরস্পরের সার্থকতা। আগুন না থাক্‌লে বারুদের সার্থকতাই থাক্‌ত না। ধরুন আপনি একজন গুরু, আপনার জ্ঞানের শিখাটি তা হ'লেই সার্থক হয়, যদি, আপনার শিষ্যের মধ্যে সেই শিখাটি থেকে ধরিয়ে নেবার মত কোনো দাহ্য পদার্থ থাকে।"

বিমান এ কথার কোনও উত্তর দিবার পূর্ব্বেই জয়ন্তী কহিলেন,—"না, না; বিমান, তুমি একজন গবর্মেণ্ট-অফিসার, এ-রকম করে' আগুন আর বারুদের কথা নিয়ে তোমার থাকা উচিত নয়। তোমার যতটা সাবধান হ'য়ে চলা দরকার তার চেয়ে তুমি অনেক অসাবধানী।"

কন্যাকে প্রহার করিয়া বধূকে যেটুকু শিক্ষা দেওয়া হইল তাহা বুঝিতে সুরেশ্বরের বিলম্ব হইল না। কিন্তু তাহার চিত্তের মধ্যে আনন্দ ও উল্লাসের যে বিপুল প্রবাহ বহিতেছিল তন্মধ্যে এইটুকু মালিন্য কিছুমাত্র রেখাপাত করিল না। তাহার মনে হইতেছিল সে আজ সফলকাম, সে আজ বিজয়ী,

তাই পরাজিতের কটূক্তিকে জয়লাভের অপরিহার্য্য অংশ বিবেচনা করিয়া সে অতি সহজেই তাহা উপেক্ষা করিল। বিমান কোনও কথা কহিবার পূর্ব্বেই সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল,—"সত্যি! আপনি আমার বন্ধু, তা ছাড়াও যে আপনার অন্যরকম সত্তা আছে তা প্রায়ই ভুলে' যাই।"

বিমান হাসিয়া কহিল,—"সে সত্তায় আমি কি আপনার শত্রু?"

সুরেশ্বর কোন উত্তর দিবার পূর্ব্বেই প্রমদাচরণ কক্ষে প্রবেশ করিলেন।

প্রমদাচরণ আসিবার পরে প্রসঙ্গক্রমে খদ্দরের কথাটা পুনরায় উঠিল। প্রমদাচরণ আশঙ্কা করিয়াছিলেন যে আসিয়া জয়ন্তীর বিদ্রোহমূর্ত্তি দেখিবেন, তাই অবশ্যম্ভাবী সংগ্রামের বিরুদ্ধে প্রয়োগের জন্য মনে মনে কতকগুলি যুক্তি এবং তর্ক স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন, কিন্তু আন্দোলনকালে জয়ন্তীর শান্ত-স্তব্ধ ভাব নিরীক্ষণ করিয়া তাঁহার মানসিক ভাব জয়ন্তীর প্রতি কৃতজ্ঞতায় পরিবর্ত্তিত হইয়া গেল। জয়ন্তীর সৌজন্যের ঋণ পরিশোধ করিবার জন্যই তিনি খদ্দরের প্রতিকূল পক্ষ অবলম্বন গ্রহণ করিলেন।

তখন বিমানের তর্কের উত্তরে সুরেশ্বর বলিতেছিল,—"কিন্তু যাই বলুন, খদ্দরের প্রতি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধাচরণ কিছুতেই সমর্থন করা যায় না।"

বিমান কহিল,—"যায়। গঙ্গা আর গঙ্গাজল হিন্দুমাত্রেরই পবিত্র জিনিস। কিন্তু তাই বলে' কোনো হিন্দুই ঘরের মধ্যে গঙ্গাজলের বন্যা কিছুতেই পছন্দ করে না। খদ্দর আসলে মন্দ জিনিস কোন মতেই নয়; গবর্মেণ্টও তা মনে করেন না। কিন্তু খদ্দরকে যদি গবর্মেণ্টকে বিপন্ন করবার একটা উপায় ক'রে তোলা হয়, তা হ'লে, গবর্মেণ্ট খদ্দরকে ঠিক তেমনি করে' রোধ করতে পারেন যেমন করে' হিন্দু গঙ্গাজলের বন্যাকে রোধ করে।'

বিমানের যুক্তি পছন্দ করিয়া প্রমদাচরণ খুসী হইয়া দুলিয়া উঠি' ন, তাহার পর কহিলেন,—"ঠিক কথা, ভাল জিনিসের ক্রিয়া যদি মন্দ হ'য়ে ওঠে তা হ'লে সে জিনিসটাকে আর ভাল বলা চলে না। সে হিসাবে গবর্মেণ্টের খদ্দর-বিদ্বেষ অন্যায় বলা যায় না।'

কিন্তু এই কৃতজ্ঞতা-প্রদর্শনে অভীষ্ট ফল ফলিল না। এতক্ষণ জয়ন্তী বিরক্ত হইয়া নির্ব্বাক্ ছিলেন, কিন্তু অপরাধী স্বামীর মুখে এই বিপরীত উক্তি শুনিয়া তাঁহার অসহ্য বোধ হইল। ঈষৎ ব্যঙ্গভরে কহিলেন,—"কিন্তু তা হ'লে কোন্ হিসাবে একজন গবর্মেণ্ট অফিসারের পক্ষে খদ্দর ব্যবহার করা অন্যায় নয় তা'ত বুঝতে পারছিনে!"

উৎসাহের মুখে এমন নিষ্ঠুর বাধা পাইয়া প্রমদাচরণ একেবারে সঙ্কুচিত হইয়া গেলেন। কি বলিবেন প্রথমে ভাবিয়া পাইলেন না, তাহার পর মৃদু সঙ্কোচ-বিজড়িতকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন,—"না, না, কথাটার এক দিক্ দেখলেই চল্‌বে না ত! এর মধ্যে যে অনেক কথা আছে।"

কিন্তু এ কথা জয়ন্তীর মনে কিছুমাত্র কৌতূহল সঞ্চার করিল না। এ সম্বন্ধে আর কোনও আলোচনা না করিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া তিনি কহিলেন,—"বিমান তোমার জন্যে উপহার এনেছেন; তেপায়ার ওপর রয়েছে; খুলে' দেখ।'

জননীর নির্দ্দেশে সুমিত্রা চাহিয়া দেখিল টেবিল-হার্মোনিয়ামের পার্শ্বে আবলুস-কাঠের ত্রিপদের উপর রঙীন কার্ডবোর্ডের একটি সুদৃশ্য বাক্স রহিয়াছে। বাক্সটি লইয়া উন্মোচিত করিয়া সুমিত্রা দেখিল তন্মধ্যে একটি উজ্জ্বল পালিশ-করা রৌপ্য-নির্ম্মিত বাক্স; তাহার পর সে বাক্সটি, উন্মোচিত করিয়া দেখিল তিন প্রকার এসেন্সে পূর্ণ রূপার তারের বন্ধনাতে আবদ্ধ পলকাটা কাচের তিনটি বড় বড় শিশি।

আসিবার সময়ে এই সামগ্রীটি সঙ্গে আনিয়া বিমান সকলের অগোচরে

ত্রিপদের উপর রাখিয়াছিল। কিন্তু কিছু পরে তাহা সজনীকান্তর দৃষ্টিগোচব হইলে সকলে তাহার তথ্য জানিতে পারে। সুমিত্রার উপহার সুমিত্রা আসিয়া প্রথম খুলিবে, তাই বাক্সের মধ্যে কি আছে তাহা এ পর্য্যন্ত কেহ জানিত না।

একটি শিশি খুলিয়া ঘ্রাণ করিয়া সুমিত্রা মৃদুস্বরে বলিল,—"চমৎকার গন্ধ!" তাহার পর বিমানের দিকে একবার চাহিয়া মৃদুস্মিতমুখে তাহাকে নিঃশব্দ ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিয়া বাক্সটি বন্ধ করিতে লাগিল।

সজনীকান্ত ব্যগ্র হইয়া হাত বাড়াইয়া কহিল,—"দাও দাও, আমরা দেখি। তুমি খুল্‌বে বলে' আমরা ত এ পর্য্যন্ত জানিও না যে কি পদার্থ ওর মধ্যে আছে।"

বাক্সটি হস্তে লইয়া সজনীকান্ত একে একে তিনটি শিশিরই আঘ্রাণ লইয়া দেখিল। তাহার পর বাক্সের ঢাকার উপর লেবেল পড়িয়া দেখিয়া বলিয়া উঠিল,—"তাই ত বলি এ কি করে' হ'ল! স্প্রীং টিপ্‌লে আট্‌কে যায় না, বাক্সের পালিশ চারদিকে চার রকমের নয়, তিনটি শিশিই সমান এক ছাঁচের, সমস্ত জিনিসটি পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন! এ কি করে' হয়! এ যে দেখ্‌ছি সমুদ্র-পারের জিনিস, একেবারে খাস মেড্ ইন্ ইংল্যাণ্ড!" তাহার পর কাগজের বাক্সের একদিকে দেখিয়া গভীর বিস্ময়ের সহিত বলিয়া উঠিল,—"ঈশ্! এ যে দামী জিনিস দেখ্‌ছি, পঁয়ষট্টি টাকা পনের আনা!" বলিয়া বিস্ময়োদ্ভাসিত মুখে ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমানের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

জয়ন্তী গম্ভীর ভঙ্গীর সহিত কহিলেন,—"উনি যখন যা দেন, দামী জিনিসই দেন।" তাহার পর বিমানের দিকে চাহিয়া কহিলেন,—"এতটা হাত-খোলা হওয়া কিন্তু ভাল নয় বিমান।"

বিমান এ কথার কোনও উত্তর না দিয়া শুধু একটু হাসিল। সুরেশ্বর

তিনখানি রুমাল উপহার দিয়াছে, মূল্য হিসাবে তাহা বিমানের উপহারের নিকট নিশ্চয়ই নগণ্য, অতএব সুরেশ্বরের সম্মুখে এ কথাটা এমন করিয়া বলা উচিত হয় নাই। অন্য দিন হইলে বিমান কোন-না-কোনপ্রকারে নিশ্চয়ই ইহার প্রতিবাদ করিত। কিন্তু আজ তাহার মনটা এমন বিমুখ হইয়া ছিল যে জয়ন্তীর আঘাত হইতে সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার জন্য তাহার কিছুমাত্র আগ্রহ হইল না।

কিন্তু সুরেশ্বরকে রক্ষা করিবার আজ কোনও প্রয়োজনও ছিল না। তাহার মনের মধ্যে সঞ্জাত নিবিড় আনন্দ আঘাতের সকল পথ একেবারে রুদ্ধ করিয়া রাখিয়াছিল। লটারী টিকিটে দশ টাকা ব্যয় করিয়া লক্ষ টাকা পাওয়ার উল্লাসের মত একটা বিপুল উল্লাস তাহার চিত্তকে পরিব্যাপ্ত করিয়া ছিল। সজনীকান্তর কথাটা তাহার বারম্বার মনে পড়িতেছিল— বাস্তবিকই তিল তাল হইয়াছে!

সমগ্র ভারতবর্ষের বিপুল জনসঙ্ঘের মধ্যে একটি মাত্র নারীর বিমুখ চিত্তকে প্রকৃত পথে প্রত্যাবৃত্ত করিয়াছে মনে করিয়া তাহার মনে হইতেছিল তাহার সব সাধনা সফল হইয়াছে; তাহার কার্পাস চরকা সূতা তাঁত কিছুই বিফল হয় নাই!

কিন্তু সে কিছুমাত্র জানিত না যে বৈদ্যুতিকবিপ্লবাহত কম্পাসের কাঁটার মত সুমিত্রার চকিত-চেতন চিত্ত ইহারই মধ্যে অন্য দিকে ফিরিয়া গিয়াছিল। সজনীকান্ত এবং বিমানের সহিত সুরেশ্বরের কথোপকথনের সময় সুরেশ্বরের উৎসাহ ও উল্লাস উপলব্ধি করিয়া সুমিত্রার মন ধীরে ধীরে বিরূপ হইয়া উঠিয়াছিল। সুরেশ্বরের কর্ম্ম জ্বালানো এবং সুমিত্রার ধর্ম্ম জ্বলা এইরূপ একটা কথা যখন সুরেশ্বর প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিতেছিল তখন সুমিত্রার মন সুরেশ্বরের দম্ভ দেখিয়া জ্বলিয়া উঠিবারই উপক্রম

করিয়াছিল, শুধু স্থান এবং পাত্রের কথা স্মরণ করিয়া সে নিজেকে দমন করিতে পারিয়াছিল।

কয়েকজন দেখার পর বিমানবিহারীর উপহার যখন সুমিত্রার হস্তে ফিরিয়া আসিল তখন তাহার বিক্ষুব্ধ চিত্ত কম্পাসের উত্যক্ত কাঁটারই মত ইতস্ততঃ আন্দোলিত হইতেছিল। সে কটিদেশ হইতে রুমাল বাহির করিয়া একটা শিশি হইতে খানিকটা এসেন্স ঢালিয়া লইয়া ঘন ঘন আঘ্রাণ লইতে লাগিল।

সজনীকান্ত কহিল,—"ও রুমালটা সুরেশ্বরের দেওয়া রুমাল না কি?"

সজনীকান্তর প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়াই সুমিত্রা কহিল,—"হাঁ।"

সুরমা হাসিয়া বলিল,—"তা বেশ হয়েছে ত! দেশী রুমালে বিলাতী এসেন্স!"

প্রমদাচরণ ঈষৎ ঢুলিয়া উঠিয়া বলিলেন,—"এটা কিন্তু একটা শুভলক্ষণের মত মনে করা যেতে পারে। আমাদের ভারতবর্ষের বিশেষত্বের সঙ্গে যেদিন বিলাতের সার পদার্থ মিলিত হবে সেদিন বাস্তবিকই শুভদিন হবে।" বলিয়া তিনি পুনরায় ঢুলিতে লাগিলেন।

জয়ন্তী ঈষৎ ব্যঙ্গভরে বলিলেন,—"সে শুভদিনের এখনও অনেকদিন দেরী আছে।"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"আমারও মনে হয় অনেক দেরী আছে। তার আগে ভারতবর্ষের বিশেষত্বকে জাগিয়ে তুলতে হবে। তা না হ'লে যা হবে তা মিলনও হবে না, শুভও হবে না।"

বিমান কহিল,—"তা হ'লে কি আপনার দেশী রুমাল আর আমার বিলাতী এসেন্সের এই যোগটাকে আপনি অশুভ বল্‌তে চাচ্ছেন?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া কহিল,—"অশুভ বলি আর নাই বলি, কিন্তু যোগটাকে মিলন বল্‌তে পারিনে, যখন দুটোর মধ্যে একটা ভাবগত

বিরোধ রয়েছে। কিন্তু এ-সব তর্ক আজকের মত থাক্, এখন একটু গান হোক।” বলিয়া সুমিত্রার দিকে চাহিয়া বলিল, “আমরা সকলে আপনার গানের জন্যেই অপেক্ষা করে’ ছিলাম। আপনি দয়া করে’ একটু গান করুন।”

গান হইল, কিন্তু জামল না। বেসুরার আবহাওয়ার মধ্যে সুর কোনপ্রকারেই নিজকে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিল না।

আহারে বসিয়া সজনীকান্ত কহিল, “ওহে সুরেশ্বর, কুম্ড়ার ছোকাটা তোমার ত চল্‌বে না।”

সুরেশ্বর সকৌতুহলে বলিল,—“কেন?”

সজনীকান্ত হাসিয়া কহিল,—“বিলাতী কুম্‌ড়ো যে! তোমরা ত বিলাতী জিনিস সব বয়কট করেছ?”

সজনীকান্তর কথা শুনিয়া সকলেই হাসিয়া উঠিল।

বিমলা মৃদুস্বরে কহিল, “তা হ’লে চাট্‌নিটাও চল্‌বে না; সেটাও বিলিতী আমড়া দিয়ে হয়েছে।”

পুনরায় একটা হাসির হিল্লোল বহিয়া গেল।

সুরেশ্বর হাসিমুখে কহিল,—“কতকগুলি বিলিতী জিনিস নিতান্ত প্রয়োজনীয় বলে’ আমরা বর্জ্জন করিনি। এ দুটিকেও সেই শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত করে’ নেওয়া গেল।”

আহারান্তে বিদায়কালে সুমিত্রাকে একান্তে পাইয়া সুরেশ্বর কহিল,— “বড় খুসী হ’য়ে আজ যাচ্ছি।”

সুমিত্রা আরক্ত-মুখে কহিল,—“কেন? আমার এই খদ্দরের কাপড় পরা দেখে নাকি?”

সুরেশ্বর পরিতৃপ্তমুখে কহিল,—“হ্যাঁ, ঠিক সেই কারণে।”

সুমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,—“কিন্তু এর মধ্যে খুসী হবার কিছু নেই

ত! এ আমার একেবারেই খামখেয়ালী ব্যাপার। আর হয়ত কোন দিনই আমাকে খদ্দর পর্‌তে দেখ্‌তে পাবেন না।"

সুরেশ্বর তেমনি প্রফুল্লমুখে হাসিতে হাসিতে বলিল,—"তা বল্‌তে পারিনে। কিন্তু আজ যে আপনি খদ্দর পরেছেন, আর ভবিষ্যতের বিষয়ে যে 'হয়ত' কথাটা ব্যবহার কর্‌লেন, এই দুটো জিনিসই আমাকে খুসী করে রাখ্‌বে। তা ছাড়া দেখুন, খামখেয়ালীর মধ্যেও একটা খেয়াল আছে। সেই সদয় খেয়ালটুকুর জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানিয়ে চল্‌লাম।" বলিয়া করযোড়ে নমস্কার করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল।

গতিহারা হইয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল চিন্তাবিষ্ট হইয়া সেই স্থানে দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার পরে ধীরে ধীরে প্রস্থান করিল।

বিদায়ের পূর্ব্বে বিমানবিহারীরও সুমিত্রাকে একান্তে পাইবার সুযোগ ঘটিল। কৃষ্ট-স্মিতমুখে বিমানবিহারী কহিল,—"বিলিতী কাপড়গুলো পুড়িয়ে ফেল্‌বে বলে'ও স্থির কর্‌ছ নাকি?"

সুমিত্রা আরক্তমুখে কহিল,—"এখনও ত স্থির করিনি, তবে ভবিষ্যতের কথা বলা যায় না।"

মুখখানা কালো করিয়া বিমান কহিল,—"সুরেশ্বর-বাবু সে বিষয়ে কোনো উপদেশ দিয়ে যাননি?"

সুমিত্রা কঠিনস্বরে কহিল,—"এপর্য্যন্তও দেননি; পরে হয়ত দিতে পারেন।"

সে-রাত্রে বহুক্ষণ পর্য্যন্ত বিনিদ্র হইয়া সুমিত্রা অসংলগ্নভাবে বহু বিষয়ে চিন্তা করিল। তাহার পর ব্লাউসটা খুলিয়া রাখিয়া খদ্দরের শাড়ী পরিয়াই শয়ন করিল।

১৪

সুমিত্রার জন্মদিনোৎসবের পর মাস দুই অতিবাহিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে সুরেশ্বর, বিমান ও সুমিত্রা কয়েকবার মিলিত হইয়াছে এবং তদবসরে নানাবিধ ঘাত-প্রতিঘাত এবং সংঘর্ষের ফলে পরস্পরের সম্পর্কে প্রত্যেকের মানসিক অবস্থা ক্রমশঃ জটিলতর হইয়া উঠিয়াছে। একত্র হইলেই একটা কোনও প্রসঙ্গ লইয়া তিনজনের মধ্যে তর্ক আরম্ভ হয়, এবং মনের গভীরতলনিহিত বিরোধ ভাষার মধ্যে আলোড়িত হইয়া ভাসিয়া উঠে এবং প্রকাশ পায়।

এই বিরোধ দেখা দিত বিমান এবং সুরেশ্বরের মধ্যে সর্ব্বদা, সুরেশ্বর ও সুমিত্রার মধ্যে সময়ে সময়ে, এবং বিমান ও সুমিত্রার মধ্যে কদাচিৎ। বিমানবিহারী সর্ব্ববিষয়ে এবং সর্ব্বতোভাবে সুমিত্রার সহিত ঐক্য রাখিয়া চলিত। সুরেশ্বর এবং সুমিত্রার মধ্যে তর্ক এবং দ্বন্দ্ব ঘটিত বলিয়া সে মনে করিত সুমিত্রার পথ অবলম্বন করিয়া সে তাহার চিত্ত অধিকার করিয়া রাখিবে। কিন্তু মানুষের মন যে অত সহজ নহে তাহা সে জানিত না। বিরুদ্ধাচরণে সৌহৃদ্য না বাড়িলেও আকর্ষণ বাড়ে; ঐক্য অপেক্ষা বিরোধ অধিকতর মর্ম্মস্পর্শী।

স্রোতস্বতী যখন সমতল ভূমির উপর দিয়া বহিয়া চলে তখন প্রশান্ত থাকে; কিন্তু যখন বন্ধুর ভূমির উপর দিয়া যায় তখন দুর্দ্দান্ত হইয়া উঠে। সেই প্রাকৃতিক বিধির অনুরূপ নিয়মে বিমানের কথাবার্ত্তায় সুমিত্রাকে বেশ শান্ত মনে হইত, কিন্তু সুরেশ্বরের সহিত কথাবার্ত্তার সময়ে সে অধীর হইয়া উঠিত। সুরেশ্বর কিন্তু সে সময়ে তাহার ধৈর্য্য এবং সহিষ্ণুতা হইতে কিছুমাত্র বিচ্যুত হইত না। জলে আর পাথরে সংঘর্ষ বাধিলে জল

উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে, কিন্তু সেই সফেন উচ্ছ্বাসের মধ্যে পাথর স্তব্ধ হইয়াই থাকে।

কিন্তু এই বিরোধ এবং সংঘর্ষের ভিতর দিয়াই অল্পে অল্প অলক্ষিতে সুরেশ্বরের প্রতি সুমিত্রার একটা গভীর আকর্ষণ বাড়িয়া উঠিতে লাগিল। অধিকাংশ দিনই বিমানবিহারী একা আসিয়া তাহার সহিত সন্ধ্যা অতিবাহিত করিয়া যাইত, কিন্তু সে সকল দিনে বিমানবিহারীর সহিত এক-টানা এক-সুরা নির্বিরোধ কথাবার্ত্তায় অল্পক্ষণের মধ্যেই সুমিত্রার বিরক্তি বোধ হইত। না থাকিত তাহার মধ্যে উদ্দীপনা, না থাকিত বিতর্ক, না থাকিত বিচার। কেবল মিল, কেবল ঐক্য। দুই ঘণ্টার প্রসঙ্গ দুই মিনিটে শেষ হইত।

সুমিত্রা সময়ে সময়ে তর্ক উঠাইবার চেষ্টা করিত, কিন্তু সে তর্ককে নিরোধ করিতে বিমানবিহারীর দ্বিধাও হইত না বিলম্বও হইত না। শুধু অপ্রতিবাদের দ্বারাই নহে, প্রয়োজন হইলে স্বীয় মত বর্জ্জন করিয়াও সে সুমিত্রার সহিত একমত হইত। কিন্তু সুমিত্রার উচ্ছল প্রকৃতি তাহাতে তৃপ্তি পাইত না। সুরেশ্বরের সবল বিরোধের তুলনায় বিমানবিহারীর নির্জীব ঐক্য তাহার নিতান্ত ফিকা মনে হইত।

কোন এক মাসিক পত্রে নারী-নিগ্রহ শীর্ষক সুমিত্রার একটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রবন্ধের বক্তব্য, পুরুষজাতি বহুকাল হইতে কৌশলে নারী-জাতিকে তাহাদের স্বাভাবিক অধিকার হইতে বঞ্চিত করিয়া আসিয়াছে; তাহার ফলে ক্রমশঃ নারীজাতি দুর্ব্বল ও আশ্রয়-পরবশ হইয়া উঠিয়াছে; নচেৎ নারীজাতি কখনই, ইত্যাদি, ইত্যাদি।

প্রবন্ধ প্রকাশিত হইবার দিন সন্ধ্যাকালে সুরেশ্বর এবং বিমান উভয়েই সুমিত্রাদের বাড়ী বেড়াইতে গিয়াছিল। বিমান সে প্রবন্ধের উল্লেখ করিয়া উচ্চকণ্ঠে প্রশংসা করিল; বলিল যুক্তি ও বিচার-গৌরবে প্রবন্ধটি

অপূর্ব্ব হইয়াছে। ইহার পূর্ব্বে আর কেহ এমন অখণ্ডনীয়রূপে নারী-জাতির স্বপক্ষে ওকালতী করিতে পারে নাই।

কৌতূহলী সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া আগ্রহভরে বলিল, "কই, দেখি দেখি! নারীর অধিকারের বিষয়ে কি রকম ওকালতী করেছেন দেখি!"

সুমিত্রা আরক্তমুখে বলিল; "না, না, সে কিছুই হয় নি; সে আপনার ভাল লাগবে না।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "বিমানবাবুর যখন এত ভাল লেগেছে তখন আমার ভাল লাগবে না কেন বলছেন? আপনি কি বলতে চান যে বিমানবাবুর মতের কোনও মূল্য নেই, না আমার রস-বোধের কোনও শক্তি নেই?"

অপ্রতিভ মুখে সুমিত্রা কহিল, "না, তা' বলছিনে।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "তবে বিমানবাবুর আর আমার মধ্যে ব্যবহারের এ পার্থক্য করছেন কেন? তা'কে যখন প্রবন্ধটা দেখিয়েছেন তখন আমাকে দেখাতে আপত্তি কি আছে?"

সুমিত্রা ব্যস্ত হইয়া বলিল, "আমি দেখাইনি, তিনি নিজেই দেখেছেন।"

সুরেশ্বর তেমনি সহাস্যে কহিল, "আমাকে না হয় আপনি নিজেই দেখান। কোনো বিষয়েই যে বিমানবাবুর আর আমার মধ্যে ব্যবহারের পার্থক্য করবেন না তারই বা কি মানে আছে?"

এই দ্রুত-পরিবর্ত্তিত যুক্তিতে কৌতুকান্বিত হইয়া সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিয়া বলিল, "না, তার কোনো মানে নেই।" তাহার পর আর বাদানুবাদ না করিয়া মাসিক পত্রখানা লইয়া আসিয়া সুরেশ্বরের হস্তে দিল।

প্রবন্ধটি বাহির করিয়া সুরেশ্বর পড়িতে আরম্ভ করিল এবং অবিলম্বে তন্মধ্যে গভীরভাবে নিবিষ্ট হইয়া পড়িল। যতক্ষণ সুরেশ্বর পাঠ করিল অধীর-

কম্পিত হৃদয়ে সুমিত্রা একাগ্রচিত্তে অপেক্ষা করিয়া রহিল। তৎকালে বিমানবিহারী তাহার সহিত নানা-বিষয়ে কথা কহিয়া যাইতেছিল, কিন্তু চেষ্টা এবং ইচ্ছা সত্ত্বেও সে তাহাতে মনঃসংযোগ করিতে পারিতেছিল না। পাঠান্তে সুরেশ্বর কিরূপ সমালোচনা করিবে,—নিন্দা করিবে, অথবা প্রশংসা করিবে, সেই চিন্তা তাহাকে উদ্‌ভ্রান্ত করিয়া রাখিয়াছিল; ক্ষণপূর্ব্বে বিমানবিহারী যে অমিত এবং অমিশ্র প্রশংসা করিয়াছিল তাহা তাহাকে কিছুমাত্র আশ্বাস দিতেছিল না।

পাঠ শেষ হইলে সুরেশ্বর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া মৃদু হাস্য করিয়া কহিল, "এটা কিন্তু আপনার ঠিক ওকালতী হয় নি; এটা পুরুষ জাতির সঙ্গে কলহ হয়েছে। কলহটা আবার কি রকম জানেন? দেহের বিবিধ অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মধ্যে অধিকার-ভোগ আর অধিকার-ভেদ নিয়ে কলহের মত! মুখ বসে বসে খায় বলে হাত একবার বিদ্রোহী হয়ে উঠে বলেছিল, 'যত রসাস্বাদন মুখ করবে আর আমি পরিশ্রম করে তাকে আহার জোগাব? তা হবে না! রইলাম আমি ঝুলে, আর উপর দিকে উঠছিনে!' পরে দেখা গিয়েছিল যে বিদ্রোহের ফলে মুখের চেয়ে হাতের লাঞ্ছনা কম হয়নি; মুখ পর্য্যন্ত না ওঠার ফলে মুখ পর্য্যন্ত ওঠবার শক্তিই তার লোপ পেয়েছিল। তেমনি অন্নপূর্ণার বৃত্তিকে দাস্যবৃত্তি বলে ভুল করে পুরুষ জাতিকে আপনারা যদি শুকিয়ে মারতে চেষ্টা করেন, ঠিক জানবেন তা'তে আপনারাও পুষ্ট হবেন না।" বলিয়া সুরেশ্বর মৃদু-মৃদু হাসিতে লাগিল।

সুরেশ্বরের এই বিরুদ্ধ সমালোচনায় সুমিত্রার মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। প্রথমটা তাহার মুখ দিয়া প্রতিবাদের কোনও বাক্য বহির্গত হইল না, কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে দৃঢ় করিয়া লইয়া সে বলিল, "আপনাদের এই দম্ভ, এই অহঙ্কারই আপনাদের বিরুদ্ধে আমাদের প্রথম অভিযোগ।

আপনারা যে মনে করেন আপনারা উপার্জ্জন করে এনে না দিলে আমাদের শুকিয়ে মরতে হবে, এইটেই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অত্যাচার।”

সুরেশ্বর শান্ত ভাবে কহিল, “ঠিক বিপরীত। আমরা যে সে-রকম মনে করি আপনাদের এই ধারণাটাই আমাদের প্রতি আপনাদের সবচেয়ে বড় অবিচার। শক্তি আর প্রকৃতির বিভিন্নতার অনুরোধে এতদিন স্ত্রী-পুরুষের মধ্যে যে অধিকার ভাগ হয়ে এসেছে তা নিয়ে আপনারা যদি মামলা করতে চান ত সৃষ্টিকর্ত্তাকে প্রতিবাদী করবেন, পুরুষদের করবেন না।”

সুমিত্রা উত্তেজিত হইয়া বলিল, “কিন্তু আমাদের শক্তির আর প্রকৃতির জন্যে আপনারাই দায়ী নন কি? চিরকাল আমাদের দুর্বল করে রেখেছেন বলেই কি আমরা দুর্বল নই?”

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখে কৌতুকের মৃদু-হাস্য ফুটিয়া উঠিল। সে কহিল, “এই কথাই ত' আপনি আপনার প্রবন্ধের মধ্যে নানা প্রকারে কয়েকবার বলেছেন। কিন্তু এ' ত বহু পুরাতন অসার যুক্তি! এ আর আপনারা কতবার বলবেন? এ তর্কের উত্তরে আমি যদি বলি যে, কোনো-এক জাতি যদি অপর কোনো জাতিকে চিরকাল বলহীন করে রাখতে পেরে থাকে তাহলে নিঃসন্দেহ প্রমাণ হয় যে প্রথমোক্ত জাতি অপর জাতির চেয়ে সবল, তার উত্তরে আপনারা কি বলবেন বলুন?”

সুরেশ্বরের প্রশ্ন শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নিঃশব্দে বিমূঢ়ভাবে চাহিয়া রহিল, তাহার পর ধীরে ধীরে বলিল, “বলব, এ থেকে এ কথাও প্রমাণ হতে পারে যে চিরকালই পুরুষজাতি স্ত্রীজাতিকে নানা ছলে আর কৌশলে দাবিয়ে রেখেছে।”

সুমিত্রার কথা শুনিয়া সুরেশ্বর হাসিয়া উঠিল। বলিল, “অর্থাৎ আপনি

স্বীকার করছেন পুরুষ নারীর চেয়ে, শক্তিতে না হোক, বুদ্ধিতে নিশ্চয় বড় ?"

বিমান এ পর্য্যন্ত এ তর্কের মধ্যে কোনও কথা কহে নাই, কোন্ দিক হইতে সুমিত্রার পক্ষ গ্রহণ করিয়া সে সুরেশ্বরকে আক্রমণ করিবে তাহাই সে মনে-মনে ভাবিতেছিল। এবার সুমিত্রাকে কোনও উত্তর দিবার অবসর না দিয়া সে বলিল, "ছল আর কৌশলকে বুদ্ধি বলা চলে না ; দুষ্ট বুদ্ধি বলতে পারেন।"

সুরেশ্বর হাসিয়া বলিল, "দুষ্ট-বুদ্ধিও বুদ্ধিরই অন্তর্গত। তা ছাড়া বুদ্ধি দুষ্ট হলেও যে একটা প্রবল শক্তি তাতে কোনও সন্দেহ নেই।"

বিমান উত্তেজিত হইয়া বলিল, "তা হলে অত্যাচার, উৎপীড়ন, জুলুম, জবরদস্তী সবই যে এক-একটা প্রবল শক্তি তাতেও কোনও সন্দেহ নেই ?"

সুরেশ্বর শান্ত ভাবে বলিল, "নিশ্চয়ই নেই। কারণ ও-গুলোকে শুধু শক্তির দ্বারাই প্রতিহত করা যায়। তর্ক অথবা প্রবন্ধের দ্বারা করা যায় না। বিশেষতঃ আজকাল মাসিক-পত্রে নারী-জাগরণ সম্বন্ধে সচরাচর যে-সব প্রবন্ধ প্রকাশিত হচ্ছে তার দ্বারা ত যায়ই না।" তাহার পর সুমিত্রার দিকে চাহিয়া স্মিতমুখে ঈষৎ কুণ্ঠার সহিত বলিল, "আমার অবিনয় ক্ষমা করবেন, কিন্তু এ-কথা আমাকে বলতেই হবে যে নারী-জাগরণ বিষয়ে আপনাদের লেখা প্রবন্ধগুলির একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্য-সৃষ্টি করা ; জাগরণটা আপনাদের কি ভাবে হওয়া আবশ্যক সে ধারণা আপনাদেরই ঠিক নেই, তাই আপনাদের প্রবন্ধগুলিতে পুরুষজাতির প্রতি কটূক্তি ছাড়া আর বেশী কিছু পাওয়া যায় না।"

এই স্পষ্ট এবং কঠোর উক্তির বিরুদ্ধে সহসা কোনও উত্তর না পাইয়া সুমিত্রা বিহ্বল ভাবে চাহিয়া রহিল। কিন্তু বিমানবিহারী উত্তপ্ত হইয়া উঠিয়া বলিল, "মেয়েরা পুরুষদের প্রতি কটূক্তি করছে বলে, আপনি

অনুযোগ করছেন, কিন্তু আপনি এই দু-চারটা কথায় তাদের প্রতি যে-রকম কটুক্তি করলেন তারা সকলে মিলে কি ততটা করতে পেরেছে? মাপ করবেন সুরেশ্বরবাবু, স্ত্রী-জাতির সম্পর্কে আর একটু সংযত আর শিষ্ট হলে বোধ হয় কোনও ক্ষতি হয় না।"

বিমানবিহারীর এই তিরস্কারে বিস্মিত হইয়া সুরেশ্বর বলিল, "না-নিশ্চয়ই হয় না। কিন্তু এই যে মেয়েরা পুরুষ জাতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম বাধিয়েছেন তাতে কি তাঁরা পুরুষদের পক্ষ থেকে শুধু সংযম আর শিষ্টতাই আশা করেন, সামান্য প্রতিবাদও আশঙ্কা করেন না?" তাহার পর সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া বলিল, "দেখুন, অন্তঃপুরের পাঁচিল ভেঙ্গে আপনারা যখন রাজপথে বেরিয়ে পড়তে চাচ্ছেন তখন আর রাজপথের ধূলি-কাঁকর দুঃখ-তাপকে ভয় করলে চলবে না। এটা নিশ্চয় জানবেন যে গোলাপের চাষ করতে হলে সঙ্গে সঙ্গে কাঁটার চাষও করতে হবে।"

সুমিত্রা আরক্ত-স্মিতমুখে কহিল, "তা আমরা জানি।"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা যদি জানেন তা হলে এ-কথাও জানবেন যে একই পথ থেকে ভয় আর ভক্তি দুই-ই প্রত্যাশা করা চলে না। মন্দির থেকে বেরিয়ে এসে দেবতা যদি ভক্তের প্রতি সংহার-মূর্তি ধারণ করেন, তা হলে ভক্ত ভয় নিশ্চয়ই পায়, কিন্তু ভক্তির পুষ্পাঞ্জলি দেওয়া বোধ হয় স্থগিত রাখে।"

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল। বলিল, "স্থগিত রাখতে হবে না; আপনারা একেবারে বন্ধ করুন। দেবী বলে আমাদের ভুলিয়ে না রেখে মানবীর পদে আমাদের দাঁড়াতে দিন।"

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর দিকে চাহিয়া হাসিতে হাসিতে কহিল, "দেখলেন ত বিমানবাবু, এঁদের মানসিক অবস্থাটা। নারী-জাতির হিসাবে এঁরা আমাদের কাছ থেকে কিছুমাত্র শিষ্টতা বা সংযম পেতে চান না।

অথচ আমি এঁর প্রবন্ধের অকপট সমালোচনা করছিলাম্ বলে আপনি আমাকে অশিষ্টতার অপরাধে অপরাধী করছিলেন!" তাহার পর সুমিত্রাকে সম্বোধন করিয়া বলিল, "কিন্তু আপনার ভাষাটি ভারি চমৎকার হয়েছে। একেবারে তর্‌তরে, ঝর্‌ঝরে! আমাদের প্রতি যে অকারণ গালিবর্ষণ করেছেন তার একমাত্র সান্ত্বনা এই যে যা বলেছেন তা সুন্দর করেই বলেছেন।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

সে দিন সুরেশ্বর প্রস্থান করার পরও বিমানবিহারী কিছুক্ষণ থাকিয়া গেল। সুমিত্রাকে ঈষৎ উন্মনা লক্ষ্য করিয়া সে বলিল, "সুরেশ্বরের আসল মূর্ত্তিটি ক্রমশঃই প্রকাশ পাচ্ছে! তার সঙ্গে আরও একটু ঘনিষ্ঠতা হলে হয় ত' দেখা যাবে সে আজ যতটুকু রূঢ়তা প্রকাশ করে গেল, সেটাও তার ভাণ করা বিনয়ের অভিনয়।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, "রূঢ়তা প্রকাশ করে গেলেন কখন?"

বিমানবিহারী রুষ্টমুখে বলিল, "তুমি যদি সেটা বুঝতে না পেরে থাক তা হলে এখন তা বোঝাতে যাওয়া যেমন কঠিন তেমনি অনাবশ্যক! তুমি কি মনে কর রূঢ়তা শুধু রূঢ় কথা দিয়েই প্রকাশ করা যায়?"

বিমানবিহারীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্ব্বাক হইয়া চাহিয়া রহিল, তাহার পর স্মিতমুখে কহিল, "সুরেশ্বরবাবু যদি হেঁয়ালী করে গিয়ে থাকেন ত' কি করে বুঝব বলুন?"

সুমিত্রার এই সপরিহাস লঘু উত্তরে উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বিমান কহিল, "হেঁয়ালী? কেন, তোমাকে আর তোমাদের সমস্ত দলটিকে সে প্রকারান্তরে কপট বলে গেল না? বললে না যে তোমাদের প্রবন্ধ লেখবার একমাত্র উদ্দেশ্য হচ্ছে সাহিত্য-সৃষ্টি করা?"

সুমিত্রা মৃদু হাসিয়া কহিল, "হ্যাঁ, সাহিত্য-সৃষ্টি করার কথা বলেছিলেন বটে; কিন্তু সমালোচনা করতে গিয়ে এটুকু বলাকে রূঢ়তা বলা যায় কি?"

বিমানবিহারী অধিকতর উত্তেজিত হইয়া উঠিয়া বলিল, "সমালোচনা বলছ তুমি কাকে ? অনর্থক অকারণ নিন্দাকে যদি সমালোচনা বলতে হয় তা হলে গালাগালিকেও উপদেশ বলা চলে। একটা জিনিসকে অপর জিনিসের সঙ্গে গোল কোরো না সুমিত্রা। তোমার প্রবন্ধে যুক্তি-তর্কের সংশ্রব নেই বললে সমালোচনা করা হয় কি নিন্দা করা হয়, একটু বোঝবার ক্ষমতা আমার আছে;—এবং সেটুকু বুঝে চুপ করে থাকার ধৈর্য্য আমার নেই!"

বিমানবিহারীর কথার শেষাংশের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করিয়া আরক্তমুখে সুমিত্রা কহিল, "কিন্তু অকারণ আমার প্রবন্ধের নিন্দা করে সুরেশ্বরবাবুর কি লাভ ?"

বিমানবিহারী বলিল, "লাভ কিছুই নেই। ঐটুকু হচ্ছে ওর প্রকৃতি। এক দল লোক আছে তারা মনে করে অপরের সঙ্গে এক মত হলেই খাটো হতে হয়। তাই তারা কারণে অকারণে সব কথার প্রতিবাদ করে নিজেদের বিশেষত্ব প্রমাণ করতে চেষ্টা করে। আমি বললাম তোমার প্রবন্ধে যথেষ্ট যুক্তি আছে, অতএব সে বলে গেল আর কিছু থাক আর নাই থাক যুক্তিটাই তাতে নেই!"

কিন্তু বিমানবিহারীর এত কথা, এবং পরে আরও বহু প্রশংসা সত্ত্বেও, সুমিত্রা যখন একাকী হইয়া প্রবন্ধটা খুলিয়া পড়িতে বসিল তখন তাহার নিকট সুরেশ্বরের নিন্দা-প্রশংসাই একমাত্র প্রামাণিক বলিয়া বোধ হইতে লাগিল। মনে হইল তাহার প্রবন্ধ যেন সুচারু পরিচ্ছদে আবৃত কুগঠিত দেহ।

একটা বিশেষ কোনও কার্য্য উপলক্ষ্যে সুরেশ্বরকে কয়েকদিনের জন্য পূর্ব্ববঙ্গে যাইতে হইয়াছিল। তথা হইতে প্রত্যাবর্ত্তনকালে সে তাহার তাঁতঘরের জন্য একজন সুদক্ষ তাঁতী লইয়া আসে। সে কয়েকদিন ধরিয়া তিনজোড়া সূক্ষ্ম খদ্দরের শাড়ীতে বিচিত্র পাড় তৈয়ার করিতেছিল। শাড়ীগুলি তাঁত হইতে নামার পর সুরেশ্বর তিন জোড়াই গৃহে লইয়া আসিল।

মাধবী গৃহকার্য্যে রত ছিল। সুরেশ্বর অন্বেষণ করিয়া তাহাকে বাহির করিয়া বলিল, "মাধবী, দেখ্ দেখি, বিশ্বাস হয় এ আমাদের তাঁতে বোনা কাপড় ?"

মাধবী বস্ত্রগুলি পরীক্ষা করিয়া দেখিয়া সবিস্ময়ে কহিল, "সত্যি দাদা, চমৎকার হয়েছে। ঢাকাই শাড়ীর পাড়ের চেয়ে কোন অংশে হীন হয়নি।"

সুরেশ্বর হাসিয়া কহিল, "ঢাকার কারিগর দিয়ে কাজ করালে ঢাকাই শাড়ীর চেয়ে খারাপ কেন হবে রে ?"

সপ্রশংস নেত্রে কাপড়গুলি নাড়িতে নাড়িতে মাধবী বলিল, "কত করে' পড়্‌তা পড়্‌ল দাদা ?"

সুরেশ্বর বলিল, "দশটাকা সাত আনা জোড়া।"

মনে মনে হিসাব করিয়া মাধবী কহিল, "তা হলে এগার টাকা বার আনা বিক্রী। তা মন্দ কি ? সস্তাই ত হ'ল দাদা। তিন জোড়াই দোকানে পাঠিয়ে দাও, আজই বিক্রী হয়ে যাবে।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "একজোড়া তোর জন্যে রাখ্‌ব মাধবী।"

মাধবী ব্যস্ত হইয়া কহিল, "না, দাদা, অত ভাল কাপড় বাড়ীতে রেখে কি হবে? একে ত মেয়েরা খদ্দর পর্‌তেই চায় না—এ রকম ভাল কাপড় পেলে তবু একটু পর্‌তে চাইবে।"

সুরেশ্বর কহিল, "তা হোক মাধবী, খদ্দর ভিন্ন তুই যখন আর কিছু পরিস্‌নে, একজোড়া ভাল কাপড় থাকা দরকার; কোথাও যাওয়া আসা আছে।" তাহার পর হাসিতে হাসিতে কহিল, "তা ছাড়া বিপিন বোসের বাড়ী থেকে যদি কেউ তোর তল্লাসে আসে তখন ত একটা ভাল কাপড় চাই!"

বিপিন বোসের বাড়ীর উল্লেখে মাধবীর মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। ইহার মধ্যে রহস্য এইটুকু ছিল যে বিপিন বোস নামে কোনও প্রৌঢ় ধনী ব্যক্তি দ্বিতীয়বার পত্নী হারাইয়া তৃতীয় বারের জন্য বিহ্বল হইয়া মাধবীর পাণিগ্রহণের প্রয়াসী হইয়াছিল। যে ব্যক্তি উক্ত প্রস্তাব লইয়া আসিয়াছিল সুরেশ্বর তাহাকে আসন গ্রহণেরও অবসর দেয় নাই, কিন্তু তদবধি সুবিধা পাইলেই সে বিপিন বোসের উল্লেখ করিয়া মাধবীকে ক্ষেপাইতে ছাড়িত না।

মাধবী আরক্ত-স্মিতমুখে মাথা নাড়িয়া কপট ক্রোধের সহিত কহিল, "ফের যদি ও-কথা বল্‌বে দাদা তাহলে ভাল হবে না বল্‌ছি!" তাহার পর সহসা কোথাকার কোন্ সূত্র কেমন করিয়া অবলম্বন করিয়া বলিল, "আচ্ছা দাদা, একজোড়া কাপড় সুমিত্রাকে দাও না কেন?"

এবার সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইল। বিপিন বোসের কথার উত্তরে সুমিত্রার কথায় এমন একটি অর্থপূর্ণ ইঙ্গিত ব্যক্ত ছিল যে সুরেশ্বর কোন রূপেই তাহা হইতে রক্ষা পাইল না। সে লজ্জিত মুখে কহিল, "সুমিত্রাকে দিয়ে কি হবে?" তাহার পর তাড়াতাড়ি কহিল, "তা দিলেও হয়। তবে

বিনামূল্যে নয়, বিক্রী করতে হবে। এখন তার এমন একটু রং ধরেছে যে পয়সা দিয়েও বোধহয় একজোড়া খদ্দর কিনতে পারে।"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া কহিল, "তবে তাই ভাল, পরখ ক'রে দেখ কেনে কি না।"

কিছু দিন পূর্ব্বে সুমিত্রাকে খদ্দরের পরিচ্ছদ পরিতে দেখিয়া সুরেশ্বর আনন্দ প্রকাশ করিলে সুমিত্রা সদর্পে যে কথা বলিয়াছিল তাহা সুরেশ্বরের মনে পড়িল। একবার মনে হইল এত শীঘ্র পরীক্ষা করিতে যাওয়া হয়ত নিরাপদ্ হইবে না। প্রতিযোগিতার কথা একবার কোনরূপে মনে হইলে সুমিত্রা প্রবলভাবে প্রতিকূল হইয়া উঠিবে। কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই লোভ আশঙ্কাকে পরাজিত করিল।

অপরাহ্ণে সুরেশ্বর একজোড়া শাড়ী লইয়া সুমিত্রাদের গৃহে উপস্থিত হইল। সুরমা কয়েক দিন হইল শ্বশুরালয়ে গিয়াছে; জয়ন্তী দ্বিপ্রহরে কোনও আত্মীয়ের গৃহে বেড়াইতে গিয়াছেন, তখনও প্রত্যাবর্ত্তন করেন নাই; এবং প্রমদাচরণ তাঁহার পাঠাগারে বসিয়া নিবিষ্টচিত্তে শঙ্করাচার্য্যের বেদান্তভাষ্য পর্য্যালোচনা করিতেছিলেন।

সুরেশ্বরের আগমন-সংবাদ পাইয়া সুমিত্রা বাহিরে আসিল।

সুমিত্রাকে দেখিয়া সুরেশ্বর করযোড়ে নমস্কার করিয়া সহাস্যে বলিল,—"আজ আর অভ্যাগত নই; আজ আমি ব্যবসাদার, বিক্রী করতে এসেছি।"

সুমিত্রা স্মিতমুখে ঔৎসুক্য সহকারে কহিল, "তাই নাকি? কই দেখি কি বিক্রী করতে এসেছেন?" তাহার পর সুরেশ্বরের পার্শ্বে রক্ষিত বস্ত্রের বাণ্ডিলটা দেখিতে পাইয়া উঠাইয়া লইয়া বলিল, "এই বুঝি? খুলে দেখ্‌ব?"

"দেখুন।"

বাণ্ডিল খুলিয়া খদ্দরের শাড়ী দেখিয়া প্রথমটা সুমিত্রার মুখ ঈষৎ [illegible]

হইয়া গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই সে হাস্যপ্রফুল্লমুখে কহিল, "চমৎকার শাড়ী ত ! এ কি আপনার তাঁতে বোনা ?"

সুরেশ্বর হৃষ্টমুখে কহিল, "হ্যাঁ, আমাদের তাঁতেই বোনা। কাপড়টা বাস্তবিকই ভাল হওয়াতে একজোড়া আমার বোন মাধবীর জন্যে কিনেছি। আর একজোড়া আপনার জন্যে এনেছি। যদি ইচ্ছা হয় বা দরকার থাকে ত রাখ্‌তে পারেন।" বলিয়া সুরেশ্বর উচ্চস্বরে হাসিয়া উঠিল, বলিল, "ঠিক ব্যবসাদারের মত কথাগুলো বল্‌ছিনে ?"

সুমিত্রা স্মিতমুখে কহিল, "দরদস্তুর যখন কর্‌বেন তখন বুঝতে পার্‌ব ব্যবসাদারের মত কথা বলেন কি না ; এখন ত বিশেষ কিছু বুঝতে পার্‌ছিনে।" তাহার পর বস্ত্রাংশে বিদ্ধ একখণ্ড কাগজের উপর দৃষ্টি পড়ায় বলিল, "এই কি দাম ?"

সুরেশ্বর কহিল, "হ্যাঁ।"

"একখানা কাপড়ের, না জোড়ার ?"

"জোড়ার।"

সুমিত্রা সবিস্ময়ে কহিল, জোড়ার ? খুব সস্তা ত ! একখানা কাপড়ের এই দাম হলেও আমি সস্তা মনে কর্‌তাম।" তাহার পর আরক্ত মুখে ইতস্ততঃ ভাবে কহিল, "কিন্তু এত সস্তা হলেও আমার নেওয়ার পক্ষে অসুবিধা আছে।"

সুরেশ্বর মৃদুস্মিতমুখে কহিল, "তা হলে বিনামূল্যে নিলে যদি অসুবিধা না হয়, তাই নিন !"

একটা কথা সুমিত্রার জিহ্বাগ্রে আসিয়া ফিরিয়া গেল। একটু চুপ করিয়া থাকিয়া অন্যদিকে দৃষ্টি রাখিয়া সে বলিল, "তাতে আপনার লাভ কি হবে ?"

সুরেশ্বর তেমনি স্মিতমুখে সহজ ভাবে বলিল, "লাভ কি সংসারে একই

রকম আছে? টাকা আনা পয়সার লাভটাও লাভ বটে, কিন্তু সেইটেই বোধ হয় সবচেয়ে মোটামুটি লাভ। মানুষের হিসাবের খাতা শুধু যে কাগজেই তৈরী হয় তা নয়।”

সুমিত্রার আনত-আরক্ত মুখে সিঁদুরিয়া মেঘে বিদ্যুৎ স্ফুরণের মত মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল। ঈষৎ উত্তেজিত ভাবে সে কহিল, “কিন্তু সে রকম হিসাবের খাতা ত আমারও থাক্‌তে পারে।”

উৎফুল্ল হইয়া সুরেশ্বর বলিল, “তা যদি থাকে তা হলে ত কোন গোলই নেই! অনুগ্রহ করে’ কাপড় জোড়া গ্রহণ করে’ দয়ার হিসাবে কিছু খরচ লিখে দিন।”

এবার সুমিত্রা হাসিয়া ফেলিল; বলিল, “কথায় আপনার সঙ্গে ত পার্‌বার যো নেই!”

সুরেশ্বর সহাস্য মুখে কহিল, “তা যদি না থাকে ত কাপড় জোড়া রেখে যাই?”

মাথা নাড়িয়া সুমিত্রা বলিল, “না।”

“কেন, আত্মমর্য্যাদায় বাধবে?”

“বাধতে পারে। বাধা কি অন্যায়?”

“না, অন্যায় নয়, যদি না আত্মমর্য্যাদার চেয়েও বড় কিছু জিনিষ মনের মধ্যে প্রবল থাকে!”

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার মুখ পাংশু হইয়া গেল। আত্মমর্য্যাদার চেয়ে বড় জিনিষের দ্বারা সুরেশ্বর কোন্ জিনিষ বুঝাইতে চাহে তাহা মনে মনে অনুমান করিতে চেষ্টা করিয়া তাহার বিস্ময়চকিত চিত্ত প্রবল উত্তেজনায় কাঁপিতে লাগিল। কথা না কহিয়া নীরব থাকিলে অবস্থাটাকে আরও সঙ্গীন করিয়া তোলা হইবে বুঝিতে পারিয়াও সে বাক্যহারা হইয়া রহিল।

সুমিত্রার অবস্থা লক্ষ্য করিয়া সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "দেখছি আপনাকে ভারি বিব্রত করে' তুলেছি; কিন্তু দেশ কি রকম বিব্রত সেটা মনে করে' আশা করি আমার আজকের এ উৎপীড়নটুকু ক্ষমা কর্‌বেন।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার নেত্রদ্বয় সজল হইয়া উঠিল। সে আর্ত্ত কম্পিত কণ্ঠে বলিল, "ক্ষমা আমাকেই আপনি কর্‌বেন, কারণ আপনার এ সামান্য উপরোধটুকু রাখতে পার্‌লাম না। কিন্তু কেন পার্‌লাম না, তা শুন্‌বেন কি?"

অনুৎসুকভাবে সুরেশ্বর বলিল, "যদি আপত্তি না থাকে ত বলুন।"

সুমিত্রা বলিল, "আপনার এ কাপড়খানা কিন্‌তে হলে দামটা আমাকেই দিতে হয়, কারণ মার কাছে চাইলে মা বিরক্ত হবেন, আর বাবার কাছে চাইলে বাবা বিপন্ন হবেন, এ ত আপনি জানেন। আমার নিজের ত আলাদা পয়সা নেই।"

সুমিত্রার প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া সুরেশ্বর কহিল, "চেষ্টা কর্‌লে আপনি নিজের পয়সায় দাম দিতে পারেন।"

সকৌতূহলে সুমিত্রা জিজ্ঞাসা করিল "কি করে?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "নিজে উপার্জ্জন করে'। আমরা চরকা বিক্রী করি, ভাড়া দিই, এমন কি ধার দিই, দান করি। আপনি একটা চরকা নিয়ে সুতো কেটে অনায়াসে তাই থেকে কাপড়ের দামটা শোধ করতে পারেন। আমার বোন মাধবী বোধ হয় পনের দিন চরকা কেটে এরকম একজোড়া কাপড়ের দাম তুলে দিতে পারে।"

অন্যদিকে মুখ ফিরাইয়া সুমিত্রা কহিল, "আপনার বোন হয় ত পারেন, কিন্তু আমি পারিনে।"

সুরেশ্বর এক মুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া কহিল, "তা যেন পারেন না কিন্তু আলাদা পয়সা আপনার থাকলে কি করতেন ? কিনতেন ?"

সুরেশ্বরের এই সুদূরপ্রসারী অনুসন্ধিৎসা সুমিত্রার ভাল লাগিল না। সে ক্ষণকাল চুপ করিয়া রহিল, তাহার পর বিরক্তি-বিরূপ মুখে বলিল, "তা জেনে কি হবে আপনার ?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "আর কিছু না হোক একটা কৌতূহল নিবৃত্ত হবে।"

আরক্ত মুখে সুমিত্রা কহিল, "আমাকে আপনাদের দলে টানতে পেরেছেন কি না এই কৌতূহল ত ? আচ্ছা, আমাকে দলে টানতে পারলেই কি আপনাদের স্বরাজ লাভ হবে ?"

সুরেশ্বর নিঃশব্দে হাসিতে হাসিতে বলিল, "সবটা হবে না; আপনি যতটুকু আটকে রেখেছেন ততটুকু হবে।"

এই তিরস্কারের আঘাতে ও অপমানে সুমিত্রার কর্ণমূল পর্য্যন্ত লাল হইয়া উঠিল। একমুহূর্ত্ত চিন্তা করিয়া রুষ্ট-স্মিতমুখে সে কহিল, "তা হলে ততটুকু বাদ দিয়েই আপনি চেষ্টা করুন। স্বদেশী প্রচার করাই যদি আপনার ব্রত হয় তা হলে এবাড়ীর আশা আপনার ত্যাগ করাই ভাল। এ বাড়ীতে আপনি কিছু করতে পারবেন না।"

শুনিয়া সুরেশ্বর মৃদু মৃদু হাসিতে লাগিল। তাহার পর ধীরে ধীরে কহিল, "বাইরের আকার যদি সব সময়েই ভিতরের অবস্থার পরিচয় হ'ত, তা হলে বারুদের ভিতর থেকে কখনও অগ্নিবর্ষণ হোত না। অতএব আপনাকে অথবা আপনাদের বাড়ী দেখে আশাহীন হবার কোন কারণ নেই। স্বদেশী প্রচার যদি আমার ব্রত হয় তা হলে জানবেন আপনাদের বাড়ীতে আমার সে ব্রত ভঙ্গ হবে না, একদিন হয়ত উদ্‌যাপনই হবে। আচ্ছা, আজ তা হলে আসি।" বলিয়া সুরেশ্বর উঠিয়া দাঁড়াইল।

ঠিক সেই সময়ে জয়ন্তী কক্ষে প্রবেশ করিলেন এবং চতুর্দ্দিক্ একবার দেখিয়া লইয়া সুরেশ্বরের প্রতি তীব্র দৃষ্টিপাত করিয়া কহিলেন, "স্বদেশী প্রচার যে তোমার ব্রত নয় তা আমি জান্‌তে পেরেছি, সুরেশ্বর; কিন্তু কেন তুমি আমাদের পিছনে এমন করে' লেগেছ বল দেখি, আমাদের ত কোন অপরাধ নেই। চোর আমরা নই, কিন্তু তুমি যদি আমাদের চোর বানিয়ে বিপদে ফেল্‌তে চেষ্টা কর তাতে কি তোমার ভাল হবে?"

সুরেশ্বর বিকট-বিস্ময়ে নির্ব্বাক্ হইয়া ক্ষণকাল জয়ন্তীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর কহিল, "আমি ত এসব কথার মানে কিছুই বুঝ্‌তে পার্‌ছিনে!"

জয়ন্তী তেমনি উদ্ধত ভাবে কহিলেন, "আচ্ছা মানে তোমাকে আমি বুঝিয়ে দিচ্ছি। কিন্তু এইটাই কি তোমার উচিত হচ্ছে? এই সময় নেই, অসময় নেই, যখন-তখন এসে আমার মেয়েকে এমন করে' ক্ষেপিয়ে তোল্‌বার চেষ্টা করা? সে ত আর ছেলেমানুষ নয়, আজ বাদে কাল তার বিয়ে হবে!"

এই দূষিত অভিযোগ শুনিয়া ক্রোধে ও অপমানে সুরেশ্বরের মুখ আরক্ত হইয়া উঠিল। অতি কষ্টে কোনও প্রকারে নিজেকে সংযত করিয়া লইয়া সে কহিল, "যখন-তখন আসি, তা বলা যায় না, কারণ অধিকাংশ স্থলেই আপনারা যখন ডেকেছেন তখন এসেছি। কিন্তু তার পরে আপনার যা অভিযোগ তার কোন উত্তর আমি দিতে চাইনে।"

"আচ্ছা, তা না চাও নাই চাইলে, কিন্তু এরও কি কোন উত্তর দেওয়া দরকার মনে কর না?" বলিয়া জয়ন্তী একখানা রেজেষ্ট্রি-করা খাম সুরেশ্বরের হস্তে দিয়া কহিলেন, "চিঠিখানা পড়ে' দেখ।"

সুরেশ্বর খাম হইতে পত্রখানা বাহির করিয়া আদ্যন্ত পাঠ করিল, এবং পাঠান্তে পুনরায় খামের মধ্যে পুরিয়া জয়ন্তীকে প্রত্যর্পণ করিয়া

অবিচলিত স্বরে বলিল, "আপনি ত এ সব বিশ্বাসই করেছেন। কিন্তু আপনিও কি একথা বিশ্বাস করেন?" বলিয়া সে সুমিত্রার দিকে দৃষ্টিপাত করিল।

সুমিত্রা তাহার বেদনাহত ব্যথিত মুখ কোনও প্রকারে উত্থিত করিয়া ক্লিষ্ট কণ্ঠে কহিল, "কি কথা বলুন?"

"এই চিঠির কথা? অর্থাৎ আমি একজন গোয়েন্দা 'স্পাই'; আমার এই খদ্দরের পোষাক ছদ্মবেশ, আর আমার স্বদেশ-প্রেম লোককে ফাঁদে ফেল্‌বার জন্যে কপট অভিনয়?"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া সুমিত্রার সমগ্র মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করিল। ক্রুদ্ধ কম্পিত কণ্ঠে সে বলিল, "না, আমি এর একবর্ণও বিশ্বাস করিনে! কিন্তু আপনি গোয়েন্দা হয়ে কপট অভিনয় কর্‌লেও আমার প্রাণে যেটুকু স্বদেশভক্তি জাগিয়েছেন তা খাঁটি জিনিস; তার জন্যে আপনাকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ জানাচ্ছি।"

জয়ন্তী সুমিত্রার প্রতি অগ্নিদৃষ্টি বর্ষণ করিয়া তীব্র কণ্ঠে কহিলেন, "মিছামিছি বাচালতা কোরো না, সুমিত্রা!"

সুমিত্রা সে কথায় কিছুমাত্র মনোযোগ না দিয়া সুরেশ্বরকে সম্বোধন করিয়া বলিতে লাগিল, "আপনি আমাকে একদিন অপমান থেকে রক্ষা করেছিলেন সুরেশ্বর-বাবু সে কথা আমি একটুও ভুলিনি। কিন্তু আমি আজ আপনাকে তার চেয়ে অনেক বেশী অপমানের হাত থেকে রক্ষা কর্‌তে পার্‌লাম না তার জন্যে আমাকে ক্ষমা কর্‌বেন। এবাড়ীতে আর আপনিও আস্‌বেন না তা বুঝ্‌তে পার্‌ছি, কিন্তু দয়া করে' একটা ভাল চরকা আমাকে পাঠিয়ে দেবেন, আমি আপনার উপদেশ-মত কাপড়ের দাম শোধ কর্‌ব। কাপড়টা আমাকে দিয়ে যান।" বলিয়া সুরেশ্বরের হস্ত হইতে সুমিত্রা বস্ত্রের বাণ্ডিলটা টানিয়া লইল।

সুমিত্রার এই অদ্ভুত এবং অপ্রত্যাশিত বাক্য শুনিয়া সুরেশ্বরের মুখ হর্ষে এবং বিস্ময়ে প্রদীপ্ত হইয়া উঠিল। সে শান্ত-স্মিতমুখে বলিল, "ভগবান্ তোমার মঙ্গল করুন সুমিত্রা! তুমি যেমন করে' আজ আমার মান রাখ্‌লে এর বেশী আর কি করে' রাখা যায় তা আমি জানিনে! তুমি শুনে রাখ, আমার মনে আর কোন্ দুঃখ কোন গ্লানি নেই! সেদিন তোমার খদ্দর-পরা অদ্ভুত মূর্ত্তি দেখে যে আশা জেগেছিল তা যে এত শীঘ্র এমন করে' সফল হবে তা স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। ভুলো না সুমিত্রা, আমাদের দেশের বড় দুরবস্থা! তুমি শুধু তোমার জননীরই কন্যা নও, দেশমাতারও তুমি কন্যা।"

তাহার পর জয়ন্তীর দিকে ফিরিয়া সুরেশ্বর বলিল, "দেখুন, আমি বাস্তবিকই গোয়েন্দা নই। গোয়েন্দা চেয়েও আমি ভীষণ প্রাণী।— একজন দীন দরিদ্র স্বদেশসেবক! আপনি আমার উপর যে কারণেই হোক্ বিরক্ত হয়েছেন, কিন্তু তবুও দয়া করে' আমার একটা প্রণাম নিন্। কারণ, আপনি সুমিত্রার মা!"

তাহার পর নত হইয়া জয়ন্তীকে প্রণাম করিয়া সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেল।

/

১৬

দাহ এবং দীপ্তি একসঙ্গে লইয়া তুবড়ী যেমন করিয়া জ্বলিতে থাকে, ঠিক তেমনি করিয়া সুরেশ্বরের মন বেদনা ও আনন্দ একসঙ্গে বহন করিয়া জ্বলিতে লাগিল। অপমানের গ্লানিতে যাহা একদিকে নিদারুণভাবে পুড়িতে থাকিল, আনন্দের প্রভায় তাহাই অপরদিকে ভাস্বর হইয়া উঠিল! পথে বাহির হইয়া সুরেশ্বর মুক্তারামবাবুর ষ্ট্রীট্ অতিক্রম করিয়া কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্ পার হইয়া বেচু চেটার্জীর ষ্ট্রীটে বিমানবিহারীর গৃহের সম্মুখে উপস্থিত হইল। কিন্তু ক্ষণমাত্র তথায় দাঁড়াইয়া ভিতরে প্রবেশ না করিয়াই পুনরায় প্রত্যাবর্ত্তন করিল, এবং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটে উপস্থিত হইবা মাত্র একটা দক্ষিণগামী ট্রাম-গাড়ী দেখিতে পাইয়া তাহাতে উঠিয়া বসিল।

কর্জ্জন-পার্কে সুরেশ্বর যখন প্রবেশ করিল তখন শীতকালের সন্ধ্যার ধূসর আবরণে চারিদিক্ অস্পষ্ট হইয়া আসিতেছিল, এবং সেই অস্পষ্টতার মধ্যে চতুর্দ্দিকে ক্রমবর্দ্ধনশীল দীপাবলি নীলাম্বরীর গাত্রে চুম্‌কির মত একে একে ফুটিয়া উঠিতেছিল। বাগান তখন জনবিরল হইয়া আসিয়াছিল, কাজেই সুরেশ্বর সহজেই একটা শূন্য বেঞ্চ অধিকার করিয়া উপবেশন করিল।

উত্যক্ত কর্ণ এবং উত্তপ্ত চক্ষুকে রাজপথের কোলাহল এবং দৃশ্যবৈচিত্র্যের মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য নিমজ্জিত করিয়া দিয়া সুরেশ্বর তাহার অধীরোদ্ভ্রান্ত হৃদয়কে কতকটা শান্ত করিয়া লইল। প্রজ্বলিত অঙ্গার যেমন ধীরে ধীরে তাহার কৃষ্ণবর্ণ হইতে মুক্ত হইয়া প্রভাময় হইয়া উঠে, তাহার চিত্ত ঠিক সেইরূপে জয়ন্তী-প্রদত্ত মালিন্য হইতে মুক্ত হইয়া সুমিত্রার কল্পনায় উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে লাগিল। আজ সে সুমিত্রার

নিকট হইতে যে মহামূল্য সম্পদ লাভ করিয়া আসিয়াছে তাহা যে শুধু লাভ করিয়াছে, তাহাই নয়, প্রতিকূল শক্তির বিরুদ্ধে জয়ী হইয়া লাভ করিয়াছে। প্রহরী স্কন্ধে হস্তার্পণ করিতে উদ্যত হইলে রাজনন্দিনী তাহার কণ্ঠে মাল্য পরাইয়া দিয়াছে! নিমজ্জিত চিত্তে সুরেশ্বর সুমিত্রার সেই রোষদীপ্ত আরক্ত মূর্ত্তি এবং অকুণ্ঠিত সতেজ বাক্য স্মরণ করিতে লাগিল, এবং যতই স্মরণ করিতে লাগিল ততই সুমিত্রার সেই প্রদীপ্ত সুন্দর মূর্ত্তি তাহার সংগ্রাম-সাধনার বিজয়বধূর মূর্ত্তিতে রূপান্তরিত হইতে লাগিল। মনে হইল আজ তাহার তপস্যার শুষ্ক কঠোর প্রাঙ্গণে সিদ্ধি মূর্ত্তি ধারণ করিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহার তৃণ-মৃত্তিকার দেবী-প্রতিমায় প্রাণসঞ্চার হইয়াছে!

সুরেশ্বরের এই অপরিমিত আনন্দ অকারণ নহে, এবং সুমিত্রার নিকট হইতে সে যতটুকু লাভ করিয়াছে তাহাতেই পরিনিবদ্ধ নহে। যে অখণ্ডের বোধ অতীন্দ্রিয় হইয়া হৃদয়ের মধ্যে নিত্য-বর্ত্তমান আছে, মানুষ খণ্ডের মধ্যে ইন্দ্রিয়ের দ্বারা তাহার সন্ধান পায়। রূপের মধ্যে অরূপের উপলব্ধির মত সুরেশ্বর সুমিত্রার মধ্যে বিশ্ববিজয়িনী অচিন্তনীয় মূর্ত্তি দেখিতে লাগিল। বাঙ্গলা দেশের পাঁচকোটি নরনারীর মধ্যে একটি মাত্র ডেপুটি-দুহিতার চিত্তজয়ের মতই অল্পকার ঘটনা সামান্য বলিয়া তাহার মনে হইল না।

সমস্ত গ্লানি হইতে বিমুক্ত হইয়া লঘুচিত্তে সুরেশ্বর যখন গৃহে উপস্থিত হইল তখন মাধবী একরাশ তুলা লইয়া পাঁজ প্রস্তুত করিতে করিতে আপন মনে গুন্‌গুন্ করিয়া গান করিতেছিল। সুরেশ্বর তাহার কঠিন নাগরা জুতা নিম্নতলেই পরিত্যাগ করিয়া আসিয়াছিল, দূর হইতে মাধবীকে অতি নিবিষ্ট দেখিতে পাইয়া সন্তর্পণে নিকটে আসিয়া তাহার বেণী ধরিয়া সজোরে নাড়িয়া দিল।

এই আকস্মিক ঘটনায় চমকিত হইয়া পিছন ফিরিয়া দেখিয়া মাধবী কহিল, "তা বুঝতেই পেরেছি যে দাদা ভিন্ন আর কেউ নয়।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "তাই ত! দাদা বুঝ্‌তে পার্‌লে লোকে অতখানি চমকে ওঠে কিনা!"

মাধবী হাসিয়া কহিল, "দাদা বুঝ্‌তে পারলেও লোকে চম্‌কে ওঠে! বোঝা আর চম্‌কানোর মধ্যে ভাব্‌বার সময় থাকে না!" তার পর সুরেশ্বরের সানন্দ মূর্ত্তি দেখিয়া স্মিতমুখে কহিল, "তোমায় যে এত খুসী দেখ্‌ছি দাদা? সুমিত্রা কাপড়-জোড়া কিনেছে বুঝি?"

সুরেশ্বর সহাস্যমুখে কহিল, "তা কিনেছে, কিন্তু শুধু কেনেই নি, মাধবী, খুব ভাল রকম দাম দিতে রাজী হয়েছে!"

মাধবী আগ্রহ সহকারে বলিল, "কি রকম শুনি?"

সুরেশ্বর কহিল, "বলেছে চরকায় নিজে সুতো কেটে, সুতো বিক্রী করে দাম শোধ কর্‌বে।"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া মাধবীর মন বিস্ময়ে ভরিয়া গেল।—"একেবারে এতটা উন্নতি! এ ত' হঠাৎ বিশ্বাস হয় না দাদা, অতিভক্তি নয় ত?"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে কহিল, "না রে, না, তা নয়। কয়লার খনির মধ্যে সুমিত্রাকে পাওয়া গিয়েছে বলে'ই মনে করিস্‌ নে যে সে আসল হীরে নয়। ভগবান্‌ তাকে ছিল্‌তে আরম্ভ করেছেন; এরি মধ্যে সে চক্‌চকে হয়ে উঠেছে!"

মাধবী সে কথার কোন উত্তর না দিয়া বলিল, "আচ্ছা, দাদা, সুমিত্রার মা কোনরকম আপত্তি করলেন না? তিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন?"

মৃদু হাসিয়া সুরেশ্বর বলিল, "ছিলেন বই কি! তিনি ছিলেন বলে'ই ত হ'ল রে; নইলে কাপড়-জোড়া ত ফিরিয়েই নিয়ে আস্‌ছিলাম।"

সবিস্ময়ে মাধবী কহিল, "কেন ?"

স্থার

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল, "শুন্‌লে মনে হয়ত দুঃখ পাবি তা। ভেবেছিলাম সব কথাটা তোকে বল্‌ব না। কিন্তু এতটা যখন শুন্‌লি তখন সবটাই শোন্।" বলিয়া সুরেশ্বর অনুপূর্ব্বকাহিনী মাধবীকে খুলিয়া বলিল।

শুনিয়া মাধবী ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া রহিল, তার পর বলিল, "দেবতাকে দানব বল্‌লে যে পাপ হয় তোমাকে 'স্পাই' বল্‌লে সেই পাপ হয়। তোমার এ অপমানের কথা শুনে দুঃখ খুবই পেলাম। কিন্তু একদিন এ দুঃখ নিশ্চয়ই যাবে। কবে, জান দাদা ?"

সুরেশ্বর কৌতূহলী হইয়া জিজ্ঞাসা করিল, "কবে ?"

রুদ্ধ-স্মিতমুখে মাধবী বলিল, "যে দিন তুমি সুমিত্রাকে এবাড়ীতে নিয়ে আস্‌বে সেই দিন !"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর কহিল, "আমি সুমিত্রাকে এবাড়ীতে নিয়ে আস্‌ব ? কেমন করে' মাধবী ?"

মাধবী তাহার আরক্ত মুখ অন্য দিকে ফিরাইয়া কহিল, "বিয়ে কোরে' !"

"বিয়ে করে' ?"—অপরিমেয় বিস্ময়ে সুরেশ্বর ক্ষণকাল স্তব্ধ হইয়া মাধবীর দিকে চাহিয়া রহিল, তাহার পর পুনরায় মাধবীর বেণী নাড়িয়া দিয়া বলিল "তোর মত আর একটি পাগল যদি ভূভারতে থাকে মাধবী ! বিয়ে করার যে প্রথা আজকাল চলিত আছে সে প্রথায় ত সুমিত্রার সঙ্গে আমার বিয়ে হওয়া সম্ভব নয়। তবে যদি আগেকার রাক্ষসে প্রথায় গভীর রাত্রে প্রমদা-বাবুর বাড়ী গিয়ে যুদ্ধ করে' সুমিত্রা-হরণ করি ত স্বতন্ত্র কথা ! কিন্তু তা' ত হবে না। জানিস্ ত আমাদের মন্ত্র হচ্ছে অনুৎপীড়ক অসহযোগ।" বলিয়া সুরেশ্বর হাসিতে লাগিল।

মাধবী কহিল, "তা আমি জানি নে; কিন্তু এ তুমি দেখে নিও দাদা, সুমিত্রার মাকে একদিন তোমাকেই বরণ করে' ঘরে তুল্‌তে হবে। আমার কথা সেদিন তুমি মনে কোরো।"

আরও কয়েকবার মাধবীকে পাগল বলিয়া, এবং আরও কয়েকবার তাহার বেণী আকর্ষণ করিয়া সুরেশ্বর প্রস্থান করিল। কিন্তু লৌহ যেমন চুম্বকের দেহ-সংসক্ত হইয়া থাকে, ঠিক সেইরূপে মাধবীর বাক্য সেদিন সুরেশ্বরের চিত্তে আট্‌কাইয়া রহিল, শুধু জাগ্রতাবস্থায় নহে নিদ্রার মধ্যেও।

১৭

সুরেশ্বর কক্ষ হইতে নিষ্ক্রান্ত হইয়া যাওয়ার পর সুমিত্রা ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ হইয়া তথায় দাঁড়াইয়া রহিল। ক্রোধে, দুঃখে, ঘৃণায়, লজ্জায় তাহার চক্ষু ফাটিয়া অশ্রু নির্গত হইবার উপক্রম করিতেছিল। সে ভূমিতলে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া তাহা রোধ করিতে লাগিল।

কন্যার আচরণে জয়ন্তী মনে মনে অতিশয় বিরক্ত ও চিন্তিত হইলেও উপস্থিত অবস্থায় সে-ভাব মুখে প্রকাশ করা তিনি সমীচীন বোধ করিলেন না। কণ্ঠস্বর যথাশক্তি কোমল করিয়া তিনি বলিলেন, "সুরেশ্বরকে নিয়ে ক্রমশঃ একটু অসুবিধা হয়ে দাঁড়াচ্ছিল, সে যখন সহজেই গেল তখন এ ব্যাপারটাকে আর বাড়িয়ে তুলো না, সুমিত্রা।"

সুমিত্রা তাহার আনত-আর্দ্র নেত্র উত্থিত করিয়া কহিল, "একে তুমি সহজে যাওয়া বল্‌ছ, মা? তোমার দারোয়ান দিয়ে সুরেশ্বর-বাবুকে গলাধাক্কা দিয়ে বাড়ীর বার করে' দিলে কি এর চেয়ে বেশী হত বলে' তোমার মনে হয়?"

সুমিত্রার কথা শুনিয়া জয়ন্তীর মুখ অসন্তোষের ছায়াপাতে অন্ধকার হইয়া গেল। তিনি কঠিন কণ্ঠে কহিলেন, "নিজের মান যে নিজে নষ্ট করে, তার মান কেউ রাখ্‌তে পারে না!"

ক্ষণকাল নির্ব্বাক্ থাকিয়া, সুমিত্রা বলিল, "নিজের প্রাণ বিপন্ন করে' যিনি তোমার মেয়ের মান রেখেছিলেন, তিনি নিজের মান রাখ্‌তে পারেন না এ কথা কি তুমি সত্যি-সত্যিই বিশ্বাস কর?"

এই উপকার-প্রাপ্তির উল্লেখে মনে মনে জ্বলিয়া উঠিয়া জয়ন্তী বিদ্রূপ-বিকৃত স্বরে কহিলেন, "কবে কোন্ যুগে কি করেছিল না-করেছিল বলে' চিরদিনই সে হাতে মাথা কাট্‌বে না কি? তুমি জানো, সুরেশ্বরের সঙ্গে তোমার এই মেলা-মেশার জন্যে বিমান এ বাড়ীতে আসা কমিয়ে দিয়েছে?"

জয়ন্তীর কথা শুনিয়া সুমিত্রা বিস্ময়-বিস্ফারিত নেত্রে ক্ষণকাল জয়ন্তীর প্রতি চাহিয়া রহিল; তাহার পর কঠিন স্বরে বলিল, "তাই বুঝি তোমরা সুরেশ্বর বাবুর এ বাড়ীতে আসা বন্ধ কর্‌বার জন্যে এই মিথ্যা অপবাদের ষড়্‌যন্ত্র করেছ?"

সুমিত্রার এ কথায় মনে-মনে বিশেষরূপে ভীত হইয়া জয়ন্তী তাড়াতাড়ি বলিয়া উঠিলেন, "খবরদার সুমিত্রা, এ বিষয়ে বিমানকে তুমি, কোনো কথা বোলো না! এ চিঠির সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক নেই।"

"কেমন করে' তুমি জান্‌লে যে তাঁর সম্পর্ক নেই?"

"এ একজন কোন্ হরেন্দ্রনাথ সেন লিখেছে—একেবারে অন্য হাতের লেখা। চিঠি নিয়ে তুমি নিজেই দেখনা" বলিয়া জয়ন্তী পত্রখানা সুমিত্রার দিকে বাড়াইয়া ধরিলেন।

সুমিত্রা হাত সরাইয়া লইয়া কহিল, "চিঠি আমি দেখ্‌তে চাই নে, কিন্তু এ চিঠি যে বিমানবাবু লেখান নি তা তুমি কি করে' জানলে?"

ব্যস্ত হইয়া জয়ন্তী কহিলেন, "যে-রকম করে'ই হোক আমি তা জানি।"

"তা হলে কে এ চিঠি লিখেছে তাও বোধহয় তুমি জান ?"

এই কঠিন প্রশ্নে উভয়-সঙ্কটে পড়িয়া জয়ন্তী বিব্রত হইয়া উঠিলেন। ক্ষণকাল বিমূঢ়ভাবে নিঃশব্দে চাহিয়া থাকিয়া সহসা সুমিত্রার সন্নিকটে উপস্থিত হইয়া তাহার হাত চাপিয়া ধরিয়া বিহ্বলভাবে বলিলেন, "লক্ষ্মীটি সুমিত্রা, এ কথা নিয়ে মিছিমিছি গোল করিস্ নে! আমি তোর মা, আমার কথা বিশ্বাস কর, যা হয়েছে ভালই হয়েছে। তুই ছেলেমানুষ, তাই সব কথা বুঝতে পারছিস্ নে!"

"সত্যি-সত্যিই বুঝতে পারছি নে!" বলিয়া উচ্ছলিত অশ্রু রোধ করিতে করিতে সুমিত্রা ড্রয়িংরুম হইতে বাহির হইয়া গেল। কিন্তু নিজ কক্ষে পদার্পণ করিবামাত্র তাহার এতক্ষণের যত্ন-নিরুদ্ধ দৃঢ়তা তাহাকে একেবারে পরিত্যাগ করিল। তাহার অবসন্ন ক্লিষ্ট দেহ একটা ইজিচেয়ারে বিলুণ্ঠিত হইয়া পড়িল এবং নেত্র হইতে অসংরুদ্ধ তপ্ত অশ্রু নিরবচ্ছিন্ন প্রবাহে ঝরিতে লাগিল। তাহার পর বহুক্ষণ পরে সে যখন বর্ষাবিধৌত আকাশের মত তাহার দুঃখ-পরিসিক্ত হৃদয়ের মধ্যে অবলোকন করিবার অবকাশ পাইল, দেখিল নিভৃত-নিহিত কোন্ বস্তুর উজ্জ্বল প্রভায় তাহার ঘনকৃষ্ণ মেঘের মত দুঃখ ও গ্লানি কখন অলক্ষিতে বিচিত্র বর্ণে রঞ্জিত হইয়া উঠিয়াছে! সুরেশ্বরকে সে যে-সকল কথা বলিয়াছিল এবং তদুত্তরে সুরেশ্বর তাহাকে যাহা বলিয়াছিল তাহা সে মনে মনে বারংবার আলোচনা করিয়া দেখিতে লাগিল, এবং যতই দেখিতে লাগিল ততই বুঝিতে পারিল যে বাক্যের সাহায্যে পরস্পরে যতখানি ব্যক্ত করিয়াছে, বাক্যের ফাঁকে ফাঁকে তদপেক্ষা অনেক অধিক ব্যক্ত হইয়া গিয়াছে এবং ঘটনাস্থলে জয়ন্তী প্রবেশ করায় যতটুকু পরিতাপের কারণ ঘটিয়াছিল

জয়ন্তী প্রবেশ না করিয়া সেদিনকার ঘটনা পরিসমাপ্ত হইলেই মোটের উপর অধিকতর পরিতাপের কারণ ঘটিত।

সন্ধ্যার'পর বিমানবিহারী নিয়মিত বেড়াইতে আসিয়াছিল। ড্রয়িং-রুমে আর সকলেই সমবেত হইয়াছিল, শুধু সুমিত্রা আসে নাই। দ্বিপ্রহরে প্রমদাচরণ বেদান্তভাষ্যের যে-অংশটুকু পাঠ করিয়াছিলেন দ্বিতীয়বার আলোচনা করিয়া লইবার উদ্দেশ্যে বিমানবিহারীকে তাহা বুঝাইতে বিবিধ প্রকারে চেষ্টা করিতেছিলেন; কিন্তু বিমানবিহারী সে কূট প্রসঙ্গের মধ্যে মনঃসংযোগ করিবার কিছুমাত্র চেষ্টা না করিয়া অনাগ্রহ-ভরে শুধু তাহা শুনিয়া যাইতেছিল এবং মধ্যে মধ্যে দুই-একটা অসংলগ্ন বাক্যের প্রয়োগে কোনো প্রকারে আলোচনায় যোগ রাখিয়া চলিয়াছিল।

সমস্ত দিনের পরিশ্রম ও ক্লান্তির পর প্রমদাচরণের নিকট বেদান্ত-ভাষ্যের লোভে যে বিমানবিহারী উপস্থিত হয় নাই, এবং প্রমদাচরণ যে তাহার লক্ষ্য নহেন, উপলক্ষ্য, একথা বুঝিবার মত বুদ্ধি প্রমদাচরণের না থাকিলেও জয়ন্তীর যথেষ্ট ছিল। তাই অদূর-ভবিষ্যতের এই ডেপুটি-জামাতার মনোরঞ্জনার্থে জয়ন্তী বিমলাকে বলিলেন, "বিমলা, সুমিত্রা এখনও এলো না কেন? তাকে ডেকে নিয়ে আয় ত, বিমানকে দুচারখান গান শোনাবে।"

এই প্রস্তাবে বিমানবিহারী উৎফুল্ল হইয়া উঠিল এবং তাহার ক্রমবর্দ্ধনশীল অসহিষ্ণুতা হইতে মুক্ত হইয়া বেদান্তভাষ্যের আলোচনার প্রতি সহসা এমন মনোযোগী হইয়া উঠিল যে শাস্ত্রানুশীলনে জয়ন্তীর এই বিঘ্নসম্পাদনের জন্য প্রমদাচরণ মনে মনে ক্ষুব্ধ হইয়া উঠিলেন, এবং ক্ষীণ প্রতিবাদার্থে মৃদু কণ্ঠে কহিলেন, "আজ না হয় গান থাক্, আমরা এই আলোচনাটাই শেষ করি।"

জয়ন্তী মাথা নাড়িয়া কহিল, "রক্ষে কর! তোমার ও নীরস শাস্ত্রচর্চ্চা

আজ বন্ধ থাক্‌! সমস্ত দিন খেটেখুটে এসে বিমানেরই বা এ-সব ভাল লাগ্‌বে কেন?”

বিমানবিহারী বিলক্ষণ-রূপেই জানিত যে প্রতিযোগিতায় জয়ন্তীর সহিত প্রমদাচরণ পারিয়া উঠিবেন না; যে মুহূর্ত্তে সুমিত্রা উপস্থিত হইবে, সেই মুহূর্ত্তেই বেদান্তভাষ্য বন্ধ করিতে হইবে। তাই সে জয়ন্তীর কথার উত্তরে স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া এমন কথা বলিল যাহাতে মনে হইল যে বেদান্তভাষ্য ভিন্ন সে অপর কিছুই চাহে না, এবং সে সন্ধ্যায় তাহার একমাত্র অভিলাষ ছিল বেদান্তভাষ্যের চর্চ্চা করা।

কিন্তু ক্ষণপরে বিমলা ফিরিয়া আসিয়া যখন বলিল যে সুমিত্রার মাথা ধরিয়াছে বলিয়া শুইয়া আছে, আসিতে পারিবে না এবং সেই সংবাদে উৎসাহিত হইয়া প্রমদাচরণ সবিস্তারে বেদান্তভাষ্য আলোচনা করিতে উদ্যত হইলেন, তখন বিমানবিহারী সহসা উঠিয়া দাঁড়াইয়া বিরস-কণ্ঠে কহিল, “আজ আমার একটু বিশেষ কাজ আছে; আজ তা হলে এখন আসি।”

প্রমদাচরণ ব্যগ্র হইয়া বলিলেন, “কিন্তু আমাদের আলোচনাটা ত শেষ হল না, মাঝখানেই রয়ে গেল!”

বিমান মৃদু হাসিয়া কহিল, “বাকিটা আর-একদিন শেষ করা যাবে, আজ একটু দরকার আছে।”

ক্ষুণ্ণমনে প্রমদাচরণ কহিলেন, “আচ্ছা, তাহলে থাক্‌।”

বিমান প্রস্থান করিলে জয়ন্তী অদ্যকার ঘটনাটা কতকটা পরিবর্ত্তন, এবং কতকটা পরিবর্দ্ধন করিয়া প্রমদাচরণকে জানাইলেন।

সমস্ত শুনিয়া প্রমদাচরণ মনের মধ্যে গভীর ভাবে ব্যথিত হইলেন। মস্তকের কেশের মধ্যে বারংবার দ্রুতবেগে হস্ত সঞ্চালন করিয়া অবশেষে জয়ন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া বলিলেন, “তুমি ভুল করেছ, জয়ন্তী। আমরা

ত মানুষ নিয়েই চিরকালটা কাটিয়েছি, মানুষ আমরা চিনি। সুরেশ্বর কখনই তা নয়!"

জয়ন্তী ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন, "শেষ দশ বৎসর তুমি ত সেক্রেটারিয়াটে কেরাণীগিরি করেছ! তুমি আবার মানুষ চেন কি?"

এই অভিযোগের পর প্রমদাচরণের আর কোনও কথা বলিতে সাহস হইল না, তিনি নিঃশব্দে বসিয়া রহিলেন। জয়ন্তী ক্ষণকাল চুপ করিয়া থাকিয়া বলিলেন, "তুমি মানুষ চিন্‌তে পার; কিন্তু আমি মেয়েমানুষ চিনি। সুরেশ্বরের এবাড়ীতে আসা বন্ধ না কর্‌লে তোমার মেয়ের পক্ষে ভাল হত না। যা হয়েছে ভালই হয়েছে।"

"ভাল হলেই ভাল।" বলিয়া প্রমদাচরণ আসন ত্যাগ করিয়া অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

১৮

জয়ন্তীর সহিত সুরেশ্বরের সংঘর্ষের পর তিন চার দিন অতিবাহিত হইয়া গিয়াছে। বিজয়ী যোদ্ধা যেমন সমর হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পর পরম সন্তোষ ও পুলকের সহিত নিজের অস্ত্রসমূহ নাড়িয়া-চাড়িয়া পর্য্যবেক্ষণ করে, সুরেশ্বর ঠিক সেইরূপে এ কয়েক দিন তাহার তাঁত ও চরকা লইয়া প্রায় সমস্ত সময় কাটাইয়াছে। স্বদেশ-প্রেমকে অবলম্বন করিয়া এতদিন যাহা শ্রদ্ধাই আকর্ষণ করিত, সুমিষ্ট তরল অনুরাগে সিক্ত হইয়া এখন তাহা সরস হইয়া উঠিয়াছে। চরকা ধরিয়া বসিলে সুরেশ্বরের হাত হইতে আর মোটা সূতা বাহির হয় না; যেমন করিয়া প্রাণের আবেগটুকু অঙ্গুলীর টিপে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে,

টিপ দিলেই তাহা হইতে রাশি রাশি মিহি সুতা অবলীলাক্রমে বাহির হইতে থাকে আর মনে হয় কোনো একজন বিশেষ ব্যক্তির বস্ত্র বয়নার্থে তাহা সঞ্চিত করিয়া রাখিলে ভাল হয়। যতগুলি তাঁত নামিতেছে, সুরেশ্বর প্রত্যেকটিতেই মিহি সুতা চড়াইতেছে এবং সেই শাড়ীগুলির পাড়ের রং ও প্যাটার্ণের জন্য ঢাকার কারিগরের সহিত পরামর্শ ও আলোচনায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা কাটিয়া যাইতেছে।

দ্বিপ্রহরে তারাসুন্দরী নিজ কক্ষে বসিয়া মহাভারত পড়িতেছিলেন, এবং সুরেশ্বর ও মাধবী তাহাদের চরকা ঘরে বসিয়া চরকা কাটিতেছিল।

কথায় কথায় মাধবী বলিল, "দাদা, সুমিত্রা একটা চরকা পাঠিয়ে দিতে বলেছিল, কই দিলে না ত ?"

সুরেশ্বর মৃদু হাসিয়া বলিল, "চরকা দেওয়া ত শক্ত নয়, পাঠিয়ে দেওয়াই শক্ত! কয়েক দিনই ত ভাবৃছি, কিন্তু কোনো উপায়ই ঠাওরাতে পারৃছি নে।"

মাধবী ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া কহিল, "এক কাজ করলে হয় না? একখানা চিঠি লিখে কানাইকে দিয়ে একটা চরকা যদি পাঠিয়ে দাও ?"

মাধবীর কথা শুনিয়া হাসিয়া উঠিয়া সুরেশ্বর কহিল, "তা হলেই হয়েছে! গিন্নীর চোখে যদি পড়ে তাহলে কানাই যাবে পুলিশে আর চরকা যাবে উনোনে! গিন্নীকে টপ্‌কে একেবারে সুমিত্রার হাতে পৌঁছে দিতে হবে। একবার সুমিত্রার হাতে পৌঁছলে তখন নিশ্চিন্তি। সুমিত্রাকে গিন্নী সহজে পেরে উঠ্‌বেন না; সে গিন্নীর চেয়ে অনেক শক্ত!"

সুরেশ্বরের কথা শুনিয়া চিন্তিত মনে মাধবী পুনরায় চরকা কাটিতে আরম্ভ করিল; তাহার পর অকস্মাৎ একটা কথা খেয়াল হওয়ায় চরকা বন্ধ করিয়া আগ্রহ সহকারে বলিল, "একটা উপায় আছে, দাদা!"

"কি?"

সহাস্য-মুখে মাধবী বলিল, "তুমি যদি অনুমতি দাও আমি নিজে গিয়ে সুমিত্রাকে চরকা দিয়ে আস্‌তে পারি। আমি যেন চরকা বিক্রী করে' বেড়াই সেই পরিচয়ে গিয়ে সুমিত্রাকে একটা চরকা দিয়ে আস্‌ব। তারা বড় লোক, দাম যদি ন্যায্য দাম নেবো; আর দাম যদি দিতে না পারে তখন অগত্যা তোমার পরিচয় দিয়ে বিনা-মূল্যেই চরকা দিয়ে আস্‌ব।"

বিস্মিত-স্মিতমুখে সুরেশ্বর কহিল, "বলিস্ কি রে, মাধবী? তুই নিজে সেই অপরিচিত বাড়ীতে গিয়ে চরকা দিয়ে আস্‌তে পার্‌বি?"

মাধবী সহাস্য-মুখে বলিল, "নিশ্চয়ই পার্‌ব! তোমাদের স্বরাজ লাভের চেষ্টায় এটুকু আর পার্‌ব না?" বলিয়া হাসিতে লাগিল।

"আমার বোন বলে' তোকেও যদি অপমান করে? যদি স্পাই বলে?"

মাধবী হাসিতে হাসিতে বলিল, "সুমিত্রার মার কাছে তোমার বোন বলে' আমি পরিচয় দেবো না। একখানা বন্ধ-গাড়ীতে দু-তিনটে চরকা নিয়ে কানাইয়ের সঙ্গে সুমিত্রাদের বাড়ীতে উপস্থিত হব। প্রথমে এমনি গিয়ে সুমিত্রার সঙ্গে দেখা কর্‌ব, তার পর চরকার কথা বলে' তাকে রাজি করে' একটা চরকা গাড়ী থেকে আনিয়ে নেবো।"

"যেমন অবলীলাক্রমে বলে' গেলি, ব্যাপারটা ঠিক তেমন সহজ নয় মাধবী!"

মাধবী গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করিয়া কহিল, "কিন্তু খুব শক্ত ব'লেও ত আমার মনে হচ্ছে না। একজন ভদ্রলোকের বাড়ী গিয়ে একটি মেয়েকে একখানি চরকা দিয়ে আসা। সে মেয়েটি আবার নিজেই চরকা পাবার জন্যে উৎসুক হয়ে রয়েছে।"

কথাটা প্রথমে কৌতুক-পরিহাসের আকারেই উঠিয়াছিল, কিন্তু ক্রমশঃ

কথায় কথায় বাস্তব হইয়া উঠিবার উপক্রম করিল। মাধবীর কথাটা একেবারে উপেক্ষণীয় বলিয়া সুরেশ্বরের আর মনে হইল না। এমন কি ইহা ভিন্ন উপায়ান্তরও নাই বলিয়াই তাহার মনে হইতে লাগিল। অপর পক্ষে মাধবী এই কৌতুকপ্রদ কার্য্য সম্পাদন করিবার উৎসাহ ও উদ্বেগ ভোগ করিবার জন্য ক্রমশঃ প্রলুব্ধ হইয়া উঠিল। ব্যাপারটায় এমন একটু রঙ্গ ও সাহসিকতার কথা ছিল যে তাহার উত্তেজনা মাধবীকে প্রবলভাবে পাইয়া বসিল। তাহা ছাড়া, যে বিচিত্র পদার্থটি তাহার দাদাকে এমন গভীর ভাবে আলোড়িত করিয়াছে তাহাকে দেখিয়া আসিবার একটা কৌতূহলও ছিল।

একটু চিন্তা করিয়া সুরেশ্বর বলিল, "সহজভাবে যদি কাজটা করে' আস্‌তে পারিস তা হলে না হয় তাই কর্। যাস্ ত কবে যাবি? আজই?"

মাধবী উৎফুল্ল হইয়া বলিল, "এখনই। তুমি রামদীন কোচ্‌ম্যানের একখানা গাড়ী আনিয়ে দাও, আর আমার সঙ্গে কানাই চলুক। আমি ততক্ষণ মা'র মতটা নিয়ে আসি।"

"মা যদি সুমিত্রাদের বাড়ী তোর একলা যাওয়ায় আপত্তি করেন?"

"সে আমি যতটুকু বলা দরকার তা ব'লে মার মত করিয়ে নেবো।" বলিয়া মাধবী তারাসুন্দরীর উদ্দেশে প্রস্থান করিল; এবং ক্ষণপরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "মা'র মত করিয়েছি। তুমি গাড়ী আনাবার ব্যবস্থা কর।"

গাড়ী আসিলে মাধবী জিজ্ঞাসা করিল, "কোন্ চরকাটা সুমিত্রাকে দেবে, দাদা?"

যতগুলা চরকা গৃহে উপস্থিত ছিল তন্মধ্যে সুরেশ্বরের হাতের চরকাটাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সুরেশ্বরের মনে মনে ইচ্ছা হইতেছিল সেই চরকাটাই সুমিত্রাকে পাঠাইয়া দেয়, কিন্তু কোন্ দিক্ হইতে কেমন

একটা সঙ্কোচ আসিতেছিল বলিয়া তাহা প্রকাশ করিয়া বলিতে পারিতেছিল না ; তাই মাধবীর প্রশ্নের উত্তরে সে-ই মাধবীকে প্রশ্ন করিল, "তুই কি বলিস্ ? কোন্‌টা দেওয়া যায় ?"

মাধবী স্মিতমুখে বলিল, "আমি বলি তোমার নিজের হাতের চরকাটা দাও। তুমি নিজে নূতন একটা চর্‌কা ঠিক করে' নিতে পার্‌বে, সুমিত্রা এই প্রথম চরকা অভ্যাস কর্‌বে, তার পক্ষে একটা ভাল চরকা দর্‌কার।"

মাধবীর কথায় সুরেশ্বরের মুখ ঈষৎ রঞ্জিত হইয়া উঠিল ; সে মৃদু-স্মিতমুখে বলিল, "তোর চরকাটাও ত মন্দ নয়, সেইটেই দে না কেন ?"

মাধবী বলিল, "আমার চরকার চেয়ে তোমার চরকাটা অনেক ভাল। তা ছাড়া তোমার চরকাটা সুমিত্রার হাতে একটু ভাল চল্‌বে।" বলিয়া মুখ টিপিয়া হাসিল।

মাধবীর পরিহাসে কপটক্রোধ-ভরে সুরেশ্বর বলিল, "তোমার মাথা হবে! এ ত আর বিপিন-বোসের মোটরকার নয় যে তুই চড়্‌লেই বোঁ বোঁ করে' চল্‌বে।"

মাধবী রুষ্ট-স্মিত মুখে বলিল, "না দাদা! একটা ভাল কাজে যাচ্ছি এখন যা-তা কথা বলে' যাত্রা নষ্ট কোরো না!"

"বিপিন-বোসের সে গুণও আছে না কি রে ?"

"নেই ?"

"তুই এত খবর নিলি কবে, মাধবী ?"

"যাও! বেশী ফাজ্‌লামী কোরো না। আমার এখন নষ্ট কর্‌বার মত সময় নেই।" বলিয়া মাধবী পুরাতন ভৃত্য কানাইকে ডাকিয়া সুরেশ্বরের চরকা ও অপর একখানি চরকা গাড়ীর ভিতরে চড়াইয়া দিতে বলিল।

সুরেশ্বর আর কোনো আপত্তি করিল না, চরকা দুটি লইয়া কানাই

প্রস্থান করিলে," শুধু বলিল, "আমার ভারি যত্নের চরকাটি বিলিয়ে দিচ্ছিস্, মাধবী।"

"তার জন্যে তুমি একটুও দুঃখিত নও!"

"গুণ্‌তেও জানিস্ না কি রে?"

"জানি!" বলিয়া মাধবী একটি ছোট ডালায় তুলার পাঁজ ভরিয়া লইতে বসিল। তাহার পর উঠিয়া দাঁড়াইয়া হাসিমুখে বলিল, "এগুলি বৌ-দিদিকে উপহার দিয়ে আস্‌ব।"

একথায় সুরেশ্বরের মুখমণ্ডল হইতে হাস্য-পরিহাসের সমস্ত চিহ্ন বিলুপ্ত হইল। অপ্রসন্ন স্বরে বলিল, "না, না, মাধবী! ঠাট্টাটাও সীমার মধ্যেই রাখিস্! সুমিত্রা একজন ভদ্রলোকের মেয়ে; তার ওপর আমাদের যখন কোনো সম্পর্কের দাবী নেই, তখন তাকে নিয়ে যথেচ্ছা ঠাট্টা কর্‌বার কোনো অধিকার আমাদের নেই!"

এ তিরস্কারে মাধবীর প্রসন্ন মুখে কিছুমাত্র ভাবান্তর ঘটিল না। সে তেমনি হাসিতে হাসিতে বলিল, "জানি আমি সুমিত্রা ভদ্রলোকের মেয়ে, আর এ-ও জানি যে আমি তাকে বউদিদি করে' নিতে পার্‌ব, তাই তাকে বউদিদি বল্‌ছি।"

গভীর বিস্ময়ে সুরেশ্বর বলিল, "তুই করে' নিতে পার্‌বি?"

সহাস্যমুখে লঘু-ভাবে মাধবী কহিল, "হ্যাঁ, আমিই করে' নিতে পার্‌ব।"

"কি করে'?"

"যেমন করে' পারি। সে যখন কর্‌ব তখন দেখো। এখন বাড়ীটা কানাইকে ভাল করে' বুঝিয়ে দেবে চল।"

সে-কথার কোনো উত্তর না দিয়া চিন্তিত-মুখে সুরেশ্বর কহিল, "দেখিস্, মাধবী, সেখানে গিয়ে যা'-তা' কথা বলে যেন হাল্‌কা হয়ে আসিস্ নে!"

মাধবী হাসিয়া বলিল, "না গো না, সে ভাবনা তোমার নেই। খুব ভাল ভাল কথা বলে' ভারী হয়ে-ই আস্‌ব এখন চল, দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

কানাইকে সর্ব্ববিষয়ে উপদেশ দেওয়ার পর মাধবীকে গাড়ীতে উঠাইয়া দিয়া সুরেশ্বর আর দ্বিতলে না গিয়া বৈঠকখানার ঘরে একটা ইংরেজী সংবাদপত্রের জন্য লিখিত কোনো প্রবন্ধের প্রুফ্‌ দেখিতে বসিল। মনটা একটু বিক্ষিপ্ত হইয়া গিয়াছিল; কিন্তু দুই চারি ছত্র প্রুফ্‌ দেখিতে দেখিতেই তন্মধ্যে মনোযোগ বসিয়া আসিতেছিল, এমন সময়ে বাহিরের দ্বারের সম্মুখে কে ডাকিল, "সুরেশ্বর আছ?"

কণ্ঠস্বর বিমানবিহারীর মত মনে হইল; কিন্তু সে সুরেশ্বর বলিয়া ডাকিবে না, সুরেশ্বর-বাবু বলিয়া ডাকিবে; তাই "আছি" বলিয়া সাড়া দিয়া সুরেশ্বর সকৌতূহলে দ্বার খুলিয়া দেখিল বিমানবিহারীই দাঁড়াইয়া হাসিতেছে।

সুরেশ্বর বিমানবিহারীর বন্ধুত্বের সম্বোধনকে স্বীকার করিয়া লইয়া প্রফুল্লমুখে আগ্রহসহকারে বলিল, "এস, এস, ভিতরে এস।"

ভিতরে আসিয়া আসন গ্রহণ করিয়া বিমানবিহারী স্মিতমুখে বলিল, "সুমিত্রার হুকুম তামিল কর্‌তে এসেছি।"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে বলিল, "হাকিমেও হুকুম তামিল করে না কি?"

বিমানবিহারী বলিল, "হাকিমে সব রকম কুকার্য্যই করে।"

"উপস্থিত কি কুকার্য্য কর্‌তে এসেছ শুনি?"

বিমান বলিল, "তুমি সুমিত্রাকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে এসেছ; এখন তার জন্যে তোমার কাছ থেকে একটি চরকা কাঁধে করে' নিয়ে যেতে হবে।"

সুরেশ্বর মনে মনে একটু চমকিয়া উঠিল। ক্ষণকাল চুপ করিয়া

থাকিয়া স্মিতমুখে বলিল, "কাঁধে করে' রাজপথ দিয়ে ডেপুটি চরকা নিয়ে গেলে ডেপুটিগিরি টিক্‌বে ?"

বিমানবিহারী হাসিতে হাসিতে বলিল, "তুমি আর সুমিত্রা, দুজনে যে রকম পিছনে লেগেছে ডেপুটি-গিরি টেকে কি না সন্দেহ !"

সুরেশ্বর বলিল, "তা হলে আমাদের দুজনকেই বর্জ্জন কর না, ডেপুটি-গিরিই থাক্‌।"

"তোমাদের দুজনের একজনকেও বর্জ্জন করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়, সেই কথাটা আজকে খোলা-খুলিভাবে সাদা কথায় তোমাকে বুঝিয়ে যাব। তার আগে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল খাওয়াও।"

সুরেশ্বর স্মিতমুখে বলিল "এই শীতে এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল !"

বিমানবিহারী মাথা চুল্‌কাইয়া বলিল, "বিপদে পড়্‌লে মানুষে এর চেয়েও গুরুতর কাজ করে ! তোমাদের পাল্লায় যখন পড়েছি তখন জল ছেড়ে ঘোল না খেতে হয় !"

সুরেশ্বর হাসিতে হাসিতে জল আনিতে ভিতরে প্রবেশ করিল।